শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
ষষ্ঠ খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ন করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত্ তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড: আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran. Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায় । (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান—এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউস সানি- ১৪১৯ হিঃ
জুলাই- ১৯৯৮ ইং
শ্রাবণ- ১৪০৫ বাং

সূচী পত্র

সূরা আশ-শু'আরা

নামকরণ

সূরার ২২৪ নং আয়াত والشعراء يتبعهم الغاون এর আশ-শু'আরা শব্দটি এ সূরার নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগি দেখলে মনে হয়, হাদীসের বর্ণনাও এর সমর্থন করে যে, এ সূরা মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ প্রথমে সূরা 'ত্বা হা' নাযিল হয়, পরে 'ওয়াকেয়া' এবং তার পর 'আশ-শু'আরা' নাযিল হয় (রুহুল মা'আনি, ১৯ খন্ড পৃষ্ঠা ৬৪)। আর সূরা 'ত্ব-হা' সম্পর্কে এ কথা জানাই আছে যে, এ সূরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই নাযিল হয়েছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ ভাষণের পটভূমি হল এই যে, মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ) এর ইসলাম প্রচার ও নসীহতের মুকাবেলায় কেবল উপর্যুপরি অমান্য ও অস্বীকৃতিই জানাচ্ছিল। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে তারা নানা উপায় ও কৌশল খুজে বেড়াত। কখনো তারা বলতো ঃ তুমি তো কোন নিদর্শন আমাদেরকে দেখাও নি; তা হলে তুমি যে নবী, তা আমাদের বিশ্বাস হবে কি করে? কখনো নবী করীম (সঃ)-কে কবি ও গণক বলত এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষাকে কথার তুড়ি দ্বারা উড়িয়ে দিতে চাইত। কখনো নবীর অনুসরণকারীদেরকে কিছু সংখ্যক অজ্ঞ-মূর্খ যুবক কিংবা সমাজের নিকৃষ্টতম পর্যায়ের লোক বলে তাঁর আদর্শ ও মিশনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করত। তাদের এ কথার মর্ম ছিল এই যে, এ কোন উন্নত ধরণের জিনিস নয়; যদি তাই হত তবে সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা– নেতা, সরদার ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাকে অবশ্যই গ্রহণ করত। নবী করীম (সঃ) অকাট্য যুক্তি ও দলীলের ভিত্তিতে এ লোকদের ভুল ধারণা-বিশ্বাস দূর করতে এবং তওহীদ ও পরকালের যৌক্তিকতা বুঝাবার জন্যে চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু তারা হঠকারিতার নিত্য-নতুন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করে করে বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বোধ করত না। এ অবস্থা নবীকরীম (সঃ)-এর জন্য বড় প্রাণান্তকর কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াচ্ছিল এবং এ চিন্তায় তিনি খুব বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

এরূপ পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়। এর শুরুতেই বলা হয়েছে তুমি তাদের জন্যে চিন্তায় ও দুঃখে নিজেকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ? তাদের ঈমান না আনার কারণ এ নয় যে, তারা কোন নিদর্শন দেখতে পায়নি; বরং এর কারণ এই যে, এরা আসলে হঠকারিতায় নিমজ্জিত, বুঝালেও তারা বুঝতে চায় না, মানতে প্রস্তুত নয়। জোর পূর্বক তাদের মাথা নত করে দেয়া হবে– এমন কোন নিদর্শন তারা দেখতে চায়। সে নিদর্শন যখন বাস্তবিকই আসবে, তখনই তারা বুঝতে পারবে– যে জিনিস তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছিল, তা কতই না সত্য! এ ভূমিকার কথাবার্তার পরে দশম রুকু পর্যন্ত যে বিষয় ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই যে, সত্যের সন্ধানী লোকদের জন্যে তো আল্লাহর যমীনের সর্বত্র সর্বদিকেই নিদর্শন রয়েছে। তা দেখে যে কেউ প্রকৃত নিগূঢ়

সত্যকে চিনতে ও জানতে পারে। কিন্তু হঠকারিতা যাদের মজ্জাগত রোগ, তারা কোন জিনিস দেখেও কোনদিনই ঈমান আনবে না। বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে বিস্তৃত অসংখ্য নিদর্শনাদি দেখেও তারা ঈমান আনেনি। নবীগণের মো'জেযা দেখেও তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়নি। তারা সে সময় পর্যন্ত চরম গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে যতক্ষণ না আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। এ প্রসংগে ইতিহাসের সাতটি জাতির অবস্থা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ জাতিগুলো তেমনি হঠকারিতায় নিমজ্জিত হয়েছিল যেমন হঠকারিতায় নিমজ্জিত রয়েছে মক্কার এই কাফেররা। আর এ ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে নিম্নরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম এই যে, নিদর্শন সমূহ দুই প্রকারের । এক ধরণের নিদর্শন আল্লাহর যমীনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তা দেখে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নবী যার প্রতি দা'ওআত দেন, তা সত্য ও নির্ভুল কিনা তা যাচাই করে দেখতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকারের- সে সব নিদর্শন ফেরাউন ও তার জাতির লোকজন দেখেছে, নূহ নবীর জাতি দেখেছে; 'আদ ও সামূদ জাতি দেখেছে, লূত নবীর জাতি দেখেছে আর দেখেছে আইকা'র অধিবাসিরা। এখন কাফেররা কোন ধরনের নিদর্শ দেখতে চায় তার ফয়সালা স্বয়ং কাফেররাই করবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল যুগে কাফেরদের মানসিকতা একইরূপ এবং অভিন্ন রয়েছে। সর্বকালে তারা একই রকমের যুক্তি পেশ করেছে, একই ধরণের প্রশ্ন ও আপত্তি উথাপন করেছে। ঈমান না আনার ছল-চাতুরী, কলা-কৌশলও তাদের একই রকমের ছিল। পক্ষান্তরে নবী-রসূলের শিক্ষা সকল যুগে একই রকম রয়েছে। তাদের চরিত্র এবং নৈতিকতাও দেখা গিয়েছে একই রকমের। প্রতিপক্ষের সামনে তাঁরা একই প্রকারের ও একই ধরনের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করেছেন। তাদের সকলের প্রতিই আল্লাহর রহমত নাযিল করার নীতিও ছিল একই রকমের। এ দু'ধরণের নমুনা ইতিহাসে প্রকট হয়ে রয়েছে। কাফেরদের নিজেদের প্রতিচ্ছবি কোন নমুনার সঙ্গে মিলে যায়; আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মহান সত্ত্বায় কোন নমুনার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, তা কাফেররা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখতে পারে।

তৃতীয় যে কথাটি বার বার বলা হয়েছে, তা হলো এই যে, আল্লাহতা'আলা মহা শক্তির আধার; তিনি যেমন সর্বপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী তেমনি তিনি অতিশয় দয়াবানও বটে। ইতিহাসে তাঁর উগ্র-ভীষণ রূপও দেখা গেছে, দেখা গেছে তাঁর অপার করুণার নিদর্শনও। এখন মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য বানাবে, না ক্রোধ ও গযব পাবার যোগ্য, তা মানুষের নিজেদেরই বিবেচ্য।

শেষ রুকুতে এ আলোচনার সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নিদর্শন দেখতেই চাও, তাহলে সে ভয়াবহ নিদর্শন দেখার জন্যেই কোমর বেঁধে কেন লেগেছ যা ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিগুলি দেখতে পেয়েছে? এই কুরআনকে দেখলেই তো পার। এ তোমাদের নিজেদেরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। দেখ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে, দেখ তাঁর- সংগী-সাথীদেরকে। এ কালাম(কুরআন মজীদ) কি জ্বিন বা শয়তানের কালাম হতে পারে? এ কালাম যিনি পেশ করছেন তিনি কি গণৎকার হতে পারেন? সাধারণত কবিরা এবং তাদের সমপর্যায়ের লোকেরা যেরূপ হয়ে থাকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের কি সেরূপ মনে হয়? জিদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা তোমাদের দিলের গভীর তলদেশকে যাচাই করে দেখ, তা কি বলে। তোমরা দিল হতেই যদি জানতে পেরে থাক যে, গণৎকারী ও কবিত্বের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক- দূরতম সম্পর্কও- নেই, তাহলে মনে রাখবে যে ,তোমরা যুলুম করছ এবং যালেমদের অনুরূপ পরিণতিই তোমাদের হবে।

রুকুঃ ১

১. ত্বা-সীন-মীম

২. এ স্পষ্টভাষী কিতাবের আয়াত[১]।

৩. হে নবী! তুমি হয়তো এ চিন্তায় প্রাণ বিনষ্ট করবে যে, এ লোকেরা ঈমান আনছে না।

৪. আমরা চাইলে আসমান হতে এমন সব নিদর্শন নাযিল করতে পারি যার সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যাবে[২]।

১. অর্থাৎ এই কিতাবের আয়াতগুলো আপন উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে খুলে খুলে বর্ণনা করে, তা পড়ে বা শুনে প্রতিটি ব্যক্তি এ বুঝতে পারে যে তা কোন জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, কোন জিনিস থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে, কোন জিনিসকে হক ও কোন জিনিসকে বাতিল গণ্য করছে। মানা বা না মানা আলাদা কথা, কিন্তু কোন ব্যক্তি কখনো এ বাহানা করতে পারে না যে এই কিতাবের শিক্ষা তার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না এবং সে এ বুঝতে ও জানতে পারছে না যে এ কিতাব তাকে কোন্ জিনিস ত্যাগ করতে বলছে ও কোন জিনিস তাকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

২. অর্থাৎ এরূপ কোন অলৌকিক নিদর্শন অবতীর্ণ করা, যা দেখে সমস্ত কাফের ঈমান্ ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে- আল্লাহতা'আলার জন্য মোটেই কঠিন নয়। তিনি যদি এরূপ না করেন তবে তার কারণ এ নয় যে- এ কাজ করার সামর্থ আল্লাহর নেই। বরং তার কারণ হচ্ছে- এই প্রকারের যবরদস্তিমূলক ভাবে ঈমান আনানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।

وَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ

এবং | না | তাদের(কাছে) এসেছে | কোন | নসীহত | হতে | দয়াময় | (নসীহত) নতুন | এব্যতীত যে | তারা ছিল | তাহতে

مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ

(পরাঙমুখ) মুখফিরিয়েনিত | এখন নিশ্চয়ই | তারামিথ্যারোপ করেছে | সুতরাং তাদের(কাছে) আসবে শীঘ্রই | বার্তাসমূহ | যা কিছু | তারাছিল | সে সম্পর্কে

يَسْتَهْزِءُونَ ⑥ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত | কি | তারা লক্ষ্যকরে নাই | প্রতি | যমীনের | কত (বিপুল পরিমাণ) | আমরাউদ্গত করেছি

فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا

তারমধ্যে | প্রকারের | প্রত্যেক | উদ্ভিদ | চমৎকার | নিশ্চয়ই | মধ্যে রয়েছে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | কিন্তু | না

كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ⑧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

হয়েছে | তাদের অধিকাংশ | বিশ্বাসী | নিশ্চয়ই এবং | তোমাররব | অবশ্যই তিনি | পরাক্রমশালী

الرَّحِيمُ ⑨

মেহেরবানও

৫. এই লোকদের নিকট মহান রহমানের নিকট হতে যে নতুন নসীহতই আসে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৬. এখন তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা যে জিনিষের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে; অতি শীঘ্রই তার নিগূঢ় তত্ব (বিভিন্ন উপায়ে) জানতে পারবে।

৭. তারা কি কখনো যমীনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি? আমরা কত বিপুল পরিমাণে সকল প্রকার চমৎকার উদ্ভিদ তাতে পয়দা করেছি।

৮. নিশ্চয়ই তাতে একটি নিদর্শন রয়েছে[৩]। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

৯. আর প্রকৃত সত্য এই যে, তোমার রব প্রবল পরাক্রান্তও এবং মহা দয়াবানও[৪]।

৩. সত্যানুসন্ধানের জন্য কারো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে বেশীদূর যাওয়ার দরকার হয় না; এই যমীনের উৎপাদন-বিকাশন শক্তির ক্রিয়াশীলতা যদি সে চোখ খুলে সামান্য দেখে, তবে সে বুঝতে পারবে এই বিশ্ব-ব্যবস্থার যে হকীকত (তৌহিদ) আল্লাহর নবীরা (আঃ) পেশ করেন তা সঠিক, না মোশরেকরা ও আল্লাহর অমান্যকারীরা যে সব মতবাদ বর্ণনা করে সেইগুলো!

৪ অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতা এতই বিপুল ও প্রবল যে তিনি কাউকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে এক পলকেই তাকে অস্তিত্ব থেকে মিটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি যে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়া করেন না, তা হচ্ছে নিতান্ত তাঁর কৃপা। তিনি বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী ঢিল দিয়ে থাকেন, চিন্তা করার ও বুঝার অবকাশ দিয়ে যান এবং পূর্ণ জীবন-কালের অবাধ্যতাকে একটি তওবা দ্বারা মাফ করে দিতে প্রস্তুত থাকেন।

وَ (এবং (স্মরণকর)) اِذْ (যখন) نَادٰى (ডেকেছিলেন) رَبُّكَ (তোমাররব) مُوْسٰٓى (মূসাকে) اَنِ (যে) ائْتِ (যাও) الْقَوْمَ (জাতির (নিকট))

الظّٰلِمِيْنَ (যালেম) ⑩ قَوْمَ (জাতি) فِرْعَوْنَ (ফিরআউনের) اَلَا (কি না) يَتَّقُوْنَ (তারাভয়করে) ⑪ قَالَ ((মূসা) বলল) رَبِّ (হে আমাররব)

اِنِّىْٓ (নিশ্চয়ই আমি) اَخَافُ (আমি আশংকা করছি) اَنْ (যে) يُّكَذِّبُوْنِ (আমাকে তারা অস্বীকার করবে) ⑫ وَ (এবং) يَضِيْقُ (সংকুচিতহচ্ছে) صَدْرِىْ (আমারঅন্তর) وَ (আর) لَا (না)

يَنْطَلِقُ (সঞ্চালিতহয়) لِسَانِىْ (আমাররসনা) فَاَرْسِلْ (সুতরাং রেসালত দিন) اِلٰى (প্রতি ও) هٰرُوْنَ (হারুনের) ⑬ وَ (এবং) لَهُمْ (তাদের আছে) عَلَىَّ (আমার বিরুদ্ধে)

ذَنْبٌ ((অপরাধের) অভিযোগ) فَاَخَافُ (আমি তাই আশংকাকরছি) اَنْ (যে) يَّقْتُلُوْنِ (আমাকে তারাহত্যা করবে) ⑭ قَالَ ((আল্লাহ) বললেন) كَلَّا (কক্ষণও না (তারা পারবে)) فَاذْهَبَا (তোমরা অতএব দু'জনে যাও)

بِاٰيٰتِنَآ (আমাদের নিদর্শনাবলীসহ) اِنَّا (নিশ্চয়ই আমরা) مَعَكُمْ (তোমাদেরসাথে (আছি)) مُّسْتَمِعُوْنَ ((সদা সর্বদা) শ্রবণকারী) ⑮

রুকূঃ ২

১০. তাদেরকে সেই সময়ের কাহিনী শোনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডাকলেন (এবং বললেন) "জালেম জাতির নিকট যাও"

১১. ফিরআউন জাতির নিকট– তারা কি ভয় করে না"?

১২. সে আরয করল, "হে আমার রব, আমার ভয়হচ্ছে যে, সে আমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে।

১৩. আমার অন্তর কুণ্ঠিত ও সংকুচিত হচ্ছে, আমার রসনা সঞ্চালিত হয়না। আপনি হারুনকে রেসালাত দান করুন।

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও রয়েছে। এ কারণে আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে"।

১৫. তিনি বললেন, "কক্ষণো না। তোমরা দু'জনই যাও আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে । আমরা তোমাদের সাথে সব কিছু শুনতে থাকব।

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ
সুতরাং দু'জনেযাও — ফিরআউনের (নিকট) — অতঃপর দুজনে বল — আমরা নিশ্চয়ই — রসূল — রবের

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٧﴾
বিশ্বজাহানের — (আরও বল) যে — পাঠাও — আমাদের সাথে — বনী — ইসরাঈলকে

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّ لَبِثْتَ
(ফিরআউন) বলল — কি — না — তোমাকেআমরা প্রতিপালনকরেছি — আমাদের মাঝে — শৈশবে — এবং — তুমিকাটিয়েছ

فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٨﴾ وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ
আমাদের মাঝে — তোমারজীবনের — (কয়েকটি) বছর — এবং — তুমি করেছ — তোমার কর্ম — যাকিছু

فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَاۤ اِذًا وَّ اَنَا
তুমি করেছ — আর — তুমি — অন্তর্ভূক্ত — অকৃতজ্ঞদের — (মূসা) বলল — তা আমিকরে ছিলাম — সে সময় — যখন — আমি (ছিলাম)

مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ
অন্তর্ভূক্ত — অজ্ঞদের — আমি অতঃপর পালিয়েযাই — তোমাদের হতে — যখন — তোমাদেরকেভয় করেছিলাম — অতঃপর দানকরলেন

لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾
আমাকে — আমাররব — প্রজ্ঞা — এবং — আমাকে করলেন — অন্তর্ভূক্ত — রসূলদের

১৬. ফিরআউনের নিকট যাও এবং তাকে বল, আমাদেরকে রব্বুল'আলামীন এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে,

১৭. তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সংগে যেতে দিবে"।

১৮. ফিরআউন বলল, "আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে বাল্যাবস্থায় লালন-পালন করিনি? তুমি তোমার জীবনের কয়েকটি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছ।

১৯. তার পর তুমি করে গেলে যা তোমার কর্ম,তুমি বড় অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি"।

২০. মূসা জবাব দিল," সে সময় আমি সেই কাজ অজ্ঞতাবশত করেছিলাম।

২১. পরে আমি তোমাদের ভয়ে পালিয়ে যাই। অতঃপর আমার রব আমাকে 'হুকুম' দান করলেন এবং আমাকে নবী-রসূলগণের মধ্যে শামিল করে নিলেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿٢٢﴾

আর এই অনুগ্রহ যা তুমি (তা কি) উপকার করেছ আমারউপর (এ নয়) যে তুমি গোলাম বানিয়েরেখেছ বনী ইসরাঈলকে

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

বলল ফিরআউন আবার কে রব বিশ্বজগতের (মূসা) বলল রব আকাশমন্ডলির

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ

ও পৃথিবীর এবং যাকিছু (আছে) তাদেরউভয়ের মাঝে যদি তোমরাহও দৃঢ়বিশ্বাসী (ফিরআউন) বলল তাদেরকে (যারা ছিল)

حَوْلَهٗٓ أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ

তাঁরচারপার্শ্বে না কি তোমরাশুনছ (মূসা) বলল তোমাদেররব ও রব তোমাদেরপিতৃপুরুষদেরও

الْأَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

পূর্ববর্তী (ফিরআউন) বলল নিশ্চয়ই তোমাদের রসূল যাকে প্রেরণ করা হয়েছে তোমাদেরপ্রতি

لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾

অবশ্যই পাগল

২২. আর তুমি আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের দোহাই দিয়েছ তার নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলে"[৫]।

২৩. ফিরআউন বলল,"এই রব্বুল'আলামীনটা কি?"

২৪. মূসা জবাব দিল," আসমান ও যমীনের রব তিনি। আর সে সব জিনিসেরও তিনি রব যা কিছু আকাশমন্ডল ও যমীনের মধ্যে রয়েছে– যদি তুমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী হও"।

২৫. ফিরআউন তার চারপাশের লোকদেরকে বলল "শুনছ?"

২৬. মূসা বলল ,"তিনি তোমাদেরও রব এবং তোমাদের সেই বাপ-দাদা যারা চলে গেছে তাদেরও রব"।

২৭. ফিরআউন (উপস্থিত লোকদের) বলল,"তোমাদের রসূল, যিনি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন একেবারেই পাগল মনে হয়।"

৫. অর্থাৎ তুমি যদি বনী ইসরাঈলের উপর যুলম না করতে তবে তোমার ঘরে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য আমি কেন আসবো? তোমার যুলমের কারণেই তো আমার মা আমাকে টুকরির মধ্যে স্থাপন করে নদীর বুকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তা না হলে আমার প্রতিপালনের জন্য আমার নিজের ঘর কি বর্তমান ছিল না? সুতরাং প্রতিপালনের উপকারের কথা আমাকে শোনানো তোমার শোভা পায় না।

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ط

(মূসা) বলল — (তিনিতো) রব — পূর্বদিগন্তের — এবং — পশ্চিমের — এবং — যাকিছু (আছে) — তাদেরউভয়ের মাঝে

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِيْ

যদি — তোমরা — বুঝতে — (ফিরআউন) বলল — অবশ্যই যদি — তুমি গ্রহণ কর — (অন্যাকে) ইলাহরূপে — আমি ভিন্ন

لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ

আমি অবশ্যই তোমাকে করবই — অর্ন্তভূক্ত — কারারুদ্ধদের — (মূসা) বলল — যদিও কি — তোমাদের(কাছে) এনেছি আমি — এক জিনিষ (নিদর্শন)

مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهٖ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

সুস্পষ্ট (তবুও) — (ফিরআউন) বলল — তবে নিয়ে আস — তা — যদি — তুমিহও — অর্ন্তভূক্ত — সত্যবাদীদের

فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾ وَّ نَزَعَ يَدَهٗ

সে অতঃপর নিক্ষেপকরল — তারলাঠি — তখনই — তা (হয়েগেল) — অজগর — সুস্পষ্ট — এবং — টেনেবেরকরল (বগলহতে) — তার হাত

فَإِذَا هِيَ بَيْضَاۤءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهٗۤ إِنَّ

তখনই — তা (হয়েগেল) — শুভ্রউজ্জল — দর্শকদের জন্যে — (ফিরআউন) বলল — পরিষদবর্গকে — তার চারপার্শ্বের — নিশ্চয়ই

هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

এতো — যাদুকর — সুদক্ষ

২৮. মূসা বলল ,"পূর্ব ও পশ্চিম আর যাকিছু এই দু'য়ের মধ্যে রয়েছে সবকিছুর রব তিনি, যদি তোমাদের কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি থেকে থাকে!"

২৯. ফিরআউন বলল ,"তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদ মেনে নাও তবে তোমাকেও সেই লোকদের মধ্যে গণ্য করব যারা কয়েদ খানায় বন্দী হয়ে আছে ।"

৩০. মূসা বলল ," আমি যদি তোমার সামনে এক সুস্পষ্ট জিনিস নিয়ে এসে থাকি, তবুও?"

৩১. ফিরআউন বলল ," আচ্ছা, তাহলে তুমি তা নিয়ে এস, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক" ।

৩২. (তার মুখ হতে একথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই তা এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল ।

৩৩. পরে সে নিজের হাত (বগলের নীচ হতে) টেনে বের করল; তা সব দর্শকের সামনে ঝকমক করছিল ৬।

রুকুঃ ৩

৩৪. ফিরআউন তার চারপাশে অবস্থিত সরদার মাতব্বরদেরকে বলল ,"এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর ।

৬. হযরত মূসা (আঃ) কক্ষপুট থেকে হাত বের করা মাত্র হঠাৎ সারা মহল ঔজ্জ্বল্যে ঝকমক করে উঠলো, মনে হল যেন সূর্য নির্গত হয়েছে ।

রুকু ২

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ

সে চায় | যে | তোমাদেরকে সে বের করবে | হতে | তোমাদের দেশ | তার যাদুরবলে

فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝٣٥ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ وَ ابْعَثْ

অতঃপর কি | তোমরাকরতেবলো | তারাবলল | তার(ব্যাপার) স্থগিত রাখুন | ও | তার ভায়ের (ব্যাপারে) | এবং | প্রেরণকরুন

فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝٣٦ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۝٣٧

মধ্যে | শহরসমূহের | সংগ্রহকারীদেরকে | আপনার নিকট নিয়ে আসবে | প্রত্যেক | বড়যাদুকরকে | সুদক্ষ

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٣٨ وَّ قِيْلَ

অতঃপর একত্রিতকরাহলো | যাদুকরদেরকে | নির্দিষ্টসময়ে | দিনের | নির্ধারিত | এবং | বলাহল

لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۝٣٩

লোকদেরকে | (তাহলে) কি | তোমরা | (সম্মেলনে) সমবেত হচ্ছ

৩৫. সে চায় যে, নিজের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বের করবে[৭] এখন বল, তোমাদের কি নির্দেশ?"

৩৬. তারা বলল ,"তাকে এবং তার ভাইকে (শাস্তিদানের ব্যাপার) স্থগিত করে রাখুন, আর শহর-নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠিয়ে দিন,

৩৭. তারা সব দক্ষ যাদুকরকে আপনার নিকট নিয়ে আসবে।"

৩৮. তদানুযায়ী একদিন নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্রিত করা হল।

৩৯. আর লোকদেরকে বলা হল ,"তোমরা কি সম্মেলনে যাবে?

৭. এক মুহূর্ত পূর্বে ফিরআউন নিজ প্রজাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দরবারে রেসালাতের কথা বলতে ও বনী ইসরাঈলদের মুক্তির দাবী করতে দেখে তাকে পাগল গণ্য করেছিল ও ধমক দিচ্ছিল যে- যদি তুই আমাকে ছাড়া কাউকে উপাস্য বলে মানিস তবে তোকে জেলের মধ্যে পচিয়ে মারব, কিন্তু এখন নিদর্শন গুলো দেখা মাত্রই তার মধ্যে এত ভীষন ভয়ের সঞ্চার হয়ে গেল যে নিজের বাদশাহী ও রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হবে এই বিপদাশঙ্কা তার সামনে দেখা দিল। এর থেকে দুই মোজেযার মাহাত্ম্যের আন্দাজ করা যেতে পারে।

لَعَلَّنَا	نَتَّبِعُ	السَّحَرَةَ	اِنْ	كَانُوْا	هُمُ	الْغٰلِبِيْنَ ۝٤٠
আমরা সম্ভবত	অনুসরণকরব	যাদুকরদের(দ্বীনকে)	যদি	হয়	তারা	বিজয়ী

فَلَمَّا	جَآءَ	السَّحَرَةُ	قَالُوْا	لِفِرْعَوْنَ	اَئِنَّ	لَنَا
অতঃপর যখন	আসল (ময়দানে)	যাদুকররা	তারাবলল	ফিরআউনকে	নিশ্চয়ইকি (আছে)	আমাদের জন্যে

لَاَجْرًا	اِنْ	كُنَّا	نَحْنُ	الْغٰلِبِيْنَ ۝٤١	قَالَ	نَعَمْ	وَ
অবশ্যই পুরস্কার	যদি	আমরা হই	আমরা	বিজয়ী	(ফিরআউন) বলল	হ্যাঁ	এবং

اِنَّكُمْ	اِذًا	لَّمِنَ	الْمُقَرَّبِيْنَ ۝٤٢	قَالَ	لَهُمْ	مُّوْسٰٓى
তোমরা নিশ্চয়ই	তখন	অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত (হবে)	(আমার) ঘনিষ্ঠদের	বলল	তাদেরকে	মূসা

اَلْقُوْا	مَآ	اَنْتُمْ	مُّلْقُوْنَ ۝٤٣
তোমরা নিক্ষেপকর	যাকিছু	তোমারা	নিক্ষেপকারী

৪০. সম্ভবত আমরা যাদুকরদের দ্বীনেই থেকে যাব– যদি তারা জয়ী হয় [৮]"।

৪১. যাদুকররা যখন ময়দানে আসল তখন তারা ফিরআউনকে বলল, "আমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে তো যদি আমরা জয়ী হই?"

৪২. সে বলল ,"হ্যাঁ, আর তখন তোমরা নিকটবর্তীদের মধ্যে গণ্য হবে"।

৪৩. মূসা বলল ,"নিক্ষেপ কর, যাকিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে"।

৮. অর্থাৎ মাত্র ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করা হল না। বরং এই উদ্দেশ্যে চারিদিকে লোক ছোটানো হল যাতে মুকাবেলা দেখার জন্য এক এক করে লোকদেরকে সমবেত করা হয়। এর দ্বারা বোঝা যায়– ভরা দরবারে হযরত মূসা (আঃ) যে মো'জেযা দেখিয়েছিলেন তার খবর সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ফিরআউনের মনে এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে দেশবাসীরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। দরবারে উপস্থিত যে সব লোকেরা হযরত মূসার (আঃ) মো'জেযা দেখেছিল এবং বাইরের যেসব লোক পর্যন্ত এর বিশ্বস্ত খবর পৌঁছেছিল। নিজেদের পৈত্রিক ধর্মের উপর তাদের বিশ্বাস বিচলিত হয়ে পড়ছিল। এখন তাদের ধর্মের অস্তিত্ব থাকা মাত্র একটা কথার উপর নির্ভর করছিল– হযরত মূসা (আঃ) যা দেখিয়েছেন যাদুকরেরাও যে কোন প্রকারে যদি তাই করে দেখায় তবেই রক্ষা। ফিরআউন ও তার দরবারীরা নিজেরা এ মুকাবেলাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বলে মনে করছিল। তাদের নিজেদের প্রেরিত লোক জনসাধারণের মনে এই কথা বদ্ধমূল করতে চেষ্টা করে ফিরছিল যে, যদি যাদুকরেরা জয়ী হয় তবেই মূসার ধর্ম থেকে আমরা রক্ষা পাবো; অন্যথায় আমাদের দ্বীন ও ঈমানের কোন ঠিকানা নেই।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعِزَّةِ

তারা অতঃপর নিক্ষেপ করল — তাদের রশিগুলোকে — ও — তাদের লাঠিগুলোকে — এবং — বলল — শপথ ইয্যতের

فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقٰى مُوْسٰى

ফিরআউনের — নিশ্চয়ই আমরা — আমরাই — বিজয়ী (হব) — অতঃপর নিক্ষেপকরল — মূসা

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ

তার লাঠি — তখনই — তা — গ্রাসকরতে লাগল — যাকিছু — তারা মিথ্যা সৃষ্টি করে — তখন পড়ে গেল

السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

যাদুকররা — সিজদাবনত হয়ে — তারাবলল — আমরাঈমান এনেছি — রবের উপর — বিশ্বজাহানের

رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ

(যিনি) রব — মূসার — ও — হারূণের — (ফিরআউন) বলল — তোমরা কি ঈমানআনলে — তার উপর — এরপূর্বেই — যে

اٰذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

আমি দিব অনুমতি — তোমাদেরকে — নিশ্চয়ই সে — অবশ্যই প্রধান — তোমাদের — যে — তোমাদেরকে শিখিয়েছে — যাদু

৪৪. তারা অমনি নিজেদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, আর বলল,"ফিরআউনের সৌভাগ্যে আমরাই জয়ী থাকব।"

৪৫. পরে মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; তখন সহসাই তা তাদের মিথ্যা কৃতিত্বকে গিলে ফেলতে লাগল।

৪৬. এ দেখে সব যাদুকরই স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে গেল।

৪৭. এবং বলে উঠল,মেনে নিলাম আমরা রব্বুল আলামীনকে-

৪৮. মূসা ও হারূনের রবকে।

৪৯. ফেরাউন বলল,"তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমার অনুমতি দেবার আগেই! নিশ্চয়ই এ তোমাদের বড় যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে ।

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ

অতএব শীঘ্রই | তোমরা জানতে পারবে (পরিণাম) | আমি অবশ্যই কাটবই | তোমাদের হাত গুলোকে | ও | তোমাদের পা গুলোকে | হতে

خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ز

বিপরীতদিক | আর | অবশ্যই | তোমাদেরকে শুলেচড়াবই | সবাইকে | তারাবলল | নাই | কোন ক্ষতি

اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا

নিশ্চয়ই আমরা | দিকে | আমাদের রবের | প্রত্যাবর্তনকারী | নিশ্চয়ই আমরা | আশাকরি | যে | মাফকরবেন | আমাদেরকে

رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾ وَ اَوْحَيْنَآ

আমাদেররব | আমাদেরগুনাহ গুলোকে | (এজন্যে) যে | আমরাহলাম | অগ্রণী | ঈমানদারদের | এবং | আমরা ওহী পাঠালাম

اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾

প্রতি | মূসার | যে | রাতে বের হয়েযাও | আমার বান্দাদের নিয়ে | নিশ্চয়ই তোমাদেরকে | পিছনে অনুসরণ করাহবে

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ

অতঃপর পাঠাল | ফিরআউন | মধ্যে | শহরগুলোর | লোকসংগ্রহকারী দেরকে | (এবলে যে) নিশ্চয়ই | এরা

لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَ اِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾

অবশ্যই একটিদল | ছোট | এবং | তারা নিশ্চয়ই | আমাদের জন্যে | অবশ্যই ক্রোধউদ্রেগকারী

আচ্ছা! এখনই তোমরা জানতে পারবে! আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কেটে দেব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।"

৫০. তারা জবাব দিলঃ "কোনই পরোয়া নেই, আমরা আমাদের রবের নিকট পৌঁছে যাব।

৫১. আর আমাদের আশা আছে যে, আমাদের রব আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। কেননা আমরা প্রথমেই ঈমান এনেছি।"

রুকূঃ ৪

৫২.আমরা[৯] মূসাকে অহী পাঠালাম যে,"রাতের মধ্যেই আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে যাও। তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।"

৫৩. এতে ফিরআউন (সৈন্যদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে) শহরে-নগরে নকীব পাঠিয়ে দিল

৫৪. এবং (বলে পাঠাল যে,)"এরা অতি অল্প সংখ্যক লোক,

৫৫. এবং এরা আমাদেরকে ক্রোধান্বিত করেছে ।

৯. এখন দীর্ঘকালের ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে সেই সময়ের উল্লেখ করা হচ্ছে যখন হযরত মূসাকে (আঃ) মিশর ত্যাগ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল।

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ

এবং নিশ্চয়ই আমরা অবশ্য একটিদল সদা-সতর্ক এভাবে তাদেরকে আমরা বের করলাম হতে উদ্যানসমূহ

وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ وَ

ও প্রস্রবণসমূহ এবং ধন-ভান্ডার ও (হতে) স্থানসমূহ সুরম্য এরূপই (ঘটেছিল) আর

أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

তার আমরাউত্তরাধিকারী করেছিলাম বনী ইসরাঈলদেরকে তারা অতঃপর পশ্চাদ্ধাবণ করল তাদেরকে সূর্যোদয়কালেই

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾

অতঃপর যখন উভয়ে দেখল উভয়দলকে বলল সাথীরা মূসার নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়ে গেলাম অবশ্যই

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ

(মূসা) বলল কক্ষণনা নিশ্চয়ই আমারসাথে (আছেন) আমাররব তিনি আমাকে শীঘ্রই পথদেখাবেন অতঃপর আমরা ওহীপাঠালাম প্রতি

مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ

মূসার যে আঘাতকর তোমার লাঠি দিয়ে সমূদ্রকে ফলে ফেটেগেল (সমূদ্র) অতঃপর হল প্রত্যেক

فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

ভাগ যেমন মত পর্বতের বিশাল এবং আমরা নিকটে আনলাম সেখানেই অন্যান্যদেরকে (অপর দলকে)

৫৬. আর আমরা এমন একটি দল, সদাসতর্ক থাকাই যার স্থায়ী রীতি।"

৫৭-৫৮. এভাবে আমরা তাদেরকে তাদের বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ধন-ভান্ডার এবং তাদের অতীব উত্তম ঘর-বাড়ী হতে বের করে আনলাম।

৫৯. এ হল তাদের সাথে, আর (অপরদিকে) বনীইসরাঈলকে আমরা এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

৬০. ভোর হতেই এ লোকেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করল।

৬১. উভয় দল যখন মুখোমুখি হল তখন মূসার সংগী-সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠল,"আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!"

৬২. মূসা বলল,"কক্ষণো না আমার সংগে রয়েছেন আমার রব । তিনি অবশ্যই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।"

৬৩. আমরা মূসাকে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম "সমুদ্রের উপর তোমার লাঠি মারো"। সহসা সমুদ্র দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং তার প্রত্যেকটি অংশ এক একটি বিরাট পর্বতের মত হয়ে দাঁড়াল।

৬৪. সেখানেই আমরা অপর দলটিকেও নিয়ে উপস্থিত করলাম।

وَ اَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا

এবং | আমরারক্ষাকরলাম | মূসাকে | ও | যারা (ছিল) | তারসাথে | সবাইকে | এরপর | আমরা ডুবিয়ে দিলাম

الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٦﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

অন্যান্যদেরকে | নিশ্চয়ই | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই একটিনিদর্শন | কিন্তু | না | ছিল | তাদের অধিকাংশই

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾ وَ اتْلُ

বিশ্বাসী | এবং | নিশ্চয়ই | তোমাররব | অবশ্যই তিনিই | পরাক্রমশালী | মেহেরবান | আর | শুনাও

عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٠﴾

তাদেরকে | বৃত্তান্ত | ইবরাহীমের | যখন | সে বলেছিল | তারপিতাকে | ও | তারজাতিকে | কিসের | তোমরা পূজা করছ

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ

তারাবলে ছিল | আমরা পূজাকরি | (কিছু) মূর্তির | আমরাঅতঃপর লেগেথাকি | তাদের জন্যে | আত্মোউৎসর্গীহয়ে | (ইবরাহীম) বলল | কি

يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿٧٢﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾

তোমাদেরকে তারা শুনতে পায় | যখন | তোমরাডাক | অথবা | তোমাদেরকে উপকার করতেপারে | অথবা | ক্ষতি করতে পারে

৬৫. মূসা ও সেই সব লোককে যারা তার সংগে ছিল আমরা বাঁচিয়ে নিলাম।

৬৬. আর অপর দলকে ডুবিয়ে দিলাম।

৬৭. এই ঘটনায় একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে অনেক লোকই তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

৬৮. আর সত্য কথা এই যে, তোমার রব মহা পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

রুকুঃ ৫

৬৯. আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনাও।

৭০. যখন সে তার পিতা ও তার জাতির নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল "এই জিনিসগুলো কি তোমরা যার পূঁজা করছ?"

৭১. তারা জবাব দিল,"কিছুসংখ্যক মূর্তি, যেগুলোর আমরা পূজা করি, তাদেরই সেবায় আমরা আত্মোৎসর্গ করে আছি।"

৭২. সে জিজ্ঞাসা করল ,"এরা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায় যখন তোমরা তাদের ডাক?

৭৩. কিংবা এরা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করতে পারে?"

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ

তারা বলল | (না) বরং | আমরা পেয়েছি | আমাদের বাপ দাদাদেরকে | এরূপই | তারা করতেন | সে বলল

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٥﴾ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمُ

তবেকি তোমরা (ভেবে) দেখেছ | (ঐগুলোকে) যার | তোমরা পূজা করে আসছ | তোমরা | ও | তোমাদেরপিতৃপুরুষেরা

الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٧﴾

(যারা)অতীত হয়েছে | সুতরাং তারা নিশ্চয়ই | শত্রু | আমার | ব্যতীত | রব | বিশ্বজাহানের

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾ وَ الَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَ

যিনি | আমাকে সৃষ্টি করেছেন | অতঃপর তিনিই | আমাকে পথ দেখান | এবং | তিনিই | যিনি | আমাকে খাওয়ান | ও

يَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾ وَ الَّذِيْ

আমাকে পান করান | এবং | যখন | আমি পীড়িত হই | তখন তিনিই | আমাকেআরোগ্যদান করেন | এবং | (তিনিই) যিনি

يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾ وَ الَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ

আমাকে মৃত্যু দেবেন | এরপর | পুর্নজীবিত করবেন | এবং | (তিনিই)যার (নিকট) | আশাকরি আমি | যে | মাফকরবেন | আমাকে

خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾

আমার ত্রুটিসমূহকে | দিনে | বিচারের

৭৪. তারা উত্তরে বলল,"না, আমরা বরং আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি"।

৭৫-৭৬. এই কথা শুনে ইবরাহীম বলল," তোমরা কখনো(চক্ষুমেলে) এই জিনিসগুলো দেখেছ কি যেগুলোর বন্দেগী তোমরা ও তোমাদের অতীতের পূর্ব পুরুষরা করে আসছ?

৭৭. এরা সবাই তো আমার দুশমন, কেবল রব্বুল আ'লামীন ছাড়া,

৭৮. যিনি আমাকে পয়দা করেছেন , এবং অতঃপর আমাকে পথ প্রদর্শন করেন,

৭৯. যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

৮০. আর যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন,

৮১. যিনি আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং পরে আবার জীবন দান করবেন;

৮২. আর যাঁর নিকট আমি আশা পোষণ করি যে, বিচার দিনে তিনি আমার ত্রুটিসমূহ মাফ করে দিবেন।"

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

(পরে বললেন) হে আমার রব | দানকর | আমাকে | জ্ঞান-বৃদ্ধি | ও | মিলিত কর | সৎকর্মশীলদের সাথে

وَ اجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾

এবং | দাও | আমাকে | খ্যাতি | সত্যকার | মধ্যে | পরবর্তীদের

وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾ وَ

এবং | আমাকে কর | অন্তর্ভুক্ত | উত্তরাধিকারীদের | জান্নাতের | নেয়ামতে ভরা | এবং

اغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ

মাফকর | আমার পিতাকে | নিশ্চয়ই তিনি | ছিলেন | অর্ন্তভূক্ত | পথভ্রষ্টদের | আর | না | আমাকে লাঞ্ছিতকরো | দিনে

يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا

পুনরুত্থানের | সেদিন | না | কাজেআসবে | ধন-সম্পদ | আর | না | সন্তান-সন্ততি | তবে

مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾

(তাকে) যে | আসবে | আল্লাহর নিকট | অন্তরসহ | প্রশান্ত | এবং | নিকটে আনা হবে | জান্নাত | মুত্তাকীদেরজন্যে

৮৩. (অতঃপর ইবরাহীম দো'আ করল) "হে আমার রব, আমাকে সত্যকার জ্ঞান-বৃদ্ধি দান কর। আর আমাকে নেককার লোকদের সাথে মিলিত কর।

৮৪. আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমাকে সত্যিকার খ্যাতি দান কর।

৮৫. আমাকে নে'আমত ভরা জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শামিল কর।

৮৬. আরো নিবেদন এই যে, আমার পিতাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয়ই সে গোমরাহ লোকদের একজন।

৮৭. আমাকে সেদিন লাঞ্ছিত করো না। যখন সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে;

৮৮. যখন না ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি;

৮৯. কেবল সেই ব্যক্তি উপকৃত হবে যে প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে।"

৯০. -(সেদিন[১০]) জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের নিকট নিয়ে আসা হবে।

১০. এখান থেকে ১০২ নং আয়াত পর্যন্তকার ভাষন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তির অংশ নয়; বরং আল্লাহতা'আলার পক্ষথেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তির উপর বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে।
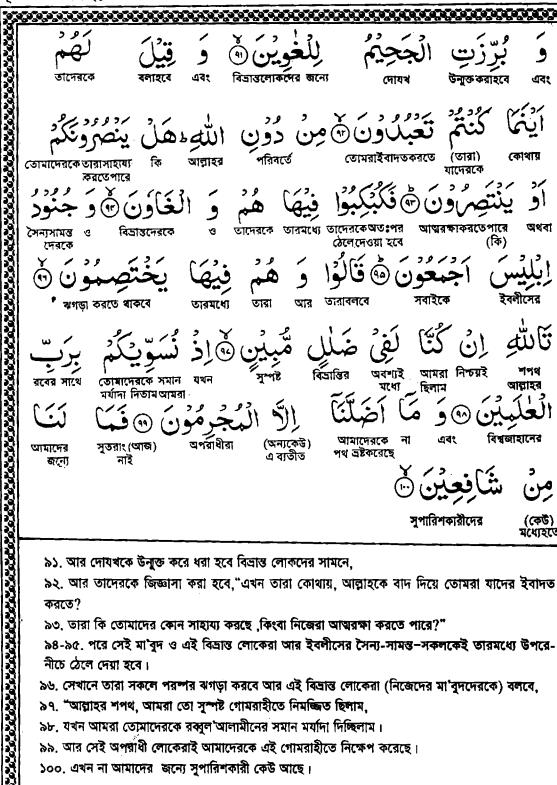
৯১. আর দোযখকে উন্মুক্ত করে ধরা হবে বিভ্রান্ত লোকদের সামনে,

৯২. আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে,"এখন তারা কোথায়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে?

৯৩. তারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করছে ,কিংবা নিজেরা আত্মরক্ষা করতে পারে?"

৯৪-৯৫. পরে সেই মা'বুদ ও এই বিভ্রান্ত লোকেরা আর ইবলীসের সৈন্য-সামন্ত—সকলকেই তারমধ্যে উপরে-নীচে ঠেলে দেয়া হবে।

৯৬. সেখানে তারা সকলে পরস্পর ঝগড়া করবে আর এই বিভ্রান্ত লোকেরা (নিজেদের মা'বুদদেরকে) বলবে,

৯৭. "আল্লাহর শপথ, আমরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম,

৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে রব্বুল'আলামীনের সমান মর্যাদা দিচ্ছিলাম।

৯৯. আর সেই অপরাধী লোকেরাই আমাদেরকে এই গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে।

১০০. এখন না আমাদের জন্যে সুপারিশকারী কেউ আছে।

وَ لَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً

আর | না (আছে) | কোন বন্ধু | সুহৃদয় | অতএব যদি | আমাদের জন্যে (সম্ভব হতো) | একবার (ফিরেযাওয়া)

فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

তবে আমরা হোতাম | অন্তর্ভুক্ত | মু'মিনদের | নিশ্চয়ই | মধ্যে আছে | এর | নিদর্শনঅবশ্যই

وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ

কিন্তু | না | হবে | তাদের অধিকাংশ | ঈমানদার | এবং | নিশ্চয়ই | তোমাররব | অবশ্যই তিনি | পরাক্রমশালী

الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِذْ قَالَ

মেহেরবান | মিথ্যারোপকরেছিল. | জাতি | নূহের | রসূলদেরকে | (স্মরণকর) যখন | বলেছিল

لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ

তাদেরকে | তাদের ভাই | নূহ | না কি | তোমরা ভয় কর | নিশ্চয়ই আমি | তোমাদেরজন্যে | একজন রসূল

اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

বিশ্বস্ত

১০১. আর না আছে কোন দরদী বন্ধু।

১০২. হায়, আমাদেরকে যদি আবার একবার ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত, তবে আমরা মু'মিন হতাম!"

১০৩. –নিশ্চয়ই এতে এক বড় নিদর্শন রয়েছে[১১]। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবে না।

১০৪. সত্যিই তোমার রব মহা পরাক্রমশালী এবং দয়াবানও।

রুকূঃ ৬

১০৫. নূহের জাতি নবী-রসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১০৬. স্মরণ কর, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করনা?

১০৭. আমি তো তোমাদের জন্যে এক আমানতদার রসূল।

১১. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনীর মধ্যে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾ وَ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ

তোমরা অতএব ভয়কর | আল্লাহকে | ও | আমার আনুগত্য কর | আর | না | তোমাদের(নিকট) আমি চাচ্ছি | এরজন্যে

مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا

কোন | প্রতিদান | নাই | আমারপ্রতিদান (অন্যকারো নিকট) | এব্যতীত | নিকট | রবের | বিশ্বজগতের | তোমরা সুতরাং ভয়কর

اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ

আল্লাহকে | ও | তোমরা আমার আনুগত্যকর | তারা বলল | কি | আমরা ঈমানআনব | তোমারপ্রতি | অথচ | তোমাকে অনুসরণ করেছে

الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَ مَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾

নিকৃষ্টতম লোকেরা | (নূহ) বলল | আর | নাই | আমারজানা | ঐ বিষয়ে | তারা কাজ করছে

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَ مَآ اَنَا

নয় | তাদের হিসাব (অন্যকারো নিকট) | এব্যতীত | উপর | আমার রবের | যদি | তোমরা অনুভব কর | আর | না | আমি (হতেপারি)

بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوْا

বিতাড়নকারী | মু'মিনদেরকে | নই | আমি | এব্যতীত | সতর্ককারী (মাত্র) | সুস্পষ্ট | তারা বলল

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾

অবশ্যই যদি | না | বিরতহও | হে | নূহ | অবশ্যই তুমিহবেই | অন্তর্ভুক্ত | প্রস্তরাঘাতে নিহতদের

১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য করে চল।

১০৯. আমি এই কাজে তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না। আমাকে প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আ'লামীনের।

১১০. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর (নিঃশঙ্কচিত্তে) আমার আনুগত্য কর"।

১১১. তারা জবাব দিল, "আমরা কি তোমাকে মেনে নিব ? অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরাই তোমার আনুগত্য গ্রহণ করেছে"।

১১২. নূহ বলল "আমি কি জানি, তাদের আমল কি রকম ?

১১৩. তাদের হিসেব নেয়ার দায়িত্ব তো আমার রবের উপর রয়েছে। হায় তোমরা যদি কিছুটা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করতে !

১১৪. আমার কাজ এ নয় যে, যারা ঈমান আনবে তাদেরকে আমি বিতাড়িত করব।

১১৫. আমি তো শুধু স্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী ব্যক্তি মাত্র"।

১১৬. তারা বলল, "হে নূহ, তুমি যদি বিরত না হও তাহলে ভাগ্য-বিপর্যস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"
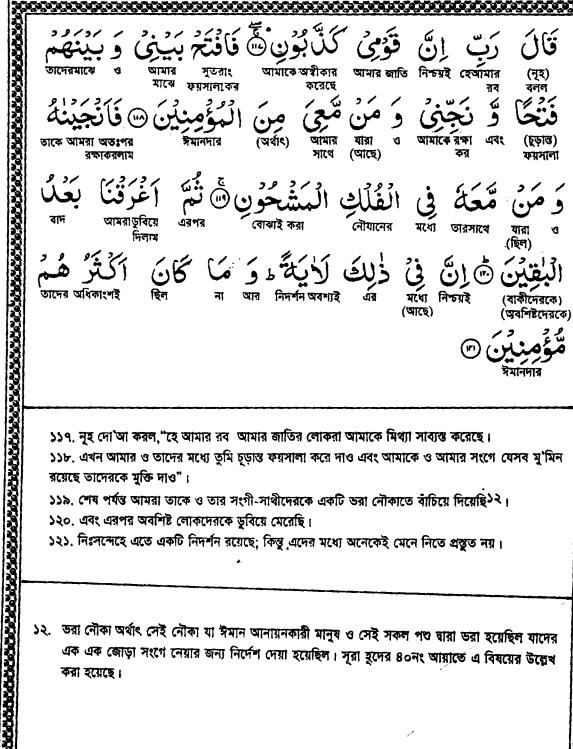
১১৭. নূহ দো'আ করল, "হে আমার রব আমার জাতির লোকরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১১৮. এখন আমার ও তাদের মধ্যে তুমি চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সংগে যেসব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে মুক্তি দাও"।

১১৯. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে একটি ভরা নৌকাতে বাঁচিয়ে দিয়েছি[১২]।

১২০. এবং এরপর অবশিষ্ট লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছি।

১২১. নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

১২. ভরা নৌকা অর্থাৎ সেই নৌকা যা ঈমান আনায়নকারী মানুষ ও সেই সকল পশু দ্বারা ভরা হয়েছিল যাদের এক এক জোড়া সংগে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সূরা হূদের ৪০নং আয়াতে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।
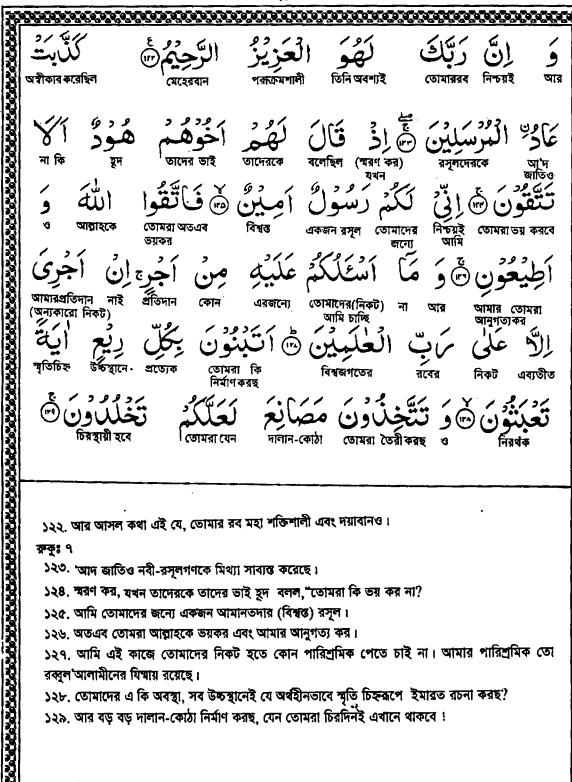
১২২. আর আসল কথা এই যে, তোমার রব মহা শক্তিশালী এবং দয়াবানও।

রুকুঃ ৭

১২৩. 'আদ জাতিও নবী-রসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১২৪. স্মরণ কর, যখন তাদেরকে তাদের ভাই হূদ বলল, "তোমরা কি ভয় কর না?

১২৫. আমি তোমাদের জন্যে একজন আমানতদার (বিশ্বস্ত) রসূল।

১২৬. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১২৭. আমি এই কাজে তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক পেতে চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো রব্বুল'আলামীনের যিম্মায় রয়েছে।

১২৮. তোমাদের এ কি অবস্থা, সব উচ্চস্থানেই যে অর্থহীনভাবে স্মৃতি চিহ্নরূপে ইমারত রচনা করছ?

১২৯. আর বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকবে!

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ

এবং যখন তোমরাপাকড়াও কর তোমরাপাকড়াও কর কঠোরহয়ে অতএব তোমরা ভয়কর আল্লাহকে ও

أَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

আমার তোমরা আনুগত্যকর এবং তোমরাভয়কর (তাকে) যিনি তোমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন যাকিছু তোমরাজান

أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي

তোমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন জন্তু-জানোয়ার দিয়ে ও সন্তান-সন্ততি এবং উদ্যানসমূহ ও প্রস্রবণসমূহ (দিয়ে) নিশ্চয়ই আমি

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ

আশংকা করছি তোমাদেরউপর আযাবের দিনের কঠিন তারা বলল সমান

عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَا

আমাদের জন্যে তুমিনসীহতকর কি অথবা না-ই তুমিহও অর্ন্তভূক্ত নসীহতকারীদের নয় এটা

إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ

এব্যতীত যে স্বভাব পূর্ববর্তীদের আর না আমরা আযাবপ্রাপ্ত হব তাকে তারা শেষ পর্যন্ত মিথ্যা সাব্যস্ত করল

فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم

তখন তাদেরকেআমরা ধ্বংসকরলাম নিশ্চয়ই মধ্যে আছে এর অবশ্যই নিদর্শন কিন্তু না ছিল তাদের অধিকাংশ

مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

ঈমানদার

১৩০. আর যখন কাউকে পাকড়াও কর তখন অত্যাচারী হয়েই কর!

১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

১৩২. ভয়কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেই সব কিছুই দিয়েছেন যা তোমরা জান।

১৩৩. তিনি তোমাদেরকে জন্তু-জানোয়ার দিয়েছেন, সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন।

১৩৪. বাগ-বাগিচা দিয়েছেন, আর ঝর্ণা-প্রস্রবণ দিয়েছেন।

১৩৫. তোমাদের ব্যাপারে আমি এক অতি বড় দিনের আযাবের ভয় করছি"।

১৩৬. তারা জবাব দিল,"তুমি নসীহত কর আর না কর, আমাদের জন্যে সবই সমান।

১৩৭. এ সব (কথা বলা)তো পূর্ববর্তীদের স্বভাব।

১৩৮. আর আমরা আযাবে নিমজ্জিত হবার লোক নই"।

১৩৯. শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।
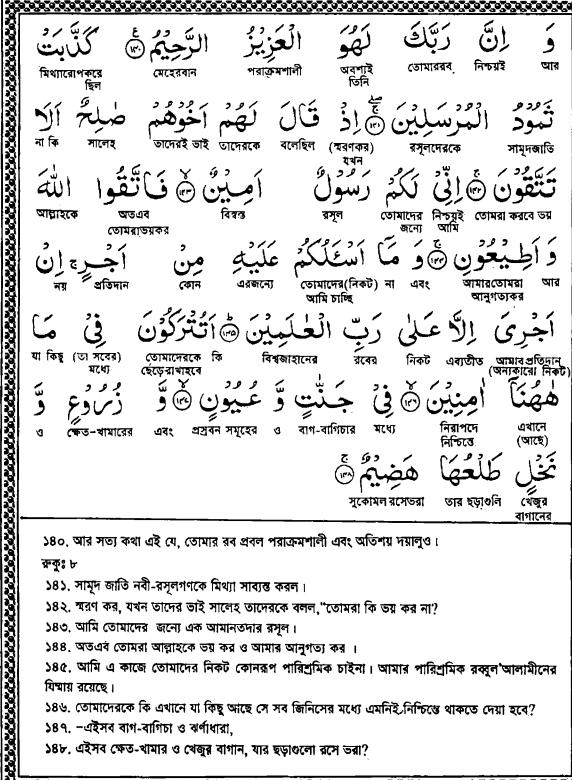
১৪০. আর সত্য কথা এই যে, তোমার রব প্রবল পরাক্রমশালী এবং অতিশয় দয়ালুও।

রুকুঃ ৮

১৪১. সামূদ জাতি নবী-রসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল।

১৪২. স্মরণ কর, যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল,"তোমরা কি ভয় কর না?

১৪৩. আমি তোমাদের জন্যে এক আমানতদার রসূল।

১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর ।

১৪৫. আমি এ কাজে তোমাদের নিকট কোনরূপ পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিক রব্বুল'আলামীনের যিম্মায় রয়েছে।

১৪৬. তোমাদেরকে কি এখানে যা কিছু আছে সে সব জিনিসের মধ্যে এমনিই,নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া হবে?

১৪৭. –এইসব বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা,

১৪৮. এইসব ক্ষেত-খামার ও খেজুর বাগান, যার ছড়াগুলো রসে ভরা?

وَ تَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا فٰرِهِیۡنَ ﴿۱۴۹﴾

এবং | তোমরা খোদাই করেনির্মাণকরছ | মধ্যে | পাহাড়সমূহের | গৃহসমূহ | অহংকার বশে

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۵۰﴾ وَ لَا تُطِیۡعُوۡۤا اَمۡرَ

তোমরা তাই ভয় কর | আল্লাহকে | ও | আমার আনুগত্যকর | অ,র | না | আনুগত্য করো | আদেশের

الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِیۡنَ یُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا

সীমালংঘনকারীদের | যারা | বিপর্যয় সৃষ্টিকরে | মধ্যে | পৃথিবীর | আর | না

یُصۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۲﴾ قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مِنَ الۡمُسَحَّرِیۡنَ ﴿۱۵۳﴾ مَاۤ اَنۡتَ

সংশোধনের কাজ করে | তারাবলল | মূলতঃ | তুমি | অন্তর্ভুক্ত | যাদুগ্রস্তদের | নও | তুমি

اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ۚۖ فَاۡتِ بِاٰیَۃٍ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ ﴿۱۵۴﴾

এব্যতীত যে | একজন মানুষ | আমাদেরই মত | কাজেই আন | একটি নিদর্শনকে | যদি | তুমিহও | অন্তর্ভুক্ত | সত্যবাদীদের

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَۃٌ لَّهَا شِرۡبٌ وَّ لَکُمۡ شِرۡبُ یَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍ ﴿۱۵۵﴾

(সালেহ) বলল | এই | একটিউষ্ট্রী | তারজন্যে | পানিপান করার | এবং | তোমাদের জন্যে | পানিপান করার | দিন | নির্দিষ্ট

وَ لَا تَمَسُّوۡهَا بِسُوۡٓءٍ فَیَاۡخُذَکُمۡ عَذَابُ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴿۱۵۶﴾

আর | না | তাকে স্পর্শকরো | মন্দভাবে | তোমাদেরকে তাহলে গ্রাসকরবে | আযাবে | দিনের | কঠিন

১৪৯. তোমরা পাহাড় খোদাই করে অহংকার বশে তাতে ইমারত নির্মাণ কর।

১৫০. আল্লাহকে ভয়কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৫১. সেই সীমালংঘনকারী লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো না,

১৫২. যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনরূপ সংস্কার-সংশোধন করেনা।"

১৫৩. তারা জবাব দিল,"তুমি তো নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

১৫৪. তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আরতো কিছুই নও। পেশকর কোন নিদর্শন, যদি তুমি সত্য হয়ে থাক"।

১৫৫. সালেহ বলল,এই উষ্ট্রী একদিন তার পানি পানের পালা নির্দিষ্ট, আর একদিন তোমাদের সকলের পানি পানের জন্যে পালা নির্দিষ্ট।

১৫৬. তাকে তোমরা কখনো উত্যক্ত করোনা। অন্যথায় এক বড় দিনের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে"।
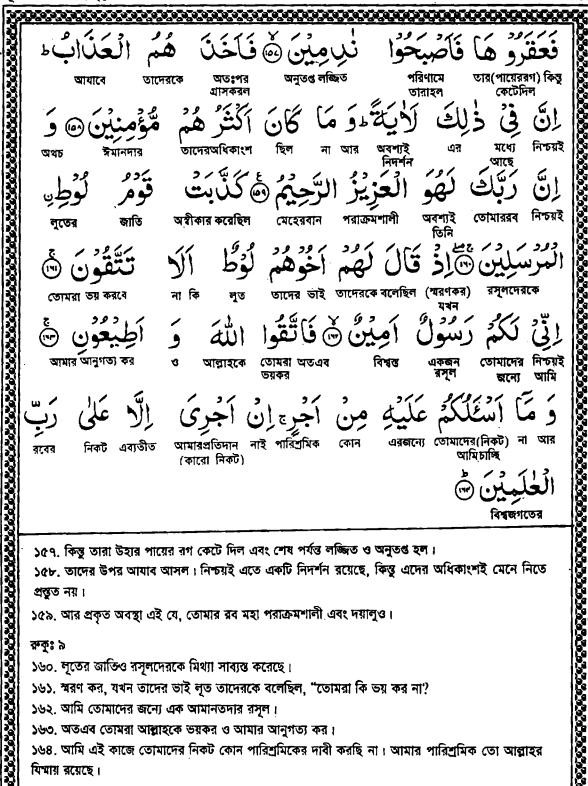
১৫৭. কিন্তু তারা উহার পায়ের রগ কেটে দিল এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হল।

১৫৮. তাদের উপর আযাব আসল। নিশ্চয়ই এতে একটি নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু এদের অধিকাংশই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

১৫৯. আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমার রব মহা পরাক্রমশালী এবং দয়ালুও।

রুকূঃ ৯

১৬০. লূতের জাতিও রসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১৬১. স্মরণ কর, যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় কর না?

১৬২. আমি তোমাদের জন্যে এক আমানতদার রসূল।

১৬৩. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়কর ও আমার আনুগত্য কর।

১৬৪. আমি এই কাজে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকের দাবী করছি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে।

১৬৫. তোমরা কি দুনিয়ার সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের নিকট গমন কর,

১৬৬. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের রব তোমাদের জন্যে যাকিছু পয়দা করেছেন তা পরিহার করছ? বরং তোমরা তো সীমা-ই লংঘন করে গিয়েছ!"

১৬৭. তারা বলল, "হে লূত, তুমি যদি এসব কথা হতে বিরত না হও তাহলে যারা আমাদের লোকালয় হতে বহিষ্কৃত হয়েছে তোমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে"।

১৬৮. সে বলল,"তোমাদের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ যারা আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

১৬৯. হে পরোয়ারদেগার! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে এই লোকদের অপকর্ম হতে মুক্তি দাও"।

১৭০. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে নিলাম।

১৭১. -সেই বৃদ্ধা ব্যতীত যে পিছনে পড়েথাকা লোকদের মধ্যে ছিল[১৩]।

১৭২. আর অবশিষ্ট সব লোককেই আমরা ধ্বংস করে দিলাম,

১৩. অর্থাৎ হযরত লূতের (আঃ) স্ত্রী।

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ

এবং | আমরা বর্ষণ করেছিলাম | তাদের উপর | একবর্ষণ (শাস্তিমূলক) | অতএব কতনিকৃষ্ট | বর্ষণ | ভীতি প্রদর্শনকরা লোকদের(জন্যে) | নিশ্চয়ই

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَ اِنَّ

মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | আর | না | ছিল | তাদের অধিকাংশই | ঈমানদার | অথচ নিশ্চয়ই

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ

তোমাররব | অবশ্যই তিনি | পরাক্রমশালী | মেহেরবান | অস্বীকারকরেছিল | অধিবাসীরাও | আইকার

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

রসূলদেরকে | (স্মরণকর) যখন | বলেছিল | তাদেরকে | শু'আয়েব | কি না | তোমরা ভয় করবে

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾

নিশ্চয়ই আমি | তোমাদের জন্যে | একজন রসূল | বিশ্বস্ত | অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়কর | ও | তোমরা আমার আনুগত্য কর

وَ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾

আর | না | আমি চাচ্ছি তোমাদের(নিকট) | এরজন্যে | কোন | প্রতিদান | নাই | আমারপ্রতিদান (অন্যকারো নিকট) | ব্যতীত | নিকট | রবের | বিশ্বজাহানের

ع ١٠

১৭৩. এবং তাদের উপর একপ্রকার বর্ষণ করলাম। এই ভয় দেখানো লোকদের উপর খুব খারাব বর্ষণই বর্ষিত হল।

১৭৪. নিশ্চিত এতে এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তা মানতে প্রস্তুত নয়।

১৭৫. অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমার রব মহা পরাক্রমশালী এবং দয়াশীলও।

রুকূঃ ১০

১৭৬. আইকাবাসীরা[১৪] রসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।

১৭৭. স্মরণ কর, যখন শূ'আয়ব তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় কর না?

১৭৮. আমি তোমাদের জন্যে একজন আমানতদার রসূল।

১৭৯. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

১৮০. আমি এই কাজে তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিকের দাবীদার নই। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে।

১৪. 'আসহাবল আইকা'-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূরা হিজরের ৭৮-৮৪ নং আয়াতে ইতি পূর্বে দেয়া হয়েছে।
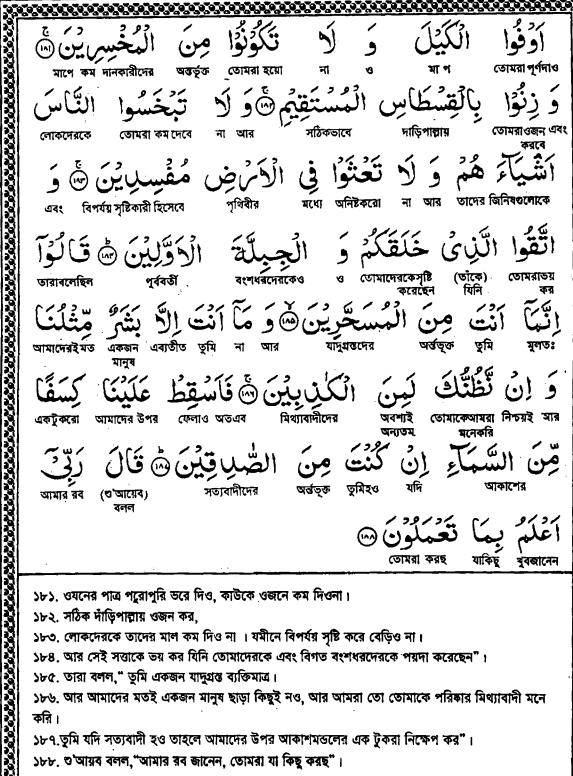
১৮১. ওযনের পাত্র পুরোপুরি ভরে দিও, কাউকে ওজনে কম দিওনা।
১৮২. সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর,
১৮৩. লোকদেরকে তাদের মাল কম দিও না । যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।
১৮৪. আর সেই সত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এবং বিগত বংশধরদেরকে পয়দা করেছেন"।
১৮৫. তারা বলল," তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্র।
১৮৬. আর আমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নও, আর আমরা তো তোমাকে পরিষ্কার মিথ্যাবাদী মনে করি।
১৮৭.তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আকাশমন্ডলের এক টুকরা নিক্ষেপ কর"।
১৮৮. শু'আয়ব বলল,"আমার রব জানেন, তোমরা যা কিছু করছ"।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ

তাকে তারা অতঃপর প্রত্যাখ্যান করল | তখন ধরল | তাদেরকে | আযাবে | দিনের

الظُّلَّةِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۸۹﴾ اِنَّ

(ছায়াওয়ালা) মেঘাচ্ছন্ন | নিশ্চয়ই তা | ছিল | শাস্তি | দিনের | ভয়াবহ | নিশ্চয়ই

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹۰﴾

মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | কিন্তু | না | ছিল | তাদের অধিকাংশ | ঈমানদার

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۹۱﴾ وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ

আর | নিশ্চয়ই | তোমার রব | অবশ্যই তিনি | পরাক্রমশালী | মেহেরবান | এবং | নিশ্চয়ই তা | অবশ্যই | নাযিল করা

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۹۲﴾

রবের (পক্ষ হতে) | বিশ্বজাহানের
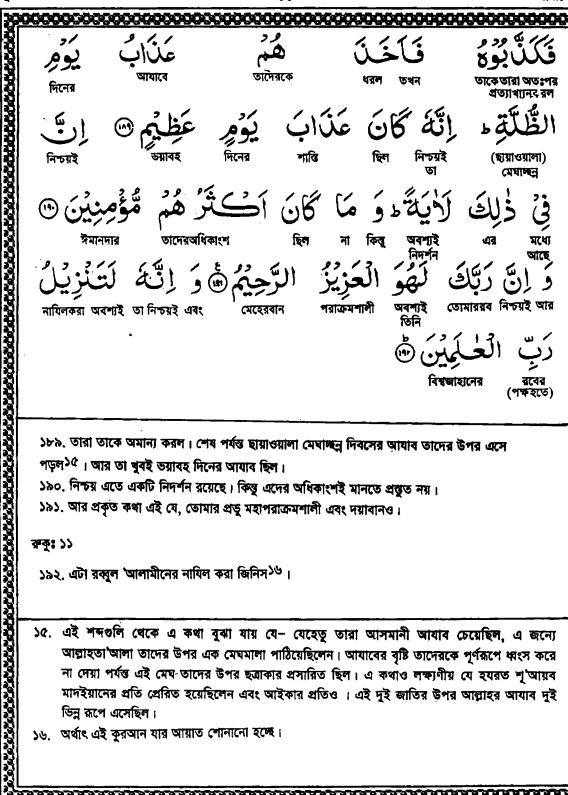
১৮৯. তারা তাকে অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত ছায়াওয়ালা মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব তাদের উপর এসে পড়ল[১৫]। আর তা খুবই ভয়াবহ দিনের আযাব ছিল।

১৯০. নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশই মানতে প্রস্তুত নয়।

১৯১. আর প্রকৃত কথা এই যে, তোমার প্রভু মহাপরাক্রমশালী এবং দয়াবানও।

রুকুঃ ১১

১৯২. এটা রব্বুল 'আলামীনের নাযিল করা জিনিস[১৬]।

১৫. এই শব্দগুলি থেকে এ কথা বুঝা যায় যে– যেহেতু তারা আসমানী আযাব চেয়েছিল, এ জন্যে আল্লাহতা'আলা তাদের উপর এক মেঘমালা পাঠিয়েছিলেন। আযাবের বৃষ্টি তাদেরকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত এই মেঘ-তাদের উপর ছত্রাকার প্রসারিত ছিল। এ কথাও লক্ষ্যণীয় যে হযরত শু'আয়ব মাদইয়ানের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আইকার প্রতিও। এই দুই জাতির উপর আল্লাহর আযাব দুই ভিন্ন রূপে এসেছিল।

১৬. অর্থাৎ এই কুরআন যার আয়াত শোনানো হচ্ছে।

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ

অবতরণকরেছে | তা নিয়ে | রূহ (জীবরাঈল) | বিশ্বস্ত | – | উপর | তোমারঅন্তরের

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ

তুমিহও যেন | অন্তর্ভুক্ত | সতর্ককারীদের | ভাষায় | আরবী

مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن

সুস্পষ্ট | এবং | নিশ্চয়ই তা | অবশ্যই মধ্যেআছে | কিতাব সমূহের | পূর্ববর্তী | কি | নাই | হয়

لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾

তাদেরজন্যে | একটি নিদর্শন | যে | তাজানে | আলেমরা | বনী | ঈসরাইলের
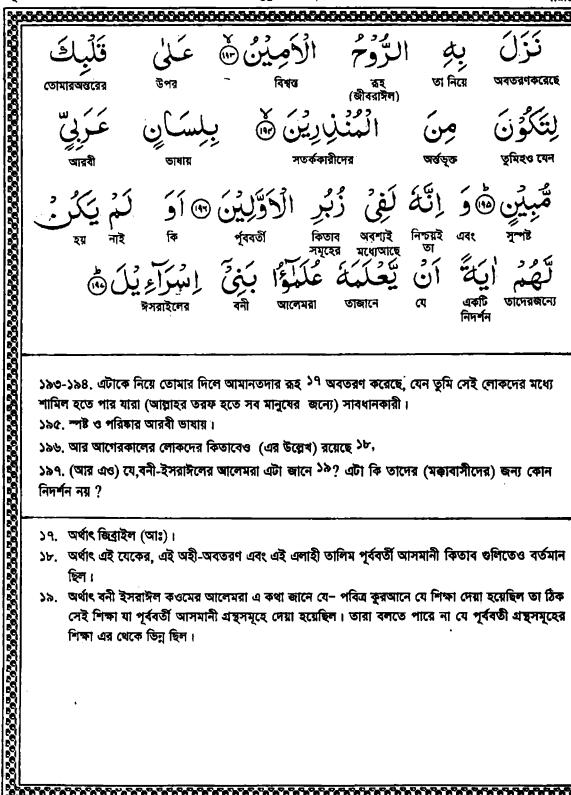
১৯৩-১৯৪. এটাকে নিয়ে তোমার দিলে আমানতদার রূহ [১৭] অবতরণ করেছে, যেন তুমি সেই লোকদের মধ্যে শামিল হতে পার যারা (আল্লাহর তরফ হতে সব মানুষের জন্যে) সাবধানকারী।

১৯৫. স্পষ্ট ও পরিষ্কার আরবী ভাষায়।

১৯৬. আর আগেরকালের লোকদের কিতাবেও (এর উল্লেখ) রয়েছে [১৮],

১৯৭. (আর এও) যে,বনী-ইসরাঈলের আলেমরা এটা জানে [১৯]? এটা কি তাদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কোন নিদর্শন নয় ?

১৭. অর্থাৎ জিব্রাইল (আঃ)।

১৮. অর্থাৎ এই যেকের, এই অহী-অবতরণ এবং এই এলাহী তালিম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব গুলিতেও বর্তমান ছিল।

১৯. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল কওমের আলেমরা এ কথা জানে যে– পবিত্র কুরআনে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা ঠিক সেই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে দেয়া হয়েছিল। তারা বলতে পারে না যে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা এর থেকে ভিন্ন ছিল।

১৯৮. এবং তা যদি আমরা কোন অনারব ব্যক্তির উপরও নাযিল করতাম

১৯৯. এবং সে তাদেরকে এটা অর্থাৎ এই কালাম পড়ে [২০] শুনাতো, তাহলেও তারা তা মেনে নিত না।

২০০. এমনিভাবে আমরা একে (নসীহত) অপরাধীদের দিলের উপর দিয়ে চালিত করেছি।

২০১. তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না কষ্টদায়ক আযাব দেখবে।

২০২. পরে তাদের অজ্ঞতসারে যখন তা তাদের উপর এসে পড়বে।

২০৩. তখন তারা বলবে ,"এখন কি আমাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেয়া যেতে পারে।"

২০৩. তবে কি তারা আমাদের আযাব পাবার জন্যে তাড়াহুড়া করছে?

২০৫. তুমি কি কিছু ভেবে দেখেছ? আমরা যদি এই লোকদেরকে বহু বছরও অবকাশ দিই

২০. অর্থাৎ এ জিনিস সত্যপন্থীদের হৃদয়ে যেভাবে অবতীর্ণ হতো সেভাবে তাদের মধ্যে আত্মার শান্তি ও হৃদয়ের আরোগ্য রূপে অবতীর্ণ হতো না। বরং উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত তাদের অন্তররের মধ্যে এমন ভাবে তা প্রবেশ করতো যে তারা চরম অস্থির হয়ে পড়তো, এবং বিষয়-বস্তুর উপর চিন্তা করার পরিবর্তে তা খন্ডন করার জন্যে হাতিয়ার ঢুড়তে লেগে যেতো।

ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾ وَ مَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرٰى ۛ وَ مَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾ وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾ وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

এরপরও আসে তাদের (নিকট) যা তাদেরকেভয় দেখান হচ্ছে (তাহলেও) কি উপকারে আসবে তাদের জন্যে যাকিছু

তারা উপভোগ করত আর না আমরাধ্বংস করেছি কোন জনগোষ্টিকে (যে) এব্যতীত তারজন্যে (এসেছে) সতর্ককারীরা

উপদেশস্বরূপ আর না আমরা ছিলাম যুলমকারী এবং না অবতীর্ণহয়েছে তানিয়ে শয়তানরা

আর না শোভাপায় তাদেরজন্যে আর না তারা সামর্থরাখে নিশ্চয়ই তাদেরকে হতে শ্রবণকরা

অবশ্যই দূরেরাখা হয়েছে অতএব না ডেকো সাথে আল্লাহর কোনইলাহ অন্য তুমি হবে অন্যথায়

অন্তর্ভুক্ত আযাবপ্রাপ্তদের এবং সতর্ককর তোমার আত্মীয়স্বজনদেরকে নিকটতম

২০৬. এবং তার পরও সেই জিনিসই তাদের উপর আসে যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে

২০৭. তাহলে তারা যে জীবিকাসামগ্রী লাভ করেছে তা তাদের কোন্ কাজে লাগবে ?

২০৮-২০৯. (লক্ষ্যকর) আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাবধানকারী লোক নসীহতের দায়িত্ব পালনের জন্যে বর্তমান ছিল না। আর আমরা যালেম ছিলাম না।

২১০. ইহাকে(অর্থাৎ এই সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী কিতাব) শয়তানরা নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি।

২১১. এ কাজ তাদের শোভা পায় না। আর তারা এ কাজ করতেও পারেনা।

২১২. তাদেরকে তো এটা শ্রবণ হতেও দূরে রাখা হয়েছে [২১]।

২১৩. অতএব হে নবী, আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদকে ডেকো না; অন্যথায় তুমিও শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের অর্ন্তভূক্ত হবে।

২১৪. নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও,

২১. অর্থাৎ যে সময় এই কুরআন রসূলুল্লাহর (সঃ)-উপর নাযিল হতে থাকে সে সময় শয়তানরা তা শুনতেই পারে না; তাঁর উপর কি জিনিস অবতীর্ণ হচ্ছে –তাদের পক্ষে– একথা জানতে পারা তো দূরের কথা।

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾
আর নীচুকর (অর্থাৎবিনয়ী হও) তোমারহাত তাদেরজন্যে (যারা) তোমার অনুসরণ করে (অর্থাৎ) ঈমানদাররা

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾ وَ تَوَكَّلْ
কিন্তু যদি তোমার তারা অবাধ্য হয় তবে বল নিশ্চয়ই আমি দায়িত্বমুক্ত (তা) হতে যা তোমরা কাজকরছ এবং ভরষাকর

عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾ وَ
(আল্লাহর) উপর (যিনি) পরাক্রমশালী মেহেরবান যিনি তোমাকে দেখছেন যখন তুমিদাড়াও ও

تَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾
তোমারগতিবিধি মধ্যে সিজদাবনত লোকদের নিশ্চয়ই তিনি তিনিই সবকিছুশুনেন সবকিছুজানেন

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ
কি তোমাদেরকে জানাব উপর কার অবতীর্ণহয় শয়তানরা অবতীর্ণহয় উপর প্রত্যেক

اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾
জালিয়াত পাপিষ্ঠদের (যারা) পেতেরাখে কান (শয়তানের কথায়) আর তাদের অধিকাংশ মিথ্যাবাদী

২১৫. এবং ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর।

২১৬. কিন্তু তারা যদি তোমার না-ফরমানী করে তাহলে তাদরকে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছ আমি তার জন্যে দায়ী নই।

২১৭. আর সেই মহা শক্তিশালী ও দয়াময়ের উপর ভরসা কর।

২১৮. যিনি তোমাকে সে সময়ও দেখতে থাকেন যখন তুমি দাড়াও [২২]।

২১৯. আর সিজ্দায় অবনত লোকদের মধ্যে তোমার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখেন।

২২০. তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু জানেন।

২২১. হে লোকেরা, আমি কি তোমাদেরকে বলব, শয়তান কার উপর অবতীর্ণ হয়?

২২২. তারা প্রত্যেক জালিয়াত পাপিষ্ঠের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

২২৩. শুনা কথা লোকদের কানে ফুকতে থাকে; আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে [২৩]।

২২. ওঠার বা দাঁড়ানোর অর্থ রাত্রিতে নামাযের জন্যে ওঠাও হতে পারে, আবার রেসালতের কর্তব্য পালন করাও হতে পারে।

২৩. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহকে (সঃ) কাহেন অর্থাৎ গণক বলে যে অপবাদ দিত এ হচ্ছে তার জবাব।

وَ	الشُّعَرَآءُ	يَتَّبِعُهُمُ	الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾	اَلَمْ	تَرَ	اَنَّهُمْ	فِيْ	كُلِّ
এবং	কবিদের (কথা)	তাদেরকে অনুসরণ করে	বিভ্রান্তলোকেরা	নাই কি	তুমিদেখ	যে তারা	মধ্যে	প্রত্যেক

وَادٍ	يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾	وَ	اَنَّهُمْ	يَقُوْلُوْنَ	مَا	لَا	يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾
উপত্যকায়	উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে	এবং	এওযে তারা	বলে (এমন কথা)	যা	না	(নিজেরা) তারাকরে

اِلَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	وَ	ذَكَرُوا	اللّٰهَ
তবে (ব্যতিক্রম)	(তারা) যারা	ঈমানআনে	ও	কাজ করে	নেকীর	এবং	স্মরণ করেথাকে	আল্লাহকে

كَثِيْرًا	وَّ	انْتَصَرُوْا	مِنْۢ بَعْدِ	مَا	ظُلِمُوْا ۗ	وَ	سَيَعْلَمُ
বেশী বেশী	ও	প্রতিশোধনেয়	এরপরে	যা	যুলম করা হয়েছে	এবং	জানবে শীঘ্রই

الَّذِيْنَ	ظَلَمُوْٓا	اَيَّ	مُنْقَلَبٍ	يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾
যারা	যুল্ম করেছে	কোন	প্রত্যাবর্তন স্থলে	তারা প্রত্যাবর্তন করছে

২২৪. আর কবিদের [২৪] কথা! তাদের পিছনে চলে বিভ্রান্ত লোকেরা।

২২৫. তোমরা কি দেখ না যে, তারা প্রতিটি প্রান্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরে

২২৬. এবং এমন সব কথা-বার্তা বলে, যা তারা নিজেরা করেনা।

২২৭. সেই লোকেরা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, আর নেক আমল করেছে এবং আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করেছে; আর তাদের উপর যখন যুলুম করা হয়েছে তখনই শুধু তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে [২৫]। আর যালেম লোকেরা শীঘ্র জানতে পারবে যে, তারা কোন পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে [২৬]।

২৪. তারা নবী (সঃ)-কে যে কবি বলতো এও হচ্ছে তার জবাব।

২৫. এখানে কবিদের প্রতি উপরে বর্ণিত সাধারণ নিন্দাবাদ থেকে সেই কবিদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে যাদের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট বর্তমানঃ ১.সে মুমিন হবে ২.নিজের বাস্তব জীবনে সৎ হবে ৩. প্রচুর পরিমানে আল্লাহর যেকেরকারী হবে এবং ৪. সে নিজের স্বার্থের জন্যে কারো দুর্ণাম বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেনা। অবশ্য যালেমদের মুকাবেলায় হককে সাহায্য করার প্রয়োজনে সে যবান দ্বারা সেই কাজ নেয় একজন মুজাহিদ তীর ও তরবারী দ্বারা যে কাজ করে।

২৬. এখানে যুলমকারী অর্থে- সেইসব লোকেরা যারা হককে, ন্যায় ও সত্যকে নীচু করে দেখানোর জন্যে নিতান্ত হঠকারীতার সঙ্গে নবী করীমের (সঃ) প্রতি কবি, কাহেন, যাদুকর ও পাগল হওয়ার অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছিল- যাতে অনভিজ্ঞ লোকেরা তাঁর দাওয়াতের প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করে ও তার শিক্ষার দিকে মনোযোগ না দেয়।

সূরা আন–নাম্‌ল

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় রুকূর চতুর্থ আয়াতে وادِ النَّمْلِ এর উল্লেখ রয়েছে। সূরার নাম এ থেকেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা, যাতে النمل। এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিংবা যাতে 'আন-নামল' শব্দ রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে অবতীর্ণ সূরাগুলির সঙ্গে এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীর পুরোপুরি মিল রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) ও জাবের ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'প্রথমে সূরা 'শূ'আরা' নাযিল হয়েছে এরপরে 'আন-নাম্‌ল' এবং তারপর 'আল-কাসাস'।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় দুটো ভাষন আছে। প্রথম ভাষণ সূরার শুরু হতে চতুর্থ রুকূর শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ভাষণ পঞ্চম রুকূর শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত । প্রথম ভাষণে বলা হয়েছে যে, কেবল সে লোকেরাই কুরআনের প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করতে এবং এর প্রদত্ত সুসংবাদসমূহ পাবার অধিকারী হতে পারে যারা এ কিতাবের উপস্থাপিত মহাসত্য সমূহকে মৌলিক সত্যরূপে মেনে নেবে এবং মেনে নেবার পর নিজেদের কর্মজীবনেও তার আনুগত্য ও অনুসরণের পন্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু এ পন্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হচ্ছে পরকালের অস্বীকৃতি। কেননা পরকালকে অস্বীকার করলে মানুষ দায়িত্বহীন, নফসের দাস এবং বৈষয়িক জীবনের জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। অতঃপর মানুষের পক্ষে আল্লাহর সামনে নতি স্বীকার করা এবং স্বীয় নফসের লালসা-বাসনার উপর নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ প্রাথমিক আলোচনার পর তিন প্রকারের লোক–চরিত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফেরাউন, সামূদ জাতির সরদার ও লূত জাতির আল্লাহদ্রোহী লোকদের চরিত্র। পরকাল অস্বীকৃতি এবং নফসের দাসত্বই তাদের কর্মতৎপরতার সারকথা। কোন নিদর্শন দেখেও তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত হত না। শুধু তাই নয়, যারা তাদেরকে কল্যাণ ও মংগলময় পথের নির্দেশ করতো তাদেরকেও দুশমন বলে মনে করত। তারা নিজেদের সব রকমের দুষ্কৃতি ও অনাচারের উপর মজবুত হয়েছিল, যদিও তার জঘন্যতা সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান মানুষেরই মনে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। তারা এতদূর গাফিল হয়ে ছিল যে, আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাদের হুঁশ হয়নি।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হল হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর। আল্লাহ তাঁকে এত সম্পদ, রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছিলেন যে, মক্কার কাফের সরদাররা তা ধারণা পর্যন্ত করতে পারতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার অনিবার্যতার তীব্র অনুভূতি তাঁর ছিল এবং তিনি যা কিছু লাভ করেছিলেন তা সবই আল্লাহর দান বলে তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতেন এ জন্যে তাঁর মাথা সব সময়ই আল্লাহর নিকট নত হয়ে থাকত; অহংকার ও দাম্ভিকতার লেশমাত্রও তাঁর চরিত্রে কখনো স্থান পায়নি।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হল সম্রাজ্ঞী সাবার চরিত্রের। আরব ইতিহাসের এক প্রখ্যাত সম্পদশালী জাতির উপর রাজত্ব করছিল এ নারী। এর নিকট সে সব উপাদান বর্তমান ছিল যার ফলে যে কোন লোক দাম্ভিকতায় নিমজ্জিত হতে পারে। মানুষ সাধারণত যেসব জিনিসের কারণে গৌরব ও অহংকারে মেতে ওঠে, তা আরবদের তুলনায় তার ছিল কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। তা ছাড়া সে ছিল এক মোশরেক জাতির লোক । যেমন পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসরণের কারণে, তেমনি নিজের জাতির লোকদের উপর স্বীয় আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার জন্যেও শিরক-এর ধর্ম ত্যাগ করে তওহীদী দ্বীন কবুল করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। অধিকন্তু একজন সাধারণ মোশরেক ব্যক্তির অপেক্ষা এ যে অধিকতর কঠিন ছিল, তা না বললেই চলে। কিন্তু প্রকৃত সত্য যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন তা কবুল করতে কোন বাধাই তাকে বিরত রাখতে পারল না, কেননা তার গোমরাহী ছিল শুধু এক মোশরেক জাতির পংকিল পরিবেশে লালিত-পালিত হবার কারণে। লালসার দাসত্ব ও নফসের গোলামির কোন রোগই তাকে আক্রান্ত করেনি, আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার তীব্র অনুভূতি তার মনকে সব সময়ই কাতর করে রাখতো।

তৃতীয় ভাষণে সর্বপ্রথম বিশ্ব-প্রকৃতির কতিপয় সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান মহাসত্যের দিকে ইংগিত করে মক্কার কাফেরদের নিকট একের পর এক প্রশ্ন করা হয়েছেঃ বল, এ সব মহাসত্য কি শিরক্ প্রমাণ করে- যাতে তোমরা নিমজ্জিত হয়ে আছ, না এক আল্লাহর তওহীদের সাক্ষ্য দেয়, যার দা'ওআত কুরআন মজীদে তোমাদের নিকট পেশ করা হচ্ছে? অতঃপর কাফেরদের আসল রোগ নির্দেশ করে বলা হয়েছে, যে জিনিসটা তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে রেখেছে, যার কারণে তারা সবকিছু দেখতে পেয়েও কিছুই দেখেনা, সবকিছু শুনতে পেয়েও কিছুই শুনেনা- সে রোগ হচ্ছে পরকাল অস্বীকার করা। এই পরকাল অস্বীকৃতিই তাদের জীবনের কোন এক বিষয়েও কোনরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বাকী রাখেনি। কেননা তাদের মতে যখন শেষ পর্যন্ত সবকিছু মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে এবং বৈষয়িক জীবনের সমস্ত তৎপরতা একেবারে নিষ্ফল হয়ে যাবে তখন মানুষের কাছে হক ও বাতিল সমান হয়ে যায়। তার জীবন-ব্যবস্থা ন্যায় ও সত্য আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, সে প্রশ্ন তাদের নিকট কোন গুরুত্ব লাভ করতে পারে না।

কিন্তু এ আলোচনার উদ্দেশ্য নৈরাশ্য সৃষ্টি নয়। এও নয় যে, এরা যখন চরম গাফিলতিতেই নিমজ্জিত হয়ে আছে তখন এদের দা'ওআত দেয়াই অর্থহীন। না, উদ্দেশ্য তা নয়। আসলে গাফিলতিতে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে জাগ্রত ও সচেতন করে তোলাই এর মূল লক্ষ্য। এ কারণে ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকুতে পর পর এমন সব কথা বলা হয়েছে যা লোকদের মনে পরকালের অনুভূতি তীব্রভাবে জাগিয়ে দেয়। এ বিষয়ে গাফিলতি বিলম্বিত হলে তার পরিণাম যে অত্যন্ত মারাত্মক হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এ দিনের আগমন সম্পর্কে তাদের মনে এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যার দরুন মানুষ নিজের চোখে দেখা সত্যকে অপর মানুষের নিকট- যারা তা দেখেনি- স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করে।

উপসংহারে কুরআনের আসল দা'ওআত -এক আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণের দা'ওআত অতীব সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত জোরালো ভাবে পেশ করে লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ কবুল করা তোমাদের নিজেদের জন্যে কল্যাণকর, আর এ প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের নিজেদের জন্যেই ক্ষতিকর। একে মেনে নেবার জন্যে যদি তোমরা সে সব নিদর্শন দেখার অপেক্ষায় বসে থাকো যা সামনে উপস্থিত হবার পর না মেনে কোন উপায়ই থাকে না, তাহলে মনে রেখো, তা হবে চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণের অন্তিম মুহূর্ত। তখন এ মেনে নিলে তার কোন ফলই পাওয়া যাবে না।

রুকুঃ ১
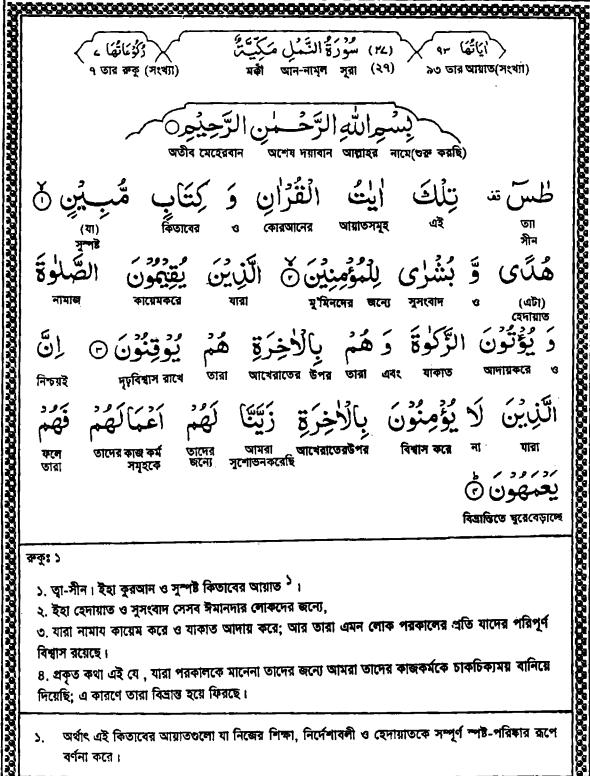
১. ত্বা-সীন। ইহা কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত [১]।
২. ইহা হেদায়াত ও সুসংবাদ সেসব ঈমানদার লোকদের জন্যে,
৩. যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে; আর তারা এমন লোক পরকালের প্রতি যাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।
৪. প্রকৃত কথা এই যে, যারা পরকালকে মানেনা তাদের জন্যে আমরা তাদের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছি; এ কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।

১. অর্থাৎ এই কিতাবের আয়াতগুলো যা নিজের শিক্ষা, নির্দেশাবলী ও হেদায়াতকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট-পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ

ঐসব(লোক) | তারাই | যাদের জন্যে (রয়েছে) | (অত্যন্ত) খারাপ | শাস্তি | এবং | তারা (হবে)

فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ⑤ وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ

মধ্যে | আখেরাতে | তারাই | সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত | আর (হে নবী) | নিশ্চয়ই তুমি | অবশ্যই লাভ করছ | এই কোরআন

مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ

পক্ষহতে | মহাবিজ্ঞ | সর্বজ্ঞানী (আল্লাহর) | (স্মরণকর) যখন | বলেছিল | মূসা | তার পরিবারকে

إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ط سَآتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ

নিশ্চয়ই আমি | দেখেছি | আগুন | তোমাদের(জন্যে) এনেদিব | তাহতে | কোনতথ্য | অথবা | তোমাদের (জন্যে) এনেদিব

بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦ فَلَمَّا جَاءَهَا

জলন্ত | অঙ্গার | তোমরা যাতে | আগুন পোহাতেপার | অতঃপর যখন | সেখানে সে আসল

نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا ط

আওয়াজ দেওয়াহল | যে | সে মোবারক (ধন্য) | যে (আছে) | মধ্যে | জ্যোতির | এবং | যে (আছে) | তারচারপাশে

৫. এরা সেই লোক, যাদের জন্যে অত্যন্ত খারাব শাস্তি রয়েছে । আর পরকালে এরাই সর্বাধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬. আর (হে নবী!) নিঃসন্দেহে তুমি এই কুরআন এক সুবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী মহান সত্তার নিকট হতে লাভ করছো।

৭. (এই লোকদেরকে সেই সময়ের কাহিনী শুনাও,) যখন মূসা তার পরিবার-পরিজনকে বলল,"আমি আগুনের মত কিছু দেখতে পেয়েছি আমি এখনই হয় সেখান হতে কোন খবর নিয়ে আসছি; কিংবা কোন অংগার আহরণ করে আনছি, যেন তোমরা তাপ গ্রহণ করতে পার।"

৮. সেখানে পৌঁছিলেই আওয়াজ আসল "মুবারক সে, যে এই জ্যোতির মধ্যে রয়েছে, আর যে এর চারিপার্শে রয়েছে।

وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ

এবং পবিত্রমহান আল্লাহ রব বিশ্বজাহানের হে মূসা (প্রকৃতব্যাপারহল) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩ وَ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ

মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ আর (হে মূসা) তুমিনিক্ষেপ কর তোমার লাঠি অতঃপর যখন তা সে দেখল গড়িয়েচলছে

كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى

তা যেন সাপ সে ফিরে পালাল পেছনদিকে আর না মুখ ফিরিয়েদেখল (বলা হল) হে মূসা

لَا تَخَفْ ۖ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٠ ۖ اِلَّا

না ভয় করো আমি নিশ্চয়ই (এমনযে) না ভয় করে আমার নিকট রসূলরা কিন্তু

مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ

যে যুলমকরে এরপর বদলে নেয় (নিজের কর্মকে) সৎকর্ম (দিয়ে) পরে মন্দ কর্মের সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল

رَّحِيْمٌ ۝١١ وَ اَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ

মেহেরবান এবং (হে মূসা) প্রবেশকরাও তোমার হাত মধ্যে তোমার বক্ষপার্শ্বে (অর্থাৎ বগলে) বেরহয়ে আসবে শুভ্রউজ্জ্বল হয়ে

مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۖ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهٖ ؕ

ছাড়াই কোনঅনিষ্ট (এটা) অন্তর্গত নয়টি নিদর্শনের (এ নিয়ে যাও)প্রতি ফিরআউনের ও তার জাতির (কাছে)

মহান পবিত্র আল্লাহ– সর্বজগদ্বাসীর পরোয়ারদিগার।

৯. হে মূসা, আমিই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ।

১০. তোমার লাঠি একটু নিক্ষেপ কর তো।" যখনই মূসা দেখল লাঠি সাপের মত হামাগুড়ি দিচ্ছে তখন সে পিছনে ফিরে পালাতে লাগল এবং পিছনের দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না। "হে মূসা! ভয় পেওনা, আমার নিকট নবী রসূলরা ভয় পায় না কখনো।

১১. কেউ কোন কসুর করে থাকলে অন্য কথা। অতঃপর সে যদি অন্যায় কাজের পরে ন্যায় ও সুন্দর কাজের দ্বারা (নিজের কর্মকে) বদলিয়ে নেয়, তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান;

১২. এবং নিজের হাতখানা তোমার বক্ষপার্শ্বে (অর্থাৎ বগলে) ঢুকাও, ঝিকমিক করতে করতে বের হবে কোনরূপ অনিষ্টতা ছাড়া। এই (দুটি নিদর্শন) নয়টি নিদর্শনের মধ্যেই শামিল, ফেরাউন ও তার জাতির নিকট (নিয়ে যাবার জন্যে)।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝١٢ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا

তারা নিশ্চয়ই | হল | লোক | (দুষ্কর্ম পরায়ন) সত্য-ত্যাগী | অতঃপর যখন | তাদের (নিকট) আসল | আমাদের নিদর্শনাবলী

مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝١٣ وَجَحَدُوا بِهَا

উজ্জ্বলহয়ে | তারাবলল | এটা | যাদু | সুস্পষ্ট | এবং | তারা প্রত্যাখ্যান করল | সেগুলোকে

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ

অথচ | সেগুলো মেনে নিয়েছিল | তাদের অন্তর গুলো (কিন্তু অমান্য করল) | যুলম | ও | অহংকারবশতঃ | তাই দেখ | কেমন

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝١٤ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ

ছিল | পরিণাম | বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের | এবং | নিশ্চয়ই | আমরা দান করেছিলাম | দাউদকে

وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

ও | সুলায়মানকে | জ্ঞান | এবং তারাদুজনে বলেছিল | সব প্রশংসা | আল্লাহরই জন্যে | যিনি | আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝١٥

উপর | অনেকের | মধ্যহতে | বান্দাদের | মু'মিন

তারা বড়ই দুষ্কর্মপরায়ণ লোক"।

১৩. কিন্তু যখন আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ সেই লোকদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন তারা বলল, "এ তো সুস্পষ্ট যাদু!"

১৪. তারা সরাসরি যুল্‌ম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করল; অথচ তাদের দিল এই গুলিকে মেনে নিয়েছিল। এখন লক্ষ্য কর, এই বিপর্যয়কারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

রুকুঃ ২

১৫. (অপর পক্ষে) আমরা দাউদ ও সুলায়মানকে ইলম দান করেছি। তারা বলেছে, "শোকর সেই আল্লাহর যিনি তার বহু সংখ্যক মু'মিন বান্দার উপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"

وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ

এবং | উত্তরাধিকারী হয়েছে | সুলায়মান | দাউদের | এবং | (সুলায়মান) বলেছিল | হে | লোকেরা | আমাদেরকে শিখানহয়েছে | ভাষা

الطَّيْرِ وَ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ

পাখীদের | এবং | আমাদেরকে দেয়া হয়েছে | সব | কিছুই | নিশ্চয়ই | এটা | তা অবশ্যই | অনুগ্রহ

الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ

সুস্পষ্ট | আর | একত্রিতকরা হয়েছিল | সুলায়মানের জন্যে | তার সৈন্যবাহিনী | মধ্যহতে | জিনদের | ও

الْاِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا

মানুষদের | এবং | পাখীদের (মধ্যহতেও) | অতঃপর তাদেরকে | বিন্যস্তকরাহত (বিভিন্ন বুহ্যে) | শেষপর্যন্ত (এক যাত্রায়) | যখন | পৌছিল

عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ

নিকট | উপত্যাকার | পিপীলিকার | (তখন) বলল | একপিপীলিকা | হে | পিপীলিকার (দল)

ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ ۙ

তোমরা প্রবেশকর | তোমাদের গৃহসমূহে | না (যেন) | তোমাদেরকে পিষে ফেলে | সুলায়মান | ও | তার সৈন্যবাহিনী

وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾

অথচ | তারা | না | টেরওপাবে

১৬. আর দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছে সুলায়মান। সে বলল,"হে লোকেরা! আমাদেরকে পাখীর ভাষা শিখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সব রকমের জিনিসই দেয়া হয়েছে[২] নিঃসন্দেহে এটা (আল্লাহর) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ"।

১৭. সুলায়মানের জন্যে জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকূলের সেনাবাহিনী একত্রিত করা হয়েছিল, আর সেই সবকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হত।

১৮. (এক যাত্রায়) শেষপর্যন্ত যখন তারা সকলে মিলে পিপীলিকার প্রান্তরে পৌছল তখন একটি পিপীলিকা বলল "হে পিপীলিকার দল। নিজ নিজ গর্তে ঢুকেপড়; এমন যেন না হয় যে, সুলায়মান ও তার সৈন্য-সামন্ত তোমাদেরকে পিষে মেরে ফেলে, অথচ তারা তা টেরও পাবে না"।

২ অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সবকিছু আমাদের কাছে মওজুদ আছে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ

(সুলায়মান) তখন মুচকি | হাসল | কারণে | তারকথার | এবং | বলল | হে আমাররব

أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ

সামর্থদাও | যেন | শোকরকরতে পারি আমি | তোমার নিয়ামতের | যা | তুমি নিয়ামত দিয়েছ

عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ

আমার উপর | ও | উপর | আমার পিতা মাতার | এবং | যেন | করি আমি | (এমন) নেককাজ | যা পছন্দকরতুমি

وَ أَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَ

এবং | আমাকে শামিলকর | তোমার রহমত দ্বারা | মধ্যে | তোমারবান্দাদের | (যারা) নেক | এবং (একবার)

تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ

সে পর্যবেক্ষণ করল | পাখী (দলের) | অতঃপর | বলল | কি | ব্যাপার | না | দেখছি আমি | (অমুক) হুদহুদ পাখীকে | কি | সেহয়েছে

مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾

অন্তর্ভুক্ত | অনুপস্থিতদের

১৯. সুলায়মান উহার কথায় মৃদু হেসে বলল "হে আমার রব, আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখ,[৩] তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ আমি যেন তার শোকর আদায় করি এবং এমন নেক আমল করি যা তোমার পছন্দ হবে। আর নিজ রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

২০. (ভিন্ন এক উপলক্ষে) সুলায়মান পক্ষীকূলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল এবং বলল, "ব্যাপার কি! আমি অমুক হুদহুদকে দেখতে পাই না কেন, সে কি কোথাও উধাও হয়ে গেছে?

৩. অর্থাৎ এমন বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা তুমি আমাকে দান করেছ যদি আমি সামান্য গাফিলতির মধ্যে পড়ে যাই তবে বন্দেগীর সীমা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে না-জানি কোথা থেকে কোথায় বয়ে যাব, সেজন্য হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে সংযমের সীমার মধ্যে রাখ, আমি যেন তোমার নে'আমতের অকৃতজ্ঞ না হয়ে তোমার দানের কৃতজ্ঞতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখি।

لَاُعَذِّبَنَّهٗ	عَذَابًا	شَدِيْدًا	اَوْ	لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ
তাকে আমি অবশ্যই শাস্তিদিবই	শাস্তি	কঠিন	অথবা	তাকেআমিঅবশ্য জবেহকরবই

اَوْ	لَيَاْتِيَنِّيْ	بِسُلْطٰنٍ	مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾	فَمَكَثَ	غَيْرَ بَعِيْدٍ
অথবা	আমাকে অবশ্যই দেবে	কোনকারণ	যুক্তিসংগত	(পাখীটি) অতঃপর অতিবাহিতকরল	অতিঅল্প সময় (এবং হাজির হল)

فَقَالَ	اَحَطْتُّ	بِمَا	لَمْ تُحِطْ	بِهٖ	وَ	جِئْتُكَ	مِنْ	سَبَاٍ	بِنَبَاٍ
অতঃপর বলল	আমিঅবগত হয়েছি	ঐবিষয়ে যা	হননাই আপনি অবগত	সে সম্পর্কে	এবং	আপনার (জন্যে) এনেছি	সম্পর্কে	'সাবা'	(কিছু) তথ্য

يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾	اِنِّيْ	وَجَدْتُّ	امْرَاَةً	تَمْلِكُهُمْ	وَ	اُوْتِيَتْ
নিশ্চিত	নিশ্চয়ই আমি	(দেখতে) পেয়েছি	একজন মহিলা	তাদেরকে শাসনকরে সে	এবং	তাকে দেয়া হয়েছে

مِنْ	كُلِّ	شَيْءٍ	وَّ	لَهَا	عَرْشٌ	عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾	وَجَدْتُّهَا	وَ	قَوْمَهَا
	সব	কিছুই	আর	তার আছে	একটি সিংহাসন	বড়মর্যাদার	তাকে(দেখতে) পেয়েছি	ও	তারজাতিকে

يَسْجُدُوْنَ	لِلشَّمْسِ	مِنْ	دُوْنِ	اللّٰهِ	وَ	زَيَّنَ	لَهُمُ	الشَّيْطٰنُ	اَعْمَالَهُمْ
তারা সিজদা করে	সূর্যকে		পরিবর্তে	আল্লাহর	এবং	সুশোভন করেছে	তাদের কাছে	শয়তান	তাদেরকাজগুলোকে

২১. আমি ওটাকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা যবেহ করব; নতুবা তাকে আমার নিকট যুক্তিসংগত কারণ দর্শাতে হবে"।

২২. খুব বেশী সময় অতিবাহিত না হতেই সে এসে বলল, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনার জানা নেই। আমি 'সাবা' [৪] সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য নিয়ে এসেছি।

২৩. আমি সেখানে একজন মহিলা দেখেছি, সে এই জাতির শাসনকর্ত্রী। তাকে সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম দেয়া হয়েছে, আর তার সিংহাসন বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন।

২৪. আমি দেখলাম যে, সে এবং তার জাতির লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিজদায় অবনত হয়"। শয়তান [৫] তাদের কাজ-কর্মকে তাদের জন্যে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছে

৪. 'সাবা' দক্ষিণ আরবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জাতি ছিল যাদের রাজধানী ছিল মারেব(সানআ থেকে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত)।

৫. কথার ধরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে– এখান থেকে ২৬নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত হূদহূদের কথার উপর আল্লাহতা'আলা নিজে বৃদ্ধি করে বলেছেন।

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

তাদেরকেঅতঃপর বিরতকরেছে | হতে | (সৎ) পথ | তারা তাই | না | (সৎ) পথ পায়

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ

(বিরত করেছে) যেন না | তার সিজদা করে | আল্লাহর | যিনি | বেরকরেন | লুকায়িতবস্তুকে | মধ্যে | আকাশমন্ডলীর | ও

الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ

পৃথিবীর | আর | তিনিজানেন | যাকিছু | তোমরাগোপন কর | এবং | যাকিছু | তোমরা প্রকাশকর | আল্লাহ (এমনযে)

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ قَالَ سَنَنْظُرُ

নাই | কোন ইলাহ্ | ব্যতীত | তিনি | অধিপতি | আরশের | মহান | (সুলায়মান) বলল | শীঘ্রই আমরা দেখব

أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ اذْهَبْ بِكِتَابِي

তুমিসত্যবলেছ কি | না | তুমি | অর্ন্তভুক্ত | মিথ্যাবাদীদের | তুমি যাও | আমার চিঠিনিয়ে

هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا

এই | অতঃপর তাঅর্পণকর | তাদেরনিকট | এরপর | সরে দাঁড়াও | তাদেরহতে | অতঃপর লক্ষ্যকর | কি

يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

প্রতিক্রিয়াদেখায়

এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে বিরত রেখেছে। এই কারণে তারা এ সোজা পথটি পায়না।

২৫. নিবৃত্ত করেছে এজন্যে যেন তারা সেই আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও যমীনের গুপ্ত জিনিসগুলোকে বের করেন, আর তিনি সবকিছুই জানেন যা তোমরা গোপন করছ এবং প্রকাশ করছ।

২৬. আল্লাহ এমন যিনি ছাড়া বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য অধিকারী আর কেউ নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি। (সেজদা)

২৭. সুলায়মান বলল, "আমরা এখনই (পরীক্ষা করে) দেখব, তুই সত্য বলেছিস, না তুই মিথ্যাবাদীদের অর্ন্তভুক্ত।

২৮. আমার এই চিঠি নিয়ে যা এবং তা সেই লোকদের নিকট ফেলে দে; পরে আলাদা হয়ে সরে দাড়া এবং লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।"

আরবী	অর্থ
قَالَتْ	(রাণী) বলল
يَاَيُّهَا	হে
الْمَلَؤُا	সভাসদবৃন্দ
اِنِّىٓ	নিশ্চয়ই আমাকে
اُلْقِىَ	অর্পণ করা হয়েছে
اِلَىَّ	আমার প্রতি
كِتٰبٌ	একটি চিঠি
كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾	গুরুত্বপূর্ণ
اِنَّهٗ	তা নিশ্চয় (এসেছে)
مِنْ	হতে
سُلَيْمٰنَ	সুলায়মান
وَ	এবং
اِنَّهٗ	তা নিশ্চয় (শুরু হয়েছে)
بِسْمِ	নামদিয়ে
اللّٰهِ	আল্লাহর
الرَّحْمٰنِ	দয়াময়
الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾	মেহেরবান
اَلَّا	(তা এই) যে না
تَعْلُوْا	তোমরা বিদ্রোহ করো
عَلَىَّ	আমার বিরুদ্ধে
وَاْتُوْنِىْ	আমার (নিকট) এবং চলে এস
مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾	আত্মসমর্পণকারী হয়ে
قَالَتْ	(রাণী) বলল
يَاَيُّهَا	হে
الْمَلَؤُا	সভাসদবৃন্দ
اَفْتُوْنِىْ	আমাকে অভিমত দাও
فِىْٓ	ব্যাপারে
اَمْرِىْ	আমার কাজের
مَا	না
كُنْتُ	আমি হই
قَاطِعَةً	ফয়সালাকারী
اَمْرًا	কোন কাজে
حَتّٰى	যতক্ষণনা
تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾	তোমরা উপস্থিত থাক (পরামর্শে)
قَالُوْا	(সভাসদবৃন্দ) বলল
نَحْنُ	আমরা
اُولُوْا	অধিকারী
قُوَّةٍ	শক্তির (অর্থাৎ বড় শক্তিশালী)
وَّ	ও
اُولُوْا	(দক্ষতার) অধিকারী
بَاْسٍ	যুদ্ধ বিগ্রহে
شَدِيْدٍ	কঠোর
وَّالْاَمْرُ	তবে (সিদ্ধান্তের) কাজ
اِلَيْكِ	আপনারই
فَانْظُرِىْ	ভেবেদেখুন তাই
مَاذَا	কি
تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾	নির্দেশ দিবেন

২৯. সম্রাজ্ঞী [৬] বলল, "হে সভাসদবৃন্দ; আমার নিকট এক বড়গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পৌঁছেছে।

৩০. এটা সুলায়মানের নিকট হতে এসেছে এবং দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করা হয়েছে।

৩১. এতে বলা হয়েছে, "আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না এবং মুসলিম হয়ে [৭] আমার নিকট উপস্থিত হও।"

রুকুঃ ৩

৩২. (চিঠি শুনায়ে) সম্রাজ্ঞী বলল, "হে জাতির সরদারগণ, আমার এই ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও; আমি তো তোমাদের সাথে পরামর্শ না করে কোন ব্যাপারেই ফয়সালা গ্রহণ করিনা।"

৩৩. তারা জবাব দিল, "আমরা বড় শক্তিশালী, লড়াই-সংগ্রামে বিশেষ দক্ষ। এখন ফয়সালা গ্রহণের ব্যাপারটি আপনার উপরই নির্ভরশীল– কি করবেন, তা আপনিই ভেবে দেখুন।"

৬. মাঝখানের কাহিনী বাদ দিয়ে এখন সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন হুদহুদ রাণীর সামনে পত্র নিক্ষেপ করেছিল।

৭. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে অথবা নির্দেশের অনুগত হয়ে যায়।

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ

(রাণী) বলল | নিশ্চয়ই | বাদশাহরা | যখন | প্রবেশকরে | কোন জনপদে | তা বিপর্যস্তকরে | ও

جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَ كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

তারা বানিয়ে দেয় | মর্যাদাবানদেরকে | তার অধিবাসীদের | অপমান অপদস্ত | আর | এরূপই | তারা করবে

وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ

নিশ্চয়ই এবং আমি | প্রেরণকারী | তাদেরপ্রতি | উপঢৌকন | অতঃপর লক্ষ্য করব | কি নিয়ে | ফিরে আসে

الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ

দূতেরা | যখন অতঃপর | আসল (দূত) | সুলায়মানের (নিকট) | সে বলল | কি তোমরা আমাকে সাহায্য করছ

بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ

ধনমাল দিয়ে | অথচ যা | আমাকে দিয়েছেন | আল্লাহ | উত্তম | তারচেয়ে যা | তোমাদেরকে দিয়েছেন | বরং | তোমরা

بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ

তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে | আনন্দকর | ফিরেযাও | তাদেরনিকট | অতঃপর আমরা তাদের কাছে আসবই

بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً

একসৈন্যবাহিনীসহ | নাই মোকাবিলার শক্তি | তাদের | তার | এবং | অবশ্যই আমরা তাদেরকে বেরকরবই | সেখান হতে | অপমানিত করে

৩৪. সম্রাজ্ঞী বলল, "বাদশাহ যখন কোন দেশে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত এবং তার সম্মানিত লোকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। তারা এরূপই করে থাকে।

৩৫. আমি এই লোকদের জন্যে একটি উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তার পর লক্ষ্য করব, আমার দূত কি জবাব নিয়ে ফিরে আসে"।

৩৬. যখন সে (সম্রাজ্ঞীর দূত) সুলায়মানের নিকট পৌঁছিল, তখন সে বলল," তোমরা কি মাল-সম্পদ দিয়ে আমার সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন, তা তোমাদের দেয়া পরিমানের তুলনায় অনেক অনেক বেশী ও উত্তম। তোমাদের দেয়া উপঢৌকন তোমাদেরকেই ধণ্য করুক।

৩৭. (হে দূত!) যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের নিকট ফিরে যাও; আমরা তাদের উপর এমন সেনাবাহিনী নিয়ে আসব যার সাথে মুকাবেলা করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না এং আমরা তাদেরকে সেখান হতে এমন লাঞ্ছনার সাথে বহিষ্কার করব যে,

وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ

যখন তারা অপদস্ত (হবে) (সুলায়মান) বলল হে সভাসদবৃন্দ তোমাদের মধ্যে কে

يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۸﴾ قَالَ

আমাকে এনেদিবে তার সিংহাসনকে এর পূর্বেই যে আমার কাছে তারা আসবে আত্মসমর্পণকারী হয়ে বলল

عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ

এক শক্তিশালী জ্বিন মধ্যহতে জ্বিনদের আমি আপনাকে এনেদিব তা এর পূর্বেই যে আপনি ওঠে দাঁড়াবেন

مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَ اِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ﴿۳۹﴾ قَالَ

হতে আপনার স্থান এবং নিশ্চয়ই আমি এর উপর অবশ্যই শক্তিশালী আমানতদার বিশ্বস্ত (এরপর)বলল একজন

الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ

সে(এমন যে) তারনিকট (ছিল) জ্ঞান কিতাবের আমি আপনাকে এনেদিচ্ছি তা (এর) পূর্বেই

اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ

যে ফিরবে আপনারদিকে আপনার চোখের পলক অতঃপর যখন তা সে দেখল রাখা তার নিকট

قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ۖ لِيَبْلُوَنِىْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ

সে বলল এটা কারণে অনুগ্রহের আমাররবের আমাকে পরীক্ষা করারজন্যে আমি কি কৃতজ্ঞহই না আমিঅকৃতজ্ঞ হই

তারা অপদস্থ হতে বাধ্য হবে"।

৩৮. সুলায়মান বলল, "হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন খানি আমার সামনে এনে দিতে পারে, আমার অনুগত হয়ে আমার নিকট তাদের উপস্থিত হবার পূর্বে"।

৩৯. এক বিরাটকায় জ্বিন নিবেদন করল, "আমি তা হাজির করব, আপনার এই স্থান হতে উঠে যাওয়ার আগেই। তা করার শক্তি ও ক্ষমতা আমার আছে, আর সেই সংগে আমি বিশ্বস্ত আমানতদারও।"

৪০. কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি বলল, " আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই তা এনে দিচ্ছি"। যখনি সুলায়মান সেই সিংহাসনটি নিজের নিকট রাখা দেখতে পেল, চীৎকার করে বলে উঠল, " এ আমার রবের অনুগ্রহ, যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি (তার জন্যে) শোকর করি, না নেআমত অস্বীকারকারী হয়ে যাই।

وَ مَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ

আর | যে | কৃতজ্ঞহয় | তবে শুধুমাত্র | সে কৃতজ্ঞহয় | তার নিজেরজন্যে | আর | যে | অকৃতজ্ঞহয়

فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ

তবে নিশ্চয়ই | আমাররব | অভাব মুক্ত | সম্মানিত মহান | (সুলায়মান) বলল | অজ্ঞাতসারে রাখ | তার সামনে | তার সিংহাসন | দেখব আমরা

اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا

সে(সঠিক)ব্যাপার বুঝতে পারছে কি | অথবা | সে হয় | অর্ন্তভুক্ত | (তাদের) যারা | না | হেদায়াত পায় | অতঃপর যখন

جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَ

(রাণী) হাজিরহল | বলাহল | এরূপই কি | তোমার সিংহাসন | সেবলল | এ যেন | সেটাই | এবং

اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَ صَدَّهَا

আমাদের দেয়াহয়েছে | জ্ঞান | এর পূর্বেই | এবং | আমরা ছিলাম | আত্মসমর্পনকারী | আর | তাকে বিরতরেখেছিল (ঈমান আনা হতে)

مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

(তাই) যা কিছু | সে ইবাদতকরত | ব্যতীত | আল্লাহ | সে নিশ্চয়ই | ছিল | অন্তর্ভুক্ত | জাতির

كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

কাফের

আর যে শোকর করে, তার শোকর তার নিজের পক্ষেই কল্যাণকর হয়ে থাকে। নতুবা কেউ না- শোকরি করলে আমার রব তো মুখাপেক্ষীতাহীন এবং স্বতঃই মহান"।

৪১. সুলায়মান বলল[৮], "অজ্ঞাতসারে তার সিংহাসন তারই সম্মুখে রেখে দাও; আমরা দেখব, সে সঠিক ব্যাপার বুঝতে পারে কি-না কিংবা সে তাদের মধ্যে গন্য হয় যারা হেদায়াত পায়না।"

৪২. সম্রাজ্ঞী যখন হাজির হল তাকে বলা হল, "তোমার সিংহাসন কি এ রকমই?" সে বলতে লাগল, "এ তো যেন সেটিই। আমরা তো পূর্বেই জানতে পেরেছিলাম এবং আমরা আনুগত্যে মস্তক অবনত করে দিয়েছিলাম (কিংবা আমরা মুসলিম হয়েছিলাম)[৯]।"

৪৩. তাকে (ঈমান আনা হতে) যে জিনিস বিরত রেখেছিল তা ছিল সেই সব মা'বুদের ইবাদত, আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে যাদের বন্দেগী করত। কেননা তারা ছিল একটি কাফের জাতি।

৮. এখন সেই সময়ের কথা আরম্ভ হয়েছে যখন সাবার রাণী হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে হাযির হয়েছিলেন।

৯. অর্থাৎ এ মো'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখার পূর্বেই সুলায়মান (আঃ) এর যে গুনাবলী ও অবস্থা আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি মাত্র একজন রাজ্যাধিপতি বাদশাহ নন, তিনি আল্লাহর নবী।

আরবী	অর্থ
قِيْلَ	বলাহল
لَهَا	তাকে
ادْخُلِي	প্রবেশকর
الصَّرْحَ	(এই) প্রাসাদে
فَلَمَّا	অতঃপর যখন
رَاَتْهُ	তা সেদেখল
حَسِبَتْهُ	তা মনেকরল
لُجَّةً	পানির হাউজ (জলাশয়)
وَّ	ও
كَشَفَتْ	উঠাল (কাপড়)
عَنْ	হতে
سَاقَيْهَا	তার দুই গোড়ালী
قَالَ	(সুলায়মান) বলল
اِنَّهٗ	তা নিশ্চয়
صَرْحٌ	(প্রাসাদের) মেঝে
مُّمَرَّدٌ	নির্মিত
مِّنْ	দিয়ে
قَوَارِيْرَ	স্বচ্ছ কাচ
قَالَتْ	(রাণী) বলল
رَبِّ	হে আমাররব
اِنِّيْ	নিশ্চয়ই আমি
ظَلَمْتُ	(আজ পর্যন্ত) যুলম করেছি
نَفْسِيْ	আমার নিজের (উপর)
وَ	আর (এখন)
اَسْلَمْتُ	আমিআত্মসমর্পণ করছি
مَعَ	সাথে
سُلَيْمٰنَ	সুলায়মানের
لِلّٰهِ	আল্লাহর (নিকট)
رَبِّ	(যিনি) রব
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾	বিশ্বজাহানের
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়ই
اَرْسَلْنَآ	আমরা প্রেরণ করেছিলাম
اِلٰى	প্রতি
ثَمُوْدَ	সামূদের
اَخَاهُمْ	তাদেরই ভাই
صٰلِحًا	সালেহকে
اَنِ	(এ পয়গামসহ) যে
اعْبُدُوا	তোমরা ইবাদত কর
اللّٰهَ	আল্লাহর
فَاِذَا	অতঃপর তখন
هُمْ	তারা
فَرِيْقٰنِ	দুইদলে
يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾	বিতর্ক করতে লাগল

৪৪. তাকে বলা হল, " প্রাসাদে প্রবেশ কর"। সে যখন দৃষ্টিপাত করে মনে করল এটা পানির হাউজ বা জলাশয় তখন তাতে নামবার জন্যে সে পায়ের দুই গোড়ালির দিকের কাপড় উত্তোলন করল। সুলায়মান বলল, "এ তো কাচের স্বচ্ছ মেঝে" তা শুনে সে চীৎকার করে বলল, "হে আমার রব, (আজ পর্যন্ত) আমি আমার নিজের উপর বড় যুলম করতেছিলাম। এখন আমি সুলায়মানের সাথে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের আনুগত্য কবুল করলাম।

রুকুঃ ৪

৪৫. এবং সামুদের প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে (এই পয়গাম সহ) পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তখন সহসাই তারা দুই কলহমুখর দলে পরিণত হয়েগেল।

قَالَ	يٰقَوۡمِ	لِمَ	تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ	بِالسَّيِّئَةِ	قَبۡلَ
(সালেহ) বলল	হে আমারজাতি	কেন	তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ	অকল্যাণকে	পূর্বে

الۡحَسَنَةِ ۚ	لَوۡ	لَا	تَسۡتَغۡفِرُوۡنَ	اللّٰهَ	لَعَلَّكُمۡ	تُرۡحَمُوۡنَ ﴿٤٦﴾
কল্যাণের	কেন	না	তোমরা ক্ষমা চাচ্ছ	আল্লাহর (নিকট)	তোমাদের(প্রতি) হয়তো	করুণা করাহবে

قَالُوا	اطَّيَّرۡنَا	بِكَ	وَ	بِمَنۡ	مَّعَكَ ؕ	قَالَ	طٰٓئِرُكُمۡ
তারা বলল	আমরাঅমঙ্গল ভাবছি	তোমাকে	ও	তাদেরকে (যারা)	তোমারসাথে (আছে)	(সালেহ) বলল	তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল

عِنۡدَ	اللّٰهِ	بَلۡ	اَنۡتُمۡ	قَوۡمٌ	تُفۡتَنُوۡنَ ﴿٤٧﴾	وَ	كَانَ	فِي
নিকট	আল্লাহর	বরং	তোমরা	(এমন)লোক	পরীক্ষাকরা হচ্ছে (যাদেরকে)	এবং	ছিল	মধ্যে

الۡمَدِيۡنَةِ	تِسۡعَةُ	رَهۡطٍ	يُّفۡسِدُوۡنَ	فِي	الۡاَرۡضِ	وَ	لَا
শহরের	নয়	দলপতি	তারাবিপর্যয় সৃষ্টিকরত	মধ্যে	দেশের	এবং	না

يُصۡلِحُوۡنَ ﴿٤٨﴾
তারা সংশোধন মূলক কাজকরত

৪৬. সালেহ বলল, "হে আমার জাতির লোকেরা, ভালো ও কল্যাণের পূর্বে মন্দ ও অকল্যাণের জন্যে কেন এত তাড়াহুড়া করছ? আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও না কেন? হয়তো তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে"।

৪৭. তারা বললঃ "আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরেক অশুভ লক্ষণ স্বরূপ পেয়েছি"। সালেহ জবাব দিল, "তোমাদের শুভ-অশুভ লক্ষনের মূলসূত্র তো আল্লাহর নিকট রক্ষিত। আসল কথা এই যে, তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে"।

৪৮. সেই শহরে নয়জন দলপতি ছিল যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং কোনরূপ সংশোধন-মূলক কাজ করতনা।

قَالُوْا	تَقَاسَمُوْا	بِاللّٰهِ	لَنُبَيِّتَنَّهٗ	وَ
তারা বলল	তোমরাশপথকর পরস্পরে	আল্লাহর (নামে)	অবশ্যই তাকেআমরা রাতে আক্রমণকরবই	ও

اَهْلَهٗ	ثُمَّ	لَنَقُوْلَنَّ	لِوَلِيِّهٖ	مَا	شَهِدْنَا	مَهْلِكَ
তারপরিবারকে	এরপর	বলব অবশ্যই	তার অভিভাবক বা দায়িত্বশীলকে	না	আমরা উপস্থিতছিলাম	ধ্বংসের সময়

اَهْلِهٖ	وَ	اِنَّا	لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾	وَ	مَكَرُوْا	مَكْرًا	وَّ	مَكَرْنَا
তারপরিবারের	আর	নিশ্চয়ই আমরা	সত্যবাদী অবশ্যই	এবং	তারা ষড়যন্ত্রকরল	একষড়যন্ত্র	আর	আমরা কৌশল করলাম

مَكْرًا	وَّ	هُمْ	لَا	يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾	فَانْظُرْ	كَيْفَ	كَانَ
এক কৌশল	অথচ	তারা	না	অনুভবকরল	অতঃপর লক্ষ্যকর	কেমন	হল

عَاقِبَةُ	مَكْرِهِمْ ۙ	اَنَّا	دَمَّرْنٰهُمْ وَ	قَوْمَهُمْ	اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾
পরিনাম	তাদের ষড়যন্ত্রের	নিশ্চয়ই আমরা	ও তাদেরকে আমরা ধ্বংসকরেছি	তাদের জাতির	সবাইকে

৪৯. তারা পরস্পরে বলল, "আল্লাহর নামে 'কসম' করে ওয়াদা কর যে, আমরা সালেহ ও তার ঘরের লোকদের উপর রাত্রিবেলায় আক্রমণ চালাব এবং পরে তার দায়িত্বশীলকে বলে দিব[১০] যে, আমরা তার বংশ পরিবারের ধ্বংস হবার সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। আমরা নিশ্চয় সত্য কথা বলছি"।

৫০. তারা তো এই চাল চালল , পরে আমরাও এক চাল চাললাম যার কোন খবরই তাদের ছিল না।

৫১. এখন দেখ, তাদের চালের পরিণাম কি হল! আমরা ধ্বংস করে দিলাম তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে।

১০. অর্থাঃ হযরত সালেহ (আঃ)-এর গোত্রের সরদারকে প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী তাদের রক্তের দাবীর হকদার বলে যাকে গণ্য করা হতো। এ হচ্ছে সেরূপ পজিশন ,নবী করীমের (সঃ) যামানায় তাঁর চাচার যে পজিশন ছিল। কোরায়েশী কাফেররাও এই আশঙ্কায় নিজেদের হাতকে বিরত রেখেছিল যে যদি তারা নবী (সঃ) কে হত্যা করে তবে বনী হাশেমের সরদার আবুতালেব নিজেদের গোত্রের পক্ষথেকে রক্তের দাবী নিয়ে উঠবেন।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

এ সবতো | তাদের ঘরবাড়ি | শূন্যহয়ে পড়ে আছে | একারণে যা | তারা যুলমকরে ছিল | নিশ্চয়ই | মধ্যে (রয়েছে) | এর

لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

অবশ্যই নিদর্শন | লোকদেরজন্যে | (যারা) জ্ঞানরাখে | এবং | আমরা রক্ষা করলাম | (তাদেরকে) যারা | ঈমানএনেছিল | ও

كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ

(নাফরমানী হতে) বিরত থাকত | এবং | লূতকে | (স্মরণকর) যখন (পাঠিয়েছিলাম) | সে বলেছিল | তারজাতিকে | তোমরা করছ কি

الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٤﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ

অশ্লীল কাজ | যখন | তোমরা | প্রত্যক্ষ ও করছ | তোমরানিশ্চয়ই কি | তোমরা গমন করছ অবশ্যই | পুরুষদের কাছে

شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

যৌন লালসার (জন্যে) | বাদ দিয়ে | স্ত্রীদেরকে | আসলে | তোমরা | (এমন) লোক | (যারা) মূর্খতাকরছ

৫২. ঐ দেখ, তাদের ঘরগুলো শূন্য পড়ে রয়েছে সেই যুলমের প্রতিফল হিসেবে যা তারা করছিল। এতে একটি উপদেশের নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা ইলমের অধিকারী।

৫৩. আর বাঁচিয়ে দিলাম আমরা সেই লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী হতে বিরত থাকত।

৫৪. আর লূতকে আমরা পাঠালাম। স্মরণকর সেই সময়ের কথা, যখন সে আপন জাতির লোকদেরকে বলল, "তোমরা কি দেখে শুনে এই কুকাজ করছ [১১]"।

৫৫. তোমাদের চাল-চলন কি এই যে, স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের নিকট গমন কর যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্যে? আসল কথা এই যে, তোমরা বড়ই মূর্খতাব্যঞ্জক কাজ করছ"।

১১. অর্থাৎ –'একে অপরের সামনে কুকর্ম করে থাকো'। এর স্পষ্ট বিবরণ সূরা আনকাবুতের ২৯নং আয়াতেও দেয়া হয়েছে যে তারা নিজেদের মজলিসগুলিতেও এ কুকর্ম করতো।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ

অতঃপর না | ছিল | জওয়াব | তারজাতির | এ ব্যতীত | যে | তারা বলেছিল | তোমরাবেরকরে দাও | পরিবারকে | লূতের

مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ

হতে | তোমাদের জনপদ | নিশ্চয়ই তারা | এমন লোক | (যারা) বড় পবিত্রতা গ্রহণ করছে | অতঃপর রক্ষাকরলাম তাকেআমরা

وَ اَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَ

ও তারপরিবারকে | ব্যতীত | তার স্ত্রীকে | তাকে আমরা সাব্যস্ত করেছিলাম | অন্যতম | পিছে পড়ে থাকাদের | এবং

اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾

আমরা বর্ষণ করেছিলাম | তাদের উপর | (খুব) বৃষ্টি | অতঃপর বড় খারাপ | বৃষ্টিবর্ষণ (ছিল) | (তাদের জন্যে) যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ

(হে নবী) বল | সব প্রশংসা | আল্লাহরই (জন্যে) | আর | সালাম | উপর | তাঁরবান্দাদের | যাদেরকে

اصْطَفٰى ۗ ءٰٓاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

তিনিমনোনীত করেছেন | (তাদেরজিজ্ঞাসা কর) আল্লাহ কি | উত্তম | না সেই (মাবুদ) | (যাদেরকে) তারা, শরীক করছে

৫৬. কিন্তু তার জাতির জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলল, " বহিষ্কার কর লূতের ঘরের লোকদেরকে নিজেদের লোকালয় হতে। এরা বড় পূত-পবিত্র চরিত্রের লোক সেজেছে।

৫৭. শেষ পর্যন্ত আমরা বাঁচিয়ে নিলাম তাকে ও তার ঘরের লোকদেরকে –তার স্ত্রীকে ছাড়া, তার পিছনে পড়ে থাকা আমরা সাব্যস্ত করে দিয়েছিলাম।

৫৮. আর তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক ধরনের বর্ষণ তা ছিল বড়ই খারাব বর্ষণ তাদের জন্যে যাদেরকে পূর্বেই সাবধান করে দেয়া হয়েছিল।

রুকূঃ ৫

৫৯. (হেনবী!) বল, প্রশংসা আল্লাহর জন্যে এবং সালাম তার সেই বান্দাদের প্রতি যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। (তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর) আল্লাহ ভাল, না সেই সব মা'বুদ ভাল, যাদেরকে এই লোকেরা তার শরীক বানাচ্ছে*।
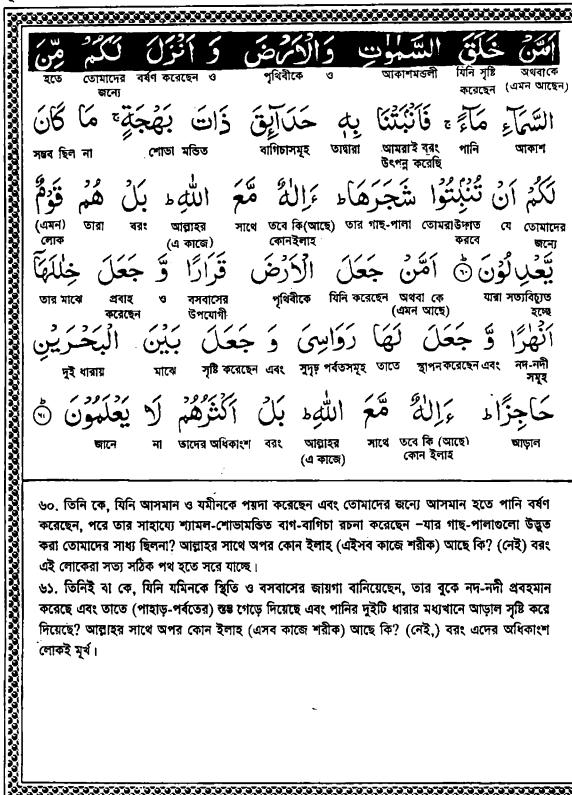
৬০. তিনি কে, যিনি আসমান ও যমীনকে পয়দা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, পরে তার সাহায্যে শ্যামল-শোভামন্ডিত বাগ-বাগিচা রচনা করেছেন –যার গাছ-পালাগুলো উদ্ভূত করা তোমাদের সাধ্য ছিলনা? আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ (এইসব কাজে শরীক) আছে কি? (নেই) বরং এই লোকেরা সত্য সঠিক পথ হতে সরে যাচ্ছে।

৬১. তিনিই বা কে, যিনি যমিনকে স্থিতি ও বসবাসের জায়গা বানিয়েছেন, তার বুকে নদ-নদী প্রবহমান করেছে এবং তাতে (পাহাড়-পর্বতের) স্তম্ভ গেড়ে দিয়েছে এবং পানির দুইটি ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছে? আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ (এসব কাজে শরীক) আছে কি? (নেই,) বরং এদের অধিকাংশ লোকই মূর্খ।

أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ

অথবা কে (এমন আছেন) যিনি সাড়া দেন | আর্তকে | যখন | তাকে সে ডাকে | ও দূরীভূত করেন | কষ্ট | ও | তোমাদেরকে করেছেন

خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٦٢

খলীফা | পৃথিবীর | (আছে) কি কোন ইলাহ | সাথে | আল্লাহর (এ কাজে) | খুব কমই | যা | তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর

أَمَّنْ يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ

অথবা কে (এমন আছেন) | পথ দেখান | তোমাদেরকে যিনি | মধ্যে | অন্ধকার সমূহের | স্থলের | ও | সমুদ্রের | আর | কে

يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ

প্রেরণ করেন | বায়ুকে | সু-সংবাদ স্বরূপ | পূর্বে | তার রহমতের | (আছে) কি কোন ইলাহ | সাথে

اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٦٣ أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ

আল্লাহর (এ কাজে) | অতিউর্দ্ধে | আল্লাহ | তাহতে যা | তারা শিরক করে | অথবা কে (এমন আছেন) | যিনি সূচনা করেন | সৃষ্টির

ثُمَّ يُعِيدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ

এরপর | তার পুনরাবৃত্তি করবেন | আর | কে | তোমাদেরকে রিযক দেন | হতে | আকাশ | ও | পৃথিবী (হতে) | (আছে) কি কোন ইলাহ

مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝٦٤

সাথে | আল্লাহর (এ কাজে) | বল | তোমরা দাও | তোমাদের প্রমাণ | যদি | তোমরা | সত্যবাদী হয়ে থাক

৬২. কে তিনি যিনি ব্যাকুল ও অস্থির ব্যক্তির দো'আ শুনে যখন সে তাকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করে? আর (কে তিনি যিনি) তোমাদেরকে খলীফা নিয়োগ করেছেন? আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ (এই কাজের কর্তা) আছে কি? তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাক।

৬৩. আর কে তিনি যিনি স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখায়? আর কে স্বীয় রহমতের পূর্বে বায়ুর প্রবাহ পাঠায় সুসংবাদ স্বরূপ? আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ আছে কি (যে এই কাজ করে)? এরা যে শিরক করে তাহতে আল্লাহ অতি উর্ধ্বে।

৬৪. কে তিনি যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং পরে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাবে? কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রেযক দান করে? আল্লাহর সংগে অপর কোন ইলাহ কি (এই সব কাজে অংশীদারী) আছে? বল, উপস্থিত কর তোমাদের দলীল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا

বল না জানে যারা আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে অদৃশ্যের (খবর) ব্যতীত

اللّٰهُ ۖ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ

আল্লাহ এবং না অনুভব করতেও পারে কবে তারা পুনরুত্থিত হবে বরং বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাদের জ্ঞান

فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

ব্যাপারে পরকালের অধিকন্তু তারা মধ্যে আছে সন্দেহের সে বিষয়ে বরং তারা সে বিষয়ে অন্ধ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا

এবং বলে যারা কুফরীকরেছে যখন কি আমরা হব মাটি ও আমাদের পূর্বপুরুষরা আমরা নিশ্চয়ই কি

لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ

অবশ্যই পুনরুত্থিতহব নিশ্চয়ই আমাদেরওয়াদা দেয়া হয়েছে এটার আমরাও (পেয়েছি) এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও ইতিপূর্বের

اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

(কিন্তু) নয় এটা এ ব্যতীত যে উপকথা পূর্ববর্তীদের বল তোমরা পরিভ্রমণ কর পৃথিবীতে

فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

অতঃপর লক্ষ্যকর কেমন হয়েছে পরিণাম অপরাধীদের আর (হে নবী) না দুঃখকরো তাদেরসম্পর্কে

৬৫. এদেরকে বল, আসমান-যমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না, আর তারা (এও) জানে না যে কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে ।

৬৬. বরং পরকালের জ্ঞানই তো এদের নিকট হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; অধিকন্তু এরা এই ব্যাপারে সন্দেহে নিমজ্জিত। বরং সে ব্যাপারে এরা অন্ধ।

রুকূঃ ৬

৬৭. এই সত্য অমান্যকারীরা বলে, "আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা যখন মাটিতে পরিনত হয়ে যাব তখন কি বাস্তবিকই আমাদেরকে কবর হতে বের করা হবে?

৬৮. এই ধরণের খবর আমাদেরকে তো অনেক দেয়া হয়েছে, পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও এরূপ খবর দেয়া হত; কিন্তু এসব শুধু রূপকথা মাত্র যা পূর্বকাল হতেই শুনে আসছি"।

৬৯. বলঃ পৃথিবীতে একটু ঘুরে-ফিরে দেখ, পাপী অপরাধীদের কি পরিণাম হয়েছে?

৭০. হে নবী, এদের অবস্থা দেখে দুঃখ করোনা,

وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا

আর না হয়ো (মনের) মধ্যে সংকীর্ণ তাহতে যা তারা ষড়যন্ত্রকরেছে এবং তারাবলে কখন এই

الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ

ওয়াদা (কার্যকর হবে।) যদি তোমরাহও সত্যবাদী বল সম্ভবত (এমন) যে নিকটবর্তী হয়েছে

لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ

তোমাদের জন্যে (তার) কিছুটা যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাও এবং নিশ্চয়ই তোমাররব অবশ্যই অনুগ্রহশীল

عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ

উপর লোকদের কিন্তু তাদের অধিকাংশই না শোকরকরে এবং নিশ্চয়ই তোমাররব

لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ

অবশ্যই জানেন যা গোপন করে তাদের বক্ষসমূহ আর যা প্রকাশ করে আর নাই কোন গোপন ভেদ

فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾ اِنَّ هٰذَا

মধ্যে আকাশে আর (না) পৃথিবীতে এ ব্যতীত যে আছে (তা) কিতাবে সুস্পষ্ট নিশ্চয়ই এই

الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾

কোরআন বিবৃতকরে উপর বনী ইসরাঈলদের (এমন) অনেক কিছু যা তারা তার মধ্যে মতভেদ করে

তাদের ষড়যন্ত্র ও শঠতা দেখে মন সংকীর্ণ করোনা।

৭১. তারা বলে, "এই হুমকি ও ভীতি কবে কার্যকর হবে, তুমি যদি সত্যবাদী হও?"

৭২. বল, যে আযাবের জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছ, তার একটি অংশ যদি তোমাদের নিকটে এসে থাকে তবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

৭৩. প্রকৃতপক্ষে তোমার রব তো লোকদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করেনা।

৭৪. নিঃসন্দেহে তোমার রব ভালোভাবেই জানেন যাকিছু তাদের বক্ষদেশ লুকায়ে রাখে, আর যা কিছু তা প্রকাশ করে।

৭৫. আসমান ও যমীনের কোন গোপন জিনিসই এমন নেই, যা এক স্পষ্ট কিতাবে লিখিত অবস্থায় বর্তমান নেই[১২]

৭৬. বস্তুতঃ এই কুরআন বনী ইসরাঈলকে এমন অনেক কথারই প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়ে দেয়, যাতে তাদের মতভেদ রয়েছে"।

১২. স্পষ্ট গ্রন্থ অর্থাৎ তকদীর লিপি।

وَ إِنَّهُ لَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ
এবং তানিশ্চয়ই অবশ্যই হেদায়াত এবং রহমত মু'মিনদেরজন্যে নিশ্চয়ই

رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾
তোমাররব ফয়সালা করেদেবেন তাদেরমাঝে তাঁরনির্দেশ অনুযায়ী আর তিনি (হলেন) পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ
অতএব(হেনবী) ভরষাকর উপর আল্লাহর তুমিনিশ্চয়ই (প্রতিষ্ঠিত) উপর সত্যের সুস্পষ্ট তুমিনিশ্চয়ই না শুনাতেপার

الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾
মৃতদেরকে আর না শুনাতেপার বধিরদেরকে আহবান যখন তারা ফিরে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকরে

وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا
এবং না তুমি পথপ্রদর্শনকারী (হতেপার) অন্ধদেরকে হতে পথভ্রষ্টতা তাদের (আর) না শুনে এব্যতীত

مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾
যারা ঈমান আনে আয়াত গুলোর প্রতি আমাদের অতঃপর তারাই মুসলমান বা আত্মসমর্পনকারী

৭৭.আর এই (কিতাব) ঈমানদার লোকদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

৭৮. নিশ্চয়ই (অনুরূপ ভাবে) তোমার রব তাদের পরস্পরের মধ্যেও স্বীয় নির্দেশে ফয়সালা করে দেবেন [১৩] তিনিতো প্রবল পরাক্রান্ত ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

৭৯. অতএব হে নবী! আল্লাহর উপর ভরসা রাখো; নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৮০. তুমি মৃতদের শুনাতে পারো না[১৪] সেই বধিরদের পর্যন্ত তুমি তোমার আহবান পৌঁছাতে পারো না, যারা পৃষ্ঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে।

৮১. আর না তুমি অন্ধ লোকদের পথ দেখিয়ে বিভ্রান্তি হতে রক্ষা করতে পারো। তুমি তো তোমার কথা সেই লোকদেরকেই শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং তার পর তারা আত্মসর্মাপনকারী হয়ে যায়।

১৩. অর্থাৎ কোরায়শী কাফেরও ঈমানদারদের মধ্যে।

১৪. অর্থাৎ এরূপ লোকদের যাদের বিবেক একেবারে মৃত্ত এবং তাদের যিদ, হঠকারিতা ও রসম-পূজার কারণে হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য বোঝার কোন যোগ্যতা তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

لَهُم	اَخْرَجْنَا	عَلَيْهِمْ	الْقَوْلُ	وَقَعَ	اِذَا	وَ
তাদের জন্যে	আমরা বেরকরব	তাদেরউপর	(ঘোষিত শাস্তির) কথা	বাস্তবায়িত হবে	যখন	এবং

بِاٰيٰتِنَا	كَانُوْا	النَّاسَ	اَنَّ	تُكَلِّمُهُمْ	الْاَرْضِ	مِّنَ	دَآبَّةً
আমাদের আয়াতগুলোকে	ছিল	লোকেরা	যেহেতু	তাদেরসাথে কথাবলবে	মাটি	হতে	একটি জন্তু

مِّمَّنْ	فَوْجًا	اُمَّةٍ	كُلِّ	مِنْ	نَحْشُرُ	يَوْمَ	وَ	يُوْقِنُوْنَ ۝	لَا
তাদেরহতে যারা	এককে দলকে	উম্মত	প্রত্যেক	হতে	আমরা সমবেতকরব	সেদিন	এবং (স্মরণকর)	দৃঢ় বিশ্বাসকরত	না

يُوْزَعُوْنَ ۝	فَهُمْ	بِاٰيٰتِنَا	يُّكَذِّبُ
বিন্যাস্ত করাহবে (বিভিন্ন দলে)	অতঃপর তাদেরকে	আমাদের আয়াতগুলোকে	মিথ্যারোপকরত
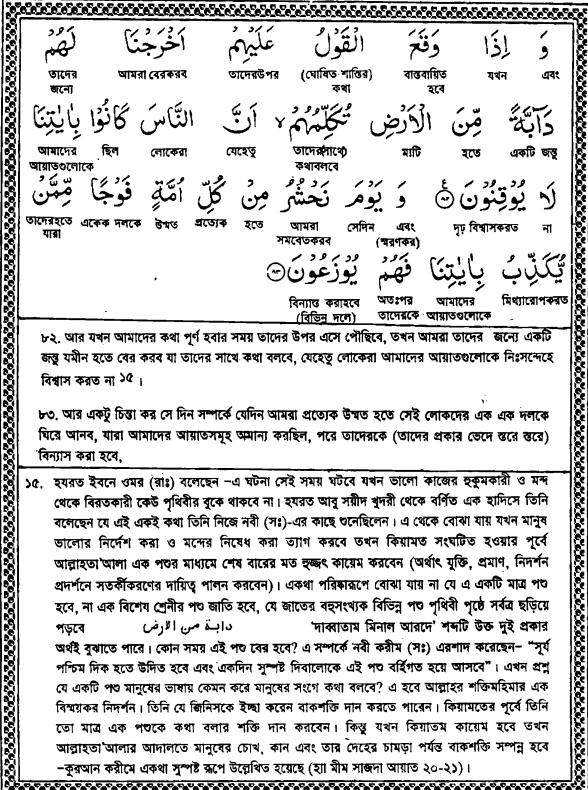
৮২. আর যখন আমাদের কথা পূর্ণ হবার সময় তাদের উপর এসে পৌছিবে, তখন আমরা তাদের জন্যে একটি জন্তু যমীন হতে বের করব যা তাদের সাথে কথা বলবে, যেহেতু লোকেরা আমাদের আয়াতগুলোকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করত না [১৫]।

৮৩. আর একটু চিন্তা কর সে দিন সম্পর্কে যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে সেই লোকদের এক এক দলকে ঘিরে আনব, যারা আমাদের আয়াতসমূহ অমান্য করছিল, পরে তাদেরকে (তাদের প্রকার ভেদে স্তরে স্তরে) বিন্যাস করা হবে,

১৫. হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন –এ ঘটনা সেই সময় ঘটবে যখন ভালো কাজের হুকুমকারী ও মন্দ থেকে বিরতকারী কেউ পৃথিবীর বুকে থাকবে না। হযরত আবু সয়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত এক হাদিসে তিনি বলেছেন যে এই একই কথা তিনি নিজে নবী (সঃ)-এর কাছে শুনেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যখন মানুষ ভালোর নির্দেশ করা ও মন্দের নিষেধ করা ত্যাগ করবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহতা'আলা এক পশুর মাধ্যমে শেষ বারের মত হুজ্জৎ কায়েম করবেন (অর্থাৎ যুক্তি, প্রমাণ, নিদর্শন প্রদর্শনে সতর্কীকরণের দায়িত্ব পালন করবেন)। একথা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না যে এ একটি মাত্র পশু হবে, না এক বিশেষ শ্রেনীর পশু জাতি হবে, যে জাতের বহুসংখ্যক বিভিন্ন পশু পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে دابة من الارض 'দাব্বাতাম মিনাল আরদে' শব্দটি উক্ত দুই প্রকার অর্থই বুঝাতে পারে। কোন সময় এই পশু বের হবে? এ সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন– "সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে এবং একদিন সুস্পষ্ট দিবালোকে এই পশু বহির্গত হয়ে আসবে"। এখন প্রশ্ন যে একটি পশু মানুষের ভাষায় কেমন করে মানুষের সংগে কথা বলবে? এ হবে আল্লাহর শক্তিমহিমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। তিনি যে জিনিসকে ইচ্ছা করেন বাকশক্তি দান করতে পারেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তো মাত্র এক পশুকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। কিন্তু যখন কিয়াতম কায়েম হবে তখন আল্লাহতা'আলার আদালতে মানুষের চোখ, কান এবং তার দেহের চামড়া পর্যন্ত বাকশক্তি সম্পন্ন হবে –কুরআন করীমে একথা সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে (হা মীম সাজদা আয়াত ২০-২১)।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا

শেষপর্যন্ত | যখন | এসেযাবে (সবদল) | (আল্লাহ) বলবেন | তোমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলে কি | আমাদের নিদর্শনগুলোকে | অথচ | নাই | আয়ত্বেনিতেপার | তাসবকে

عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا

জ্ঞানগত ভাবে | (তবে) আর | কি | তোমরা | করতেছিলে | আর | বাস্তবায়িত হবে | (ঘোষিতশাস্তির) কথা | তাদেরউপর | এ কারণে যা

ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ

তারা যুলম করেছিল | তারা তখন | না | কথা বলতেপারবে | নাইকি | তারা দেখে | যে আমরা | আমরাবানিয়েছি | রাতকে

لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

তারা যেন প্রশান্তি লাভকরে | তার মধ্যে | আর | দিনকে (করেছি) | উজ্জ্বল | নিশ্চয়ই | মধ্যে রয়েছে | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ

লোকদেরজন্যে (যারা) | ঈমানআনে | এবং | সেদিন | ফুঁক দেওয়া হবে | মধ্যে | শিংগার | হবেঅতঃপর ভীত-কম্পিত | যারা

فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ

আছে | আকাশমন্ডলীতে | যারা আর (আছে) | মধ্যে | পৃথিবীর | ব্যতীত | (তারা) যাদেরকে | চাইবেন | আল্লাহ

রুকূঃ ৭

৮৪. শেষ পর্যন্ত যখন সব কয়টি এসে পৌছে যাবে (তখন তাদের রব তাদের নিকট) জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমরা আমার আয়াতসমূহ অমান্য করেছ, অথচ তোমরা তা জ্ঞানগতভাবে আয়ত্ত করো নি? যদি তাই না করে থাক, তবে তোমরা আর কি করতেছিলে?"

৮৫. আর তাদের যুলমের কারণে আযাবের ওয়াদা তাদের উপর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না।

৮৬. তারা কি বুঝতে পারত না যে, আমরা রাত্রিকে তাদের প্রশান্তি লাভের জন্যে বানিয়েছিলাম এবং দিনকে করেছিলাম উজ্জ্বল? এতে বহু নিদর্শন ছিল ঈমানদার লোকদের জন্যে।

৮৭. আর সেদিন কি হবে যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ভীত কম্পিত হয়ে পড়বে সেসব যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে– তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এই ভীষণ অবস্থায় বাঁচাতে চাবেন ,

وَ كُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا

এবং | সবাই | তাঁর(কাছে) আসবে | বিনীতঅবস্থায় | এবং | তুমিদেখছ | পর্বতমালাকে | তাদেরকে মনেকরছ

جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ

অচল দৃঢ়মূল | কিন্তু তা | চলবে | চলন | মেঘমালার | আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুন্য | যিনি | সুষমভাবে করেছেন

كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ

প্রত্যেক | জিনিষকে | (সেদিন) নিশ্চয়ই তিনি | খুবঅবহিত | যাকিছু | তোমরাকরছ | যে | (সেদিন) আসবে | সৎ-কর্মনিয়ে

فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَ هُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

তখন তারজন্যে | উত্তম (বদলা থাকবে) | তারচেয়েও | আর | তারা | হতে | ভীতি | সেদিন | নিরাপদ থাকবে

وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ

এবং | যে | আসবে | অসৎকর্ম নিয়ে | তখন নিক্ষেপকরাহবে | তাদের মুখ (উল্টোভাবে) | মধ্যে | আগুনে | (তাদেরবলাহবে) কি

تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ

তোমাদেরকে প্রতিফল দেয়াহয়েছে | এ ব্যতীত | যা | তোমরা কাজকরতেছিলে | মূলতঃ | আমি আদিষ্ট হয়েছি | যেন | ইবাদতকরি আমি

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ز

রবের | এই | শহরের (অর্থাৎ মক্কার) | যিনি | তা সম্মানিত করেছেন | এবং | তাঁরই (মালিকানায়) | প্রত্যেক | জিনিষ

এবং যখন সবাই বিনীত অবস্থায় তার সমীপে হাজির হয়ে যাবে।

৮৮. আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছ যে, তা বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে; কিন্তু তখন তা মেঘমালার মতই উড়তে থাকবে! এ হবে আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই সুষ্ঠুভাবে মজবুত করে বানিয়েছেন। তোমরা কি করছ তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন।

৮৯. যে ব্যক্তি ভালো আমল নিয়ে আসবে সে তদপেক্ষাও উত্তম ফল লাভ করবে এবং এই ধরণের লোকেরা সেদিন ভয় ও আতংক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

৯০. আর যে ব্যক্তি খারাব আমল নিয়ে আসবে, এই ধরণের সব লোকই উল্টোভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল, এছাড়া অপর কোন প্রতিফল কি তোমরা পেতে পার?

৯১. (হে নবী! এদেরকে বল), "আমাকে তো এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি এই শহরের অর্থাৎ মক্কার রবের বন্দেগী করব যিনি একে সম্মানিত করেছেন এবং যিনি প্রত্যেকটি জিনিসেরই মালিক।

وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ ۚ

এবং | আমি আদিষ্ট হয়েছি | যেন | আমি | হই | অর্ন্তভুক্ত | আত্মসমর্পণকারীদের | এবং যে | আমি আবৃত্তি করে শুনাব (এও) | কোরআন

فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ

অতএব যে | সৎপথ অবলম্বন করবে | শুধুমাত্র | সে সৎপথ অবলম্বনকরবে | তার নিজের জন্যে | আর | যে | ভ্রান্তপথ অবলম্বনকরবে | অতঃপর বল

إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ

শুধুমাত্র | আমি | অর্ন্তভূক্ত | সতর্ককারীদের | এবং | বল | সব প্রশংসা | আল্লাহরই জন্যে | শীঘ্রই দেখাবেন | তোমাদেরকে

آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

তাঁর নিদর্শনাবলী | তখন তোমরা চিনেনেবে | তা সব | আর | না | তোমাররব | গাফেল | সে সম্পর্কে যা | তোমরা কাজ করছ

আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি মুসলিম হয়ে থাকব।

৯২. এবং এই কুরআন পাঠ করে শুনাব"। এখন যে ব্যক্তি হেদায়াত গ্রহণ করবে সে নিজেরই কল্যাণের জন্যে হেদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে তাকে বলে দাও যে, আমি তো শুধু সাবধানকারী।

৯৩. তাদেরকে বল, সব প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, অতি শীঘ্রই তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তোমরা তা চিনে নিবে। তোমার রব বেখবর নন সেসব আমল সম্পর্কে যা তোমরা করছ।

সূরা আল-কাসাস

নামকরণ

এ সূরার ২৫নং আয়াতে বলা হয়েছে..وقص عليه القصص..এতে উল্লেখিত 'আল-কাসাস' শব্দকেই এ সূরার নামরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এ সেই সূরা যাতে 'আল-কাসাস' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। অভিধানের দৃষ্টিতে 'কাসাস' অর্থ ধারাবাহিকভাবে ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করা। এ হিসেবে তাৎপর্যের দিক দিয়েও এ সূরার নাম হতে পারে। কেননা, এতে হযরত মূসা (আঃ) সংক্রান্ত কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরা নাম্‌ল-এর ভূমিকায় ইব্‌নে আব্বাস ও জাবের ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ)-এর একটা উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। উক্তিটা হ'ল এই যে, সূরা শু'আরা, সূরা নাম্‌ল ও সূরা কাসাস পরপর নাযিল হয়েছে। এ সূরা সমূহের ভাষা, বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলেও স্পষ্ট মনে হয়, এ তিনটি সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল খুব কাছা কাছিই হবে। উপরন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর দীর্ঘ কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ এ তিনটি সূরায় ছড়িয়ে আছে, তা একত্রিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী গড়ে উঠে বলে এ সূরা তিনটির মধ্যে গভীর ঐক্য ও নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। সূরা শু'আরায় উদ্ধৃত হয়েছে, নবুয়্যাতের দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করে হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছিলেন, "ফেরাউনী জাতির প্রতি করা একটা অপরাধ আমার মাথায় আছে। সে কারণে আমি সেখানে গেলে আমাকে হত্যা করে ফেলা হবে বলে আমি ভয় পাচ্ছি।" পরে হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের দরবারে গেলেন, তখন সে বলেছিল, "আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে একটা বালক হিসেবে লালন-পালন করি নি? তুমি আমাদের নিকট কয়েক বছর পর্যন্ত অবস্থান করলে, পরে তুমি যা করার করে চলে গেলে!" কিন্তু সেখানে এ দুটো কথার কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। বর্তমান সূরায় তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। অনুরূপ ভাবে সূরা নাম্‌লে কাহিনী হঠাৎ শুরু করে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর পরিবার-পরিজন সংগে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আকস্মিকভাবে তিনি এক আগুন দেখতে পান। কিন্তু সেখানে এর কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সফরটি কি রকমের ছিল, কোথা হতে তিনি আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন এ সবের বিবরণ সেখানে দেয়া হয়নি। আলোচ্য সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এভাবে এ তিনটি সূরা পরস্পর মিলিত হওয়ায় হযরত মূসা (আঃ) সংক্রান্ত কাহিনীটি সম্পূর্ণতা লাভ করে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নবী করীম (সঃ)-এর রেসালত সম্পর্কে যে সব সন্দেহ-সংশয় উত্থাপন করা হচ্ছিল, তার জবাব দান করা এবং রসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান না আনার জন্যে যেসব ওজর-আপত্তি পেশ করা হচ্ছিল, তার অযৌক্তিকতা প্রমাণই হল এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরা নাযিল হওয়াকালীন অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে স্বতস্ফুর্তভাবে কয়েকটি নিগুঢ় তত্ত্ব ও তথ্য শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে। এসব তত্ত্ব ও তথ্য গুলো নিম্নরূপ।

১. আল্লাহতা'আলা যা কিছু করতে চান, তার জন্যে তিনি অননুভূতভাবে ও সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে অর উপায় উপাদানসমূহ সংগ্রহ করে দেন। যে বালকের হাতে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনকে সিংহাসন-চ্যুত করা আল্লাহর ফয়সালা ছিল আল্লাহ তাকে সেই ফেরাউনের ঘরে তার নিজেরই হাতে লালন-পালন করালেন। ফেরাউন

জানতে পারলো না, সে কাকে লালন-পালন করছে। বস্তুতঃ এ মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে লড়তে পারে, তাঁর মর্জীর বিরুদ্ধে কার কলা-কৌশল সাফল্য লাভ করতে পারে!

২. কাউকে নবুয়্যত দান করার কাজ খুব জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা সহকারে করা হয় না। সে জন্যে যমীন ও আসমান হতে কোন বজ্রধ্বনীও করা হয় না, কোন ঘোষণাও প্রচার করা হয় না। মুহাম্মদ (সঃ) হঠাৎ চুপিসারে কোথা হতে নবুয়্যত লাভ করলেন, এত সহজে তিনি কেমন করে নবী হয়ে গেলেন,তা ভেবে তোমাদের মনে বিস্ময় জাগে; কিন্তু....لولا اوتی مثل ما اوتی موسی... বলে যে মূসা (আঃ)-এর দোহাই পাড়ো তোমরা নিজে, সেই মূসা (আঃ)-ও তো এমনি পথ-চলা অবস্থায় নবুয়্যত লাভ করেছিলেন, চারপাশের কেউই তা টেরও পেল না। সীনাই পর্বতের উপর আজ কি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে! স্বয়ং মূসা (আঃ) এক মুহূর্ত পূর্বেও টের পাননি তাকে কি জিনিস দান করার আয়োজন করা হয়েছে। পথের মাঝখানে আগুন নিতে গেলেন, আর তখন নবুয়্যত লাভ করলেন।

৩. আল্লাহ যে বান্দাহ দ্বারা কোন কাজ করাতে চান, তাঁর প্রাথমিক জীবন হয় খুব সাধারণ, অসহায় ও নিঃসংগ রূপে। কেউ তাঁর সাহায্যকারী হয় না, তাঁর নিজেরও বাহ্যত কোন শক্তিই থাকে না। কিন্তু বড় বড় সৈন্য-সামন্তের অধিকারী লোকেরা শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। আজ তোমরা নিজেদের ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ, তার তুলনায় অনেক বেশী পার্থক্য ছিল হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু লক্ষ্য কর, তার পরিণাম কি হয়েছে!

৪. তোমরা বার বার মূসা (আঃ)-এর দোহাই পাড়ো; বল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-কে সেসব কিছু দেয়া হয় নি কেন যা মূসা (আঃ) কে দেয়া হয়েছিল– লাঠি, শ্বেতহস্ত ও অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রকাশ্য মো'জেযাসমূহ। এর অর্থ এই দাড়ায় যে, তোমরা ঈমান আনবার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছো, শুধু অপেক্ষা রয়েছে সে সব মো'জেযা দেখানোর, যা ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন হযরত মূসা (আঃ); কিন্তু সে মো'জেযাসমূহ যাদেরকে দেখানো হয়েছিল, তারা কি করেছিল তা কি তোমাদের জানা আছে ? তারা তো সেসব মো'জেযা দেখতে পেয়েও ঈমান আনেনি। বরং তারা এগুলিকে যাদুকরের যাদু বলে অভিহিত করেছে। এর কারণ এই ছিল যে, তারা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে চরম হঠকারিতা ও দুশমনিতে নিমজ্জিত ছিল। আজ তোমরাও ঠিক এ রোগেই আক্রান্ত হয়ে আছ। তোমরাও কি মো'জেযা দেখে ঈমান আনবে ? পরন্তু সেসব মো'জেযা দেখেও যারা প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল সে কথা কি তোমাদের জানা আছে? আল্লাহতা'আলা তো তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখন তোমরাও কি হঠকারিতা সহকারে মো'জেযা দেখতে চেয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে চাও ?

মক্কার কাফেরী পরিবেশের যে লোকই এসব কাহিনী শুনতো, সেই-ই কোনরূপ সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব কথা বুঝতে পারত। কেননা, তখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে তেমনি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছিল ইতিপূর্বে ফেরাউন ও মূসা (আঃ)-র মধ্যে। এ পরিবেশে এ ধরনের কাহিনী শুনানোর অর্থই ছিল এই যে, তার এক একটা অংশ সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সংগে

স্বতঃই খাপ খেয়ে যাচ্ছিল। কাহিনীর কোন্ অংশ সাম্প্রতিক অবস্থার কোন্ অংশের সাথে খাপ খাচ্ছে, তা যদি স্পষ্ট বলে দেয়া নাও হয় তবুও তা বুঝতে কারো এক বিন্দু কষ্ট হত না। অতঃপর পঞ্চম রুকু হতে এ সূরার মূল বিষয়-বস্তুর আলোচনা সরাসরি শুরু হয়েছে। প্রথমে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একজন উম্মী লোক হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে সবিস্তারে বর্ণনা করছেন।একে তাঁর নবুয়্যতের একটা অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বিশেষতঃ এ অবস্থায় যখন তাঁর শহর ও কবীলার সব লোকই ভালোভাবে জানত যে, এসব তথ্য জানবার মতো কোন উপায় তাঁর নিকট ছিল না। তাঁকে নবী নিয়োগ করার ব্যাপারকে এ লোকদের পক্ষে আল্লাহর এক বিশেষ রহমতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কেননা, তারা চরম গাফিলতিতে পড়েছিল, আর আল্লাহ তাদের হেদায়াত দানের জন্যে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

তারা বার বার যে সওয়াল পেশ করছিল, বলছিল এ নবী সে ধরনের মো'জেযা নিয়ে আসলেন না কেন যা ইতি পূর্বে মূসা (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন? এখানে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, যে মূসা (আঃ) সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই স্বীকার কর যে, তিনি আল্লাহর নিকট হতে মো'জেযা নিয়ে এসেছিলেন তাঁকেই তো তোমরা মেনে নাওনি। এখন এই নবীর নিকট মো'জেযা দাবী করার তোমাদের কি অধিকার আছে? তোমরা যদি নফসের লালসাবৃত্তির দাসত্ব না করতে, তাহলে প্রকৃত সত্য তোমরা এমনিই সুস্পষ্ট দেখতে পেতে। কিন্তু

যদি এ রোগে তোমরা নিমজ্জিত থাকই, তাহলে যত মো'জেযাই আসুক না কেন তোমাদের চোখ খুলতে পারে না। অতঃপর সে কালে সংঘটিত একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে লজ্জা দেয়া হচ্ছে। ঘটনা এইঃ বাইরে থেকে কতিপয় খৃষ্টান মক্কায় এসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে কুরআন শুনে ঈমান আনলো। মক্কার লোকেরা নিজেদের ঘরের এই নে'আমত লাভে ধন্য হওয়া তো দূরের কথা আবুজেহেল সেই লোকদেরকে প্রকাশ্যে বে-ইজ্জতি করল।

শেষ পর্যায়ে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্যে কাফেরদের পেশ করা মূল আপত্তি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। তারা বলত, আমরা যদি আরবদের শিরকী দ্বীন পরিহার করে এই নতুন তওহিদী দ্বীন কবুল করি তা হলে সহসাই আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে। তখন অবস্থা এই হবে যে, আরবের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবশীল গোত্র হওয়ার মর্যদা হারিয়ে এ ভুবনে আমরা আশ্রায়হীন হয়ে পড়ব। বস্তুতঃ কুরাইশ সরদারদের ইসলামের সঙ্গে দুশমনি করার আসল কারণ ছিল এই; এতদ্ব্যতীত যেসব সন্দেহ-সংশয় পেশ করা হত, তা ছিল নিছক বাহানা মাত্র। জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্যেই তারা এ পেশ করত। এ কারণে এ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বিষয়টির আলোচনা করেছেন। তার এক একটা দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সেই মৌল রোগের প্রতিবিধান করেছেন, যার দরুন এ লোকেরা নিছক বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ দিয়ে হক ও বাতিলের চূড়ান্ত ফয়সালা করছিল।

اٰيَاتُهَا ٨٨	(٢٨) سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ	رُكُوعَاتُهَا ٩
৮৮ তার আয়াত(সংখ্যা)	মক্কী আল-কাসাস সূরা (২৮)	নয়তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

طسٓمٓ ①	تِلْكَ	اٰيٰتُ	الْكِتٰبِ	الْمُبِيْنِ ②	نَتْلُوْا	عَلَيْكَ
ত্বা সীন-মীম	এই	আয়াত গুলো	কিতাবের	(যা) সুস্পষ্ট	আমরা বিবৃত করছি	তোমার নিকট

مِنْ	نَّبَاِ	مُوْسٰى	وَ	فِرْعَوْنَ	بِالْحَقِّ	لِقَوْمٍ	يُّؤْمِنُوْنَ ③
কিছু	বৃত্তান্ত	মূসার	ও	ফিরআউনের	যথাযথভাবে	(এমন) লোকদের জন্যে (যারা)	ঈমান আনে

اِنَّ	فِرْعَوْنَ	عَلَا	فِي	الْاَرْضِ	وَ	جَعَلَ	اَهْلَهَا	شِيَعًا
নিশ্চয়ই	ফিরআউন	উদ্ধত হয়েছিল	মধ্যে	দেশের (অর্থাৎ মিশরে)	এবং	(বিভক্ত) করেছিল	তার অধিবাসীদেরকে	(বিভিন্ন) দলে

يَّسْتَضْعِفُ	طَآئِفَةً	مِّنْهُمْ	يُذَبِّحُ	اَبْنَآءَهُمْ	وَ	يَسْتَحْيٖ	نِسَآءَهُمْ ط
দুর্বল করে রাখত	একটি দলকে	তাদের মধ্যে হতে	সে জবেহ করত	তাদের পুত্রসন্তানদেরকে	ও	জীবিত রাখত	তাদের নারীদেরকে

اِنَّهٗ	كَانَ	مِنَ	الْمُفْسِدِيْنَ ④
নিশ্চয়ই সে	ছিল	অন্তর্ভুক্ত	বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের

রুকুঃ ১

১. ত্বা-সীন-মীম।

২. ইহা সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।

৩. আমরা মূসা ও ফেরাউনের কিছু কিছু অবস্থা যথাযথ ভাবে তোমাকে শুনাচ্ছি, এমন লোকদের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে যারা ঈমান আনে।

৪. প্রকৃত ঘটনা এই যে, ফেরাউন পৃথিবীতে সীমালংঘন ও বিদ্রোহ করেছে এবং তার অধিবাসী জনসাধারণকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছে। তন্মধ্যে একদলকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছিল। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আসলে সে ছিল অত্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

وَ	نُرِيْدُ	اَنْ	نَّمُنَّ	عَلَى	الَّذِيْنَ	اسْتُضْعِفُوْا
এবং	আমরা চাই	যে	আমরা অনুগ্রহ করব	(তাদের) উপর	যাদেরকে	দুর্বল করে রাখা হয়েছিল

فِي	الْاَرْضِ	وَ	نَجْعَلَهُمْ	اَئِمَّةً	وَّ	نَجْعَلَهُمُ
মধ্যে	দেশের	এবং	তাদেরকে আমরা করব	নেতা	ও	তাদেরকে বানাব আমরা

الْوٰرِثِيْنَ ۝٥	وَ	نُمَكِّنَ	لَهُمْ	فِي	الْاَرْضِ	وَ	نُرِيَ	فِرْعَوْنَ
উত্তরাধিকারী	এবং	আমরা ক্ষমতাসীন করব	তাদেরকে	মধ্যে	পৃথিবীর	এবং	আমরা দেখাব	ফিরআউনকে

وَ	هَامٰنَ	وَ	جُنُوْدَهُمَا	مِنْهُمْ	مَّا	كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝٦	وَ
ও	হামানকে	ও	তাদের উভয়ের সৈন্য বাহিনীকে	তাদের (অর্থাৎ বনি ইসরাঈল) হতে	(সেইসব) যা	তারা আশংকা করত	এবং

اَوْحَيْنَآ	اِلٰٓى	اُمِّ	مُوْسٰٓى	اَنْ	اَرْضِعِيْهِ ج	فَاِذَا	خِفْتِ
আমরা ইংগিতে বলেছিলাম	প্রতি	মায়ের	মূসার	যে	তাকে দুধপান করাও	অতঃপর যখন	তুমি আশাংকা কর

عَلَيْهِ	فَاَلْقِيْهِ	فِي	الْيَمِّ	وَ	لَا	تَخَافِيْ	وَ	لَا	تَحْزَنِيْ ج	اِنَّا
তারসম্পর্কে	তাকে তখন ভাসিয়েদাও	মধ্যে	নদীর	এবং	না	ভয়করো	আর	না	দুঃশ্চিন্তাকরো	নিশ্চয়ই আমরা

رَآدُّوْهُ	اِلَيْكِ	وَ	جَاعِلُوْهُ	مِنَ	الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧
তাকেফিরিয়ে দেব	তোমারকাছে	ও	তাকে করব	অন্তর্ভুক্ত	রসূলদের

৫.আর আমরা চেয়েছিলাম দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি অনুগ্রহ দান করতে। তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিতে ও উত্তরাধিকারী বানাতে।

৬. পৃথিবীতে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করতে এবং তাদের থেকে ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সামান্তকে সে সব কিছু দেখাতে চেয়েছিলাম যাকে তারা ভয় করত।

৭. আমরা মূসার মাকে ইংগিতে[১] বলেছিলাম ,"একে দুধ খাওয়াও, পরে যদি তার জীবন সম্পর্কে তোমার মনে আশংকা জাগে, তাহলে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও এবং কোনরূপ ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা করো না। আমরা তাকে তোমার নিকটেই ফিরিয়ে আনব এবং তাকে নবী-পয়গম্বরদের মধ্যে শামিল করব।"

১. মধ্যে এ কথার উল্লেখ বাদ দেয়া হয়েছে যে,- এই অবস্থায় এক ইস্রাঈলী ঘরে সেই শিশু জন্মলাভ করবে যিনি দুনিয়ায় মূসা (আঃ) নামে পরিচিত হবেন।

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خٰطِئِينَ ⑧ وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَ لَكَ ۗ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑨ وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوسٰى فٰرِغًا ۗ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ لَوْ لَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

আরবি	অর্থ
فَالْتَقَطَهُ	তাকে অতঃপর তুলেনিল
آلُ فِرْعَوْنَ	ফিরআউনের লোকজন
لِيَكُونَ	সে হয় যেন
لَهُمْ	তাদেরজন্যে
عَدُوًّا	শত্রু
وَّ	ও
حَزَنًا	দুঃশ্চিন্তা
إِنَّ	নিশ্চয়ই
فِرْعَوْنَ	ফিরআউন
وَ	ও
هَامٰنَ	হামান
وَ	ও
جُنُودَهُمَا	তাদের উভয়ের সেনা বাহিনী
كَانُوا	ছিল
خٰطِئِينَ	অপরাধী
وَ	এবং
قَالَتِ	বলল
امْرَاَتُ	স্ত্রী
فِرْعَوْنَ	ফিরআউনের
قُرَّتُ	(এই বালক) মনি
عَيْنٍ	নয়নের
لِّي	আমার জন্যে
وَ	ও
لَكَ	তোমারজন্যে
لَا	না
تَقْتُلُوهُ	তাকে তোমরা হত্যা করো
عَسٰى	হয়ত
اَنْ	সে
يَّنْفَعَنَا	আমাদের উপকারে আসবে
اَوْ	অথবা
نَتَّخِذَهُ	তাকে আমরা গ্রহণকরব
وَلَدًا	পুত্রসন্তান হিসেবে
وَّ	অথচ
هُمْ	তারা
لَا	না
يَشْعُرُونَ	টেরও পায় (এর পরিমাণ)
وَ	এবং
اَصْبَحَ	হয়েপড়ল
فُؤَادُ	অন্তর
اُمِّ	মায়ের
مُوسٰى	মূসার
فٰرِغًا	বিচলিত
اِنْ	নিশ্চয়ই
كَادَتْ	উপক্রম হয়েছিল যে
لَتُبْدِي	সে অবশ্যই প্রকাশ করবে
بِهٖ	সে সম্পর্কে
لَوْ	যদি
لَا	না
اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى	আমরা দৃঢ় করতাম
قَلْبِهَا	তার অন্তরকে
لِتَكُونَ	সে হয় যেন (আমাদের ওয়াদারপ্রতি)
مِنَ	অর্ন্তভূক্ত
الْمُؤْمِنِينَ	ঈমানদারদের

৮. শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের ঘরের লোকেরা (তাকে) নদী হতে তুলে আনল, যেন সে তাদের জন্যে দুশমন এবং চিন্তা ভাবনার কারণ হয়! বাস্তবিকই ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্য-সামান্ত বড়ই অপরাধী ছিল।

৯. ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বলল, এই বালক আমার ও তোমার জন্যে চক্ষু-শীতলকারী। তাকে হত্যা করো না। আশ্চর্যের কি আছে, এই বালক হয়ত আমাদের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে কিংবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেব। অথচ তারা (পরিণাম সম্পর্কে) ছিল সম্পূর্ণ বে-খবর।

১০. এদিকে মূসার মা'র অন্তর বিচলিত হয়ে উঠছিল, সে তার গোপন কথা প্রকাশ করে বসত যদি আমরা তার অন্তরকে দৃঢ় করে না দিতাম, যেন সে (আমাদের ওয়াদার প্রতি) ঈমানদারদের মধ্যে হয়।

وَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّ هُمْ
এবং (তার মা) বলল তার বোনকে তার পিছনে পিছনেযাও অতঃপর সে দেখতেছিল তাকে হতে দূর অথচ তারা

لَا يَشْعُرُوْنَ ⑪ وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
না টেরও পেল এবং আমরা হারাম করেদিয়েছিলাম তার উপর স্তন্যদানকারিনীদেরকে পূর্বেই

فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ
অতঃপর (তার বোন) বলল কি তোমাদেরকে আমিসন্ধানদেব সম্বন্ধে একপরিবারের লোকদের তাকে তারা লালন পালন করবে তোমাদের জন্যে

وَ هُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ⑫ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ
এবং তারা (হবে) তারজন্যে কল্যাণকামী তাকে আমরা এভাবে ফিরিয়ে দেই নিকট তার মায়ের যেন জুড়ায়

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ
তার চক্ষু এবং না দুশ্চিন্তা করে এবং জানতেপারেযেন যে ওয়াদা আল্লাহর সত্য কিন্তু

اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑬ وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ اسْتَوٰٓى
অধিকাংশই তাদের না জানে এবং যখন সে পৌছে তার পূর্ণযৌবনে ও পরিনতবয়স্ক হল

ع ۲

اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ط وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ⑭
তাকে আমরা দানকরলাম হিকমত ও জ্ঞান এবং এভাবে আমরা পুরস্কারদেই সৎকর্মশীলদেরকে

১১. সে বালকের ভগ্নীকে বলল, তার পিছনে পিছনে যাও। সে অনুযায়ী সে দূরে থেকে তাকে এমন ভাবে দেখতে লাগল যে, (শত্রুরা) তা টেরও পেলনা।

১২. আমরা ইতিপূর্বেই শিশুর জন্যে দুধ-সেবনকারীনীদের স্তন হারাম করে দিয়েছিলাম। (এ অবস্থা দেখে) মেয়েটি তাদেরকে বলল, "আমি কি তোমাদেরকে এমন গৃহের সন্ধান করে দেব যার লোকেরা এর লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং কল্যাণ কামনার সাথে একে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে?"

১৩. এভাবে আমরা মূসাকে তার মা'র নিকট ফিরিয়ে আনলাম, যেন তার চক্ষু শীতল হয়; সে চিন্তায় কাতর হয়ে না পড়ে এবং জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য ছিল, কিন্তু অনেক লোক তা জানে না।

রুকুঃ ২

১৪. মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌছিল এবং তার লালন-পালন সম্পূর্ণ হল, তখন আমরা তাকে বুদ্ধি-মত্তা ও জ্ঞান দান করলাম। নেক্‌ চরিত্রের লোকদেরকে আমরা এরূপই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
دَخَلَ	সে প্রবেশ করল
الْمَدِيْنَةَ	শহরে
عَلٰى حِيْنِ	কোন এক সময়ে (যখন)
غَفْلَةٍ	অসতর্ক (ছিল)
مِّنْ اَهْلِهَا	তার অধিবাসীরা
فَوَجَدَ	অতঃপর সে পেল
فِيْهَا	তারমধ্যে
رَجُلَيْنِ	দুই ব্যাক্তিকে
يَقْتَتِلٰنِ	তারা দুজনে মারামারি করছে
هٰذَا	এই (এক ব্যক্তি)
مِنْ	অন্তর্ভুক্ত
شِيْعَتِهٖ	তারদলের
وَ	এবং
هٰذَا	এই (অন্যব্যক্তি)
مِنْ	অন্তর্ভুক্ত
عَدُوِّهٖ ج	তার শত্রু(দলের)
فَاسْتَغَاثَهُ	তার(নিকট)অতঃপর সাহায্য চাইল
الَّذِيْ	(সে) যে(ছিল)
مِنْ	অন্তর্ভুক্ত
شِيْعَتِهٖ	তার দলের
عَلَى	বিরুদ্ধে
الَّذِيْ	(তার) যে ছিল
مِنْ	অন্তর্ভুক্ত
عَدُوِّهٖ	তার শত্রুর
فَوَكَزَهٗ	তাকে তখন ঘুষি মারল
مُوْسٰى	মূসা
فَقَضٰى	অতঃপর চুকে গেল
عَلَيْهِ	তার ব্যাপার
قَالَ	(সাথেসাথেই) সে বলল (অর্থাৎ সে মারা গেল)
هٰذَا	এটা
مِنْ	অন্তর্ভুক্ত
عَمَلِ	কাজের
الشَّيْطٰنِ ط	শয়তানের
اِنَّهٗ	সেনিশ্চয়ই
عَدُوٌّ	শত্রু
مُّضِلٌّ	বিভ্রান্তকারী
مُّبِيْنٌ ⑮	সুস্পষ্ট
قَالَ	সে বলল
رَبِّ	হেআমার রব
اِنِّيْ	নিশ্চয়ই আমি
ظَلَمْتُ	যুলমকরেছি
نَفْسِيْ	আমার নিজের (উপর)
فَاغْفِرْ لِيْ	আমাকে অতএব ক্ষমাকর
فَغَفَرَ	তিনি অতঃপর মাফকরলেন
لَهٗ ط	তাকে
اِنَّهٗ	তিনি নিশ্চয়ই
هُوَ	তিনিই
الْغَفُوْرُ	ক্ষমাশীল
الرَّحِيْمُ ⑯	মেহেরবান

১৫. (একদিন) সে এমন সময় শহরে প্রবেশ করল যখন শহরবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় পড়ে ছিল। সেখানে সে দেখল দু'জন লোক মারামারি করছে। একজন তার নিজের জাতির ছিল, আর অপর জন ছিল তার শত্রু জাতির লোক। তার জাতির লোকটি শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্যে তাকে ডাকল। মূসা তাকে একটি ঘুষি মারল, এবং এতেই তার কর্ম সাংগ হয়ে গেল। (এই কার্য সংঘটিত হতেই) মূসা বলল,এ শয়তানের কান্ড। আর সে বড় শত্রু ও প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী।

১৬. পরে সে বলতে লাগল,"হে আমার আল্লাহ আমি আমার নিজের উপর যুলম করেছি, আমাকে ক্ষমা কর"। আল্লাহ তাকে মাফকরে দিলেন[২] তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২. 'মাগফেরাতের' অর্থ উপেক্ষা করা ও ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং দোষ ত্রুটি গোপন করাও হয়। হযরত মূসার (আঃ) প্রার্থনার মর্ম হচ্ছে –আমার এই গুনাহ (যা আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে করিনি) ক্ষমা করে দাও এবং তা গুপ্ত রাখ, যাতে শত্রুরা এ সম্পর্কে কিছুই অবগত হতে না পারে।

قَالَ	رَبِّ	بِمَآ	اَنْعَمْتَ	عَلَىَّ	فَلَنْ	اَكُوْنَ
সে বলল	হে আমার রব	যা কিছু	তুমি অনুগ্রহ করেছ	আমার উপর	অতঃপর কক্ষণো না	হব আমি

ظَهِيْرًا	لِّلْمُجْرِمِيْنَ ⑰	فَاَصْبَحَ	فِي	الْمَدِيْنَةِ
সাহায্যকারী	অপরাধীদের জন্যে	অতঃপর সকালে উঠল	মধ্যে	শহরের

خَآئِفًا	يَّتَرَقَّبُ	فَاِذَا	الَّذِى	اسْتَنْصَرَهٗ	بِالْاَمْسِ
ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়	সতর্ক হয়ে	অতঃপর তখন (দেখল)	যে	তার (কাছে) সাহায্য চেয়েছিল	গতকাল

يَسْتَصْرِخُهٗ ط	قَالَ	لَهٗ	مُوْسٰى	اِنَّكَ	لَغَوِىٌّ	مُّبِيْنٌ ⑱
(আজও) তাকে চিৎকার করে ডাকছে	বলল	তাকে	মূসা	নিশ্চয়ই তুমি	বিভ্রান্ত অবশ্যই	সুস্পষ্ট

فَلَمَّآ	اَنْ	اَرَادَ	اَنْ	يَّبْطِشَ	بِالَّذِىْ	هُوَ	عَدُوٌّ	لَّهُمَا
অতঃপর যখন		সে ইচ্ছে করল	যে	পাকড়াও করবে	তাকে	যে (ছিল)	শত্রু	তাদের উভয়ের

১৭. মূসা ওয়াদা করল, বলল "হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করলে[৩], অতঃপর আমি কখনো পাপী লোকদের সাহায্যকারী হব না।

১৮. পরের দিন সে সকাল বেলা ভীত হয়ে ও চারিদিকে শংকা বোধ করে শহরে যাচ্ছিল। সহসা দেখতে পেল, সেই ব্যক্তি –যে গতকাল তাকে সাহায্যের জন্যে ডেকেছিল– আজ পুণরায় তাকে ডাকছে । মূসা বলল, "তুমি তো বড়ই বিভ্রান্ত ব্যক্তি"।

১৯. পরে মূসা যখন দুশমন কওমের লোকটির উপর হামলা করবার ইচ্ছা করল,

৩. অর্থাৎ আমার এ কাজ গুপ্ত রয়ে গেছে। কওমের দুশমনদের কেউই আমাকে দেখেনি এবং এইভাবে আমার অব্যহতি পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে।

আরবি	অর্থ
قَالَ	(ইসরাঈলী) বলল
يٰمُوْسٰٓى	হে মূসা
اَتُرِيْدُ	তুমি চাচ্ছ কি
اَنْ	যে
تَقْتُلَنِىْ	আমাকেতুমিহত্যা করবে
كَمَا	যেমন
قَتَلْتَ	তুমি হত্যা করেছ
نَفْسًا	একব্যক্তিকে
بِالْاَمْسِ	গতকাল
اِنْ	না
تُرِيْدُ	তুমি চাও
اِلَّآ	এব্যতীত
اَنْ	যে
تَكُوْنَ	তুমি হবে
جَبَّارًا	স্বেচ্ছাচারী
فِى	মধ্যে
الْاَرْضِ	এদেশের
وَ	আর
مَا	না
تُرِيْدُ	তুমিচাও
اَنْ	যে
تَكُوْنَ	তুমি হবে
مِنَ	অর্ন্তভুক্ত
الْمُصْلِحِيْنَ ۝١٩	সংশোধনকারীদের
وَ	এবং
جَآءَ	(এরপর) আসল
رَجُلٌ	একব্যক্তি
مِّنْ	হতে
اَقْصَا	এক প্রান্ত
الْمَدِيْنَةِ	শহরের
يَسْعٰى ز	দৌড়িয়ে
قَالَ	সে বলল
يٰمُوْسٰٓى	হে মূসা
اِنَّ	নিশ্চয়ই
الْمَلَاَ	পরিষদবর্গ
يَأْتَمِرُوْنَ	পরামর্শ করছে
بِكَ	তোমার সম্পর্কে
لِيَقْتُلُوْكَ	তোমাকে হত্যাকরার জন্যে
فَاخْرُجْ	সুতারাং বেরহয়েযাও
اِنِّىْ	নিশ্চয়ই আমি
لَكَ	তোমার ব্যাপারে
مِنَ	অর্ন্তভুক্ত
النّٰصِحِيْنَ ۝٢٠	মঙ্গলকামীদের

তখন সে চিৎকার করে উঠল [৪] বলল, "হে মূসা! তুমি কি আজ আমাকে তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ যেমন করে গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? তুমি কি এই দেশে অত্যাচারী হয়ে বসবাস করতে চাও, সংশোধন করতে চাও না?"

২০. এর পর শহরের এক প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে আসল এবং বলল,[৫] "মূসা! কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে পরামর্শ হয়েছে তোমাকে হত্যা করবার বিষয়ে, তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও। আমি তোমার একজন মংগলকামী"।

৪. এ আহবানকারী সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিই ছিল, হযরত মূসা (আঃ) পূর্বে যাকে সাহায্য করেছিলেন। তাকে ধমক দেয়ার পর যখন তিনি মিশরীকে প্রহার করতে চলেছেন তখন ইসরাঈলী লোকটি মনে করলো যে-'আমাকে প্রহার করতে আসছে'। সে চিৎকার করতে শুরু করে দিল; এবং নিজের মূর্খতার কারণে গতকালের হত্যাকান্ডের রহস্য ফাঁস করে ফেললো।

৫. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় ঝগড়ায় যখন হত্যা-রহস্য ফাঁস হয়ে গেল, এবং সেই মিশরী গিয়ে এ সম্পর্কে খবর দিল তখন এই ঘটনা ঘটলো।

نَجِّنِیْ	رَبِّ	قَالَ	یَّتَرَقَّبُ ۫	خَآئِفًا	مِنْهَا	فَخَرَجَ
আমাকেউদ্ধার কর	হেআমার রব	(মূসা)বলল -	সর্তকহয়ে	ভীতঅবস্থায়	সেখানহতে	সে তখন বেরহল

قَالَ	مَدْیَنَ	تِلْقَآءَ	تَوَجَّهَ	لَمَّا	وَ	الظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۱﴾	الْقَوْمِ	مِنَ
সে বলল	মাদইয়ানের	অভিমুখে	রওনাহল	যখন	এবং	যালেম	লোকদের	হতে

وَرَدَ	لَمَّا	وَ	السَّبِیْلِ ﴿۲۲﴾	سَوَآءَ	یَّهْدِیَنِیْ	اَنْ	رَبِّیْۤ	عَسٰی
পৌছলো	যখন	আর	পথ	সরল	আমাকে প্রদর্শন করবেন		আমার রব	আশাকরি

وَ	یَسْقُوْنَ ۫	النَّاسِ	مِّنَ	اُمَّةً	عَلَیْهِ	وَجَدَ	مَدْیَنَ	مَآءَ
এবং	পানি পান করাচ্ছে (নিজেদের জন্তুগুলোকে)	লোকদের	মধ্যহতে	একদল	তার কাছে	সে পেল	মাদইয়ানের	পানির (কূপেরনিকট)

خَطْبُكُمَا ؕ	مَا	قَالَ	تَذُوْدٰنِ ۚ	امْرَاَتَیْنِ	دُوْنِهِمُ	مِنْ	وَجَدَ
তোমাদের দুজনের ব্যাপার	কি	(মূসা) বলল	দুজনে আটকে রেখেছে (তাদের জন্তুগুলোকে)	দুজন স্ত্রীলোককে	তাদের	ছাড়াও	সে পেল

شَیْخٌ	اَبُوْنَا	وَ	الرِّعَآءُ ٚ	یُصْدِرَ	حَتّٰی	نَسْقِیْ	لَا	قَالَتَا
বৃদ্ধ	আমাদেরআব্বা	এবং	রাখালেরা (তাদের জন্তুগুলোনিয়ে)	সরে যায়	যতক্ষণনা	আমরা পানিপান করাই	না	দুজনে বলল

كَبِیْرٌ ﴿۲۳﴾
অতিশয় (তাই আমরাএসেছি)

২১. এই সংবাদ শুনা মাত্রই মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বের হল এবং সে দোআ করল, "হে আমার রব, আমাকে যালেমদের হাত হতে রক্ষা কর"।

রুকুঃ ৩

২২. (মিশর হতে বের হয়ে) মূসা যখন মাদইয়ান অভিমুখে রওনা হল তখন সে বলল,"আশা করি আমার রব আমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করবেন[৬] ।"

২৩. যখন মাদইয়ানের পানির কূপের নিকট পৌছল তখন সে দেখল, বহুসংখ্যক লোক নিজেদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তাদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন ভাবে একদিকে দু'জন স্ত্রীলোক নিজেদের জন্তুগুলোকে আটক করে রেখেছে। এই দু'জন স্ত্রীলোক জন্তুগুলোকে আটক করে রেখেছে। মূসা এই দুজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করল,"তোমাদের কি অসুবিধা?" তারা বলল, "আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ এই রাখাল লোকেরা নিজেদের জন্তুগুলোকে নিয়ে চলে না যায়। আর আমাদের পিতা একজন অতি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি"।

৬. অর্থাৎ সেই রাস্তা যার দ্বারা আমি নিরাপদে মাদইয়ান পৌছব।

فَسَقٰى — সে তখন পানি পার করাল
لَهُمَا — তাদের দুজনের (জন্তুগুলোকে)
ثُمَّ — এরপর
تَوَلّٰٓى — ফিরেগেল
اِلَى — দিকে
الظِّلِّ — ছায়ার
فَقَالَ — অতঃপর বলল
رَبِّ — হেআমার রব

اِنِّىْ — নিশ্চয়ই আমি
لِمَآ — যা
اَنْزَلْتَ — তুমি নাযিল করবে
اِلَىَّ — আমারপ্রতি
مِنْ — যেকোন
خَيْرٍ — কল্যাণ
فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾ — (আমি তারই) কাঙ্গাল
فَجَآءَتْهُ — আসল অতঃপর তারকাছে
اِحْدٰىهُمَا — তাদেরদু'জনের একজন

تَمْشِىْ — হেটে
عَلَى — সাথে
اسْتِحْيَآءٍ ز — লজ্জা ও শালিনতার
قَالَتْ — (মেয়েটি) বলল
اِنَّ — নিশ্চয়
اَبِىْ — আমারআব্বা (শোয়াইব আঃ)
يَدْعُوْكَ — আপনাকে ডাকছেন
لِيَجْزِيَكَ — আপনাকে প্রতিদান দেওয়ার জন্যে

اَجْرَ — পারিশ্রমিক কে
مَا — যা
سَقَيْتَ — আপনি (জন্তুগুলো) (তার) পানিপান করিয়েছেন
لَنَا ط — আমাদের পক্ষহয়ে
فَلَمَّا — অতঃপর যখন
جَآءَهٗ — তারকাছে সে আসল
وَ — ও
قَصَّ — বর্ণনাকরল
عَلَيْهِ — তারকাছে

الْقَصَصَ لا — সব বৃত্তান্ত
قَالَ — সে বলল
لَا — না
تَخَفْ قف — ভয়করো
نَجَوْتَ — তুমিবেঁচে গিয়েছ
مِنَ — হতে
الْقَوْمِ — লোকদের
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ — যালেম

قَالَتْ — বলল
اِحْدٰىهُمَا — (কন্যা)দ্বয়ের একজন
يٰٓاَبَتِ — হে আমার আব্বা
اسْتَاْجِرْهُ ز — তাকে চাকরীদিন
اِنَّ — নিশ্চয়ই
خَيْرَ — (সেই) উত্তম
مَنِ — যাকে

اسْتَاْجَرْتَ — আপনি চাকরী দিবেন
الْقَوِىُّ — (যে) শক্তিশালী
الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ — বিশ্বস্ত

২৪. একথা শুনে মূসা তাদের জন্তুগুলোকে পানি পানকরিয়ে দিল। পরে সে এক ছায়াচ্ছন্ন স্থানে গিয়ে বসল এবং বলল ,"পরোয়ারদেগার! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করবে আমি তারই মুখাপেক্ষী"।

২৫. (অল্প সময় পরেই) এই দু'জন স্ত্রীলোকের একজন লজ্জা ও শালীনতাবোধ সহকারে তার নিকট এসে বলতে লাগল,"আমার বাবা আপনাকে ডাকছেন , আপনি আমাদের জন্যে জন্তু-গুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন তিনি আপনাকে তার প্রতিদান দেবেন।" মূসা যখন তার নিকট পৌছিল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শুনালো তখন সে বললঃ "ভয় করো না, এখন তুমি যালেম লোকদের হাত হতে বেঁচে গেছ"।

২৬. এই দু'জন স্ত্রীলোকের একজন তার পিতাকে বলল, "আব্বাজান! এই ব্যক্তিকে চাকরী দিন, সেই সর্বাপেক্ষা ভালো ব্যক্তি যাকে আপনি চাকরী দিবেন, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হবে"।

قَالَ	اِنِّیۡۤ	اُرِیۡدُ	اَنۡ	اُنۡکِحَکَ	اِحۡدَی	ابۡنَتَیَّ
সে বলল	নিশ্চয়ই আমি	চাই	যে	তোমাকে আমি বিবাহ দিব	একজনের (সাথে)	আমার কন্যাদ্বয়ের

هٰتَیۡنِ	عَلٰۤی	اَنۡ	تَاۡجُرَنِیۡ	ثَمٰنِیَ	حِجَجٍ	فَاِنۡ	اَتۡمَمۡتَ
এই দুয়ের	এশর্তে	যে	আমার চাকরী করবে তুমি	আট	বছর	অতঃপর যদি	তুমিপূর্ণকর

عَشۡرًا	فَمِنۡ	عِنۡدِکَ	وَ	مَاۤ	اُرِیۡدُ	اَنۡ
দশ (বছর)	তবে(তাহবে) হতে	তোমার নিকট	আর	না	আমি চাই	যে

اَشُقَّ	عَلَیۡکَ	سَتَجِدُنِیۡۤ	اِنۡ	شَآءَ	اللّٰهُ	مِنَ	الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۲۷﴾
কষ্টদিব	তোমার উপর	আমাকে তুমি পাবে	যদি"	চান	"আল্লাহ	অর্ন্তভূক্ত	নেকব্যক্তিদের

قَالَ	ذٰلِکَ	بَیۡنِیۡ	وَ	بَیۡنَکَ	اَیَّمَا	الۡاَجَلَیۡنِ	قَضَیۡتُ
(মূসা) বলল	এটা (চুক্তি)	আমারমাঝে	ও	তোমারমাঝে	যেটিই	দুইমেয়াদের	আমিপূর্ণকরব

فَلَا	عُدۡوَانَ	عَلَیَّ	وَ	اللّٰهُ	عَلٰی	مَا	نَقُوۡلُ	وَکِیۡلٌ ﴿۲۸﴾
এরপর না।	বৃদ্ধিপাবে	আমারউপর	এবং	আল্লাহ	উপর	যা	আমরা বলছি	নেগাহবান পর্যবেক্ষণকারী

ع

২৭. তার পিতা (মূসাকে) বলল, "আমি চাই আমার এই দু'টি কন্যার মধ্যে একজনের বিবাহ তোমার সাথে সম্পন্ন করে দেই; তবে এই শর্তে যে তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকুরী করবে। আর যদি দশ বছর পূর্ণ কর, তাহলে তা তোমার মর্যী । আমি তোমার প্রতি কোন কষ্ট চাপাতে চাইনা, তুমি ইনশাল্লাহ আমাকে নেক্ ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে।"

২৮. মূসা জবাব দিল, "আমার ও আপনার মধ্যে এই কথা ঠিক হয়ে গেল! এই দু'টি মিয়াদের মধ্যে আমি যাই পূর্ণ করব তার পর আমার প্রতি আর কিছু বৃদ্ধি হতে পারবে না। আর যে সব কথাবার্তা আমরা ঠিক করছি, আল্লাহ সে বিষয়ে নেগাহবান রয়েছেন।"

فَلَمَّا	قَضٰى	مُوْسَى	الْاَجَلَ	وَ	سَارَ	بِاَهْلِهٖٓ	اٰنَسَ
অতঃপর যখন	পূর্ণকরল	মূসা	নির্দিষ্টমেয়াদ	ও	যাত্রাকরল	তার পরিবারসহ	সে দেখল

مِنْ	جَانِبِ	الطُّوْرِ	نَارًا	قَالَ	لِاَهْلِهِ	امْكُثُوْٓا	اِنِّيْٓ
হতে	দিক	তুরপাহাড়ের	আগুন	(তখন) সে বলল	তারপরিবারকে	তোমরা অপেক্ষাকর	নিশ্চয়ই আমি

اٰنَسْتُ	نَارًا	لَّعَلِّيْٓ	اٰتِيْكُمْ	مِّنْهَا	بِخَبَرٍ	اَوْ	جَذْوَةٍ
আমি দেখেছি	আগুন	সম্ভবত	তোমাদেরজন্যে আমি আনতেপারি	সেখানহতে	কোন তথ্য	অথবা	অঙ্গার

مِّنَ	النَّارِ	لَعَلَّكُمْ	تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾	فَلَمَّآ	اَتٰىهَا	نُوْدِيَ	مِنْ
হতে	আগুন	তোমরা যাতে	আগুনপোহাতেপার	অতঃপর যখন	সেখানেআসল	তাকে ডাকাহল	হতে

شَاطِئِ	الْوَادِ	الْاَيْمَنِ	فِي	الْبُقْعَةِ	الْمُبٰرَكَةِ	مِنَ
প্রান্ত	উপত্যকার	ডানদিকের	উপর	ভূখন্ডের	পবিত্র	হতে

الشَّجَرَةِ	اَنْ	يّٰمُوْسٰٓى	اِنِّيْٓ	اَنَا	اللّٰهُ	رَبُّ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾
একটি বৃক্ষ	(এ বলে) যে	হে মূসা	নিশ্চয়ই	আমি	আল্লাহ	রব	বিশ্বজাহানের

রুকুঃ ৪

২৯. মূসা যখন মিয়াদপূর্ণ করে দিল, এবং সে তার পরিবারবর্গকে সংগে নিয়ে যেতে লাগল, তখন 'তূর' পাহাড়ের দিকে সে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল,"তোমরা থাম, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেখান হতে কোন খবর নিয়ে আসব কিংবা এই আগুন হতে কোন অংগারই নিয়ে আসব, যা হতে তোমরা তাপ গ্রহণ করতে পারবে"।

৩০. সেখানে পৌছবার পর উপত্যাকার দক্ষিণ কিনারায়[৭] অবস্থিত পবিত্র ভূখন্ডের একটি গাছের আড়াল হতে আওয়াজ উঠলঃ "হে মূসা! আমিই আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বের মালিক"।

৭. অর্থাৎ সেই কিনারে যা হযরত মূসা (আঃ)-এর ডান হাতের দিকে ছিলো।

وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۗنٌّ وَّلّٰى

এবং (বলা হল) যে — নিক্ষেপ কর — তোমার লাঠিকে — অতঃপর যখন — তা সে দেখল — হামাগুড়িদিয়ে চলছে — তা যেন — সাপ — (তখন) সে ফিরে পালাল

مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَ لَا تَخَفْ

পিছন দিকে — এবং — না — মুখ ফিরে দেখল — (বলা হল) হে মূসা — সামনে এস — এবং — না — ভয়করো

اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝۳۱ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ

নিশ্চয়ই তুমি — অন্তর্ভুক্ত — নিরাপদদের — প্রবেশ করাও — তোমার হাত — মধ্যে — তোমার বগলের — বেরহবে

بَيْضَاۗءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۗءٍ ۡ وَّ اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ

উজ্জ্বলহয়ে — ব্যতীতই — কোন দোষ — এবং — চেপেধর (মিলাও) — তোমার(বুকের) উপর — তোমার হাত (বাঁচার জন্যে) — হতে

الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ

ভয় — অতএব (দেওয়া হল) — এই — নিদর্শনদ্বয় — পক্ষহতে — তোমাররবের — প্রতি — ফিরআউনের — ও

مَلَا۟ئِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝۳۲

তার পরিষদ বর্গের (প্রতি) — তারানিশ্চয়ই — হলো — লোক — নাফরমান

৩১. এবং (নির্দেশ দেয়া হল যে,) তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। যখনই মূসা দেখতে পেল যে, সেই লাঠি সাপের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলছে, তখন সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে লাগল এবং মুখ ফিরিয়েও দেখল না। (এরশাদ হল), "মূসা, ফিরে এস, ভয় পেয়ো না, তুমি সম্পূর্ণ ভাবে নিরাপদ।

৩২. তুমি তোমার হাত তোমার বগলে প্রবেশ করাও, কোনরূপ কষ্ট ব্যতীতই তা উজ্জ্বল আলোক-মন্ডিত হয়ে বের হবে। আর ভয় হতে বাঁচবার জন্যে তোমার হাত বুকের উপর চেপে ধর[৮]। এই দু'টি উজ্জ্বল নিদর্শন তোমার রবের নিকট হতে ফেরাউন এবং তার সভাসদবৃন্দের সামনে পেশ করার জন্যে। তারা বড়ই নাফরমান লোক।"

৮. অর্থাৎ কখন যদি কোন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে তোমার অন্তর ভীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে তবে নিজের বাহু বুকের উপর মিলাও। এর ফলে তোমার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হবে এবং ভয়-ডরের কোন প্রভাব তোমার মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না। আর বর্তমানে নিজের হাতের লাঠি সাপ হয়ে যাওয়ায় যে ভয় হয়েছে তাও চলে যাবে

قَالَ	رَبِّ	اِنِّیْ	قَتَلْتُ	مِنْهُمْ	نَفْسًا	فَاَخَافُ	اَنْ	یَّقْتُلُوْنِ ۳۳
সে বলল	হে আমাররব	নিশ্চয়ই আমি	আমি হত্যা করেছি	তাদের মধ্যহতে	একব্যক্তিকে	আমি-অতএব ভয়করি	যে	আমাকে তারা হত্যাকরবে

وَ	اَخِیْ	هٰرُوْنُ	هُوَ	اَفْصَحُ	مِنِّیْ	لِسَانًا	فَاَرْسِلْهُ	مَعِیَ
এবং	আমারভাই	হারূন	সে	অধিক প্রাঞ্জল	আমারচেয়ে	ভাষায়	তাকেপাঠাও সুতরাং	আমারসাথে

رِدْاً	یُّصَدِّقُنِیْٓ	اِنِّیْٓ	اَخَافُ	اَنْ	یُّكَذِّبُوْنِ ۳۴	قَالَ	سَنَشُدُّ
সহায়ক হিসাবে	আমাকে (যেন) সেসমর্থনদেয়	নিশ্চয়ই আমি	আশংকাকরি	যে	আমাকে তারা মিথ্যাবাদী বলবে	(আল্লাহ) বললেন	আমরা মজবুতকরব

عَضُدَكَ	بِاَخِیْكَ	وَ	نَجْعَلُ	لَكُمَا	سُلْطٰنًا	فَلَا
তোমার বাহুকে	তোমার ভাই দ্বারা	এবং	আমরা দেব	তোমাদেরদু'জনের জন্যে	প্রতিপত্তি	সুতরাং না

یَصِلُوْنَ	اِلَیْكُمَا ۚ	بِاٰیٰتِنَآ ۚ	اَنْتُمَا	وَ	مَنِ	اتَّبَعَكُمَا	الْغٰلِبُوْنَ ۳۵
তারাপৌঁছতেপারবে (কষ্ট দিতে)	তোমাদের দু'জনের নিকটে	আমাদেরনিদর্শনগুলোর বলে	তোমরা দু'জন	এবং	যারা	তোমাদের দুজনকে অনুসরণ করবে	বিজয়ীহবে

৩৩. মূসা আরয করল, "প্রভূ! আমি তো তাদের একটি লোককে হত্যা করেছি। ভয় করি, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

৩৪. আর আমার ভাই হারূন আমার অপেক্ষা অধিক বাকপটু। তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠাও, যেন সে আমাকে সমর্থন দেয়। আমি আশংকা বোধ করছি যে, এই লোকেরা আমাকে অমান্য করবে"।

৩৫. আল্লাহ বললেন, "আমরা তোমার ভাই এর দ্বারা তোমার হাতকে মজবুত করব এবং তোমাদের দু'জনকে এমন প্রতিপত্তি দান করব যে, তারা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা। আমাদের দেয়া নিদর্শনসমূহের বলে বিজয় তোমাদের ও তোমাদের অনুসরণকারীদেরই হবে।"

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ

অতঃপর যখন | কাছেআসল | তাদের | মূসা | আমাদের নিদর্শনাবলিসহ | সুস্পষ্ট

قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا

তারাবলল | নয় | এটা | এ ব্যতীত যে | যাদু | কৃত্রিম | এবং | না | আমরা শুনেছি | এ ধরণের (কথা)

فِىٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى رَبِّىٓ اَعْلَمُ

নিকট | আমাদের পিতৃপুরুষদের | পূর্বেকার | এবং | বলল | মূসা | আমাররব | খুব ভাল জানেন

بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ

(তার)সম্পর্কে যে | এসেছে | হেদায়াত সহ | হতে | তাঁর নিকট | এবং | কে | (শুভ) হবে | তারজন্যে

عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَ قَالَ

পরিণাম | শেষ | তা নিশ্চয়ই (এমন যে) | না | সফলকাম হয় | যালেমরা | এবং | বলল

فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ج

ফিরআউন | ওহে | সভাসদবৃন্দ | না | আমিজানি | তোমাদের জন্যে | কোন | ইলাহ | আমি ব্যতীত

৩৬. পরে মূসা যখন সেই লোকদের নিকট আমাদের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌঁছল তখন তারা বলল, "এ তো কিছুই না, এ শুধু কৃত্রিম যাদু মাত্র! আর এসব কথাবার্তা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার সময় হতে কখনই শুনতে পাইনি"।

৩৭. মূসা জবাব দিল, "আমার রব সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবে ওয়াকিফহাল রয়েছেন যে ব্যক্তি তাঁর নিকট হতে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং শেষ পরিণাম কার ভাল হবে তা তিনিই ভাল জানেন। বস্তুত যালেম কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না"।

৩৮. আর ফেরাউন বলল, " হে সভাসদবৃন্দ! আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের কোন রবকে জানিনা।

فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا

فَاَوْقِدْ	لِيْ	يٰهَامٰنُ	عَلَى	الطِّيْنِ	فَاجْعَلْ	لِّيْ	صَرْحًا
সুতারাং জ্বালাও আগুন	আমার জন্যে	হে" "হামান	উপর	মাটির (অর্থাৎ ইট তৈরী কর)	অতঃপর বানাও	আমার জন্যে	সুউচ্চপ্রাসাদ

لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ

لَّعَلِّيْٓ	اَطَّلِعُ	اِلٰٓى	اِلٰهِ	مُوْسٰى	وَ	اِنِّيْ	لَاَظُنُّهٗ	مِنَ
সম্ভবত	আমি চড়ে (দেখতে)পারি	প্রতি	ইলাহর	মূসার	এবং	নিশ্চয়ই আমি	তাকে আমি অবশ্য মনেকরি	অন্তর্ভুক্ত

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾ وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾	وَ	اسْتَكْبَرَ	هُوَ	وَ	جُنُوْدُهٗ	فِي	الْاَرْضِ
মিথ্যাবাদীদের	এবং	অহংকার করল	সে	ও	তারসৈন্যবাহিনী	মধ্যে	পৃথিবীর

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾

بِغَيْرِ	الْحَقِّ	وَ	ظَنُّوْٓا	اَنَّهُمْ	اِلَيْنَا	لَا	يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾
ব্যতীত	কোন অধিকার	এবং	তারা মনে করেছিল	তারা যে	আমাদেরদিকে	না	প্রত্যাবর্তিতহবে

فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ

فَاَخَذْنٰهُ	وَ	جُنُوْدَهٗ	فَنَبَذْنٰهُمْ	فِي	الْيَمِّ	فَانْظُرْ	كَيْفَ
তাকে অতঃপর আমরা ধরলাম	ও	তার সেনাবাহিনী কেও	তাদেরকেঅতঃপর আমরানিক্ষেপকরলাম	মধ্যে	সমুদ্রের	দেখ এখন	কেমন

كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ

كَانَ	عَاقِبَةُ	الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾	وَ	جَعَلْنٰهُمْ	اَئِمَّةً	يَّدْعُوْنَ
হয়েছে	পরিণাম	যালেমদের	এবং	তাদেরকে আমরা বানিয়েছিলাম	নেতৃবৃন্দ (অথচ)	তারা ডাকে (লোকদেরকে)

اِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

اِلَى	النَّارِ	وَ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ	لَا	يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾
দিকে	দোযখের	এবং	দিনে	কিয়ামতের	না	তাদের সাহায্য করা হবে

হামান! ইট তৈরী করে আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে দাও তো! সম্ভবত আমি তাতে আরোহণ করে মূসার ইলাহকে দেখতে পাব, আমি তো তাকে মিথ্যা মনে করি"।

৩৯. সে এবং তার সৈন্য-সামন্ত পৃথিবীতে কোনরূপ অধিকার ছাড়াই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করে বসল। মনে করল যে, তাদেরকে আমার নিকট কখনো ফিরে আসতে হবে না।

৪০. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। এখন দেখ, এই যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে!

৪১. আমরা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতা বানিয়ে দিয়েছি। কেয়ামতের দিন তারা কোথাও হতে কোনরূপ সাহায্য পেতে পারবে না।

وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ

এবং | তাদেরপশ্চাতে আমরা লাগিয়েদিয়েছি | মধ্যে | এই | দুনিয়ার | অভিশাপ | এবং | দিনে | কিয়ামতের | তারা (হবে)

مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ

অর্ন্তভূক্ত | দুর্দশাগ্রস্থদের | এবং | নিশ্চয়ই | আমরা দিয়েছি | মূসাকে | কিতাব | পরে

ع

مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى

আমরা ধ্বংস করে দেওয়ার | বংশধরদেরকে | পূর্ববর্তী | জ্ঞান-বর্তিকাস্বরূপ | লোকদেরজন্যে | এবং | হেদায়াত

وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ

ও | রহমতহিসাবে | তারা যাতে | শিক্ষাগ্রহণ করে | আর (হে নবী) | না | তুমিছিলে | কিনারে

الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ

(তূরপাহাড়ের) পশ্চিম | যখন | আমরাদানকরেছিলাম | প্রতি | মূসার | বিধান | আর | না | তুমিছিলে | অর্ন্তভূক্ত

الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ

প্রত্যক্ষদর্শীদের | কিন্তু | আমরাউত্থিতকরেছি | (বহু) বংশধরকে | অতঃপর অতিবাহিতহয়েছে | তাদেরউপর

الْعُمُرُ ۚ

(বহু) যুগ

৪২. আমরা এই দুনিয়ায় তাদের পিছনে অভিশাপ লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা বড়ই অবাঞ্চিত অবস্থায় পতিত হবে।

রুকুঃ ৫

৪৩. অতীত বংশধরদের ধ্বংস করে দেয়ার পর আমরা মূসাকে কিতাব দানকরেছি, লোকদের অর্ন্তদৃষ্টির সামগ্রীরূপে, হেদায়াত ও রহমত হিসেবে; যেন লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৪৪. (হে নবী!) সেই সময় তুমি পশ্চিম কিনারায় অবস্থিত ছিলে না[৯] যখন আমরা মূসাকে শরীয়তের এই ফরমান দান করেছি, না তুমি সাক্ষীদের মধ্যে শামিল ছিলে।

৪৫. বরং তার পর (তোমার সময়-কাল পর্যন্ত) আমরা বহুসংখ্যক বংশধরদের উত্থিত করেছি এবং তাদের উপরও বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে।

৯. পশ্চিম কিনারে বলতে তূরে সাইনা বুঝাচ্ছে যা হেযায থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

আরবি	অর্থ
وَ	আর
مَا	না
كُنتَ	তুমিছিলে
ثَاوِيًا	বিদ্যমান
فِيٓ	মধ্যে
أَهْلِ	বাসীদের
مَدْيَنَ	মাদয়ান
تَتْلُوا	তুমিপাঠকর(যেন)
عَلَيْهِمْ	তাদেরউপর
ءَايَٰتِنَا	আমাদেরআয়াত সমূহ
وَلَٰكِنَّا	কিন্তু
كُنَّا	আমরাছিলাম
مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾	(রসূল)প্রেরণকারী
وَ	আর
مَا	না
كُنتَ	তুমিছিলে
بِجَانِبِ	পার্শ্বে
الطُّورِ	তুরপাহাড়ের
إِذْ	যখন
نَادَيْنَا	আমরাআহবান করেছিলাম
وَلَٰكِن	কিন্তু
رَّحْمَةً	(এটা) অনুগ্রহ
مِّن	পক্ষহতে
رَّبِّكَ	তোমাররবের
لِتُنذِرَ	সতর্ক কর তুমি যেন
قَوْمًا	লোকদেরকে
مَّآ	না
أَتَىٰهُم	যাদের(নিকট) এসেছে
مِّن	কোন
نَّذِيرٍ	সতর্ককারী
مِّن	পূর্বে
قَبْلِكَ	তোমার
لَعَلَّهُمْ	তারা যাতে
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾	উপদেশ গ্রহণকরে
وَ	আর
لَوْ	যদি
لَآ	না
أَن	(হতো) যে
تُصِيبَهُم	তাদের (উপর) পড়ত
مُّصِيبَةٌ	কোন মুসিবত
بِمَا	একারণে যা
قَدَّمَتْ	আগেপাঠিয়েছে
أَيْدِيهِمْ	তাদেরহাতগুলো
فَيَقُولُوا	তারাবলত তখন
رَبَّنَا	হে আমাদের রব
لَوْ	কেন
لَآ	না
أَرْسَلْتَ	তুমি পাঠালে
إِلَيْنَا	আমাদেরপ্রতি
رَسُولًا	কোনরসূলকে
فَنَتَّبِعَ	আমরা তখন অনুসরণকরতাম
ءَايَٰتِكَ	তোমার আয়াত সমূহের
وَ	এবং
نَكُونَ	হোতাম আমরা
مِنَ	অর্ন্তভূক্ত
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾	মু'মিনদের

তুমি তাদেরকে আমাদের আয়াত শুনাবার জন্যে মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে বর্তমান ছিলে না। কিন্তু (সে সময়কার এসব খবর) আজ আমরাই পাঠাচ্ছি।

৪৬. আর তুমি তুর পাহাড়ের পাদদেশেও তখন উপস্থিত ছিলেনা, যখন আমরা (মূসাকে প্রথমবার) ডেকে এনেছিলাম। বরং এ শুধু তোমার রবের রহমত বিশেষ (যে, তোমাকে এসব তথ্য জানিয়ে দেয়া হচ্ছে) যেন তুমি সেই লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দাও যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সাবধানকারী লোক আসে নি; সম্ভবত তারা সতর্ক হয়ে যাবে।

৪৭. (আর এ আমরা করেছি এজন্যে যাতে) এমন যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুণ তাদের উপর যখন কোন মুসীবত এসে পড়বে তখন বলবে, "হে আমাদের রব তুমি আমাদের প্রতি কোন রসূল পাঠালে না কেন, পাঠালে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম ও ঈমানদার লোকদের অর্ন্তভূক্ত হতাম"।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ

কিন্তু যখন — তাদের(কাছে) আসল — সত্য — হতে — আমাদের নিকট — তারাবলল — কেন — না — তাকে দেওয়া হয়েছে — (তার) মত

مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ط اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى

যেমনই — দেওয়া হয়েছে — মূসাকে — কি — নাই — তারাঅস্বীকারকরে — যা কিছু — দেওয়াহয়েছিল — মূসাকে

مِنْ قَبْلُ ج قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا وَ قَالُوْآ اِنَّا بِكُلٍّ

ইতিপূর্বে — তারা বলল — (কোরআনওতওরাত) দু'টিই যাদু — পরস্পরে সমর্থন করে — আরও — তারাবলল — নিশ্চয়ই আমরা — প্রত্যেকটিকে

كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ

অস্বীকারকারী — বল — তাহলে তোমরা আন — কোন কিতাব — হতে — নিকট — আল্লাহর — (যেন)তা (হয়)

اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ

হেদায়াতে উৎকৃষ্টতর — সেদু'টির চেয়ে — তা আমিই অনুসরণকরব — যদি — তোমরাহও — সত্যবাদী — অতঃপর যদি — না

يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ط

তারা সাড়া দেয় — তোমার (ডাকে) — জেনেরাখ তবে — মূলতঃ — তারাঅনুসরণ করছে — খেয়ালখুশি গুলোর — তাদের

৪৮. কিন্তু আমাদের নিকট হতে সত্য যখন তাদের নিকট এসে গেল, তখন তারা বলতে লাগল ,"তাকে সে সব কেন দেয়া হলনা, যাকিছু মূসাকে দেয়া হয়েছিল? ইতিপূর্বে মূসাকে যাকিছু দেয়া হয়েছিল[১০] তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলল, " দু'টিই যাদু[১১], এদের একটি অপরটির সাহায্য করে।" আর বলল, "আমরা কোনটিকেই মানি না।"

৪৯. (হে নবী!) তাদের বল, "ভাল, তাহলে আন আল্লাহর নিকট হতে কোন কিতাব যা এই দু'টি হতেও অধিক হেদায়াতদানকারী হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ; আমি তারই অনুসরণ অবলম্বন করব।"

৫০. এখন তারা যদি তোমার এই দাবী পূরণ না করে, তাহলে বুঝে নাও যে, এরা আসলে নিজেদের লালসা-বাসনার অনুসারী।

১০. অর্থাৎ মক্কার কাফেররা, মূসাকে (আঃ) কবে মান্য করেছিল যে এখন তারা বলছে, মূসাকে (আঃ) যে মো'জেযা দেয়া হয়েছিল মুহম্মদ (সঃ) কে কেন তা দেয়া হয়নি?

১১. অর্থাৎ কুরআন ও তৌরাত উভয় কিতাব।

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ

আর | কে (আছে) | অধিক বিভ্রান্ত | (তার) চেয়ে যে | অনুসরণকরে | তার খেয়াল খুশীর | ব্যতীত | কোন হেদায়াত | হতে | আল্লাহ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۰﴾ وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | সৎপথদেখান | লোকদেরকে | (যারা) যালেম | এবং | নিশ্চয়ই | আমরাউপর্যুপরি পাঠিয়েছি

لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۱﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

তাদেরজন্যে | (হেদায়াতের) বাণী | তারা যাতে | উপদেশ গ্রহণ করে | যারা (অর্থাৎ আহলে কিতাবদেরকে) | তাদেরকে আমরাদান করেছি

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَ اِذَا يُتْلٰى

কিতাব | | এর (অর্থাৎ (কোরআনের) পূর্বে | তারা | এর উপর | ঈমানআনে | এবং | যখন | আবৃত্তি করাহয়

عَلَيْهِمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖۤ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا

তাদেরনিকট | তারাবলে | আমরাঈমান এনেছি | এরউপর | তানিশ্চয় | সত্য | পক্ষহতে | আমাদের রবের | নিশ্চয়ই আমরা | ছিলাম

مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿۵۳﴾

এর পূর্বেও | মুসলমান

আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গোমরাহ আর কে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত ব্যতীত শুধু নিজের লালসা-বাসনার অনুসরণ করে চলে? আল্লাহ এ ধরনের যালেমকে কখনই হেদায়াত দান করেন না।

রুকুঃ ৬

৫১. আর (নসীহতের) কথা পর পর আমরা তাদের নিকট পৌঁছেছি যেন তারা গাফিলতি হতে জেগে উঠে।

৫২. ইতিপূর্বে আমরা যাদেরকে কিতাব দান করেছিলাম তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখে[১২]।

৫৩. আর যখন ইহা তাদেরকে শুনানো হয় তখন তারা বলে, "আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, এ বাস্তবিকই সত্য, আমাদের রবের নিকট হতে নাযিল হয়েছে, আমরা তো পূর্ব হতেই মুসলিম"।

১২. এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত আহলি-কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) এর প্রতি ঈমান আনে। বরং এই সূরা নাযিল হওয়ার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল আসলে এ ইংগিত সেই ঘটনার প্রতি। উদ্দেশ্য হচ্ছে এর দ্বারা মক্কবাসীদের লজ্জা দেয়া যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে আসা নে'আমতকে প্রত্যাখ্যান করছো কিন্তু এ নে'আমতের সংবাদ পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ চলে আসছে এবং এর মর্যাদা বুঝতে পেরে এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আবিসিনিয়া থেকে প্রায় ২০ জন খৃষ্টান রসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে কুরআন শুনে ঈমান এনেছিলেন। এ ইশারা সেই ঘটনার প্রতি।

আরবি	অর্থ
أُولَٰئِكَ	ঐসব (লোকদেরকে
يُؤْتَوْنَ	দেওয়াহবে
أَجْرَهُم	তাদের প্রতিফল
مَّرَّتَيْنِ	দু'বার
بِمَا	একারণে যা
صَبَرُوا	তারাসবর করেছে
وَ	ও
يَدْرَءُونَ	তারা মুকাবেলাকরে
بِالْحَسَنَةِ	ভালদিয়ে
السَّيِّئَةَ	মন্দকে
وَ	এবং
مِمَّا	(তা) হতে যা
رَزَقْنَاهُمْ	তাদেরকে আমরা রিযক দিয়েছি
يُنفِقُونَ ৫৪	তারা খরচকরে
وَ	এবং
إِذَا	যখন
سَمِعُوا	তারা শুনে
اللَّغْوَ	অর্থহীন (উক্তি)
أَعْرَضُوا	তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়
عَنْهُ	তাহতে
وَ	এবং
قَالُوا	তারাবলে
لَنَا	আমাদের জন্যে (রয়েছে)
أَعْمَالُنَا	আমাদের আমল সমূহ
وَ	আর
لَكُمْ	তোমাদেরজন্যে (রয়েছে)
أَعْمَالُكُمْ	তোমাদের আমলসমূহ
سَلَامٌ	'সালাম'
عَلَيْكُمْ	তোমাদেরউপর
لَا	না
نَبْتَغِي	চাইআমরা
الْجَاهِلِينَ ৫৫	অজ্ঞদের (মত-পথ)
إِنَّكَ	(হে নবী) তুমি নিশ্চয়
لَا	না
تَهْدِي	হেদায়াত দিতে পার
مَنْ	যাকে
أَحْبَبْتَ	তুমিভালবাস
وَلَٰكِنَّ	কিন্তু
اللَّهَ	আল্লাহ
يَهْدِي	সৎপথদেখান
مَن	যাকে
يَشَاءُ	ইচ্ছেকরেন
وَ	এবং
هُوَ	তিনিই
أَعْلَمُ	খুবজানেন
بِالْمُهْتَدِينَ ৫৬	সৎপথপ্রাপ্তদেরকে

৫৪. এরা সেই লোক, যাদেরকে এর ফল দু'বার দেয়া হবে[১৩] সেই দৃঢ়তার বদলা স্বরূপ, যা তারা দেখিয়েছে। তারা মন্দকে ভালোদ্বারা দূরীভূত করে। আর আমরা তাদেরকে যে রেযক দান করেছি তাহতে তারা খরচ করে।

৫৫. তারা যদি কোন অর্থহীন উক্তি শুনতে পায় তখন তারা একথা বলে তা হতে আলাদা হয়ে যায়, "আমাদের আমল আমাদের জন্যে, তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আর তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহেলদের মত-পথ অবলম্বন করতে চাই না[১৪]।

৫৬. (হে নবী!) তুমি যাকে চাইবে, তাকে হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হেদায়াত দান করেন এবং তিনি সেই লোকদের খুব ভাল জানেন যারা হেদায়াত কবুল করে থাকে।

১৩. অর্থাৎ এক পুরস্কার পূর্ববর্তী গ্রন্থ-সমূহের উপর ঈমান আনার এবং দ্বিতীয় পুরস্কার কুরআনের উপর ঈমান আনার জন্য।

১৪. যখন তারা ঈমান এনেছিল আবু জেহেল তাদের গালি-গালাজ করেছিল। এখানে সেই কথার উল্লেখ করা হয়েছে।

وَ	قَالُوْٓا	اِنْ	نَّتَّبِعِ	الْهُدٰى	مَعَكَ
এবং	তারাবলে	যদি	আমরাঅনুসরণ করি	সৎপথের	তোমারসাথে

نُتَخَطَّفْ	مِنْ	اَرْضِنَا ط	اَوَلَمْ نُمَكِّنْ	لَّهُمْ	حَرَمًا	اٰمِنًا
আমাদেরকে উৎপাটিতকরাহবে	হতে	আমাদেরদেশ	আমরা প্রতিষ্ঠিত করিনাই কি	তাদেরকে	হারামে	শান্তিপূর্ণ (পরিবেশে)

يُّجْبٰٓى	اِلَيْهِ	ثَمَرٰتُ	كُلِّ	شَيْءٍ	رِّزْقًا	مِّنْ	لَّدُنَّا
আনা হয়	তারদিকে	ফল-মূলসমূহ	প্রত্যেক	রকমের	রিযকহিসেবে	হতে	আমাদের পক্ষ

وَلٰكِنَّ	اَكْثَرَهُمْ	لَا	يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾	وَ	كَمْ	اَهْلَكْنَا	مِنْ قَرْيَةٍ
কিন্তু	তাদেরঅধিকাংশই	না	জানে	আর	কতই না	আমরাধ্বংসকরেছি	জনপদ
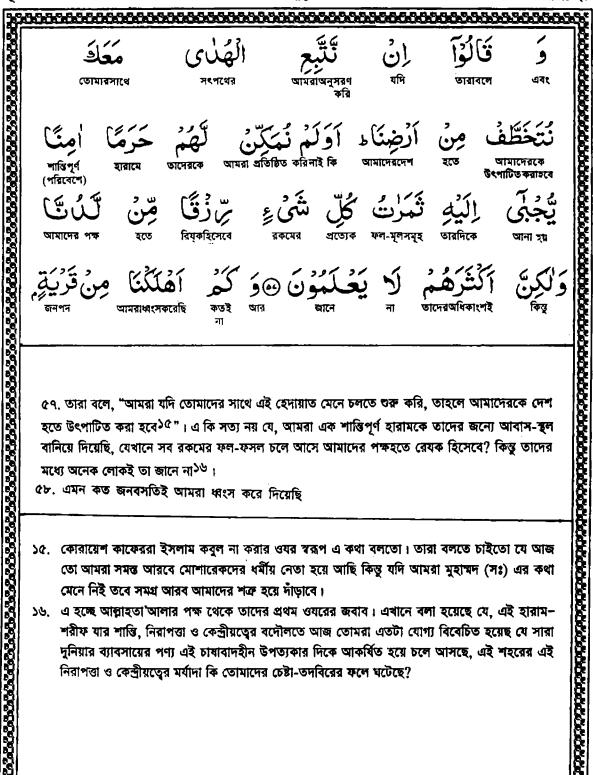
৫৭. তারা বলে, "আমরা যদি তোমাদের সাথে এই হেদায়াত মেনে চলতে শুরু করি, তাহলে আমাদেরকে দেশ হতে উৎপাটিত করা হবে[১৫]"। এ কি সত্য নয় যে, আমরা এক শান্তিপূর্ণ হারামকে তাদের জন্যে আবাস-স্থল বানিয়ে দিয়েছি, যেখানে সব রকমের ফল-ফসল চলে আসে আমাদের পক্ষহতে রেযক হিসেবে? কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই তা জানে না[১৬]।

৫৮. এমন কত জনবসতিই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি

১৫. কোরায়েশ কাফেররা ইসলাম কবুল না করার ওযর স্বরূপ এ কথা বলতো। তারা বলতে চাইতো যে আজ তো আমরা সমস্ত আরবে মোশারেকদের ধর্মীয় নেতা হয়ে আছি কিন্তু যদি আমরা মুহাম্মদ (সঃ) এর কথা মেনে নিই তবে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

১৬. এ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রথম ওযরের জবাব। এখানে বলা হয়েছে যে, এই হারাম-শরীফ যার শান্তি, নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয়ত্বের বদৌলতে আজ তোমরা এতটা যোগ্য বিবেচিত হয়েছ যে সারা দুনিয়ার ব্যাবসায়ের পণ্য এই চাষাবাদহীন উপত্যকার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে আসছে, এই শহরের এই নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয়ত্বের মর্যাদা কি তোমাদের চেষ্টা-তদবিরের ফলে ঘটেছে?

আরবি	অর্থ
بَطِرَتْ	অহংকারকরত (তার অধিবাসীরা)
مَعِيْشَتَهَا	তাদেরজীবিকার
فَتِلْكَ	অতঃপর এই
مَسٰكِنُهُمْ	তাদের ঘরবাড়িসমূহ
لَمْ تُسْكَنْ	বসবাসকরে নাই
مِّنْ بَعْدِهِمْ	তাদের পরে
اِلَّا	ব্যতীত
قَلِيْلًا	অতিঅল্প
وَ	এবং
كُنَّا	আমরা হলাম
نَحْنُ	আমরাই
الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾	(এ সবের) উত্তরাধিকারী
وَ	আর
مَا	না
كَانَ	ছিলেন
رَبُّكَ	তোমাররব
مُهْلِكَ	ধ্বংসকারী
الْقُرٰى	জনবসতিগুলোকে
حَتّٰى	যতক্ষণনা
يَبْعَثَ	প্রেরণকরেন
فِيْٓ	মধ্যে
اُمِّهَا	তারকেন্দ্রস্থলের
رَسُوْلًا	কোন রসূলকে
يَّتْلُوْا	(যে) পাঠ করেশুনাত
عَلَيْهِمْ	তাদেরনিকট
اٰيٰتِنَا	আমাদের আয়াত সমূহকে
وَمَا	ও না
كُنَّا	আমরা ছিলাম
مُهْلِكِي	ধ্বংসকারী
الْقُرٰٓى	জনপদ সমূহকে
اِلَّا	ব্যতীত যে
وَ	যখন এ
اَهْلُهَا	তারঅধিবাসীরা (ছিল)
ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾	যালেম

যে সবের অধিবাসীরা নিজেদের জীবিকার দরুন অহংকারী হয়ে গিয়েছিল।
অতএব লক্ষ্যকর, ঐ তাদের আবাস-স্থল শূন্য পড়ে রয়েছে যাতে তাদের পর খুব কম লোকই বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরাই উত্তরাধিকারী হয়ে রয়েছি[১৭]।

৫৯. আর তোমার রব জনবসতিগুলোর ধ্বংসকারী ছিলেন না, যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রসূল পাঠাতেন, যে তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ শুনাত। আর আমরা জনবসতিগুলোর ধ্বংসকারী ছিলাম না, যতক্ষণনা তাতে বসবাসকারীরা যালেম হয়ে গিয়েছিল[১৮]।

১৭. এ তাদের ওযরের দ্বিতীয় জবাব। জবাবে বলা হয়েছে যে ধন-দৌলত ও সচ্ছলতার তোমরা অহংকার কর এবং যা হারাবার আশাংকায় তোমরা বাতিলের উপর জমে থাকতে ও হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও, সেই একই ধন-দৌলত আদ সামুদ এবং অন্যান্য জাতিও লাভ করেছিল, কিন্তু এই সম্পদ কি তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল?

১৮. এ তাদের ওযরের তৃতীয় জবাব। পূর্বে যে সব জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তারা অত্যাচারী ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'আলা তাদের ধ্বংস করার পূর্বে রসূল পাঠিয়ে তাদের সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু যখন সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তারা নিজেদের বক্রগতি থেকে বিরত হয়নি তখন আল্লাহতা'আলা তাদের ধ্বংস করে দেন। আজ তোমরাও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন।

وَ	مَآ	اُوْتِيْتُمْ	مِّنْ	شَيْءٍ	فَمَتَاعُ	الْحَيٰوةِ
আর	যা কিছু	তোমাদেরদেওয়া হয়েছে	অর্থাৎ	কোন জিনিষ	তাহলো ভোগসামগ্রী	জীবনের

الدُّنْيَا	وَ	زِيْنَتُهَا ج	وَ	مَا	عِنْدَ	اللّٰهِ
দুনিয়ার	ও	তার চাক্চিক্য (মাত্র)	আর	যা (আছে)	নিকট	আল্লাহর

خَيْرٌ	وَّ	اَبْقٰى ط	اَفَلَا	تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع	اَفَمَنْ	وَّعَدْنٰهُ
(তাই) উত্তম	ও	অধিকস্থায়ী	তবে কি না	তোমরা বুদ্ধিকাজে লাগাও	তবে কি সে	যাকে আমরা ওয়াদা দিয়েছি

وَعْدًا	حَسَنًا	فَهُوَ	لَاقِيْهِ	كَمَنْ	مَّتَّعْنٰهُ	مَتَاعَ
ওয়াদা	উত্তম	অতঃপর সে	তা লাভকরবে	(সে কি) তারমত	যাকেআমরা ভোগ সামগ্রী দিয়েছি	ভোগসামগ্রী

الْحَيٰوةِ	الدُّنْيَا	ثُمَّ	هُوَ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ	مِنَ	الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾
জীবনের	দুনিয়ার	এরপর	সে (হবে)	দিনে	কিয়ামতের	অর্ন্তভূক্ত	উপস্থিত করা (অপরাধীদের)

وَ	يَوْمَ	يُنَادِيْهِمْ	فَيَقُوْلُ	اَيْنَ	شُرَكَآءِيَ	الَّذِيْنَ	كُنْتُمْ
এবং	সেদিন	তাদেরকে তিনি ডাকবেন	অতঃপর বলবেন	কোথায়	আমার শরীকরা	যাদেরকে	তোমরা ছিলে

تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾
ধারণা করতে (শরীক হিসেবে)

ع ৭ ১০

৬০. তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী ও তার চাকচিক্য মাত্র। আর যাকিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা ওটা অপেক্ষা উত্তম ও অধিক স্থায়ী। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি কাজেও লাগাও না।

রুকূঃ ৭

৬১. যে ব্যক্তির সাথে আমরা কোন ভাল ওয়াদা করেছি এবং সে তা লাভ করবে, সে কি কখনো সেই ব্যক্তির মতো হতে পারে যাকে আমরা শুধু বৈষয়িক জীবনের সামগ্রী দিয়েছি এবং পরে কেয়ামতের দিন তাকে শাস্তি ভোগের জন্যে হাজির করা হবে?

৬২. (এই লোকেরা যেন) সেই দিনটিকে ভুলে না যায়) যেদিন তিনি এই লোকদেরকে ডাকবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন ," কোথায় আমার সেই সব 'শরীক' যাদেরকে 'শরীক' বলে তোমরা ধারণা করছিলে?"

قَالَ	الَّذِينَ	حَقَّ	عَلَيْهِمُ	الْقَوْلُ	رَبَّنَا
বলবে	তারা	প্রযোজ্য হবে	যাদের উপর	(এই) কথাটি	হে আমাররব

هَٰؤُلَاءِ	الَّذِينَ	أَغْوَيْنَا	أَغْوَيْنَاهُمْ	كَمَا	غَوَيْنَا	تَبَرَّأْنَا
এরাই	(তারা) যাদেরকে	আমরাগুমরাহ করেছিলাম	তাদেরকে আমরা গুমরাহ করেছিলাম	যেমন	আমরাগুমরাহ হয়েছিলাম	আমরাদায়মুক্ত হচ্ছি

إِلَيْكَ	مَا	كَانُوا	إِيَّانَا	يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾	وَ	قِيلَ	ادْعُوا
আপনার কাছে	না	তারাছিল	আমাদের	ইবাদতকরত	এবং	বলাহবে	তোমরা ডাক

شُرَكَاءَكُمْ	فَدَعَوْهُمْ	فَلَمْ	يَسْتَجِيبُوا	لَهُمْ	وَ	رَأَوُا	الْعَذَابَ
তোমাদের (বানানো) শরীকদেরকে	তখন তাদেরকে তারা ডাকবে	কিন্তু না	তারা ডাকে সাড়া দেবে	তাদেরকে	এবং	তারা দেখবে	আযাব

لَوْ	أَنَّهُمْ	كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾	وَ	يَوْمَ	يُنَادِيهِمْ	فَيَقُولُ
(হায়!) যদি	(এমন হতো) যে তারা	সঠিকপথ পেতো	এবং	সেদিন	তাদেরকেতিনি ডাকবেন	অতঃপর বলবেন

مَاذَا	أَجَبْتُمُ	الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾
কি	তোমরা জবাব দিয়েছিলে	রসূলদেরকে

৬৩. এই কথাটি যাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে তারা বলবে,"হে আমাদের রব! আমরা নিঃসন্দেহে এই লোকদেরকেই গোমরাহ করেছিলাম। তাদেরকে আমরা সেই ভাবেই গোমরাহ করেছিলাম যেমন আমরা নিজেরাই গোমরাহ হয়েছিলাম[১৯]! আমরা আপনার সামনে নিজেদের নিঃসম্পর্কতা প্রকাশ করছি। এরা তো আমাদের বন্দেগীই করত না[২০]"।

৬৪. পরে তাদেরকে বলা হবে, "ডাকো তোমাদের বানানো শরীকদেরকে"। এরা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা কোন জবাব দিবে না। আর এরা আযাব দেখে নিবে। হায়, এরা যদি হেদায়াত গ্রহণকারী হত!

৬৫. (এরা যেন) সেই দিনটিও (ভুলে না যায়) যখন তিনি এদেরকে ডাকবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন,"যে রসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে?"

১৯. অর্থাৎ সেই সব জ্বীন-শয়তান ও মানুষ-শয়তান দুনিয়ায় যাদের আল্লাহর শরীক বানানো হয়েছিল, যাদের কথার মুকাবেলায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের কথা রদ করে দেয়া হয়েছিল এবং যাদের উপর আস্থা স্থাপন করে সরল-সঠিক পথ ত্যাগ করে জীবনে ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। এ সবকে কেউ উপাস্য ও 'রব' বলে অভিহিত করুক, বা না করুক তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য যখন সেই ভাবে করা হয়েছে যেভাবে আল্লাহতা'আলার করা উচিত তখন তাদেরকে আল্লাহর সংগে শরীক করা হয়েছে।

২০. অর্থাৎ আমার নয় বরং নিজেদের প্রবৃত্তির দাস বনেছিলো।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا

বিলুপ্তহবে তখন | তাদেরথেকে | তথ্যাদি | সেদিন | এমনকি তারা | না

يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ

পরস্পরকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে | আর (তার) ব্যাপার | যে | তওবা করল | ও | ঈমানআনল | ও

عَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

কাজকরল | নেকীর | সেক্ষেত্রে আশাকরাযায় | যে | সেহবে | অর্ন্তভুক্ত | কল্যাণ লাভকারীদের

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ ط مَا كَانَ لَهُمُ

এবং | তোমাররব | সৃষ্টিকরেন | যাকিছু | তিনিচান | এবং | মনোনীতকরেন (নিজেরকাজে যাকে চান) | না | আছে | তাদেরজন্যে (এ ব্যাপারে)

الْخِيَرَةُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

কোন এখতিয়ার | পবিত্র মহান | আল্লাহ | এবং | বহুউর্দ্ধে | (তা) হতে যা | তারা শিরক করছে

وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾

এবং | তোমাররব | জানেন | যা কিছু | লুকিয়েরাখে | তাদেরঅন্তরসমূহ | এবং | যাকিছু | তারাব্যক্তকরে

৬৬. তখন তারা এর কোন জবাব খুঁজে পাবে না এবং একজন অপর জনকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না।

৬৭. অবশ্য আজ যে তওবা করল ও ঈমান আনল এবং নেক আমল করল সে-ই এ আশা করতে পারে যে, সেদিনকার কল্যাণ লাভকারীদের মধ্যে সে শামিল হবে।

৬৮. তোমাদের রব পয়দা করেন যা কিছু চান এবং (তিনি নিজেই নিজের কাজের জন্যে যাকে ইচ্ছে) বাছাই করে নেন। এই বাছাই করে নেয়ার কাজ এই লোকদের করণীয় নয়। আল্লাহ পাক পবিত্র মহান, বহু উর্দ্ধে সেই শিরক হতে যা এই লোকেরা করে।

৬৯. তোমার রব জানেন যা কিছু এই লোকেরা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, আর যা কিছু এরা প্রকাশ করে।

وَ	هُوَ	اللّٰهُ	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ ؕ	لَهُ	الْحَمْدُ	فِي	الْاُوْلٰى
এবং	তিনিই	আল্লাহ	নাই	কোনইলাহ	ব্যতীত	তিনি	তাঁরই জন্যে	সব প্রশংসা	মধ্যে	দুনিয়ার

وَ	الْاٰخِرَةِ ز	وَ	لَهُ	الْحُكْمُ	وَ	اِلَيْهِ	تُرْجَعُوْنَ ۝٧٠	قُلْ
ও	আখেরাতে	এবং	তাঁরই জন্যে	কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব	এবং	তাঁরই দিকে	প্রত্যাবর্তিতহবে তোমরা	বল

اَرَءَيْتُمْ	اِنْ	جَعَلَ	اللّٰهُ	عَلَيْكُمُ	الَّيْلَ	سَرْمَدًا	اِلٰى	يَوْمِ
তোমরা কি ভেবে দেখেছ	যদি	করেদেন	আল্লাহ	তোমাদেরউপর	রাতকে	সুদীর্ঘ	পর্যন্ত	দিন

الْقِيٰمَةِ	مَنْ	اِلٰهٌ	غَيْرُ	اللّٰهِ	يَاْتِيْكُمْ	بِضِيَآءٍ ؕ	اَفَلَا
কিয়ামতের	কে (এমন আছে)	ইলাহ	ব্যতীত	আল্লাহ (যে)	তোমাদেরকে এনেদিতেপারে	আলোক	তবুও কি না

تَسْمَعُوْنَ ۝٧١	قُلْ	اَرَءَيْتُمْ	اِنْ	جَعَلَ	اللّٰهُ	عَلَيْكُمُ
তোমরা কর্ণপাত করবে	বল	তোমরা কি ভেবে দেখেছ	যদি	করে দেন	আল্লাহ	তোমাদের উপর

النَّهَارَ	سَرْمَدًا	اِلٰى	يَوْمِ	الْقِيٰمَةِ	مَنْ	اِلٰهٌ	غَيْرُ	اللّٰهِ
দিনকে	সুদীর্ঘ	পর্যন্ত	দিন	কিয়ামতের	কে (এমনআছে)	ইলাহ	ব্যতীত	আল্লাহ

يَاْتِيْكُمْ	بِلَيْلٍ	تَسْكُنُوْنَ	فِيْهِ ؕ	اَفَلَا	تُبْصِرُوْنَ ۝٧٢
তোমাদের(জন্যে) যে এনেদেবে	রাতকে	তোমরা(যেন) শান্তি পেতেপার	তারমধ্যে	তবুও কি না	তোমরা ভেবেদেখবে

৭০. তিনিই এক আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত পাবার যোগ্য অধিকারী নেই। তাঁর জন্যে প্রশংসা দুনিয়ায়ও এবং পরকালেও । শাসন-কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তাঁরই। আর তাঁরই নিকটে তোমাদের সকলকেই ফিরিয়ে আনা হবে।

৭১. (হে নবী। এই লোকদেরকে) বল তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছ যে, আল্লাহ যদি রাতকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর দীর্ঘ করে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারবে? তোমরা কি শুনতে পাও না?

৭২. তাদের জিজ্ঞাসা কর ,তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্যে দিন বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ রাত্রি এনে দিতে পারবে- যেন তোমরা শান্তি লাভ করতে পার? তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখনা?

আরবি	অর্থ
وَ	আর
مِنْ	হতে
رَّحْمَتِهٖ	তাঁর দয়া
جَعَلَ	তিনিসৃষ্টি করেছেন
لَكُمُ	তোমাদের জন্যে
الَّيْلَ	রাতকে
وَ	ও
النَّهَارَ	দিনকে
لِتَسْكُنُوْا	যেন তোমরা শান্তিপাও
فِيْهِ	তারমধ্যে
وَ	এবং
لِتَبْتَغُوْا	তোমরা যেন সন্ধান কর
مِنْ	হতে
فَضْلِهٖ	তাঁর অনুগ্রহ
وَ	আর (এভাবেই)
لَعَلَّكُمْ	তোমরা হয়তো
تَشْكُرُوْنَ ٧٣	শোকরগুজার হবে
وَ	আর
يَوْمَ	সেদিন (কেমনহবে যখন)
يُنَادِيْهِمْ	তিনি তাদেরকে ডাকবেন
فَيَقُوْلُ	অতঃপর বলবেন
اَيْنَ	কোথায়
شُرَكَآءِيَ	(তোমাদের বানান) আমার শরীকরা
الَّذِيْنَ	যাদেরকে
كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ٧٤	তোমরা ধারনা বিশ্বাস করতে (শরীকহিসেবে)
وَ	আর
نَزَعْنَا	আমরা বের করে আনব
مِنْ	হতে
كُلِّ	প্রত্যেক
اُمَّةٍ	উম্মত
شَهِيْدًا	একজন সাক্ষী
فَقُلْنَا	অতঃপর আমরা বলব
هَاتُوْا	তোমরা দাও
بُرْهَانَكُمْ	তোমাদের প্রমাণ
فَعَلِمُوْٓا	তারাজানবে তখন
اَنَّ	যে
الْحَقَّ	প্রকৃতসত্য (এটাই যে)
لِلّٰهِ	(ইলাহহওয়ারঅধিকার) আল্লাহরই
وَ	এবং
ضَلَّ	উধাও হয়েযাবে
عَنْهُمْ	তাদেরহতে
مَّا	যা
كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ٧٥	তারা উদ্ভাবন করত
اِنَّ	নিশ্চয়ই
قَارُوْنَ	কারূণ
كَانَ	ছিল
مِنْ	অর্ন্তভূক্ত
قَوْمِ	জাতির
مُوْسٰى	মূসার
فَبَغٰى	সে কিন্তু উদ্ধত্যপ্রকাশ করল
عَلَيْهِمْ ص	তাদেরই (জাতির) বিরুদ্ধে

ع ১৫ ১০

৭৩. সেই রবের রহমত ছিল বলেই তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিন বানিয়েছেন যেন তোমরা (রাত্রিতে) শান্তি লাভ করতে পার এবং (দিনের বেলা) তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।

৭৪. (এই লোকেরা যেন স্মরণ রাখে) সেই দিনটি, যখন তিনি এদেরকে ডেকে জিজ্ঞসা করবেন ," আমার সেই শরীক কোথায় তোমরা যার বিশ্বাস রাখতে?"

৭৫. আর আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী বের করে আনব এবং বলব ,"এখন তোমাদের দলীল পেশ কর"। তখন তারা জানতে পারবে যে, প্রকৃত সত্য আল্লাহরই দিকে। আর তাদের মনগড়া সব মিথ্যাই নিঃশেষে হারিয়ে যাবে।

রুকুঃ ৮

৭৬. এ সত্য কথা যে, কারুন মুসার জাতিরই এক ব্যক্তি ছিল। পরে সে নিজের জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেল।

وَ اٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ

আর | তাকেআমরা দিয়ে ছিলাম | ধনভান্ডারসমূহ | যা (এমন ছিলযে) | নিশ্চয়ই | তার চাবীগুলো | অবশ্যই বোঝানুয়েদিত | একদললোককে (যারাছিল)

اُولِى الْقُوَّةِ ق اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ

অধিকারী | শক্তির | যখন | বলেছিল | তাকে | তারজাতির লোকেরা | না | আনন্দে আত্মহারা হয়ো | নিশ্চয়ই | আল্লাহ

لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۝٧٦ وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ

না | ভালবাসেন | আনন্দে আত্মহারাদেরকে | এবং | পাওয়ার চেষ্টা কর | তাদিয়ে যা | (অর্থাৎ ধনসম্পদ) তোমাকেদিয়েছেন | আল্লাহ

الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

ঘর | আখেরাতের | তবে | না | ভুলো | তোমারঅংশ | মধ্যেকার | দুনিয়ার

وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ

এবং | অনুগ্রহকর (অপরেরপ্রতি) | যেমন | অনুগ্রহ করেছেন | আল্লাহ | তোমারপ্রতি | এবং | না | অন্বেষণ কর | ফাসাদ

فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٧٧

মধ্যে | পৃথিবীর | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | পছন্দকরেন | বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে

আর আমরা তাকে এত বেশী ধন-সম্পদ দিয়ে রেখেছিলাম যে, এক দল শক্তিশালী লোকের পক্ষে তার চাবিগুলো বহনকরা কষ্টকর হত। একবার যখন তার জাতির লোকেরা তাকে বলল, " আনন্দে আত্মহারা হয়োনা, যারা আনন্দে আত্মহারা হয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

৭৭. আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তাদ্বারা পরকালের ঘর বানাবার চিন্তা কর, অবশ্য দুনিয়া হতেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলোনা। তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করোনা; আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না"।
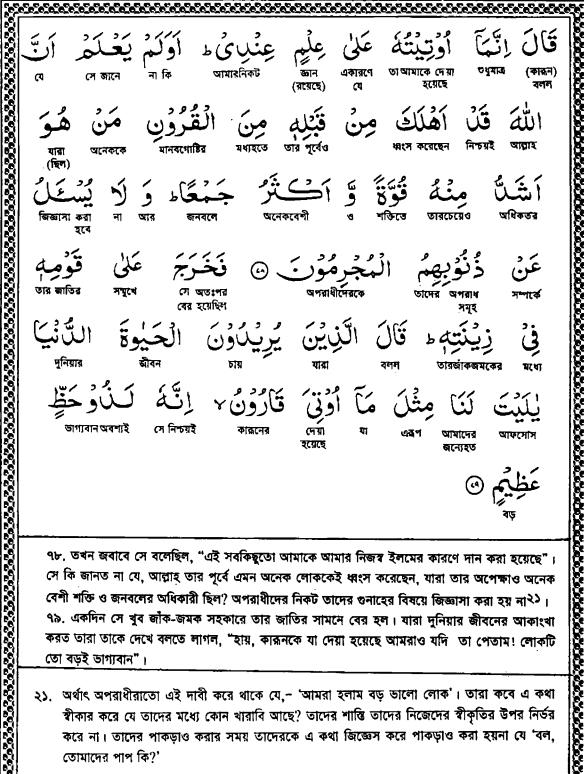
৭৮. তখন জবাবে সে বলেছিল, "এই সবকিছুতো আমাকে আমার নিজস্ব ইলমের কারণে দান করা হয়েছে"। সে কি জানত না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে এমন অনেক লোককেই ধ্বংস করেছেন, যারা তার অপেক্ষাও অনেক বেশী শক্তি ও জনবলের অধিকারী ছিল? অপরাধীদের নিকট তাদের গুনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় না[২১]।
৭৯. একদিন সে খুব জাঁক-জমক সহকারে তার জাতির সামনে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবনের আকাংখা করত তারা তাকে দেখে বলতে লাগল, "হায়, কারূনকে যা দেয়া হয়েছে আমরাও যদি তা পেতাম! লোকটি তো বড়ই ভাগ্যবান"।

২১. অর্থাৎ অপরাধীরাতো এই দাবী করে থাকে যে,- 'আমরা হলাম বড় ভালো লোক'। তারা কবে এ কথা স্বীকার করে যে তাদের মধ্যে কোন খারাবি আছে? তাদের শাস্তি তাদের নিজেদের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না। তাদের পাকড়াও করার সময় তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞেস করে পাকড়াও করা হয়না যে 'বল, তোমাদের পাপ কি?'
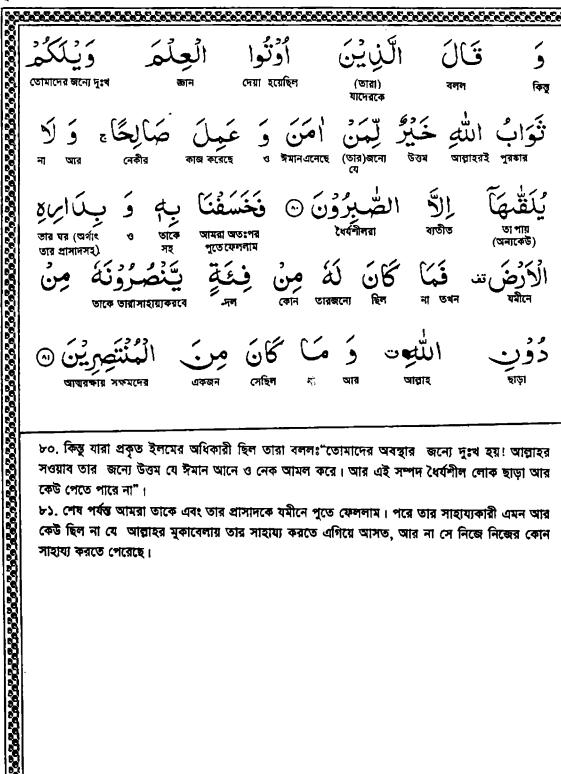
৮০. কিন্তু যারা প্রকৃত ইলমের অধিকারী ছিল তারা বললঃ"তোমাদের অবস্থার জন্যে দুঃখ হয়! আল্লাহর সওয়াব তার জন্যে উত্তম যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আর এই সম্পদ ধৈর্যশীল লোক ছাড়া আর কেউ পেতে পারে না"।

৮১. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার প্রাসাদকে যমীনে পুতে ফেললাম। পরে তার সাহায্যকারী এমন আর কেউ ছিল না যে আল্লাহর মুকাবেলায় তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসত, আর না সে নিজে নিজের কোন সাহায্য করতে পেরেছে।

৮২. এখন সেই লোকেরাই– যারা কাল পর্যন্ত তারই মতো মর্যাদা কামনা করছিল– বলতে লাগল, " বড়ই আফসোসের বিষয়! আমরা একথা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার রেযক চান প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা হয় পরিমিত মাত্রায় দেন। আল্লাহ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন তা হলে আমাদেরকেও যমীনে নিমজ্জিত করে দিতেন। কাফেররা যে কল্যাণ পেতে পারে না, দুঃখের বিষয়, তা আমাদের স্মরণই ছিল না"।

রুকুঃ ৯

৮৩. পরকালের ঘরতো[২২] আমরা সেই সব লোকের জন্যেই বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করে দিব, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যেই।

২২. অর্থাৎ জান্নাত যা প্রকৃত সাফল্যের স্থান।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج وَ مَنْ

যে | নিয়েআসবে | সৎকর্ম | অতঃপর তারজন্যেরয়েছে | উত্তম (প্রতিফল) | তা অপেক্ষা (বেশী) | আর | যে

جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ

আসবে | মন্দকর্ম সহ | অতঃপর না | প্রতিফল দেয়া হবে | (তাদেরকে) যারা | করেছে | মন্দকর্মসমূহ

اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ

এব্যতীত | যা | তারা কাজ করত | (হে নবী) নিশ্চয়ই | যিনি | ফরজ করেছেন

عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ط قُلْ رَّبِّىْٓ

তোমারউপর | (এই) কোরআন | তোমাকে অবশ্যই পৌছে দিবেন | পর্যন্ত | (কল্যাণকর) পরিণতি | বল | আমাররব

اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ

খুবজানেন | কে | এসেছে | হেদায়াতসহ | আর | কে | সে | মধ্যে | বিভ্রান্তির

مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

সুস্পষ্ট

৮৪. যে কেউ ভাল আমল নিয়ে আসবে তার জন্যে তা অপেক্ষা উত্তম ফল রয়েছে, আর যে খারাব আমল নিয়ে আসবে সে সম্পর্কে কথা এই যে, খারাব আমলকারীদের জন্যে সে রকমই প্রতিফল দেয়া হবে যে রকমের আমল তারা করছিল।

৮৫. হে নবী! নিশ্চিত জেনো যিনি এই কুরআন তোমার উপর ফরয করেছেন[২৩] তিনি তোমাকে এক পরম কল্যাণময় পরিনতিতে অবশ্যই পৌছাবেন। এই লোকদের বলে দাও, "আমার রব খুব ভাল ভাবেই জানেন, হেদায়াত নিয়ে কে এসেছে, আর সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিতই বা কে?"

২৩. অর্থাৎ এই কুরআনকে আল্লাহর বান্দাদের পর্যন্ত পৌছানোর, তাদেরকে এর শিক্ষা দেবার, ও এর নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে দুনিয়াবাসীদের সংস্কার-সংশোধন করার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।
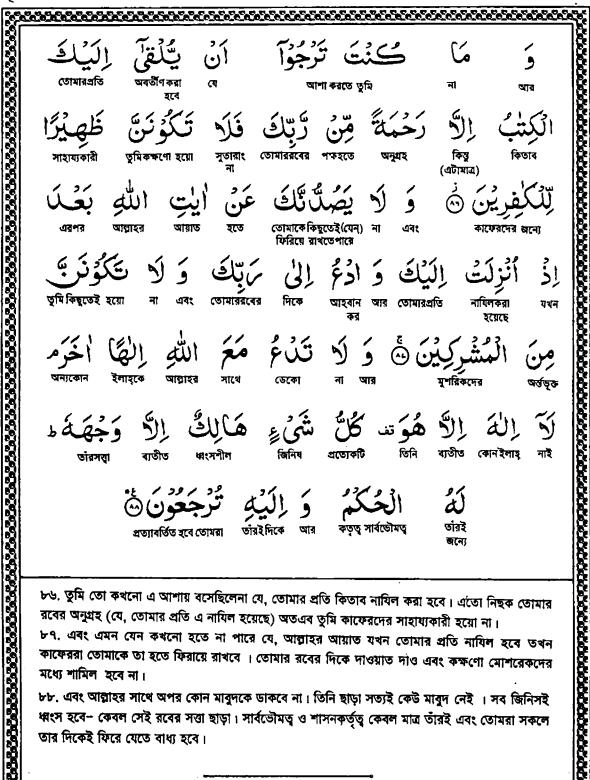
৮৬. তুমি তো কখনো এ আশায় বসেছিলেনা যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। এ তো নিছক তোমার রবের অনুগ্রহ (যে, তোমার প্রতি এ নাযিল হয়েছে) অতএব তুমি কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

৮৭. এবং এমন যেন কখনো হতে না পারে যে, আল্লাহর আয়াত যখন তোমার প্রতি নাযিল হবে তখন কাফেররা তোমাকে তা হতে ফিরায়ে রাখবে । তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও এবং কক্ষণো মোশরেকদের মধ্যে শামিল হবে না।

৮৮. এবং আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদকে ডাকবে না। তিনি ছাড়া সত্যই কেউ মাবুদ নেই । সব জিনিসই ধ্বংস হবে- কেবল সেই রবের সত্তা ছাড়া। সার্বভৌমত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব কেবল মাত্র তাঁরই এবং তোমরা সকলে তার দিকেই ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

সূরা আল আন্‌কাবুত

নামকরণ

এ সূরায় চতুর্থ রুকু'র আয়াতঃ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت থেকে নাম গৃহীত। আয়াতে উল্লেখিত 'আনকাবুত' শব্দটি এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ, এ সেই সূরা যাতে 'আন্‌কাবুত' শব্দটি উল্লখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৫৬–৬০ আয়াত হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ সূরাটি মুসলমানদের হাবশায় হিজরত করার কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতে বলা বিষয়াদি হতে এবং আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ হতেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়; কেননা পটভূমিকায় সেই সময়কালীন অবস্থারই স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এতে মুনাফেকদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। কেবল এ কারণে কোন কোন তফসীরকার মনে করেছেন যে, এ সূরার প্রাথমিক দশটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, অবশিষ্ট আয়াতসমূহ মক্কায়; কেননা, মুনাফেক তো মক্কায় নয়, মদীনায় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা এ সূরায় যে লোকদের মুনাফেকীর কথা বলা হয়েছে তারা তো সেই মুনাফেক যারা কাফেরদের যুলম-অত্যাচার এবং কঠিন দুঃসহ দৈহিক নির্যাতনের ভয়ে মুনাফেকী আচরণ অবলম্বন করেছিল। আর এ ধরণের মুনাফেকী মক্কাতেই হতে পারতো, মদীনায় নয়। অপর কিছু তফসীরকার এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বলা হয়েছে দেখে এ সূরাটি মক্কী জীবনের সর্বশেষ সূরা বলে মনে করেছেন। অথচ মদিনার দিকে হিজরত করার পূর্বে মুসলমানরা তো হাবশার দিকে হিজরত করেছিলেন। এ সব ধারণার মূলে কোন হাদীসের বর্ণনা নেই। সূরাটিতে বলা বিষয়াদির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই এসব ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরাটির সম্পূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে ও সর্বাত্মক দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, সূরাটির ভিতরকার সাক্ষ্য-প্রমাণ হতেই এ মক্কী জীবনের শেষ সূরা নয়– হাবশায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ বলেই প্রমাণিত হবে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি পড়ার সময় মনে হয় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিল তখন মক্কা শরীফে মুসলমানদের উপর খুব কঠিন বিপদ এসেছিল ও কঠোর নির্যাতন চালান হচ্ছিল। কাফেররা পূর্ণ শক্তিতে-ইসলামের বিরোধিতা করেছিল। যারা ঈমান আনতো কাফেরা তাদের উপর খুবই যুলম-নির্যাতন চালাত। এরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন। এর মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা একদিকে সত্যিকার নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের মধ্যে দৃঢ়-সংকল্প, সাহস-হিম্মত ও অনমনীয় মনোভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, আর অপর দিকে দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে লজ্জা দিতে চেয়েছেন। সেই সংগে মক্কার কাফেরদেরকেও কঠোর ভাষায় শাসন করা হয়েছে এই বলে যে, প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধবাদীরা চিরকাল এ অপরাধের দরুন যে মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তারা যেন নিজেদের জন্যে সেই পরিণতিকে আহবান না জানায়।

সে সময় যুবকদের মনে যে সব প্রশ্ন জাগতো এ প্রসংগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন, তাদের পিতা-মাতা তাদের উপর চাপ দিত যে, তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগ ত্যাগ কর ও আমাদের ধর্মের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। যে কুরআনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ, সে কুরআনও তো পিতা-মাতার হক সবচাইতে বেশী বলে ঘোষণা করেছে। কাজেই এখন আমরা যা কিছু বলি, তা মেনে নাও। অন্যথায় তোমরা নিজেরাই নিজেদের ঈমানের বিপরীত কাজ করে বসবে। অষ্টম আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে। কোন কোন নও-মুসলিমকে তার কবীলার লোকেরা বলেছিল যে, আযাব আর সওয়াব যাই হোক না কেন তা আমাদের মাথায়, তোমরা আমাদের কথা শোন ও মান। তোমরা এ ব্যক্তি (হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-কে) ত্যাগ কর। আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করলে আমরা নিজেরা অগ্রসর হয়ে বলব, জনাব! এ বেচারাদের কোন দোষ নেই, আমরাই এদের ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। কাজেই ধরতে হলে আমাদেরকে ধরুন। এ সমস্যার জবাব দেয়া হয়েছে ১২-১৩নং আয়াতে।

এ সূরায় যেসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও বেশীর ভাগ এ কথা ফুটে উঠেছে যে, অতীত কালের নবী-রসূলগণকে দেখ, তাদের উপর কি সব কঠিন-কঠোর মুসীবত আপতিত হয়েছে এবং কত দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের উপর নির্যাতন চলেছে! শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার তরফ হতে তাদের প্রতি সাহায্য নেমে আসে। কাজেই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। তবে কঠিন পরীক্ষার একটা পর্যায় অতিবাহিত করা একান্তই আবশ্যক। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষাদানের সংগে সংগে মক্কার কাফেরদেরকেও এ কাহিনী সমূহে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দিক হতে পাকড়াও করায় যদি দেরি হয়ে থাকে, তবে পাকড়াও কখনই হবে না -এ কথা মনে করো না। অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। তা দেখে নিশ্চিত বুঝতে পার যে, শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্য বিপর্যস্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে সাহায্যও করেছেন। মুসলমানদেরকে আরও হেদায়াত করা হয়েছে যে, যুলম ও নির্যাতন যদি তোমাদের পক্ষে একান্ত অসহ্যই হয়ে থাকে, তবে ঈমানত্যাগ করার পরিবর্তে ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে চলে যাও। আল্লাহর দুনিয়া তো বিশাল বিস্তীর্ণ। যেখানেই নির্বিঘ্নে আল্লাহর বন্দেগী করতে পারবে সেখানেই চলে যাও। এসব কথা বলার সংগে সংগে কাফেরদেরকে বুঝাবার কাজটিও করা হয়েছে। তওহীদ ও পরকাল-এ দুটো মহা-সত্যকেও দলীল-প্রমাণ দিয়ে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিরক-এর প্রতিবাদ করা হয়েছে, তার বাতুলতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর বিশ্ব-প্রকৃতির নিদর্শনাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, এসব নিদর্শন আমাদের নবীর প্রদত্ত যাবতীয় শিক্ষার সত্যতাই তোমাদের সামনে প্রমাণিত করছে।

رُكُوْعَاتُهَا ٧ — সাত তার রুকু(সংখ্যা)

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ (٢٩) — মক্কী আল-আনকাবুত সূরা (২৯)

اٰيَاتُهَا ٦٩ — উনষাট তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓمّٓ (١) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا

আলিফ লাম, মীম | মনে করেছে কি | লোকেরা | যে | তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে | (এ কথায়) যে | তারা বলবে

اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (٢) وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ

"আমরা ঈমান এনেছি" | আর | তাদেরকে | না | পরীক্ষা করা হবে | অথচ | নিশ্চয়ই | আমরা পরীক্ষা করেছি | (তাদেরকে) যারা

قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ

তাদের পূর্বে (ছিল) | অতএব অবশ্যই জেনে নিবেন | আল্লাহ (বাস্তব ময়দানে) | (তাদেরকে) যারা | সত্য বলেছে | আর | জেনে নিবেন অবশ্যই (বাস্তব ময়দানে)

الْكٰذِبِيْنَ (٣)

মিথ্যাবাদীদেরকে

রুকু-১

১. আলিফ- লাম মীম;

২. লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এ টুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

৩. অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সাচ্চা আর কে ঝুটা!

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ أَنْ

কি মনেকরেছে (তারা) যারা কাজকরেছে মন্দ যে

يَّسْبِقُوْنَا ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝٤ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ

আমাদেরকে তারা ছাড়িয়েযাবে কতখারাব যা তারা ফয়সালাকরেছে যে কামনাকরে সাক্ষাত

اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ط وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٥

আল্লাহর (সে জানুক) নিশ্চয়ই নির্ধারিতসময় আল্লাহর অবশ্যই আসবে এবং তিনিই সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন

وَ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ

এবং যে সংগ্রাম সাধনাকরে শুধুমাত্র সে সংগ্রাম-সাধনা করে নিজেরজন্যে তার নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই মুখাপেক্ষীহীন

عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦

হতে বিশ্ববাসী

৪. যেসব লোক [১] খারাব কাজ করছে তারা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? তারা খুব ভুল ও খারাব ফয়সালাই করছে!

৫. যে কেউ আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আশা পোষণ করে (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।

৬. যে কেউ সংগ্রাম করবে সে নিজেরই কল্যাণের জন্যে করবে[২]। আল্লাহ নিঃসন্দেহে দুনিয়াজাহানের কারও মুখাপেক্ষী নন [৩]।

১. কথার ধরণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'যে সব' লোক বলতে যালেমদের বুঝানো হচ্ছে যারা ঈমান আনায়নকারীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছিল এবং ইসলামের দাওয়াতের ক্ষতি সাধনের জন্যে বড় বড় অপকৌশল অবলম্বন করছিল।

২. 'সংগ্রাম-সাধনা' অর্থ কাফেরদের মোকাবেলায় সত্য-দ্বীনের পতাকা উচু করা ও উচু রাখার জন্য জীবন-পণ প্রচেষ্টা চালানো।

৩. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা তোমাদের কাছে এই সংগ্রাম-সাধনার দাবী এজন্যে করছে না যে তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন- মায়াজাল্লাহ- এর জন্যে আটকে আছে; বরং এ তোমাদের নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়।

وَ — এবং
الَّذِيْنَ — যারা
اٰمَنُوْا — ঈমানআনে
وَ — ও
عَمِلُوا — কাজ করে
الصّٰلِحٰتِ — নেকীর

لَنُكَفِّرَنَّ — আমরা অবশ্যই মিটিয়েদেব
عَنْهُمْ — তাদের হতে
سَيِّاٰتِهِمْ — তাদের দোষগুলো
وَ — এবং
لَنَجْزِيَنَّهُمْ — তাদেরকে অবশ্যই আমরাপ্রতিফলদেব
اَحْسَنَ — অতি উত্তম
الَّذِىْ — (বদলে) যা

كَانُوْا — করতেছিল
يَعْمَلُوْنَ ⑦ — তারা কাজ
وَ — এবং
وَصَّيْنَا — আমরা নির্দেশ দিয়েছি
الْاِنْسَانَ — মানুষকে
بِوَالِدَيْهِ — তার পিতা-মাতারপ্রতি

حُسْنًا ط — উত্তম (ব্যবহারের)
وَ — কিন্তু
اِنْ — যদি
جَاهَدٰكَ — তোমাকে চাপদেয় দু'জনে
لِتُشْرِكَ — তুমিযেন শিরককর
بِىْ — আমার সাথে
مَا — যার
لَيْسَ — নাই
لَكَ — তোমার

بِهٖ — সে সম্পর্কে
عِلْمٌ — কোনজ্ঞান
فَلَا — তাহলে না
تُطِعْهُمَا ط — তাদের দুয়ের আনুগত্যকরো
اِلَىَّ — আমারই দিকে
مَرْجِعُكُمْ — তোমাদের প্রত্যাবর্তন (হবে)
فَاُنَبِّئُكُمْ — তোমাদেরকে তখন আমি জানিয়েদেব
بِمَا — যা কিছু
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑧ — তোমরা কাজ করতে

৭. আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের দোষগুলি আমরা তাদের হতে দূর করে দেব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দান করব।

৮. আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মাবুদকে) শরীক বানানোর জন্যে– যাকে তুমি(আমার শরীক বলে) জান না– তোমার উপর চাপ দেয়, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না [৪]। আমারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব যে, তোমরা কি করতেছিলে।

৪. মক্কায় যে তরুনরা ঈমান এনেছিল তাদের মাতা-পিতা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল যেন তারা ঈমান থেকে ফিরে আসে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার অধিকার নিজ স্থানে আছে। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে সন্তানকে বিরত রাখার অধিকার তাদের নেই।

৯. আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদেরকে আমরা অবশ্যই সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে শামিল করব।

১০. লোকদের মধ্যে কেউ এরূপ আছে যে বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন আল্লাহর ব্যাপারে নির্যাতিত হলো, তখন লোকদের আরোপিত পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মত মনে করল, এখন যদি তোমার রবের তরফ হতে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তা হলে এ সব ব্যক্তিই বলবে, "আমরা তো তোমাদের সংগেই ছিলাম" দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা কি আল্লাহর খুব ভাল ভাবে জানা নেই?

১১. আর আল্লাহকে তো যাচাই করে দেখতেই হবে, কে ঈমানদার, আর কে মুনাফেক।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
قَالَ	বলে
الَّذِينَ	যারা
كَفَرُوا	কুফরীকরেছে
لِلَّذِينَ	(তাদের)কে যারা
آمَنُوا	ঈমানএনেছে
اتَّبِعُوا	তোমরা অনুসরণকর
سَبِيلَنَا	আমাদেরপথকে
وَ	আর
لْنَحْمِلْ	আমরাঅবশ্যই বহনকরব
خَطٰيٰكُمْ	তোমাদেরত্রুটিগুলোর (পাপরাশীকে)
وَ	কিন্তু
مَا	না
هُمْ	তারা
بِحٰمِلِينَ	বহনকারীহবে
مِنْ	হতে
خَطٰيٰهُمْ	তাদেরত্রুটিগুলোর (পাপরাশী)
مِّنْ	কোন
شَيْءٍ	কিছুই
إِنَّهُمْ	তারানিশ্চয়ই
لَكٰذِبُونَ	মিথ্যাবাদী অবশ্যই
وَ	এবং
لَيَحْمِلُنَّ	তারা অবশ্যই বহনকরবেই
أَثْقَالَهُمْ	তাদের বোঝা সমূহকে
وَ	এবং
أَثْقَالًا	বোঝাসমূহকে (অন্যঅনেক)
مَّعَ	সাথে
أَثْقَالِهِمْ	তাদের বোঝাসমূহের
وَ	এবং
لَيُسْـَٔلُنَّ	তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করাহবে
يَوْمَ	দিনে
الْقِيٰمَةِ	কিয়ামতের
عَمَّا	ঐসম্পর্কে যা
كَانُوا يَفْتَرُونَ	তারা মিথ্যা রচনাকরে আসছে
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়ই
أَرْسَلْنَا	আমরাপ্রেরণকরে ছিলাম
نُوحًا	নূহকে
إِلٰى	প্রতি
قَوْمِهِ	তার জাতির
فَلَبِثَ	সে অতঃপর অবস্থানকরেছিল
فِيهِمْ	তাদের মধ্যে
أَلْفَ	একহাজার
سَنَةٍ	বছর
إِلَّا	কম
خَمْسِينَ	পঞ্চাশ
عَامًا	বছর (অর্থাৎ সাড়ে নয়শত বছর)

১২. এই কাফের লোকেরা ঈমানদার লোদেরকে বলে, তোমরা আমাদের রীতি-নীতি মেনে চল, আর তোমাদের ত্রুটি গুলিকে আমরা নিজেদের উপর চাপিয়ে নিব। অথচ তাদের ত্রুটি-অপরাধের মধ্যে কিছুই তারা নিজেদের উপর গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না। তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা বলে।

১৩. তবে তারা নিজেদের পাপের বোঝা অবশ্যই বহন করবে, আর নিজেদের বোঝার সংগে আরও অনেক বোঝাও[৫]। কেয়ামতের দিন নিঃসন্দেহে তাদের এই সব মিথ্যা রচনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যা তারা এখন করছে।

রুকু-২

১৪. আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি এবং সে পঞ্চাশ কম এক হাজার বৎসর কাল তাদের মধ্যে অবস্থান করেছে।

৫. অর্থাৎ একটি বোঝা নিজে পথভ্রষ্ট হওয়ার ও দ্বিতীয় বোঝা অন্যদের পথভ্রষ্ট করার বা পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করার জন্য।

فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ

অতঃপর গ্রাসকরেছিল তাদেরকে প্লাবন এ অবস্থায় যে তারাছিল যালেম তাকে আমরা অতঃপর রক্ষাকরলাম এবং

اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَ جَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾ وَ اِبْرٰهِيْمَ

সাথীদেরকে (অর্থাৎ আরোহীদেরকেও) নৌকার এবং তা আমরাকরেছি একটি নিদর্শন বিশ্ববাসীদের জন্যে এবং (স্মরণ কর) ইবরাহীমের (কথা)

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

যখন সে বলেছিল তারজাতিকে তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর এবং তাঁকেই ভয়কর এটাই উত্তম তোমাদের জন্যে

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

যদি তোমরাজানতে মূলত তোমরা ইবাদতকরছ ব্যতীত আল্লাহ

اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ

মূর্তিগুলোকে এবং তোমরা উদ্ভাবনকরছ মিথ্যা নিশ্চয়ই যাদেরকে তোমরা ইবাদত করছ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

ব্যতীত আল্লাহ না তারা ক্ষমতা রাখে তোমাদের জন্যে রিযক (দেওয়ার) সুতরাং তোমরাচাও নিকট আল্লাহর

الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوْهُ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

রিযক এবং তাঁরইতোমরাইবাদত কর এবং তোমরা শোকর কর তাঁরই তারইদিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ফেলল এমন অবস্থায় যে, তারা ছিল যালেম।

১৫. পরে নূহকে ও নৌকাওয়ালাদেরকে আমরা বাচিয়ে দিলাম এবং তা দুনিয়াবাসীর জন্যে শিক্ষা গ্রহণের একটি নিদর্শন বানিয়ে দিলাম [৬]।

১৬. আর ইবরাহীমকেও পাঠিয়েছি; যখন সে তার জাতির লোকদেরকে বলল, "আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাকে ভয় কর । এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জান ও বোঝ।

১৭. তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদের পূঁজা করছ তারা তো শুধু মূর্তি। আর তোমরা একটি মিথ্যা রচনা করছ। আসলে আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা-উপসনা তোমরা করছ তারাতো তোমাদেরকে কোন রেযক দেয়ার ক্ষমতাও রাখেনা । আল্লাহর নিকট রেযক চাও, তাঁরই বন্দেগী করে চল এবং তাঁর শোকর কর, তোমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

৬. অর্থাৎ সেই নৌকাকে, যা নূহ (আঃ)-এর জাতির উপর অবতীর্ণ আযাবের এই ঘটনাকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিদর্শন স্বরূপ করা হয়েছে।

وَ اِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَ مَا عَلَى
আর যদি তোমরা মিথ্যা আরোপ কর তবে নিশ্চয়ই মিথ্যারোপ করেছিল (অনেক) জাতি তোমাদের পূর্বেও আর না উপর

الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۸﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ
(দায়িত্ব) রসূলের এব্যতীত যে পৌঁছান সুস্পষ্টভাবে কি নাই তারা লক্ষ্য করে কিভাবে

يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى
অস্তিত্ব দেন আল্লাহ সৃষ্টিকে এরপর তা পুনঃসৃষ্টি করেন নিশ্চয়ই এটা জন্যে

اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ
আল্লাহর সহজ বল তোমরা ভ্রমন কর মধ্যে পৃথিবীর অতঃপর লক্ষ্য কর কিভাবে

بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ
তিনিসূচনা করেছেন সৃষ্টির এরপর আল্লাহ সৃষ্টিকরবেন সৃষ্টি আরএকবার নিশ্চয়ই

اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ
আল্লাহ উপর সব কিছুর ক্ষমতাবান শাস্তি দেবেন যাকে চাবেন

وَ يَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿۲۱﴾
ও অনুগ্রহ করবেন যাকে ইচ্ছেকরবেন এবং তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

---

১৮. আর তোমরা যদি অমান্য করই তাহলে তোমাদের পূর্বেও বহু জাতিই এভাবে অমান্য করেছে। আর রসূলের উপর স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই"।

১৯. এই লোকেরা কি কখনো লক্ষ্য করে দেখেও না, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, পরে তারই পুনরাবর্তন করেন? নিঃসন্দেহে তা (পুনরাবর্তন) আল্লাহর পক্ষে তো অতীব সহজ কাজ ।

২০. তাদেরকে বল যে, তোমরা পৃথিবীতে চলাফেরা কর, আর লক্ষ্য করে দেখ যে, তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন। পরে আল্লাহ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুই করার ক্ষমতাশালী।

২১. যাকে চাবেন শাস্তি দেবেন; আর যার প্রতি ইচ্ছা দয়া ও অনুগ্রহ দান করবেন। তোমরা তারই দিকে ফিরে যাবে।

وَ مَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ ۚ وَ مَا

এবং না তোমরা (আল্লাহকে)অক্ষমকারী (না) মধ্যে পৃথিবীর আর না মধ্যে আসমানের এবং না (আছে)

لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿٢٢﴾ وَ الَّذِيْنَ

তোমাদের জন্যে ব্যতীত আল্লাহ কোন অভিভাবক আর না (আছে) কোনসাহায্যকারী এবং যারা

كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ لِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ

অস্বীকার করেছে নিদর্শন সমূহকে আল্লাহর ও তাঁর সাক্ষাতের ঐ সব লোক নিরাশহয়েছে হতে আমার রহমত

وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ

আর ঐসবলোক তাদেরজন্যে রয়েছে শাস্তি বড়ই কষ্টকর অতঃপর না থাকল জওয়াব তার জাতির

اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ

এব্যতীত যে তারা বলল তাকে হত্যাকর অথবা তাকে অগ্নিদগ্ধকর তাকে অতঃপর রক্ষা করলেন আল্লাহ হতে

النَّارِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

আগুন নিশ্চয়ই মধ্যে আছে এর অবশ্যই নিদর্শনাবলী লোকদেরজন্যে (যারা) ঈমানআনে

---

২২. তোমরা আল্লাহকে না পৃথিবীতে কাতর ও অক্ষম করে দিতে পার, না আসমানে; আর আল্লাহর (হাত) হতে বাঁচবার জন্যে কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী তোমাদের জন্যে নেই।

রুকু-৩

২৩. যে সব লোক আল্লাহর আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত হবার কথা অস্বীকার করেছে, তারা আমার রহমত হতে নিরাশ হয়েছে[৭]। আর তাদের জন্যে অতীব পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে।

২৪. অতঃপর ইবরাহীমের জাতির লোকদের জবাব এছাড়া আর কিছু ছিলনা যে, তারা বলল, "হত্যা কর তাকে কিংবা জ্বালিয়ে মারো তাকে"। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁকে আগুন হতে বাঁচিয়ে নিলেন। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান আনবে।

---

৭. অর্থাৎ আমার রহমতের মধ্যে তাদের কোন অংশ নেই। তাদের জন্য এ বিষয়ের কোন অবকাশ নেই যে, তারা আমার রহমত থেকে অংশ পাওয়ার আশা রাখতে পারে। যখন তারা পরকালকেই অস্বীকার করেছে এবং তাদের কখনো আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে– একথা যখন তারা স্বীকার করেনা, তখন তার অর্থই হচ্ছে তারা আল্লাহর কৃপা, দান ও ক্ষমার সংগে কোন আশার সম্বন্ধ আদৌ যুক্ত রাখেনি।
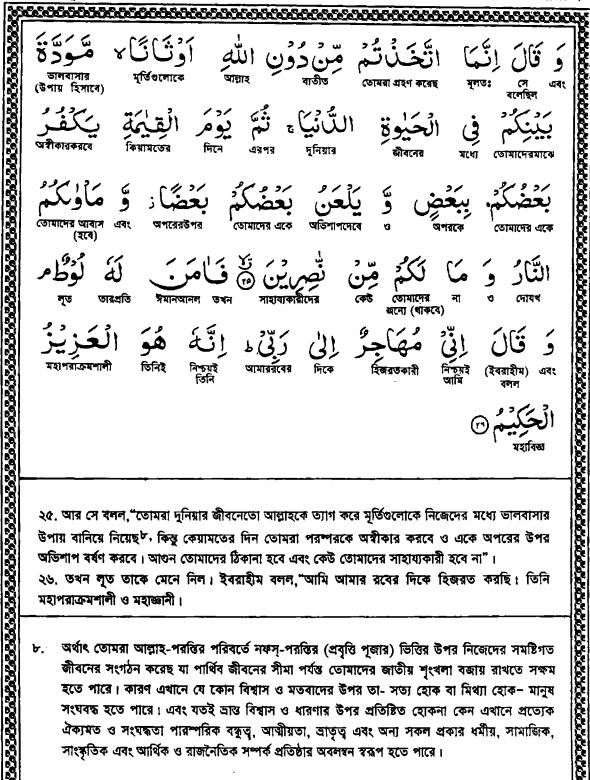
২৫. আর সে বলল,"তোমরা দুনিয়ার জীবনেতো আল্লাহকে ত্যাগ করে মূর্তিগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভালবাসার উপায় বানিয়ে নিয়েছ[৮], কিন্তু কেয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার করবে ও একে অপরের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে। আগুন তোমাদের ঠিকানা হবে এবং কেউ তোমাদের সাহায্যকারী হবে না"।

২৬. তখন লূত তাকে মেনে নিল। ইবরাহীম বলল,"আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

৮. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ-পরস্তির পরিবর্তে নফস্-পরস্তির (প্রবৃত্তি পূজার) ভিত্তির উপর নিজেদের সমষ্টিগত জীবনের সংগঠন করেছ যা পার্থিব জীবনের সীমা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় শৃংখলা বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে। কারণ এখানে যে কোন বিশ্বাস ও মতবাদের উপর তা- সত্য হোক বা মিথ্যা হোক- মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পারে। এবং যতই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হোকনা কেন এখানে প্রত্যেক ঐক্যমত ও সংঘবদ্ধতা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্য সকল প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অবলম্বন স্বরূপ হতে পারে।
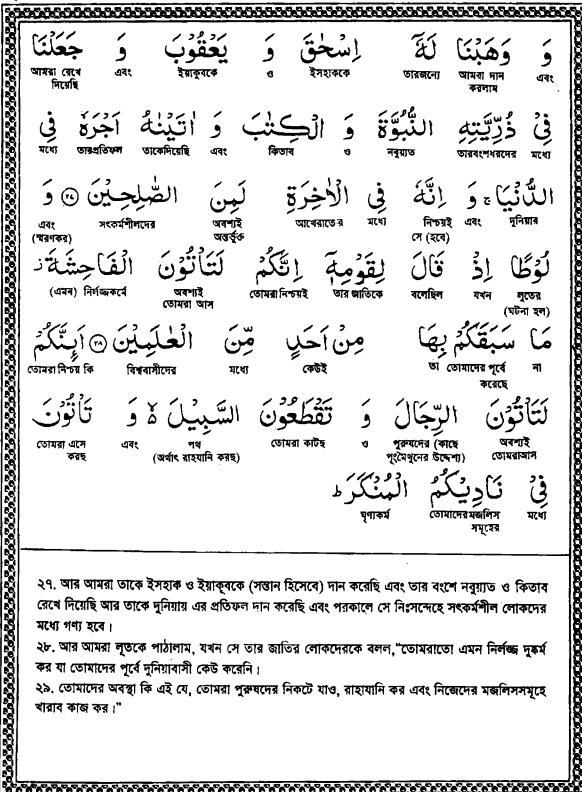
২৭. আর আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে (সন্তান হিসেবে) দান করেছি এবং তার বংশে নবুয়্যাত ও কিতাব রেখে দিয়েছি আর তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিফল দান করেছি এবং পরকালে সে নিঃসন্দেহে সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

২৮. আর আমরা লূতকে পাঠালাম, যখন সে তার জাতির লোকদেরকে বলল,"তোমরাতো এমন নির্লজ্জ দুষ্কর্ম কর যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়াবাসী কেউ করেনি।

২৯. তোমাদের অবস্থা কি এই যে, তোমরা পুরুষদের নিকটে যাও, রাহাযানি কর এবং নিজেদের মজলিসসমূহে খারাব কাজ কর।"

فَمَا	كَانَ	جَوَابَ	قَوْمِهٖٓ	اِلَّآ	اَنْ
অতঃপর না	থাকল	জবাব	তারজাতির	এ ব্যতীত	যে

قَالُوا	ائْتِنَا	بِعَذَابِ	اللّٰهِ	اِنْ	كُنْتَ	مِنَ
তারা বলল	আমাদেরকে এনেদাও	শাস্তি	আল্লাহর	যদি	তুমি হয়েথাক	অন্তর্ভূক্ত

الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾	قَالَ	رَبِّ	انْصُرْنِيْ	عَلَى	الْقَوْمِ
সত্যবাদীদের	সে বলেছিল	হে আমাররব	আমাকে সাহায্যকর	উপর	লোকদের

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾	وَ	لَمَّا	جَآءَتْ	رُسُلُنَآ	اِبْرٰهِيْمَ
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী	এবং	যখন	আসল	আমাদের প্রেরিত (ফেরেশতারা)	ইবরাহীমের (নিকট)

بِالْبُشْرٰى	قَالُوْٓا	اِنَّا	مُهْلِكُوْٓا	اَهْلِ	هٰذِهِ	الْقَرْيَةِ
সুসংবাদসহ	তারাবলল	নিশ্চয়ই আমরা	ধ্বংস করব	এই	অধীবাসীদেরকে	জনপদের

اِنَّ	اَهْلَهَا	كَانُوْا	ظٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾	قَالَ	اِنَّ	فِيْهَا	لُوْطًا
নিশ্চয়ই	তার অধিবাসীরা	ছিল	যালেম	(ইবরাহীম) বলল	নিশ্চয়ই	তারমধ্যে (আছে)	লূত

অতঃপর তার জাতির নিকট কোন জবাব রইল না এ বলা ছাড়া যে, তারা বলল,"নিয়ে এস তোমার আল্লাহর আযাব, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

৩০. লূত বলল,"হে আমার রব, এই বিপর্যয়কারী লোকদের মোকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর"।

রুকু-৪

৩১. আর আমার প্রেরিতরা যখন ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে পৌছল, তখন তারা তাকে বললঃ "আমরা এই জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেব [৯]। এখানকার লোকেরা বড় যালেম হয়ে গেছে"।

৩২. ইবরাহীম বলল,"সেখানেতো লূতও বাস করে।"

৯. 'এই জনপদ' বলে কওমে লূতের এলাকার প্রতি ইংগিত করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে সময় হাব্রুন শহরে (বর্তমানে আল-খলীল) অবস্থান করতেন। এই শহরের দক্ষিণ পূর্বে কয়েক মাইল দূরে ডেড সির সেই অংশ অবস্থিত যেখানে কওমে লূতের বাসভূমি ছিল। এখন এর উপর ডেড সির(মৃত সাগরের) জলরাশি প্রসারিত। এ এলাকা নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত ও হাব্রুনের উচ্চ পার্বত্য এলাকা থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় সুতরাং ফেরেস্তারা এর দিকে ইশারা করে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বলেন যে 'আমরা এই বস্তিকে ধ্বংস করতে এসেছি।'

قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَ لَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۳﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۳۴﴾

তারা বলল, "আমরা ভালকরেই জানি, সেখানে কে কে রয়েছে। আমরা তাকে এবং -তার স্ত্রী ছাড়া পরিবারের আর সব লোককে বাচিয়ে নেব।" তার স্ত্রী পিছনে পড়েথাকা লোকদের মধ্যে ছিল।

৩৩. পরে আমার প্রেরিতরা (ফেরেশতারা) যখন লূত -এর নিকট পৌছিল, তখন তাদের আগমনে সে খুবই উদ্বিগ্ন হযে পড়ল এবং মানসিক সংকোচ বোধ করল। তারা বলল, "ভয় পেও না, চিন্তা ও দুঃখ করো না, আমরা তোমাকে ও তোমার ঘরের লোকজনকে বাঁচাব তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, যে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে গণ্য।

৩৪. আমরা এই জনপদের লোকদের উপর আসমান হতে আযাব নাযিল করব সেই ফাসেকী কার্যকলাপের কারণে যা এরা করে"।

وَ (এবং) لَقَدْ (নিশ্চয়ই) تَّرَكْنَا (আমরা রেখে দিয়েছি) مِنْهَآ (তা হতে) اٰيَةً (একটিনিদর্শন) بَيِّنَةً (সুস্পষ্ট) لِّقَوْمٍ (লোকদেরজন্যে)

يَّعْقِلُوْنَ ﴿٣٥﴾ ((যারা) বুদ্ধি বিবেক কাজে লাগায়) وَ (এবং) اِلٰى (প্রতি) مَدْيَنَ (মাদয়ানবাসীদের) اَخَا (ভাই) هُمْ (তাদের) شُعَيْبًا (শুয়াইবকে (আমরা প্রেরণ করি))

فَقَالَ (অতঃপর সেবলে) يٰقَوْمِ (হে আমারজাতি) اعْبُدُوا (তোমরা ইবাদত কর) اللّٰهَ (আল্লাহর) وَ (ও) ارْجُوا ((ভাল) আশারাখ) الْيَوْمَ الْاٰخِرَ (শেষদিনের) وَ (এবং) لَا (না)

تَعْثَوْا (তোমরা বাড়া) فِي (মধ্যে) الْاَرْضِ (পৃথিবীর) مُفْسِدِيْنَ ﴿٣٦﴾ (বিপর্যয় সৃষ্টিকারীহয়ে) فَكَذَّبُوْهُ (তাকে তারা অতঃপর মিথ্যা ভাবল) فَاَخَذَتْهُمُ (তাদেরকে তখন গ্রাস করল)

الرَّجْفَةُ (ভূমিকম্পে) فَاَصْبَحُوْا (তারা হয়েগেল ফলে) فِيْ (মধ্যে) دَارِهِمْ (তাদের ঘরবাড়ির) جٰثِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ (নতজানুঅবস্থায় (অর্থাৎ মরে পড়ে রইল))
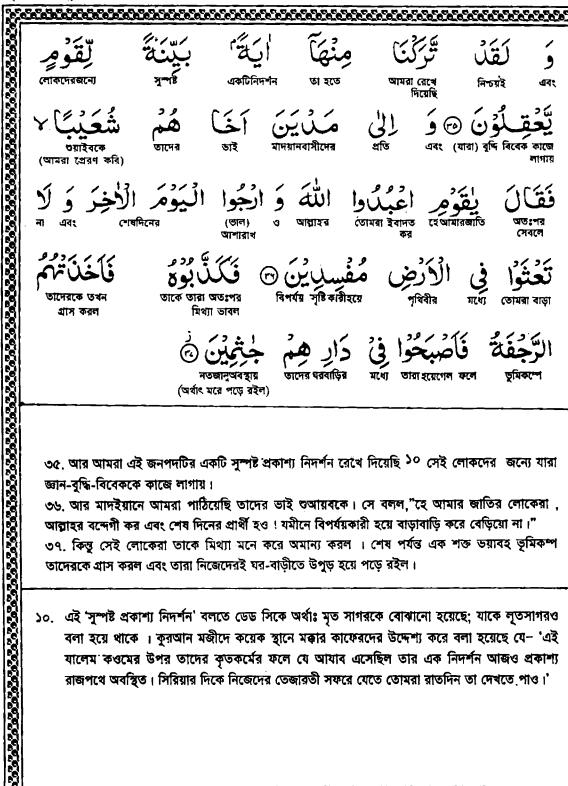
৩৫. আর আমরা এই জনপদটির একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ্য নিদর্শন রেখে দিয়েছি [১০] সেই লোকদের জন্যে যারা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায়।

৩৬. আর মাদইয়ানে আমরা পাঠিয়েছি তাদের ভাই শুআয়বকে। সে বলল,"হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং শেষ দিনের প্রার্থী হও ! যমীনে বিপর্যয়কারী হয়ে বাড়াবাড়ি করে বেড়িয়ো না।"

৩৭. কিন্তু সেই লোকেরা তাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল । শেষ পর্যন্ত এক শক্ত ভয়াবহ ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদেরই ঘর-বাড়ীতে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

১০. এই 'সুস্পষ্ট প্রকাশ্য নিদর্শন' বলতে ডেড সিকে অর্থাঃ মৃত সাগরকে বোঝানো হয়েছে; যাকে লূতসাগরও বলা হয়ে থাকে । কুরআন মজীদে কয়েক স্থানে মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে– 'এই যালেম কওমের উপর তাদের কৃতকর্মের ফলে যে আযাব এসেছিল তার এক নিদর্শন আজও প্রকাশ্য রাজপথে অবস্থিত। সিরিয়ার দিকে নিজেদের তেজারতী সফরে যেতে তোমরা রাতদিন তা দেখতে পাও।'

وَ — এবং
عَادًا — আদ
وَّ — ও
ثَمُوْدَاْ — সামুদকেও (ধ্বংস করেছি)
وَ — এবং
قَدْ — নিশ্চয়ই
تَّبَيَّنَ — সুস্পষ্ট হয়েছে (তাদের ধ্বংস)
لَكُمْ — তোমাদের জন্যে

مِّنْ — হতে
مَّسٰكِنِهِمْ — তাদের ঘরবাড়ি সমূহ
وَ — এবং
زَيَّنَ — সুশোভনীয় করে দেখিয়েছিল
لَهُمُ — তাদের নিকট
الشَّيْطٰنُ — শয়তান

اَعْمَالَهُمْ — তাদের কাজগুলোকে
فَصَدَّ — অতঃপর বাধা দিয়েছিল
هُمْ — তাদেরকে
عَنِ — হতে
السَّبِيْلِ — (সঠিক) পথ

وَ — কিন্তু
كَانُوْا — তারা ছিল
مُسْتَبْصِرِيْنَ — কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ (৩৮)
وَ — এবং
قَارُوْنَ — কারূন
وَ — ও
فِرْعَوْنَ — ফিরাউন

وَ — এবং
هَامٰنَ — হামানকেও (আমরা ধ্বংস করেছি)
وَ — এবং
لَقَدْ — নিশ্চয়
جَآءَ — এসেছিল
هُمْ — তাদের কাছে
مُّوْسٰى — মূসা
بِالْبَيِّنٰتِ — সুস্পষ্ট প্রমানাদিসহ

فَاسْتَكْبَرُوْا — তখন তারা দম্ভ করত
فِى — মধ্যে
الْاَرْضِ — দেশের
وَ — কিন্তু
مَا — না
كَانُوْا سٰبِقِيْنَ — তারা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিল (৩৯)

فَكُلًّا — শেষপর্যন্ত প্রত্যেককে
اَخَذْنَا — আমরা পাকড়াও করেছি
بِذَنْۢبِهٖ — তার অপরাধের কারণে
فَمِنْهُمْ — অতঃপর তাদের মধ্য হতে
مَّنْ — কারও (ক্ষেত্রে)
اَرْسَلْنَا — আমরা প্রেরণ করেছি
عَلَيْهِ — তার উপর
حَاصِبًا — প্রস্তর বর্ষনকারী ঝটিকা

৩৮. আদ ও সামূদকেও আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। তোমাদের কাছে তাদের ঘরবাড়ী হতে তাদের ধ্বংস সুস্পষ্ট হয়েছে। তাদের কার্যকলাপকে শয়তান তাদের জন্যে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ হতে ফিরিয়ে রাখল– অথচ তাদের কান্ড-জ্ঞান ছিল।

৩৯. আর কারুন, ফেরাউন ও হামানকেও আমরা ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট অকাট্য দলীল প্রমাণ নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে খুব বড় বলে মনে করেছিল, অথচ তারা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিলনা।

৪০. শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই আমরা তার গুনাহের দরূন পাকড়াও করেছি। অতঃপর তাদের মধ্যে কারও উপর আমরা পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠিয়েছি।

وَ	مِنْهُمْ	مَّنْ	اَخَذَتْهُ	الصَّيْحَةُ ج	وَ	مِنْهُمْ
আর	তাদের মধ্য হতে	কারও (অবস্থাছিল)	তাকে ধরেছিল	প্রচন্ডশব্দে	আবার	তাদের মধ্য হতে

مَّنْ	خَسَفْنَا بِهِ	الْاَرْضَ ج	وَ	مِنْهُمْ	مَّنْ	اَغْرَقْنَا ج
কাউকে	তাকেসহ আমরা ধ্বসিয়ে দিয়েছি	যমীনে	আর	তাদের মধ্যহতে	কাউকে	আমরা ডুবিয়েদিয়েছি (পানিতে)

وَ	مَا	كَانَ	اللّٰهُ	لِيَظْلِمَهُمْ	وَلٰكِنْ	كَانُوْٓا	اَنْفُسَهُمْ
অথচ	না	ছিলেন	আল্লাহ	তাদেরকে যুল্মকরার	কিন্তু	তারাছিল	তাদেরনিজেদের(উপর)

يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾	مَثَلُ	الَّذِيْنَ	اتَّخَذُوْا	مِنْ دُوْنِ
তারাযুল্মকরত	দৃষ্টান্ত	(তাদের) যারা	অবলম্বনকরেছে (অপরকে)	ব্যতীত

اللّٰهِ	اَوْلِيَآءَ	كَمَثَلِ	الْعَنْكَبُوْتِ صلے	اِتَّخَذَتْ	بَيْتًا ط
আল্লাহ	অভিভাবক হিসেবে	যেমন দৃষ্টান্ত	মাকড়'সার	সে (বানিয়ে) অবলম্বন করেছে	(তার) ঘরকে (বড় অবলম্বন হিসেবে)

وَ	اِنَّ	اَوْهَنَ	الْبُيُوْتِ	لَبَيْتُ	الْعَنْكَبُوْتِ م	لَوْ	كَانُوْا
অথচ	নিশ্চয়ই	দুর্বলতম (ঘর)	সবঘরের (চেয়ে)	অবশ্যই ঘর	মাকড়সার	যদি	

يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾	اِنَّ	اللّٰهَ	يَعْلَمُ	مَا	يَدْعُوْنَ	مِنْ
তারা জানত	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	জানেন	যা	তারাডাকে	ব্যতীত

دُوْنِهٖ	مِنْ	شَيْءٍ ط	وَ	هُوَ	الْعَزِيْزُ	الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾
তাঁর	অন্য কোন	কিছুকে	এবং	তিনি	মহাপরাক্রমশালী	মহাবিজ্ঞ

আর কাউকে এক ভয়াবহ প্রচন্ড শব্দ পেয়ে বসল, কাউকে আমরা যমীনে ধ্বসিয়ে দিয়েছি এবং কাউকে ডুবিয়ে দিয়েছি । তাদের উপর আল্লাহ যুলম করেন নাই তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করেছিল।

৪১. যে সব লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মত। সে তার ঘর বানিয়ে তাকে একটা বড় অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ সব ঘরের মধ্যে অধিক দুর্বল হচ্ছে মাকড়সার ঘর । হায়, এই লোকেরা যদি তা জানত!

৪২. এই লোকেরা আল্লাহকে ছেড়ে যে জিনিসকেই ডাকে আল্লাহ তাকে খুব ভালভাবেই জানেন। আসলে তিনিই প্রবল পবাক্রমশালী এবং মহাবিজ্ঞ।

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَا
এবং এই দৃষ্টান্ত সমূহ আমরা তা পেশকরি লোকদেরজন্যে আর না তাবুঝতেপারে

اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ
ব্যতীত জ্ঞানবানরা সৃষ্টিকরেছেন আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী

بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾
যথাযথভাবে নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর অবশ্যই নির্দশন মু'মেনদের জন্যে

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ
(হে নবী) তেলাওয়াতকর যা ওহীকরাহয়েছে তোমারপ্রতি অর্থাৎ কিতাব এবং কায়েমকর নামাজ নিশ্চয়ই

الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ
নামাজ বিরতরাখে হতে অশ্লীলতা এবং খারাপ কাজ (হতে) এবং অবশ্যই স্মরণ আল্লাহর

اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾
সর্বশ্রেষ্ট এবং আল্লাহ জানেন যাকিছু তোমরা সম্পন্নকরছ

৪৩. এই দৃষ্টান্তগুলি আমরা লোকদের বুঝাবার জন্যে দিচ্ছি। কিন্তু এগুলিকে বুঝতে পারে তারাই, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে।

৪৪. আল্লাহ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। আসলে এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে একটি নিদর্শন রয়েছে।

রুকু-৫

৪৫. (হে নবী!) তেলাওয়াত কর এই কিতাব যা অহীর সাহায্যে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে আর নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাব কাজ হতে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যেকের তা হতেও অধিক বড় জিনিস[১১], আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করছ।

১১. অর্থাৎ অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখা তো সামান্য জিনিস, আল্লাহর যেকের অর্থাৎ নামাযের বরকত-কল্যাণ তার থেকে অনেক বড়।

وَ	لَا	تُجَادِلُوْٓا	اَهْلَ	الْكِتٰبِ	اِلَّا	بِالَّتِيْ
এবং	না	তোমরা বির্তক করো	আহলী	কিতাবের (সাথে)	এব্যতীত	সেই (পন্থায়)

هِيَ	اَحْسَنُ	اِلَّا	الَّذِيْنَ	ظَلَمُوْا	مِنْهُمْ	وَ
যা	অতিউত্তম	(তবে) ব্যতীত	(সেইলোকদের) যারা	যুলমকরেছে	তাদের মধ্য হতে	এবং

قُوْلُوْٓا	اٰمَنَّا	بِا	لَّذِيْٓ	اُنْزِلَ	اِلَيْنَا	وَ	اُنْزِلَ	اِلَيْكُمْ
তোমরাবল	আমরাঈমান এনেছি	ঐ বিষয়ে	যা	নাযিলকরা হয়েছে	আমাদেরপ্রতি	ও	নাযিলকরা হয়েছে	তোমাদের প্রতি

وَ	اِلٰهُنَا	وَ	اِلٰهُكُمْ	وَاحِدٌ	وَّ	نَحْنُ	لَهٗ	مُسْلِمُوْنَ ٤٦
এবং	আমাদের ইলাহ	ও	তোমাদেরইলাহ	একই	এবং	আমরা	তারই নিকট	আত্মসর্বপণকারী (মুসলিম)

৪৬. আর উত্তম রীতি ও পন্থা ব্যতীত আহলিকিতাব লোকদের সাথে বিতর্ক করোনা,- সেই লোকদের ছাড়া . যারা তাদের মধ্যে যালেম ১২। আর তাদেরকে বল, "আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনিসের প্রতি যা আমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে এবং সেই জিনিসের প্রতি যা তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের ইলাহ তোমাদের ইলাহ একই এবং আমরা তাঁরই (অনুগত) মুসলিম ।

১২. অর্থাৎ যেসব লোক অত্যাচারমূলক পন্থা অবলম্বন করে তাদের সঙ্গে তাদের অত্যাচারের প্রকৃতি হিসেবে বিভিন্ন ব্যাবহার করা যেতে পারে। মর্ম এই যে, সব সময়, সব অবস্থায়, সব রকম লোকেদের মুকাবেলায় কোমল ও মধুর ব্যবহার করা চলবে না । যার ফলে সত্যের আহ্বানকারীদের শরাফত ও সম্ভ্রমশীলতাকে লোকে দুর্বলতা ও ভীরুতা মনে করবে। ইসলাম আপন অনুসারীদের ভব্যতা, সম্ভ্রমশীলতা, বিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতা অবশ্যই শিক্ষা দেয় কিন্তু অসহায়তা ও ভীরুতা 'দুর্বলতা' শিক্ষাদেয় না যে তারা প্রত্যেক যালেমের পক্ষে কোমল ভক্ষ্যরূপে গণ্য হবে।

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

এবং (হে নবী) এভাবেই — আমরা নাযিল করেছি — তোমার প্রতি — কিতাব — তাই যারা — তাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম — কিতাব

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَ مِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ مَا يَجْحَدُ

তারা ঈমান আনে — এরউপর — এবং — মধ্যহতে — এদেরও (অর্থাৎ উম্মীদেরও) — অনেকে — ঈমানআনে — এরউপর — আর — না — অস্বীকারকরে (অন্যকেউ)

بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ

আমাদেরনিদর্শনাবলীকে — এব্যতীত — কাফেররা — (হে নবী) এবং না — তুমি পড়তে — এরপূর্বে

مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۴۸﴾

কোন — কিতাব — আর — না — তা লিখতে — তোমার ডানহাত দিয়ে — (যদি হত) তাহলে — সন্দেহকরত — বাতিল পন্থীরা

৪৭. (হে নবী!) আমরা অনুরূপ ভাবেই তোমার নিকট কিতাব নাযিল করেছি[১৩], এই কারণে আমরা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা তার প্রতি ঈমান আনে [১৪]। আর এই লোকদের [১৫] মধ্যে হতেও বহু লোক তার প্রতি ঈমান আনছে। আমাদের আয়াতসমূহ কেবল কাফের লোকেরাই অস্বীকার করে।

৪৮. (হে নবী!) তুমি এর পূর্বে কোন কিতাব পড়তে না, নিজের হাত দিয়েও কিছু লিখতে না। যদি তাই হত তবে বাতিল-পন্থীরা সন্দেহে পড়ে যেতে পারত।

১৩. এর অর্থ দুই প্রকার হতে পারে। এক যেরূপ পূর্ববর্তী নবীদের উপর আমি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলাম সেরূপ ভাবে এখন এই গ্রন্থ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি। দুই আমি এই শিক্ষা সহ এই কিতাব নাযিল করেছি যে, আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে অস্বীকার করে নয় বরং সেগুলোকে স্বীকার করে এই কিতাব মান্য করতে হবে।

১৪. পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে স্বতঃই বুঝা যায় এর অর্থ সকল আহলি-কিতাব(গ্রন্থধারীগণ) নয়, বরং সেই সব গ্রন্থধারীরা যারা আসমানী কিতাবগুলোর সঠিক জ্ঞান ও বুঝ লাভ করেছিল, যারা যথার্থ অর্থে আহলি কিতাব ছিল।

১৫. 'এই লোকদের' বলতে আরববাসীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মর্ম হচ্ছে, আহলি-কিতাবদের মধ্য থেকে হোক বা আহলি-কিতাব নয় এমন লোকদের মধ্য থেকে হোক, প্রত্যেক জায়গায় সত্যপ্রিয় লোকেরাই এর প্রতি ঈমান আনছে।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ

বরং তা নিদর্শন সুস্পষ্ট মধ্যে অন্তরসমূহের যাদেরকে দেয়া হয়েছে জ্ঞান

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوْا لَوْلَاۤ

আর না অস্বীকারকরে (অন্যকেউ) আমাদের নিদর্শনাবলীকে ব্যতীত যালেমরা এবং তারাবলে কেন না

اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ

নাযিল্‌করা হল তারউপর নিদর্শনাবলী পক্ষহতে তাররবের বল মূলতঃ নিদর্শনাবলী (রয়েছে)

عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ

নিকট আল্লাহর আর শুধুমাত্র আমি সতর্ককারী সুস্পষ্ট কি নয় তাদের জন্যে যথেষ্ট যে আমরা

اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

আমরা নাযিল করেছি তোমারউপর কিতাব পড়েশোনানো হয় তাদেরকে নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর

لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ

অবশ্যই অনুগ্রহ ও নসীহত লোকদেরজন্যে (যারা) ঈমানআনে (হে নবী) বল যথেষ্ট আল্লাহই

بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

আমারমাঝে ও তোমাদেরমাঝে সাক্ষীহিসেবে তিনিজানেন যাকিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে

৪৯. আসলে এগুলো উজ্জ্বল নিদর্শন বিশেষ সেই লোকদের অন্তরে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে [১৬]। আর আমাদের আয়াতসমূহ যালেম লোক ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করেনা।

৫০. এই লোকেরা বলে,"এই ব্যক্তির উপর তার রবের তরফ হতে নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন?" বল, "নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর নিকট রয়েছে! আর আমিতো শুধু সুস্পষ্টভাবে ভয় প্রদর্শক ও সাবধানকারী।"

৫১. এই লোকদের জন্যে তা (এই নিদর্শন) কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা এই লোকদের পড়ে শুনানো হয়? আসলে এতে রয়েছে রহমত ও নসীহত সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান আনে।

রুকু-৬

৫২. (হে নবী!) বল,"আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুই জানেন।

১৬. অর্থাৎ এক নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের মতো কিতাব পেশ করা এবং অকস্মাৎ এরূপ অনন্য সাধারণ উৎকর্ষতা প্রদর্শন করা- যার জন্য কোন পূর্ব-প্রস্তুততির কোন লক্ষণ কারুর গোচরে আসেনি- এটা এমন একটা জিনিস যা জ্ঞানবান ও চক্ষুষ্মান লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর পয়গম্বরীর সত্যতা প্রমানকারী উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ

এবং যারা বিশ্বাসকরে বাতিলেরউপর এবং অস্বীকারকরে আল্লাহকে ঐসবলোক তারাই

الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ لَوْ لَا

ক্ষতিগ্রস্ত আর তোমার (নিকট) অবিলম্বে দাবীকরে শাস্তির কিন্তু যদি না (থাকত)

اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَ لَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً

সময় নির্ধারিত অবশ্যই আসত তাদের (উপর) শাস্তি এবং তাদের উপর আসবেই অবশ্যই হঠাৎকরে

وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ اِنَّ

এ অবস্থায় যে তারা না টেরওপাবে তোমার(কাছে)অবিলম্বে দাবীকরে শাস্তির অথচ নিশ্চয়ই

جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ

জাহান্নাম রেখেছে অবশ্যই পরিবেষ্টনকরে কাফেরদেরকে সেদিন তাদেরকে ঢেকে ফেলবে আযাবে

مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَ يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا

হতে তাদেরউপর ও হতে নীচ তাদেরপায়ের আর বলবে তোমরা স্বাদ নাও যাকিছু

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

তোমরা কাজকরতে ছিলে

যে সব লোক বাতিলকে মানে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির মধ্য থাকবে।

৫৩. এই লোকেরা অবিলম্বে আযাব আনার জন্যে তোমার নিকট দাবী করছে। সে জন্যে যদি একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া না হত তবে এতদিনে তাদের উপর আযাব এসে যেত। আর নিঃসন্দেহে তা (নির্দিষ্ট সময়ে) অবশ্যই আসবে; আসবে হঠাৎ করে, এমন অবস্থায় যে, তারা তো টেরই পাবেনা।

৫৪. এরা অবিলম্বে আযাব আনার জন্যে তোমার নিকট দাবী জানাচ্ছে। অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে।

৫৫. (আর তারা তা জানতে পারবে) সে দিন যখন আযাব তাদেরকে উপরের দিক হতে ঢেকে দিবে, আর পায়ের তলা হতেও ; এবং বলবে যে, এখন নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর।

আরবী	অর্থ
يٰعِبَادِىَ	হে আমার বান্দারা
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْٓا	ঈমানএনেছ
اِنَّ	নিশ্চয়ই
اَرْضِىْ	আমার যমীন
وَاسِعَةٌ	প্রশস্ত
فَاِيَّاىَ	সুতরাং শুধু আমারই
فَاعْبُدُوْنِ ٥٦	তোমরা ইবাদতকর
كُلُّ	প্রত্যেক
نَفْسٍ	ব্যক্তিকেই
ذَآئِقَةُ	স্বাদ গ্রহণ করতেহবে
الْمَوْتِ	মৃত্যুর
ثُمَّ	এরপর
اِلَيْنَا	আমাদের দিকেই
تُرْجَعُوْنَ ٥٧	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে
وَ	এবং
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْا	ঈমানআনে
وَ	ও
عَمِلُوا	কাজকরে
الصّٰلِحٰتِ	নেকীসমূহের
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ	তাদেরকে অবশ্যই বসবাস করাবোই
مِّنَ	
الْجَنَّةِ	জান্নাতে
غُرَفًا	সুউচ্চ অট্টালিকা সমূহে
تَجْرِىْ	প্রবাহিতহয়
مِنْ	
تَحْتِهَا	তার পাদদেশে
الْاَنْهٰرُ	ঝর্ণাধারাসমূহ
خٰلِدِيْنَ	তারা চিরস্থায়ীহবে
فِيْهَا	তারমধ্যে
نِعْمَ	কতউত্তম
اَجْرُ	প্রতিদান
الْعٰمِلِيْنَ ٥٨	আমলকারীদের
الَّذِيْنَ	যারা
صَبَرُوْا	সবর করেছে
وَ	আর
عَلٰى	উপর
رَبِّهِمْ	তাদেররবের
يَتَوَكَّلُوْنَ ٥٩	তারা ভরসাকরে

৫৬. হে আমার বান্দাগণ যারা ঈমান এনেছ আমার পৃথিবীতো বিশাল বিস্তীর্ণ অতএব তোমরা আমারই বন্দেগীর আদর্শ গ্রহণ কর[১৭]।

৫৭. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। পরে তোমরা সকলে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমরা জান্নাতের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে থাকতে দেব ,যার তলদেশ হতে ঝর্ণাধারা-সমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরদিনই থাকবে। আমলকারী লোকদের জন্যে এ কতই না উত্তম প্রতিদান।

৫৯. -সেই লোকদের জন্যে, যারা সবর করেছে, আর যারা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে !

১৭. এখানে হিজরতের দিকে ইশারা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যদি মক্কাতে আল্লাহর বন্দেগী করা কঠিন হয়ে থাকে তবে দেশত্যাগ করে চলে যাও। আল্লাহর যমীন সংকীর্ণ নয়। যেখানে তোমার পক্ষে আল্লাহর বান্দারূপে জীবন-যাপন করা সম্ভব সেখানে চলে যাও।

* এখানে ط র কোন ভিন্ন অর্থ নেই।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ
এবং এমন কত আছে জীব-জন্তু না মওজুদরাখে তাদের রিযক আল্লাহই রিযক দেন আর তাদেরকে

اِيَّاكُمْ ۖ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ
তোমাদেরকেও এবং তিনি সবশুনেন সবজানেন এবং অবশ্যই যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর কে সৃষ্টিকরেছেন

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ও নিয়ন্ত্রিত করেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে তারাবলবে অবশ্যই

اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
আল্লাহ তাহলে কোথাহতে তাদেরকে ফিরান হচ্ছে আল্লাহ প্রশস্ত করেদেন রিযককে যাকে

يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
তিনি ইচ্ছে করেন মধ্যহতে তাঁর বান্দাদের আবার সংকীর্ণকরে দেন যাকে (তিনি চান) নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পর্কে সব কিছুরই

عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
খুবঅবহিত এবং অবশ্যই যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর কে বর্ষনকরেন হতে আকাশ পানি

فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۭ
তা দিয়ে অতঃপর সঞ্জীবিত করেন ভূমিকে পরে তারমৃত্যুর তারাবলবে অবশ্যই আল্লাহ

৬০. কত জন্তু-জানোয়ারই এমন আছে, যারা নিজেদের রেযক বহন করে চলে না, আল্লাহই তাদের রেযক দান করেন। আর তোমাদের রেযক দাতাও তিনিই। তিনি সব কিছুই শুনেন ও জানেন।

৬১. তুমি যদি এদের নিকট[১৮] জিজ্ঞাসা কর যে, যমীন ও আসমান কে পয়দা করেছে এবং এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে তাহলে এরা নিশ্চয় বলবেঃ আল্লাহ! তাহলে তারা কোন দিক দিয়ে ধোকা খাচ্ছে?

৬২. আল্লাহই তো নিজের বান্দাদের মধ্যে হতে যার ইচ্ছা রেযক প্রশস্ত করে দেন, আর যার ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন।

৬৩. আর তুমি যদি এদের জিজ্ঞাসা কর, আসমান হতে কে পানি বর্ষণ করালেন এবং তার সাহায্যে মৃত পড়ে থাকা যমীনকে জীবন্ত করে তুললেন, তবে তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ!

১৮. এখান থেকে ভাষণের লক্ষ্য পূনরায় মক্কার কাফেরদের প্রতি ফেরানো হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَمَا

বল | সবপ্রশংসা | আল্লাহরই জন্যে | কিন্তু | অধিকাংশ লোকে | তাদের | না | অনুধাবনকরে | এবং | নয় (অন্যকিছু)

هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ط وَ اِنَّ الدَّارَ

এই | জীবন | দুনিয়ার | ব্যতীত | কৌতুক | ও | ক্রীড়া | আর | নিশ্চয়ই | ঘর

الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

আখেরাতের | অবশ্যই তাই | প্রকৃত জীবন | যদি | তারা জানত

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

অতঃপর যখন | তারা আরোহণ করে | মধ্যে | জলযানের (এবং বিপদেপড়ে) | তারা দোয়া করে | আল্লাহর কাছে | চিত্তে | বিশুদ্ধ | তাঁরই জন্যে

الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে) | অতঃপর যখন | তাদেরকে (আল্লাহ) বাঁচিয়েআনেন | দিকে | স্থলের | তখন | তারা | শিরককরে

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ج وَ لِيَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

তারা (এভাবে) নাশুকরী করতে পারে | ঐবিষয়ে যা কিছু | তাদেরকে আমরা দান করেছি | এবং | তারা মজালুটতে পারে | কিন্তু শীঘ্রই | তারা জানতেপারবে

বল, সব প্রশংসা আল্লাহর জন্যে[১৯], কিন্তু অনেক লোকেই তা বুঝছে না।

রুকু-৭

৬৪. আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানো ব্যাপার মাত্র আসলে পরকালের ঘরই তো প্রকৃত জীবন। হায়, একথা যদি এরা জানত!

৬৫. এই লোকেরা যখন নৌকায় সওয়ার হয়, তখন নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করে তার নিকট দোআ করতে থাকে। পরে যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌছে দেন তখন সহসাই তারা শিরক করতে শুরু করে,

৬৬. আল্লাহর দেয়া মুক্তির প্রতি তারা (এভাবে) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং (দুনিয়ার জীবনের) মজা লুটতে পারে। কিন্তু, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

১৯. এখানে 'আলহামদুলিল্লাহ' শব্দটির দুটি অর্থ আছে। ১. যখন এ সমস্ত কাজ আল্লাহর তখন প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। অন্যান্যরা কোথা থেকে প্রশংসার হকদার হবে? ২. আল্লাহকে ধন্যবাদ! –তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার কর।

أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ

কি তারাদেখে নাই যে আমরা আমরাবানিয়েছি হারামকে শান্তিপূর্ণ অথচ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় লোকদেরকে

مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

হতে তার চারপাশ তবে কি বাতিলের উপর তারা বিশ্বাসকরবে আর অনুগ্রহকে আল্লাহর

يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

অস্বীকার করবে এবং কে অধিক যালেম (হতে পারে) (তার)চেয়ে যে রচনা করে সম্পর্কে আল্লাহ

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي

মিথ্যা অথবা মিথ্যারোপ করে মহাসত্যের উপর যখন তার (কাছে) এসেপৌছেছে কি নয় মধ্যে

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

জাহান্নামের আবাসস্থল কাফেরদের জন্যে এবং যারা সংগ্রাম-সাধনাকরে আমাদের জন্যে

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

তাদেরকে অবশ্যই আমরা দেখাব আমাদেরপথ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই সাথে আছেন সৎকর্মশীলদের

৬৭. এরা কি দেখেনা, আমরা একটি শান্তিপূর্ণ হারাম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের চারিদিকে লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়[২০] ? তা সত্ত্বেও কি এই লোকেরা বাতিলকে মানছে এবং আল্লাহর নে'আমতের না-শোকরী করছে।

৬৮. সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে। কিংবা প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন তা তাদের সামনে এসে পৌছে গেছে? এরূপ কাফেরদের স্থান কি জাহান্নামই হবে না?

৬৯. আর যারা আমাদের জন্যে চেষ্টা সাধনা করবে তাদেরকে আমরা আমাদের পথ দেখাব[২১] আর আল্লাহ নিশ্চিতই সৎকার্যশীল লোকদের সংগে আছেন।

২০. অর্থাৎ তাদেরই এই শহর মক্কাকে– যার আশ্রয়ে তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে আছে– কোন 'লাত বা হোবল' কি 'হারাম' বানিয়েছে? আরবের চরম নিরাপত্তাহীন ও অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে মক্কাকে সমস্ত রকমের ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় থেকে ২৫০০ বছর যাবৎ সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখা কি কোন দেব বা দেবীর ক্ষমতা ছিল? এ জায়গায় পবিত্রতা ও নিরাপত্তা বজায় যদি আমি না রেখে থাকি তবে কে রেখেছে?

২১. অর্থাৎ যে সকল লোক ঐকান্তিক নিষ্ঠার সংগে আল্লাহর পথে দুনিয়াভর বাদ-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপদ বরণ করে নেয় আল্লাহতা'আলা তাদেরকে সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করেন এবং তার নিজের দিকের পথসমূহ তাদের জন্য উম্মুক্ত করে দেন। তিনি প্রতি পদক্ষেপে তাদের জানিয়ে দেন যে আমার সন্তুষ্টি তোমরা কিরূপে লাভ করতে পার। পথের প্রতিটি বাঁকে তাদেরকে তিনি আলোক দেখান যে সঠিক রাস্তা কোন দিকে ও ভ্রষ্ট পথ কোনটি। যতটা নেক দৃষ্টি ভঙ্গি ও মঙ্গলাকাংক্ষা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে আল্লাহর সাহায্য, সুযোগ ও হেদায়াত ও ততটা তাদের সঙ্গে থাকে।

সূরা আল-রূম

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের غُلِبَتِ الرُّومُ এই 'রূম' শব্দটিকে নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময় সন্দেহাতীত ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এতে বলা হয়েছে , "নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমানরা পরাজিত হয়ে গিয়েছে।" এ সময় আরবের সঙ্গে মিলিত জর্ডান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চল রোমানদের অধিকারে ছিল। এসব এলাকায় রোমানদের ওপর পারসিকদের বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল ৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এ কারণে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এ সূরা ঠিক এই বছরই নাযিল হয়েছিল; আর এই বছর হাবশায় হিজরত করা হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার প্রাথমিক আয়াত কটিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা কুরআন মজীদের আল্লাহর কালাম হওয়ার এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর প্রকৃত সত্য নবী হওয়ার অকাট্য প্রমাণসমূহের মধ্যে অতীব উজ্জ্বল একটি প্রমাণ। এ প্রমাণটির তাৎপর্য বুঝবার জন্য এ আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ স্পষ্টভাবে জেনে নেয়া আবশ্যক।

নবী করীম (সঃ) -এর নবুয়্যত লাভের আট বছর পূর্বের ঘটনা। মরিস (MAURICE) নামক রোমের কাইজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। এর ফলে 'ফোকাস' (PHOCAS) নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করে বসে। এ ব্যক্তি প্রথমেতো কাইজারের চোখের সামনেই তাঁর পাঁচটি পুত্রকে হত্যা করে; পরে স্বয়ং কাইজারকে হত্যা করিয়ে পিতা ও পুত্রদের মাথা কনষ্টান্টিনোপলের রাজপথে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখে। তার কয়েকদিন পর কাইজারের স্ত্রী ও তিনটি কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার কারণে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ রোমের ওপর আক্রমণ চালাবার একটা অতি উত্তম নৈতিক বাহানা পেয়ে যায়। মরিস (কাইজার)এর বড় অনুগ্রহ ছিল তার প্রতি। তারই সাহায্যে পারভেজ পারস্যের সিংহাসন লাভ করতে সক্ষম হয়। সে তাকে আপন পিতা বলতো। এ কারণে সে ঘোষণা করলো যে, জবরদখল-কারী ফোকাস আমার পিতৃতুল্য মরিস এবং তাঁর সন্তানদের উপর যে অমানুষিক যুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। সে ৬০৩ খৃষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই সে ফোকাস-এর সেনাবাহিনীকে পর পর পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরে এডিসা (বর্তমান অরফা) পর্যন্ত এবং অপরদিকে সিরিয়ায় হলব্ ও ইনতাকীয়া পর্যন্ত পৌছে যায়। রোমান সম্রাটের রাজন্যবর্গ ও ফোকাস দেশকে বাঁচাতে পারবে না মনে করে আফ্রিকার শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠায়। সে তার পুত্র হেরাক্লিয়াসকে (HERACLIUS) এক বড় শক্তিশালী বাহিনীসহ কনষ্টান্টিনোপলে পাঠিয়ে দেয়। তারা এসে পৌছানো মাত্রই ফোকাসকে পদচ্যুত করা হয়। তার স্থলে হেরাক্লিয়াসকে 'কাইজার' বানিয়ে দেয়া হয়। সে ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাস-এর সংগে ঠিক সেই ব্যবহারই করল, যা ফোকাস করেছিল মরিস-এর সংগে। এ ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। আর এ বছরই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর তরফ হতে নবুয়্যাতের পদে অভিষিক্ত হন।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাকে ভিত্তি করে যুদ্ধ শুরু করেছিল, ফোকাস-এর পদচ্যুতি ও হত্যার পর তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার যুদ্ধের মূলে জবরদখলকারী ফোকাসের দ্বারা তার যুলমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই যদি উদ্দেশ্য হ'ত, তাহলে তার নিহত হওয়ার পর নতুন 'কাইজারের' সঙ্গে তার সন্ধি করে নেয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে তা না করে তার পরও যুদ্ধ জারী রাখে। শুধু তাই নয়, সে এ যুদ্ধকে মজুসী ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্মের পারস্পরিক যুদ্ধ বলে প্রচারণা চালাতে শুরু করে। যে সব খৃষ্টান দল-উপদলকে রোমান সাম্রাজ্যের সরকারী গীর্জা নাস্তিক বলে ঘোষণা করে বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। (নাসূরী ও ইয়াকুব ইত্যাদি,) তাদের সব সহানুভূতি-হৃদয়তাও মজুসী আক্রমণকারীদের প্রতি হয়ে গেল। আর ইহুদীরাও

মজুসীদের সমর্থন করলো। এমন কি খসরু পারভেজের সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি হওয়া ইহুদীদের সংখ্যা ২৬ হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

হেরাক্লিয়াস এসে এ প্লাবন রুখতে পারলো না। সিংহাসনে আরোহণ করার পরই পূর্বদিক হতে সে খবর পেল যে, পারসিকরা ইনতাকীয়া দখল করে নিয়েছে। অতঃপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে দামেশক জয় হয়। পরে ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে পারসিকরা খৃষ্টান জগতের ওপর মহা ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে; ৯০ হাজার খৃষ্টান এ শহরে নিহত হয়। তাদের সবচাইতে বেশী পবিত্র গীর্জা 'কানীসাতুল কিয়ামা' (HOLY SEPULCHRE) ধ্বংস করে দেয়া হয়। যে মূল কাঠ সম্পর্কে খৃষ্টানদের ধারণা ছিল যে, তার ওপরই মসীহ প্রাণ দিয়েছেন, মজুসীরা তা কেড়ে নিয়ে মাদায়েন পৌঁছে দেয়। লাট-পাদ্রী জাকারিয়াকেও তারা ধরে নিয়ে যায়। শহরের বড় বড় গীর্জাকে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। খসরু পারভেজকে বিজয়ের নেশা পেয়ে বসেছিল। এ নেশার মাত্রাতিরিক্ততা ও তীব্রতা বুঝা যায় সেই চিঠি হতে যা সে বায়তুল মুকাদ্দাস হতে হেরাক্লিয়াসকে লিখেছিল। তাতে সে লিখেছিলঃ

"সব প্রভুর চাইতে বড় প্রভু, গোটা পৃথিবীর মালিক খসরুর নিকট হতে তার নিকৃষ্ট ও চেতনাহীন বান্দা হেরাক্লিয়াসের নামে –

তুমি বল, তোমার প্রভুর ওপর তোমার ভরসা আছে। কিন্তু তোমার প্রভু জেরুজালেমকে আমার হাত হতে রক্ষা করল না কেন?"

এ বিজয় লাভের পর এক বছরের মধ্যেই পারসিক সৈন্য বাহিনী জর্ডান, ফিলিস্তিন ও সিনাই উপদ্বীপের সমগ্র এলাকা অধিকার করে মিশরের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ঠিক এ সময়েই মক্কায় এর থেকেও এক অতিবড় ও অধিক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ চলছিল। এখানে তওহীদের নিশানবরদার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নেতৃত্বে শিরক্-পন্থী কুরাইশদের সংগে অন্য একটা প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল। অবস্থা এতদুর পৌঁছেছিল যে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের এক বড় সংখ্যা নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে গিয়ে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। রাজ্যটির সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত ছিল। তখন রোমানদের ওপর পারসিকদের বিজয়ের কথা সকলের মুখে মুখে চর্চা হচ্ছিল। মক্কার মোশরেকগণ সেজন্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। তারা মুসলমানদের বলতো যে দেখ, পারসিকরা অগ্নিপূজক হয়েও জয়লাভ করছে। আর ঐ নবুয়্যত-রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়েও খৃষ্টানরা পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে এসেছে। ঠিক তেমনিভাবে আমরা আরবের মূর্তিপূজারী লোকেরাও তোমাদের দ্বীনকে নির্মূল করে ছাড়ব।

ঠিক এ পরিস্থিতিতে কুরআন মজীদের এ সূরাটি নাযিল হয়। এতে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হয়েছে, "নিকটবর্তী ভূখণ্ডে রোমানরা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এ পরাজয়ের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আবার জয়ী হবে। আর সেই দিনই আল্লাহর দেয়া বিজয়ে ঈমানদার লোকেরা সন্তুষ্ট হবে।" এ কথায় দুটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল। একটি এই যে, রোমানরা বিজয়ী হবে। আর দ্বিতীয়টি এই যে, মুসলমানরাও এই সময়েই বিজয় লাভ করবে। অথচ কয়েক বছরের মধ্যেই এই ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে, বহু দূর-দূরান্তেও বাহ্যত তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে মুষ্টিমেয় মুসলমান মক্কা নগরে কেবল মার খাচ্ছিল, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল। আর ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বছর পর্যন্ত তাদের জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। অপর দিকে রোমানদের পরাজয়ের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র মিশর পারসিকদের দখলে যায়। আর এ মজুসী সৈন্যরা ত্রিপলীর নিকটে পৌছে পতাকা উত্তোলন করে। এশিয়া মাইনরে পারসিক সৈন্যরা রোমানদের মেরে নিষ্পেষিত করতে করতে বসফোরাস পর্যন্ত পৌছে যায়। আর ৬১৭ খৃষ্টাব্দে তারা কনষ্টান্টিনোপল এর সামনে খালেকেদূন (CHALIEDON) বর্তমান নাম কাজীকুই দখল করে বসে। কাইজার খসরূর নিকট দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে আরজ করল যে, সে যে কোন মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু এর জবাবে সে বলল: "এখন আমি কাইজারকে সেই সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা দেব না, যতক্ষণ সে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় আমার সামনে আনীত না হবে এবং শূলবিদ্ধ -খোদাকে ছেড়ে অগ্নি খোদার বন্দেগী গ্রহণ করে না নেবে"। শেষ পর্যন্ত কাইজার চরম পরাজয় বরণ করতেও রাজী হয়। সে কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজ (CARRTHAGE) চলে যাবার সিদ্ধান্ত করে। ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন এর কথানুসারে কুরআন মজীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত-আট বছর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, রোমান সাম্রাজ্য কোন দিন পারসিকদের উপর বিজয়ী হতে পারবে এমন ধারণা পর্যন্ত কেউ করতে পারছিল না। বিজয় তো দূরের কথা, এ রাজ্যটি টিকে থাকতে পারবে এমন আশাও কারো ছিল না। (Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire. Vol-1, p. 788 Modern Library, Nuyork) কুরআনের এ আয়াতসমূহ যখন নাযিল হয়, তখন মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুব ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। উবাই ইবনে খালফ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে এ শর্ত করলো যে, তিন বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হলে আমি দশটি উট দেব। অন্যথায় তোমাকে দশটি উট দিতে হবে । নবী করীম (সঃ) এ শর্ত আরোপের কথা জানতে পারলে তিনি বললেন, "কুরআনে তো بِضْعِ سِنِيْنَ বলা হয়েছে। আর আরবী ভাষায় بِضْع শব্দটি দশ এর কম সংখ্যা বুঝায়, কাজেই দশ বছরের মধ্যে এ সত্যতা প্রকাশিত হবার শর্ত কর। আর উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক'শ করে নাও। হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই-এর সঙ্গে আবার কথা বললেন এবং নতুন করে শর্ত করা হলো যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে, সে একশ'টি উট দেবে।

এদিকে ৬২২ খৃষ্টাব্দে নবী করীম (সঃ) হিজরত করে মদীনায় গমন করেন। আর ওদিকে 'কাইজার' হেরাক্লিয়াস চুপি-সারে কনষ্টান্টিনোপল হতে কৃষ্ণ সাগরের পথে তরাবজন-এর দিকে রওনা হয়। এখান হতে সে পিছনদিক হতে পারস্যের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই জবাবী হামলার প্রস্তুতি চালাবার জন্যে কাইজার গীর্জার নিকট অর্থ সাহায্য চাইল। খৃষ্টান গীর্জার সারজিস (Surgihs) নামক প্রধান বিশপ খৃষ্টান ধর্মকে মজুসী ধর্মের আক্রমণ হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গীর্জায় দান বাবদ সংগৃহীত অর্থ সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিল।

হেরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে 'আর্মেনিয়া' হতে আক্রমণ শুরু করল। পরের বছর ৬২৪ সনে সে আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুষ্ট-এর জন্মস্থান 'আরমিয়া'(......) ধ্বংস করে ও পারস্যের সর্বাপেক্ষা বড় অগ্নিকেন্দ্রটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আল্লাহর কুদরতের মহিমা দেখুন। ঠিক এ বছরই মুসলামানরা বদর যুদ্ধে প্রথমবার মোশরেকদের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। সূরা রূম-এ যে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা এভাবেই দশ বছর মীয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই এবং একই সংগে সত্য প্রমাণিত হল।

এর পর রোমান সৈন্যরা পারসিকদেরকে ক্রমাগত পরাজিত করতেই থাকলো। নিনওয়ার চূড়ান্ত লড়াই হয় ৬২৭ খৃঃ। এটা পারস্য সাম্রাজ্যের কোমর ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর পারস্য বাদশাহদের বাসস্থান চূর্ণকরে হেরাক্লিয়াস-এর সৈন্যবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে মূল তাইয়াসহূন-এর (CTESIPHON) ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যায়। এটাই ছিল তখনকার পারস্যের রাজধানী। ৬২৮ খৃঃ খসরু পারভেজের বিরুদ্ধে ঘরেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সে বন্দী হয়, তার সামনেই তার আঠারটি পুত্রকে হত্যা করা হয়। আরো কিছু দিন পর সে নিজে বন্দীদশার কঠোরতায় ধ্বংস হয়ে যায়। আর এ বছরই মক্কায় হুদাইবিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়, কুরআনে যাকে 'ফতহুন আযীম' –'বিরাট বিজয়' বা 'মহা বিজয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ওদিকে এ বছরই খসরুর পুত্র দ্বিতীয় কারুদ সমগ্র রোমান অধিকৃত এলাকা হতে হাত গুটিয়ে নিয়ে ও আসল 'শূলি' ফেরত দিয়ে রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়। ৬২৯খৃঃ কাইজার 'পবিত্র শূলি'কে তার আসল স্থানে সংস্থাপন করার উদ্দেশ্যে নিজে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করে এবং এ বছরই নবী করীম (সঃ) 'উমরাতুল কাজা' আদায় করার উদ্দেশ্যে হিজরতের পর প্রথমবার মক্কায় যান। এ সবের পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও যর্থাতা সম্পর্কে কারো মনে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকলো না। আরবের অসহায় মোশরেক তার প্রতি ঈমান আনলো। উবাই ইবনে খালফ-এর উত্তরাধিকারীদেরকে পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে শর্তানুযায়ী উটগুলি দিয়ে দিতে হল। তিনি সেগুলো নিয়ে নবী করীম (সঃ) এর নিকট হাজির হলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, উটগুলোকে সাদকা করে দাও কেননা, শর্ত করা হয়েছিল তখন শরীয়তে জুয়াকে হারাম করে কোন হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু এখনতো তা হারামই হয়ে গেছে। এ কারণে যুদ্ধ- মান কাফের প্রতিপক্ষের নিকট হতে শর্তের বিনিময়ে পাওয়া মাল গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো; কিন্তু তাকে নিজে ভোগ- ব্যবহার করার পরিবর্তে তা দান করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, আজ রোমানরা পরাজিত হয়েছে বলে লোকেরা মনে করছে যে, এ রাষ্ট্রের ধ্বংস আসন্ন হয়ে এসেছে । কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হবার মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন হবে। আর যারা পরাজিত হয়েছে, তারা বিজয়ী হবে।

এ ভূমিকা হতে এ কথাও জানা গেল যে, মানুষ তার স্থূল দৃষ্টির কারনে বাহ্যত তাই দেখতে পায় যা বাহ্যিক ভাবে তার চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ বাহ্যিক অবস্থার অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তার কোন খবরই সে রাখে না। দুনিয়ার সামান্য সামান্য ও সাধারণ সাধারণ ব্যাপারে মানুষের এ বাহ্যদৃষ্টি যখন ভুল ধারণা ও ভুল অনুমান করার কারণ ঘটে এবং 'ফলে কি হবে' তা না জানার কারণে মানুষ ভুল ধারণা অনুমান করতে বাধ্য হয় তখন সামগ্রিক ভাবে সমগ্র জীবনের ব্যাপারে বৈষয়িক জীবনের বাহ্যিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বসা এবং তারই ভিত্তিতে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজিকে ব্যয় করা যে কত বড় ভুল তা বলেও শেষ করা যায় না।

এভাবে রোম ও পারস্য সংক্রান্ত ঘটনার ভাষণের লক্ষ্য পরকালের দিকে ঘুরে গেল এবং ক্রমাগত তিন রুকু পর্যন্ত নানা ভাবে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, পরকাল খুবই সম্ভব, যুক্তিসংগত ও তার প্রয়োজনও রয়েছে এবং মানুষের জীবন-ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্যে পরকালের প্রতি নিঃসন্দেহে ঈমান পোষণ করা ও তারই আলোকে বর্তমান জীবনের কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজনীয়। অন্যথায় শুধু বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে কোন নীতি গ্রহণ করার যে অনিবার্য পরিণাম তাইই সংঘটিত হবে।

এ পর্যায়ে পরকাল সম্পর্কে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বিশ্ব-লোকের যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তার দ্বারা তওহীদও প্রমানিত হয়। এ কারণে চতুর্থ রুকুর শুরু হতেই ভাষণের লক্ষ্য আরোপিত হয় তওহীদের প্রমাণ ও শিরক বাতিল করণের ওপর। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য স্বভাব সম্মত দ্বীন এই হতে পারে যে, সে সর্বতোভাবে একমূখী ও একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করবে। শিরক বিশ্ব-প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ও মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণে যেখানেই মানুষ এ ভূল নীতি গ্রহণ করেছে সেখানেই বিপর্যয় হতে বাধ্য। এখানে তখনকার দুনিয়ার দুটি বড় রাষ্ট্র-শক্তির মধ্যে যুদ্ধের ফলে যে চরম, ব্যাপক ও মহা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তারই দিকে ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এও শিরক-এরই ফল। অতীত মানব ইতহাসে যেসব জাতি চরম বিপর্যয়ে নিমজ্জিত হয়েছে তারা সকলে মোশরেক ছিল।

উপসংহারে রূপকভাবে লোকদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা যমীন আল্লাহর পাঠানো বৃষ্টি ধারায় যেমন করে নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং নবজীবন ও তারুণ্যের অফুরন্ত ভান্ডার বাইরে প্রকাশ করতে শুরু করে, অনুরূপ ভাবে আল্লাহর পাঠানো অহী এবং নবুয়্যতও মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা মানবতার পক্ষে রহমতের এক অপূর্ব বর্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তার সাহায্যে মানবতার মধ্যে নব জীবনের ক্রমবৃদ্ধি ও মহা কল্যাণ এবং মংগলের বাহক হয়েছে। এর কল্যাণ পুরাপুরি গ্রহণ করলে এ আরবের মরা যমীন আল্লাহর রহমতে জীবন্ত ও শ্যামাল শোভামন্ডিত হয়ে উঠবে; সব কল্যাণের ধারা তোমাদের জন্যেই প্রবাহিত হবে। আর কল্যাণ লাভ না করলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করবে। তখন অনুতাপ ও আফসোস করলে কোনই ফায়দা হবে না, আর ক্ষতি পূরণেরও কোন সুযোগ তোমরা কখনো পাবে না।

رُكُوْعَاتُهَا ٦ — ছয় তার রুকূ (সংখ্যা)

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ (٣٠) — মক্কী আর রূম সূরা (৩০)

اٰيَاتُهَا ٦٠ — ষাট তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓمّٓ ① غُلِبَتِ الرُّوْمُ ② فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ

আলিফ লাম মীম — পরাজিত করাহয়েছে — রোমানদের — মধ্যে — নিকটবর্তী — অঞ্চলের — কিন্তু — তারা

بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ③ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ

পরে — তাদেরপরাজয়ের — শীঘ্রই — বিজয়ীহবে — মধ্যে — কয়েক — বছরের — আল্লাহরই

الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ

(আসল) ইখতিয়ার — পূর্বেও — এবং — পরেও — এবং — সেদিন — আনন্দিতহবে

الْمُؤْمِنُوْنَ ④ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

মু'মিনরা — সাহায্যে — আল্লাহর — তিনি সাহায্য করেন — যাকে — চান — এবং — তিনিই — পরাক্রমশালী

الرَّحِيْمُ ⑤

মেহেরবান

রুকূ-১

১. আলিফ–লাম –মীম।

২-৫. রোমানরা নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে। তাদের এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে[১]। আসল ইখতিয়ার আল্লাহরই রয়েছে, পূর্বেও এবং পরেও। আর তা হবে সে দিন, যেদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দিত হবে[২]। আল্লাহ সাহায্য করেন যাকে চান। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও দয়াবান।

১. এ ইশারা সেই সংগ্রামের প্রতি যা সে সময় রোম ও ইরান সাম্রাজ্যের মধ্যে চলছিল। সে সময় রোমকরা বড় হীনভাবে পরাজিত হয়েছিল; এবং কেউ এ চিন্তা করতে পারেনি যে আবার তারা উত্থিত হতে পারবে। কিন্তু আল্লাহতা'আলা এই আয়াতে ভবিষ্যৎবাণী করেন যে– কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা আবার বিজয়ী হবে।

২. এটা আর একটা ভবিষ্যৎবাণী। এর অর্থ লোকেরা সেই সময় বুঝতে পারে– যখন বদরের যুদ্ধে একদিকে মুসলমানেরা বিজয়লাভ করে এবং অন্যদিকে রোম ও ইরানের যুদ্ধে রোমকরা জয়ী হয়।

*بِضْعِ শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

وَعْدَ	اللّٰهِ	لَا	يُخْلِفُ	اللّٰهُ	وَعْدَهٗ	وَلٰكِنَّ
(এটা) ওয়াদা	আল্লাহর	না	খেলাফকরেন	আল্লাহ	তাঁর ওয়াদা	কিন্তু

أَكْثَرَ	النَّاسِ	لَا	يَعْلَمُوْنَ ۞٦	يَعْلَمُوْنَ	ظَاهِرًا	مِّنَ
অধিকাংশ	লোক	না	তারাজানে	(কেবল) তারাজানে	বাহ্যিকদিক	

الْحَيٰوةِ	الدُّنْيَا	وَ	هُمْ	عَنِ	الْاٰخِرَةِ	هُمْ	غٰفِلُوْنَ ۞٧	أَوَلَمْ
দুনিয়ার	জীবনের	আর	তারা	সম্পর্কে	আখেরাত	তারা	গাফেল	নাই কি

يَتَفَكَّرُوْا	فِيْٓ	أَنْفُسِهِمْ	مَا	خَلَقَ	اللّٰهُ	السَّمٰوٰتِ
তারা চিন্তাকরে	বিষয়ে	তাদের নিজেদের	না	সৃষ্টি করেছেন	আল্লাহ	আকাশমন্ডলী

وَ	الْأَرْضَ	وَ	مَا	بَيْنَهُمَآ	إِلَّا	بِالْحَقِّ	وَ	أَجَلٍ	مُّسَمًّى
ও	পৃথিবী	এবং	যা (আছে)	তাদের দু'য়েরমাঝে	ব্যতীত	সত্যসহকারে	এবং	একটি কালের (জন্যে)	নির্দিষ্ট

وَإِنَّ	كَثِيْرًا	مِّنَ	النَّاسِ	بِلِقَآئِ	رَبِّهِمْ	لَكٰفِرُوْنَ ۞٨
নিশ্চয়ই এবং	অধিকাংশ	মধ্যে	লোকদের	সাক্ষাৎসম্পর্কে	তাদেররবের	অস্বীকারকারী অবশ্যই

৬. এ ওয়াদা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ নিজের করা ওয়াদার খেলাপ করেন না কখনো। কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

৭. লোকেরা দুনিয়ার জীবনের শুধু বাহ্যিক দিকটিই জানে, আর পরকাল সম্পর্কে তারা নিজেরাই গাফিল।

৮. তারা কি কখনো নিজেরা নিজেদের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেনি? আল্লাহ যমীন ও আসমান এবং তাদের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিস সত্যতা সহকারে ও একটি নির্দিষ্ট মীয়াদের জন্যে পয়দা করেছেন। কিন্তু বহু লোক তাদের রবের সাথে মিলিত হওয়ার কথা অস্বীকার করে[৩]।

৩. অর্থাৎ মানুষ যদি বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতি সচিন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে দুটি সত্য তার দৃষ্টিতে সুস্পষ্টরূপে প্রকট হয়ে উঠবে। প্রথম –এ কোন খেলাড়ীর খেলা নয়, বরং এ প্রজ্ঞাভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক এক ব্যবস্থা। দ্বিতীয় –এ অনাদি ও চিরস্থায়ী কোন ব্যবস্থা নয়। বরং একদিন অবশ্যই এ শেষ হয়ে যাবে। এ দুটি সত্যই পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু মানুষ এ সব কিছু দেখা সত্ত্বেও পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

اَوَ	لَمۡ يَسِيۡرُوۡا	فِي	الۡاَرۡضِ	فَيَنۡظُرُوۡا	كَيۡفَ	كَانَ
কি	নাই তারা ভ্রমণকরে	মধ্যে	পৃথিবীর	তাহলে তারা দেখতেপেত	কেমন	ছিল

عَاقِبَةُ	الَّذِيۡنَ	مِنۡ	قَبۡلِهِمۡ	كَانُوۡۤا	اَشَدَّ	مِنۡهُمۡ	قُوَّةً
পরিনাম	(তাদের) যারা		তাদের পূর্বে (ছিল)	তারাছিল	প্রবলতর	এদের চেয়ে	শক্তিতে

وَّ	اَثَارُوا	الۡاَرۡضَ	وَ	عَمَرُوۡهَاۤ	اَكۡثَرَ	مِمَّا	عَمَرُوۡهَا	وَ
এবং	চাষকরত	যমীন	ও	আবাদকরত তা	অধিকতর	(তার)চেয়েও	যা এরা আবাদ করেছে	এবং

جَآءَتۡهُمۡ	رُسُلُهُمۡ	بِالۡبَيِّنٰتِ	فَمَا	كَانَ	اللّٰهُ	لِيَظۡلِمَهُمۡ
তাদের কাছে এসেছিল	তাদের রসূলরা	স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ	বস্তুতঃ না	ছিলেন	আল্লাহ	তাদের উপর যুলম করবেন

وَلٰكِنۡ	كَانُوۡۤا	اَنۡفُسَهُمۡ	يَظۡلِمُوۡنَ ؕ ۹	ثُمَّ	كَانَ	عَاقِبَةَ
কিন্তু	তারাছিল (এমন যে)	তাদের নিজেদের (উপর)	যুলমকরত	এরপর	হল	পরিণাম

الَّذِيۡنَ	اَسَآءُوا	السُّوۡۤاٰۤى	اَنۡ	كَذَّبُوۡا	بِاٰيٰتِ	اللّٰهِ	وَ
(তাদের) যারা	মন্দ কর্ম করেছিল	মন্দ	(এজন্যে) যে	তারামিথ্যারোপ করেছিল	নিদর্শনাবলীকে	আল্লাহর	এবং

كَانُوۡا	بِهَا	يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ۱۰
তারাছিল	তা সম্পর্কে	বিদ্রূপ করত

৯. এই লোকেরা কি কখনো যমীনে চলে- ফিরে বেড়ায়নি? তাহলে তারা সে লোকদের পরিণাম দেখতে পেত যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে। তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। তারা যমীনকে খুব ভাল করে চাষাবাদ করেছিল এবং তা এতখানি আবাদ করেছিল, যতটা এরা করে নেই। তাদের নিকট তাদের রসূল উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। পরন্তু আল্লাহ তাদের উপর যুলমকারী ছিলেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করেছিল।

১০. শেষ পর্যন্ত যারা অন্যায় কাজ করেছিল, তাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাব হয়েছে; এজন্যে যে, তারা আল্লাহর আয়াত-সমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা তাকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত।

* এখানে كانوا يظلمون একটা শব্দ। এর অর্থ যুলম করতেছিল কিন্তু মাঝখানে انفسهم এসে ঐ শব্দটাকে ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু সরলার্থে কোন পরিবর্তন হয়নি। অনুরূপ كانوا يستهزءون একই শব্দ

ٱللَّهُ — আল্লাহ
يَبْدَؤُا — সূচনাকরেন
ٱلْخَلْقَ — সৃষ্টির
ثُمَّ — এরপর
يُعِيدُهُۥ — তা পুনরাবৃত্তিকরেন
ثُمَّ — এরপর
إِلَيْهِ — তাঁরইদিকে
تُرْجَعُونَ ⑪ — তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে
وَ — এবং
يَوْمَ — যেদিন
تَقُومُ — সংগঠিত হবে
ٱلسَّاعَةُ — কিয়ামত
يُبْلِسُ — হতাশহয়ে যাবে
ٱلْمُجْرِمُونَ ⑫ — অপরাধীরা
وَ — এবং
لَمْ — না
يَكُن — হবে
لَّهُم — তাদেরজন্যে
مِّن — কেউ
شُرَكَآئِهِمْ — তাদেরশরীকদের
شُفَعَٰٓؤُا — সুপারিশকারী
وَ — এবং
كَانُوا — তারাহবে
بِشُرَكَآئِهِمْ — তাদের(বানানো)শরীক দেরকে
كَٰفِرِينَ ⑬ — অস্বীকারকারী
وَ — এবং
يَوْمَ — যেদিন
تَقُومُ — সংগঠিতহবে
ٱلسَّاعَةُ — কিয়ামত
يَوْمَئِذٍ — সেদিন
يَتَفَرَّقُونَ ⑭ — তারা বিভক্ত হয়ে যাবে
فَأَمَّا — অতঃপর (তাদের)ব্যাপার
ٱلَّذِينَ — যারা
ءَامَنُوا — ঈমানএনেছে
وَ — ও
عَمِلُوا — কাজকরেছে
ٱلصَّٰلِحَٰتِ — নেকীসমূহের
فَهُمْ — তারাতখন
فِى — (হবে) মধ্যে
رَوْضَةٍ — বাগ-বাগিচায়
يُحْبَرُونَ ⑮ — আনন্দকরবে

রুকু-২

১১. আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন। পরে তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

১২. আর যখন সেই 'কেয়ামত' সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধী লোকেরা নিরাশ হবে[৪]।

১৩. তাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কেউ তাদের জন্যে সুপারিশকারী হবেনা। আর তারা নিজেদের বানানো শরীকদের অস্বীকার করবে[৫]।

১৪. যেদিন সেই কেয়ামত হবে সেদিন (সব মানুষ) বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

১৫. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে বাগ-বাগিচায় আনন্দ ও স্ফূর্তির মধ্যে রাখা হবে।

---

৪. মূলে মুবলেসূন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবলাস-এর অর্থ হতাশা ও আঘাতের কারণে কোন ব্যক্তির বিমূঢ় হয়ে যাওয়া।

৫. অর্থাৎ সে সময়ে মোশরেকরা নিজেরা এ কথা স্বীকার করবে যে,-'এদেরকে আল্লাহর শরীক গণ্য করে আমরা ভুল করেছিলাম'।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآئِ الْاٰخِرَةِ

আর (তাদের) ব্যাপার | যারা | কুফরী করেছে | ও | মিথ্যারোপ করেছে | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | ও | সাক্ষাতকে | পরকালের

فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ

তখন ঐসব (লোককে) | মধ্যে | শাস্তির | উপস্থিত করা হবে | অতএব মহিমা ঘোষণা কর | আল্লাহর | যখন | তোমরা সন্ধ্যা কর (অর্থাৎ মাগরিব হয়)

وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ

ও | যখন | তোমরা সকাল কর (অর্থাৎ ফজর হয়) | এবং | তাঁরই জন্যে | সকল প্রশংসা | মধ্যে | আকাশমণ্ডলীর | ও

الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَىَّ

পৃথিবীতে | এবং (মহিমা ঘোষণা কর) | অপরাহ্নে (অর্থাৎ আসরে) | ও | যখন | তোমাদের যোহরের সময় হয় | তিনি বের করেন | জীবন্তকে

مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْىِ

হতে | মৃত | ও | বের করেন | মৃতকে | হতে | জীবন্ত | এবং | জীবিত করেন

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

পৃথিবীকে | পরে | তার মৃত্যুর | এবং | এরূপেই | তোমাদের বের করা হবে

১৬. পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত রাখা হবে।

১৭. অতএব তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন) কর আল্লাহর, যখন তোমরা সন্ধ্যা কর, আর যখন সকাল কর।

১৮. আসমান ও যমীনে তাঁরই জন্য প্রশংসা। আর (তসবীহ কর তাঁর) তৃতীয় প্রহরে এবং তোমাদের যখন যোহরের সময় হয়[৬]।

১৯. তিনি জীবন্তকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত হতে বের করে আনেন। আর যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও (মৃত্যু অবস্থা হতে) বেরকরে আনা হবে।

---

৬. এ আয়াতে নামাযের চার ওয়াক্তের প্রতি সুস্পষ্ট ইশারা করা হয়েছেঃ ফজর, মগরিব, আসর ও যোহর। এর সংগে সূরা হূদের ১১৪ নং আয়াত, সূরা বনী-ইসরাঈলের ৭৮নং আয়াত ও সূরা 'ত্বা-হা'র ১৩০ নং আয়াত পাঠ করলে নামাযের পাঁচটি ওয়াক্তের নির্দেশ পাওয়া যাবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝٢٠ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۝٢٢ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ

রুকু-৩

২০. তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে পয়দা করেছেন। অতঃপর তোমরা সহসা মানুষ (হয়ে উঠে যমীনে) ছড়িয়ে পড়ছ।

২১. তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্য এও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই জাতির মধ্যে হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন নিহিত রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

২২. আর তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ-সমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষা-সমূহ ও তোমাদের বর্ণের পার্থক্য। বস্তুতঃ এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্যে।

২৩.আর তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাত ও দিনের বেলা নিদ্রা যাওয়া এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ

নিশ্চয়ই | মধ্যে (রয়েছে) | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী | লোকদেরজন্যে | (যারা) শুনে | এবং | মধ্যহতে | তাঁরনিদর্শনাবলীর

يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

তোমাদের তিনি দেখান | বিদ্যুৎ | ভয় | ও | ভরষা রূপে | এবং | বর্ষণকরেন | হতে | আকাশ | পানি

فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

অতঃপর জীবিত করেন | তা দিয়ে | যমীনকে | পরে | তার মৃত্যুর | নিশ্চয়ই | মধ্যে (রয়েছে) | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী | লোকদের জন্যে

يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَ

(যারা) জ্ঞান-বুদ্ধিরাখে | এবং | মধ্যেহতে | তাঁর নিদর্শন সমূহের | (এও) যে | প্রতিষ্ঠিত রয়েছে | আকাশ | ও

الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ

পৃথিবী | তারইনির্দেশক্রমে | এরপর | যখন | তোমাদের ডাকদিবেন | একটি ডাক | হতে

الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَن فِي

যমীন | তখন | তোমরা | বেরহয়ে আসবে | এবং | তারই | যা কিছু | মধ্যেআছে

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿٢٦﴾

আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর | সবকিছু | তাঁরই | আজ্ঞাবহ

বস্তুতঃ এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে, যারা (মনোযোগ সহকারে) শুনে।

২৪. আর তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্যে এও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে থাকেন, ভয় সহকারে এবং আশা-বাসনা সহকারেও, আর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পরে তার সাহায্যে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। নিশ্চিতই এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

২৫. তাঁর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এও রয়েছে যে, আসমান ও যমীন তাঁরই হুকুমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পরে যখনই তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে আহবান করবেন, শুধুমাত্র একটি বারের আহবানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে।

২৬.আকাশ-মণ্ডল ও যমীনে যাকিছু আছে তারা সবই তাঁরই বান্দা। সবকিছুই তাঁর ফরমানের অধীন।

وَ هُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ

এবং তিনিই (আল্লাহ) | যিনি | সূচনা করেন | সৃষ্টির | এরপর | তার পুনরাবৃত্তি করবেন | এবং | তা | সহজতর | তাঁর কাছে

وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ

এবং | তাঁরই | গুনাবলী (মর্যাদা) | সর্বোত্তম | মধ্যে | আসমান সমূহের | এবং | পৃথিবীতে | এবং | তিনি | পরাক্রমশালী

الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ

মহাবিজ্ঞ | পেশকরেন (আল্লাহ) | তোমাদের জন্যে | একটি দৃষ্টান্ত | মধ্যহতে | তোমাদের নিজেদের | (আছে) কি | তোমাদের জন্যে

مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ

মধ্যহতে | 'তোমাদের ডানহাত মালিক করেছে যাকে' (অর্থ্যাৎ তোমাদের দাস দাসী) | কিছু(সংখ্যক) | অংশীদার | মধ্যে | (তার) যা | তোমাদেরকে আমরা রিযক দিয়েছি

فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ

অতঃপর তোমরা | তাতে | সমান (অংশীদারিত্বে) | তাদেরকে তোমরা ভয় করবে (কি?) | তোমাদের যেমন ভয় | তোমাদের নিজেদের (সমান লোকদের ক্ষেত্রে)

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾

এরূপে | আমরা বর্ণনা করি বিশদ ভাবে | নিদর্শণাবলী | লোকদের জন্যে | (যারা) বুদ্ধি কাজে লাগায়

---

২৭. তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, পরে তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর পক্ষে সহজতর, আকাশ মন্ডলি ও যমীনে তাঁর গুণাবলী বা মর্যাদা সর্বোত্তম এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।

রুকূ-৪

২৮. তিনি তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের ব্যাপার হতে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তোমাদের মালিকানাধীন গোলামদের মধ্যে কিছু গোলাম এমন আছে কি যারা আমাদের দেয়া ধন সম্পদে তোমাদের সাথে সমান ভাবে অংশীদার হবে আর তোমরা তাদেরকে তেমনই ভয় করবে যেমন নিজেদের সমান লোকদেরকে ভয় করে থাক?[৭] – এভাবে আমরা আয়াত সমূহকে খুলে খুলে পেশ করে থাকি তাদের জন্যে যারা জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগায়।

---

৭. সূরা নহলের ৬২ নং আয়াতে এই একই বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে – 'তোমরা নিজেদের সম্পর্কে যখন নিজেদের দাসদের অংশীদার বানাও না, তখন তোমাদের বুদ্ধিতে এ কথা কেমন করে আসে যে আল্লাহ নিজের উলুহিয়াতে নিজের দাসদের অংশীদার নির্দিষ্ট করেন।'

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَن يَهْدِي

বরং অনুসরণ করে — যারা — যুলমকরেছে — তাদের খেয়ালখুশির — ব্যতীত — জ্ঞান — সুতরাং কে — পথ দেখাবে

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ

যাকে — পথভ্রষ্ট করেছেন — আল্লাহ — এবং — না — তাদেরজন্যে আছে — কেউ — সাহায্যকারীদের — অতঃএব(হে নবী) প্রতিষ্ঠিত কর — লক্ষকে — তোমার

لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

দ্বীনের জন্যে — একনিষ্ঠভাবে — (সেইদ্বীন) প্রকৃতির — আল্লাহর — যা — তিনি সৃষ্টি করেছেন — মানুষকে

عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

তারউপর — না (হতে পারে) — কোন পরিবর্তন — সৃষ্টির — আল্লাহর — এটাই — দ্বীন — সত্য-নির্ভূল

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

কিন্তু — অধীকাংশ — লোক — না — তারা জানে

২৯. কিন্তু এই যালেম লোকেরা না বুঝে-শুনে নিজেদের ধারণা-কল্পনার পিছনে ছুটে চলছে। এখন কে সেই ব্যক্তিকে পথ দেখাবে, যাকে আল্লাহই পথভ্রষ্ট করেছেন? এই ধরণের লোকদের তো কেউ সাহায্যকারী হতে পারে না।

৩০. অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসরণকারীরা) একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে প্রতিষ্ঠিত কর, (কেন্দ্রীভূত করে দাও, দাঁড়িয়ে যাও) সেই প্রকৃতির উপর, যার উপর আল্লাহতা'আলা মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যেতে পারে না[৮]। ইহাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে নিজের দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর নিজেরই বন্দেগী করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টিধারা কারুরই পক্ষে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মানুষ হচ্ছে 'আল্লাহর দাস'। এই অবস্থা থেকে সে 'আল্লাহর দাস নয়' এমন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে না। এবং 'আল্লাহ নয়' এমন কাউকে 'আল্লাহ গণ্য' করলে যথার্থ পক্ষে সে 'আল্লাহ' হয়ে যেতে পারে না। মানুষ নিজের জন্যে যত সংখ্যক ইচ্ছা উপাস্য গ্রহণ করুক না কেন, এক আল্লাহ ছাড়া মানুষ কারুরই বান্দা নয়। এ আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে-" আল্লাহর সৃষ্টি ধারায় যেন পরিবর্তন না করা হয়।" অর্থাৎ যে প্রকৃতির উপর আল্লাহতা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা বিকৃত ও বিপর্যস্ত করা ঠিক নয়।

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

(প্রতিষ্ঠিত থাক) অভিমুখীহয়ে | তাঁরইদিকে | এবং তাঁকে ভয়কর | ও | কায়েমকর | নামাজ | এবং | না | তোমরা হয়ো | অন্তর্ভূক্ত

الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ط كُلُّ

মোশরেকদের | যারা | বিভক্ত করেছে | তাদেরদ্বীনকে | এবং | হয়ে গিয়েছে | বিভিন্ন দল | প্রত্যেক

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا

দলই | ঐ বিষয়ে যা | তাদের কাছে আছে | তারাখুশী আছে | এবং | যখন | স্পর্শকরে | মানুষকে | দুঃখ-দৈন্যে | তারা ডাকে

رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا

তাদের রবকে | রুজুহয়ে | তাঁরইদিকে | এরপর | যখন | তাদেরকে তিনি আস্বাদন করান | তাঁরপক্ষ হতে | রহমত | তখন

فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا

একদল | তাদেরমধ্যে | তাদের রবের সাথে | তারা শিরক করে | যেন অকৃতজ্ঞতা করে | ঐ বিষয়ে যা

آتَيْنَاهُمْ ط فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا

তাদেরকে আমরা দানকরেছি | তোমরা (ঠিক আছে) ভোগ কর | অতঃপর শীঘ্রই | তোমরা জানবে | কি | আমরা নাযিল করেছি

عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

তাদেরউপর | কোন দলীল | সুতরাং যারা | বলে | ঐ বিষয়ে যা | তারাছিল | তারসাথে | শিরককরত

৩১. (তোমরা দাঁড়াও এ কথার উপর) আল্লাহর দিকে রুজু করে, ভয় কর তাঁকে এবং নামায কায়েম কর আর সেই মোশরেকদের মধ্যে শামিল হয়োনা।

৩২. যারা নিজেদের দ্বীনকে আলাদা বানিয়ে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে; প্রত্যেকটি দলই নিজের নিকট যা আছে তা নিয়েই মগ্ন হয়ে রয়েছে।

৩৩. লোকদের অবস্থা এই যে যখন তারা কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন নিজেদের রবের দিকে রুজু হয়ে তাঁকে ডাকে। পরে যখন তিনি তাদেরকে নিজের রহমতের খানিকটা স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেন তখন সহসাই তাদের কিছু লোক শিরক করতে শুরু করে দেয়।

৩৪. যেন আমাদের দেয়া অনুগ্রহের না-শোকরী করে, ঠিক আছে, মজা লুটে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

৩৫. আমরা কি তাদের উপর কোন সনদ ও দলীল নাযিল করেছি যা এরা যে শিরক্ করছে তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

وَ	إِذَآ	أَذَقْنَا	ٱلنَّاسَ	رَحْمَةً	فَرِحُوا۟ بِهَا ۖ	وَ	إِن	تُصِبْهُمْ
এবং	যখন	আমরা আস্বাদন করাই	লোকদেরকে	রহমত	তাতে তারা উৎফুল্ল হয়	এবং	যদি	তাদের পৌঁছে

سَيِّئَةٌۢ	بِمَا	قَدَّمَتْ	أَيْدِيهِمْ	إِذَا	هُمْ	يَقْنَطُونَ ٣٦
কোন দুর্দশা	এ কারণে যা	আগে পাঠিয়েছে	তাদের হাত	তখন	তারা	হতাশ হয়ে পড়ে

أَوَ	لَمْ يَرَوْا۟	أَنَّ	ٱللَّهَ	يَبْسُطُ	ٱلرِّزْقَ	لِمَن	يَشَآءُ	وَ يَقْدِرُ ۚ
কি	তারা দেখে নাই	যে	আল্লাহ	প্রশস্ত করেদেন	রিয্ক	(তার)জন্যে যাকে	তিনি চান	আবার সীমিতওকরেন

إِنَّ	فِى	ذَٰلِكَ	لَءَايَٰتٍ	لِّقَوْمٍ	يُؤْمِنُونَ ٣٧	فَـَٔاتِ
নিশ্চয়ই	মধ্যে রয়েছে	এর	অবশ্যই নিদর্শনাবলী	লোকদেরজন্যে	(যারা) ঈমানআনে	অতএব দাও

ذَا ٱلْقُرْبَىٰ	حَقَّهُۥ	وَ	ٱلْمِسْكِينَ	وَ	ٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ	ذَٰلِكَ
নিকট আত্মীয়কে	তার প্রাপ্য	ও	অভাবগ্রস্তকে	ও	পথিককে	এটা

خَيْرٌ	لِّلَّذِينَ	يُرِيدُونَ	وَجْهَ	ٱللَّهِ ۖ	وَ	أُو۟لَٰٓئِكَ	هُمُ
উত্তম	(তাদের)জন্যে যারা	চায়	সন্তুষ্টি	আল্লাহর	এবং	ঐ সবলোক	তারাই

ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨
সফলকাম

৩৬. আমরা যখন লোকদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তা পেয়ে গর্বে ফুলে ওঠে। আর যখন তাদের কৃতকাজের দরুন তাদের উপর কোন বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন সহসাই তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

৩৭. এরা কি দেখে না যে, আল্লাহই রেযক প্রশস্ত করে দেন যার জন্যে চান এবং সংকীর্ণ করে দেন (যার জন্যে চান)? নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে বহুসংখ্যক নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্যে।

৩৮. অতএব, (হে ঈমানদার লোকেরা!) আত্মীয়কে তার হক পৌঁছে দাও আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক[৯])। এ উত্তম পন্থা সেই লোকদের জন্যে যারা আল্লাহর সন্তোষ চায়। আর তারাই কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে।

৯. এ বলেননি যে– "আত্মীয়, দরিদ্র ও মুসাফীরকে দান কর"। নির্দেশ করা হয়েছে– এ তাদের হক (প্রাপ্য) যা তোমার পরিশোধ করা উচিত, এবং হক মনে করেই আদায় করা উচিত।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
مَآ	যাকিছু
اٰتَيْتُمْ	তোমরা দিয়ে থাক
مِّنْ	
رِّبًا	সূদ
لِّيَرْبُوَا۟	বৃদ্ধি পায়যেন
فِىٓ	মধ্যে
اَمْوَالِ	ধন-সম্পদে
النَّاسِ	লোকদের
فَلَا	প্রকৃতপক্ষে না
يَرْبُوْا	বৃদ্ধি পায়
عِنْدَ	কাছে
اللّٰهِ ج	আল্লাহর
وَ	এবং
مَآ	যাকিছু
اٰتَيْتُمْ	তোমরা দিয়েথাক
مِّنْ	
زَكٰوةٍ	যাকাত
تُرِيْدُوْنَ	(এ উদ্দেশ্যে যে) তোমরাচাও
وَجْهَ	সন্তুষ্টি
اللّٰهِ	আল্লাহর
فَاُولٰٓئِكَ	প্রকৃতপক্ষে ঐসবলোক
هُمُ	তারাই
الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾	সমৃদ্ধশালী
اَللّٰهُ	আল্লাহ (সেই সত্তা)
الَّذِىْ	যিনি
خَلَقَكُمْ	তোমাদের সৃষ্টিকরেছেন
ثُمَّ	এরপর
رَزَقَكُمْ	তোমাদের রিযিকদিয়েছেন
ثُمَّ	এরপর
يُمِيْتُكُمْ	তোমাদের মৃত্যুদেবেন
ثُمَّ	এরপর
يُحْيِيْكُمْ ط	তোমাদের পুনঃজীবিত করবেন
هَلْ	কি
مِنْ	মধ্যে
شُرَكَآئِكُمْ	তোমাদের (বানানো) শরীকদের
مَّنْ	কেউ
يَّفْعَلُ	করতেপারে
مِنْ	মধ্যে
ذٰلِكُمْ	এগুলোর
مِّنْ	কোন
شَىْءٍ ط	কিছু
سُبْحٰنَهٗ	তিনি পবিত্র মহান
وَ	এবং
تَعٰلٰى	অনেক উর্ধ্বে
عَمَّا	(তা)হতে যা
يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾	তারা শরীক করে

৩৯. লোকদের অর্থের সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে– এই জন্যে তোমরা যে সূদ দাও তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না[১০], আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও, মূলতঃ এই যাকাত দানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে।

৪০. আল্লাহই তো তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রেযক দান করেছেন; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন এবং তিনিই আবার জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এসবের কোন একটি কাজও করতে পারে? তিনি পবিত্র মহান, এরা যে শিরক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

১০. সূদের নিন্দায় অবতীর্ণ এ কুরআন মজীদের প্রথম আয়াত। এ সম্পর্কে পরবর্তী বিধানগুলো আলে-ইমরান ১৩ নং আয়াতে, বাকারা ২৭৫-২৭৯নং আয়াতে দ্রষ্টব্য।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ
ছড়িয়েপড়েছে বিপর্যয় স্থলভাগে ও জলভাগে একারণে যা অর্জন করেছে হাত লোকদের তাদের তিনি যেন আস্বাদন করান

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيْرُوْا
কিছুটা যা তারা কাজ করেছে তারা যাতে ফিরে আসে বল (হে নবী) তোমরা চলেফিরে দেখ

فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ
মধ্যে পৃথিবীর অতঃপর লক্ষ্যকর কেমন ছিল (তাদের) পরিণাম যারা

قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ
পূর্বে (ছিল) ছিল অধিকাংশ তাদের মুশরেক অতএব(হে নবী) প্রতিষ্ঠিত কর তোমার লক্ষ্য

لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ
দ্বীনেরপ্রতি (যা) সঠিক (এর) পূর্বেই যে আসবে একদিন নাই (উপায়) তা টলে যাওয়ার

مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ
আল্লাহর পক্ষথেকে সে দিন (মানুষ) বিভক্ত হয়ে পড়বে যে কুফরীকরবে তবে (পড়বে) তার উপর

كُفْرُهٗ ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾
তার কুফরীর (কুফল) এবং যারা কাজকরবে নেক তবে তাদের নিজেদেরজন্যে তারা (সুখ) শয্যা তৈরীকরে

রুকু-৫

৪১. স্থলভাগ ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন[১১]। যেন তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন। এর ফলে হয়ত তারা ফিরে আসবে।

৪২. (হে নবী।) তাদেরকে বল, যমীনে চলে ফিরে দেখ , পূর্বের লোকদের পরিণতি কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশ মোশরেকই তো ছিল।

৪৩. অতএব (হে নবী।) তোমার লক্ষ্য মজবুতী সহকারে নিবদ্ধ কর সেই সঠিক দ্বীনের প্রতি সেই দিনের আসার আগে যার টলে যাওয়া আল্লাহর তরফ হতে কোনই উপায় নেই। সেদিন লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর হতে আলাদা হয়ে যাবে।

৪৪. যে ব্যক্তি কুফরী করেছে তার কুফরীর কুফল তার উপরই বর্তিবে। আর যারা নেক আমল করেছে, তারা নিজেদেরই জন্যে(কল্যাণের পথ) পরিষ্কার করছে;

১১. এখানে সেই যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা সে সময়ে পৃথিবীর দুই বিরাট শক্তি ইরান ও রোমের মধ্যে চলছিল।

لِيَجْزِيَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	مِنْ فَضْلِهٖ ط
যেন পুরস্কৃতকরেন	(তাদেরকে) যারা	ঈমানএনেছে	ও	কাজকরেছে	নেকীসমূহে	তাঁর অনুগ্রহে

اِنَّهٗ	لَا	يُحِبُّ	الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾	وَ	مِنْ	اٰيٰتِهٖ	اَنْ	يُّرْسِلَ
নিশ্চয়ই তিনি	না	ভালবাসেন	কাফেরদেরকে	এবং	হতে	তাঁর নিদর্শনাবলী	(এও) যে	তিনি পাঠান

الرِّيٰحَ	مُبَشِّرٰتٍ	وَّ	لِيُذِيْقَكُمْ	مِّنْ	رَّحْمَتِهٖ	وَ	لِتَجْرِيَ
বাতাস	সুসংবাদ বাহক হিসাবে	এবং	তোমাদেরকে স্বাদ নেয়ার জন্যে	হতে	তাঁর রহমত	ও	চলে যেন

الْفُلْكُ	بِاَمْرِهٖ	وَ	لِتَبْتَغُوْا	مِنْ	فَضْلِهٖ	وَ	لَعَلَّكُمْ
নৌযান	তাঁর বিধানে	ও	তোমরা যেন সন্ধানকর	হতে	তারঅনুগ্রহ	এবং	তোমরা যাতে

تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾	وَ	لَقَدْ	اَرْسَلْنَا	مِنْ قَبْلِكَ	رُسُلًا	اِلٰى	قَوْمِهِمْ
শোকর কর	এবং	নিশ্চয়ই	আমরা প্রেরণ করেছি	তোমার পূর্বে	রসূলদেরকে	প্রতি	তাদের জাতির

فَجَآءُوْ	هُمْ	بِالْبَيِّنٰتِ	فَانْتَقَمْنَا	مِنَ	الَّذِيْنَ	اَجْرَمُوْا ط
তারা অতঃপর এসেছিল	তাদের কাছে	সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে	আমরা অতঃপর প্রতিশোধ নিয়েছি	হতে	(তাদের) যারা	অপরাধকরেছিল

وَ	كَانَ	حَقًّا	عَلَيْنَا	نَصْرُ	الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾
এবং	(এটা) হল	দায়িত্ব	আমাদের উপর	সাহায্যকরা	মু'মেনদেরকে

৪৫. যেন আল্লাহতা'আলা ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

৪৬.তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি হল এই যে, তিনি বাতাস পাঠিয়ে দেন সুসংবাদ দানের জন্যে এবং তোমাদেরকে নিজের রহমত দানে ধন্য করার জন্যে। আর এজন্যে যে, নৌকাগুলি তাঁর হুকুমে চলবে এবং তোমরা তার অনুগ্রহের সন্ধান করবে ও তাঁর শোকর আদায় করবে।

৪৭. আমরা তোমার পূর্বে নবী-রসূলদেরকে তাদের জাতির লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি। তারা তাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছে। যারা অপরাধ করেছে আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর মু'মেনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।

আরবী	অর্থ
اَللّٰهُ	আল্লাহ (তিনিই)
الَّذِیْ	যিনি
یُرْسِلُ	প্রেরণকরেন
الرِّیٰحَ	বায়ু
فَتُثِیْرُ	তা ফলে সঞ্চালিত করে
سَحَابًا	মেঘমালাকে
فَیَبْسُطُهٗ	তা অতঃপর তিনি ছড়িয়ে দেন
فِی	মধ্যে
السَّمَآءِ	আকাশের
كَیْفَ	যেমন
یَشَآءُ	তিনি চান
وَ	এবং
یَجْعَلُهٗ	তা করেন
كِسَفًا	খন্ড- বিখন্ড
فَتَرَی	তুমি অতঃপর দেখতে পাও
الْوَدْقَ	বৃষ্টির ফোটা
یَخْرُجُ	বেরহয়
مِنْ	হতে
خِلٰلِهٖ ۚ	তার ভীতর
فَاِذَآ	অতঃপর যখন
اَصَابَ	পৌছে দেন
بِهٖ	তা
مَنْ	যাকে
یَّشَآءُ	চান
مِنْ	মধ্যেহতে
عِبَادِهٖٓ	তার বান্দাদের
اِذَا	তখন
هُمْ	তারা
یَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۸﴾	আনন্দিত হয়েযায়
وَ	এবং
اِنْ	যদিও
كَانُوْا	তারাছিল
مِنْ قَبْلِ	পূর্বে
اَنْ	
یُّنَزَّلَ	(বৃষ্টি) বর্ষণের
عَلَیْهِمْ	তাদের উপর
مِّنْ قَبْلِهٖ	এর পূর্বে
لَمُبْلِسِیْنَ ﴿۴۹﴾	অবশ্যই নিরাশ
فَانْظُرْ	অতঃপর লক্ষ্যকর
اِلٰٓی	প্রতি
اَثَرِ	প্রভাবের
رَحْمَتِ	অনুগ্রহের
اللّٰهِ	আল্লাহর
كَیْفَ	কেমনে
یُحْیِ	জীবিতকরেন
الْاَرْضَ	যমীনকে
بَعْدَ	পর
مَوْتِهَا ؕ	তারমৃত্যুর
اِنَّ	নিশ্চয়ই
ذٰلِكَ	এভাবে
لَمُحْیِ	তিনি অবশ্যই জীবন্তকারী
الْمَوْتٰی ۚ	মৃতদেরকে
وَ	এবং
هُوَ	তিনিই
عَلٰی	উপর
كُلِّ	সব
شَیْءٍ	কিছুর
قَدِیْرٌ ﴿۵۰﴾	ক্ষমতাবান

৪৮. আল্লাহই বাতাস পাঠিয়ে থাকেন এবং তা মেঘমালাকে উত্থিত করে। পরে তা মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেয় যেমন চায় এবং তাকে টুকরা টুকরা করে দেয়। পরে তুমি দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফোটা মেঘমালা হতে বিন্দু বিন্দু করে পড়তে থাকে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে তার উপর যখন চান বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন, তখন সহসা তারা আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে;

৪৯. অথচ তার বর্ষণের পূর্বে তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছিল।

৫০. আল্লাহর এ রহমতের প্রভাব লক্ষ্য কর, মরে পড়ে থাকা যমীনকে তিনি কিভাবে জীবন্ত করে তোলেন! নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদের জীবন দানকারী এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সক্ষম।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

এবং অবশ্য যদি | আমরা প্রেরণ করি | (এমন) বায়ু | তা ফলে তারা দেখে | হরিৎবর্ণ | তবুও অবশ্যই লেগে থাকে | তার পরেও | অকৃতজ্ঞতা করতে

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

তুমি তাই নিশ্চয়ই | না | শুনাতেপার | মৃতদেরকে | আর | না | শুনাতেপার | বধিরকেও | আহবান | যখন | তারা ফিরায় | পৃষ্ঠ সমূহ

وَمَا أَنتَ بِهَٰدِ الْعُمْيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

এবং না | তুমি | পথপ্রদর্শক | অন্ধলোকদের | হতে | তাদের পথভ্রষ্টতা | না | তুমি শুনাতেপার | ব্যতীত | (তাকে) যে | ঈমানআনে | আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি | কারণ তারা | আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)

৫১. আমরা যদি এমন কোন হাওয়া পাঠাই যার ফলে তারা নিজেদের ফসলের ক্ষেতকে হরিৎবর্ণ দেখতে পায় তা হলে তারা কুফরীই করতে থাকে[১২]।

৫২. (হে নবী!) তুমি মৃতদের শুনাতে পারো না[১৩], না সেই বধির লোকদেরকে শুনাতে পারো যারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে থাকে।

৫৩. আর না তুমি অন্ধ লোকদেরকে তাদের গোমরাহী হতে বের করে সত্য-সঠিক পথ দেখাতে পারো। তুমিতো কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারো, যারা আমাদের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে ও আনুগত্যের মস্তক নত করে দেয়।

১২. অর্থাৎ তারা আল্লাহকে নিন্দা করতে শুরু করে দেয় ও তাঁর প্রতি অভিযোগ করতে লেগে যায় যে- তিনি আমাদের উপর কেমন বিপদ চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদের উপর নানা নেয়ামত বর্ষণ করেছিলেন সে সময়ে তারা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তার অমর্যাদা করেছিল।

১৩. অর্থাৎ সেই সব লোকের যাদের বিবেক মরেই গিয়েছে।

اَللّٰهُ	الَّذِىْ	خَلَقَكُمْ	مِّنْ	ضُعْفٍ	ثُمَّ
(তিনিই) আল্লাহ	যিনি	তোমাদের সৃষ্টি করেছেন	হতে	দুর্বল অবস্থা	এরপর

جَعَلَ	مِنْۢ	بَعْدِ	ضُعْفٍ	قُوَّةً	ثُمَّ	جَعَلَ
দানকরেছেন		পরে	দুর্বলঅবস্থার	শক্তি	এরপর	করে দিয়েছেন

مِنْۢ بَعْدِ	قُوَّةٍ	ضُعْفًا	وَّ	شَيْبَةً ؕ	يَخْلُقُ	مَا	يَشَآءُ ۚ	وَ	هُوَ
পরে	শক্তির	দুর্বল	ও	বৃদ্ধ	তিনি সৃষ্টি করেন	যা	তিনিচান	এবং	তিনি

الْعَلِيْمُ	الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾	وَ	يَوْمَ	تَقُوْمُ	السَّاعَةُ	يُقْسِمُ
সর্বজ্ঞ	সর্বশক্তিমান	এবং	যেদিন	সংঘটিত হবে	কিয়ামত	শপথ করে বলবে

الْمُجْرِمُوْنَ ۙ	مَا	لَبِثُوْا	غَيْرَ	سَاعَةٍ ؕ	كَذٰلِكَ	كَانُوْا
অপরাধীরা	না	অবস্থানকরেছি	ব্যতীত	মুহূর্তকাল	এরূপেই	

يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾	وَ	قَالَ	الَّذِيْنَ	اُوْتُوا	الْعِلْمَ	وَ	الْاِيْمَانَ	لَقَدْ
তারা ধোকাখেয়েছিল	এবং	বলবে	যাদের	দেয়া হয়েছিল	জ্ঞান	ও	ঈমান	নিশ্চয়ই

لَبِثْتُمْ	فِىْ	كِتٰبِ	اللّٰهِ	اِلٰى	يَوْمِ	الْبَعْثِ ؗ	فَهٰذَا	يَوْمُ
তোমরাঅবস্থান করেছিলে		লিখনে	আল্লাহর	পর্যন্ত	দিবস	পুনরুত্থানের	এটাইতো	দিবস

الْبَعْثِ	وَ لٰكِنَّكُمْ	كُنْتُمْ	لَا	تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾
পুনরুত্থানের	কিন্তু তো 'বা	তোমরা ছিলে (এমন)	না	তোমরা জানতে

রুকূ-৬

৫৪. আল্লাহই তিনি, যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করছেন; অতঃপর এই দুর্বলতার পর তোমাদেরকে শক্তি দান করেছেন; পরে এই শক্তির পর তোমাদেরকে দূর্বল ও বৃদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি যাই চান সৃষ্টি করেন। আর তিনি সবকিছুই জানেন, সব জিনিসের উপর শক্তিমান তিনি।

৫৫. আর যখন সেই সময়টি[১৪] এসে পড়বে, তখন অপরাধী লোকেরা শপথ করে বলবে যে, আমরা অল্প সময়ের বেশী অবস্থান করেনি। এমনি ভাবেই তারা দুনিয়ার জীবনে ধোকা খাচ্ছিল।

৫৬. কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হয়েছে তারা বলবে যে, আল্লাহর লিখনে তো তোমরা পূনরুত্থান দিবস পর্যন্ত পড়ে রয়েছো। এতো সেই হাশর (পূনরুত্থান) কিন্তু তোমরা জানতে না।

১৪. অর্থাৎ কেয়ামত– যার সংঘটনের সংবাদ দেয়া হচ্ছে।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ

অতএব সেদিন না উপকার দেবে (তাদেরকে) যারা যুলমকরেছে তাদের ওযর-আপত্তি আর না তাদের

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن

ক্ষমা চাইতে বলা হবে এবং নিশ্চয়ই আমরা পেশ করেছি লোকদেরজন্যে মধ্যে এই কোরআনের প্রকার

كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

প্রত্যেক দৃষ্টান্ত এবং যদি অবশ্যই তুমি নিয়েআস তাদের নিকট (যে) নিদর্শনকেই তারা বলবেই যারা কুফরীকরেছে

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ

না তোমরা এব্যতীত মিথ্যাশ্রয়ী (বাতিল পন্থী) এরূপে মোহর করে দিয়েছেন আল্লাহ উপর

قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ

অন্তরসমূহের (তাদের) যারা না জানরাখে অতএব সবরকর নিশ্চয়ই ওয়াদা

اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

আল্লাহর সত্য এবং না তোমাকে হালকাপায়(যেন) (তারা) যারা না দৃঢ়-বিশ্বাসকরে

৫৭. তাই এ দিনটিই এমন হবে, যেদিন যালেমদেরকে তাদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারই করবে না, আর না তাদেরকে ক্ষমা চাইতে বলা হবে[১৫]।

৫৮. আমরা এই কুরআনে লোকদেরকে নানা ভাবে বুঝিয়েছি। তুমি তাদের নিকট যে নিদর্শনই নিয়ে এস না কেন, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা তো এই বলবে যে, তোমরা বাতিলের উপর রয়েছ।

৫৯. আল্লাহ এমনিভাবে জাহেল লোকদের অন্তরে 'মোহর' মেরে দেন।

৬০. অতএব (হে নবী!) ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর যারা ইয়াকীন (দৃঢ়-বিশ্বাস) আনেনা[১৬] তারা যেন কখনই তোমাকে হাল্কা না পায়।

১৫. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে- তাদের কাছে এও চাওয়া হবে না যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালক প্রভুকে রাযী কর।

১৬. অর্থাৎ শত্রু তোমাকে এরূপ দুর্বল না পায় যে, তাদের হৈ-চৈ দেখে তুমি দমে যাও, অথবা তাদের মিথ্যা দোষারোপ ও কল্পিত প্রচারনা অভিযান দেখে তুমি ভীত হয়ে পড় অথবা তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ দ্বারা তুমি সাহস হারিয়ে ফেল, অথবা তাদের ধমকি, শক্তির প্রদর্শনী ও যুলম নির্যাতনে তুমি ভয় পাও, অথবা প্রলোভনে তুমি প্রতারিত হও।

রুকু ৬ / ৭

সূরা লোকমান

নামকরণ

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূতে আপন পুত্রের প্রতি লোকমান হাকীমের নসীহত ও উপদেশ-সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে লোকমান।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার আলোচনা ও বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে হয়, সূরাটি নাযিল হয়েছিল সে সময় যখন ইসলামী দা'ওআতকে দমন ও প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিরোধীদের তরফ হতে অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করা ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপায় ও পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময়ে বিরুদ্ধতার তুফান তখনো পূর্ণমাত্রায় তীব্র ও কঠিন হয়ে ওঠেনি। ১৪-১৫ আয়াত হ'তে এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে নব দিক্ষীত মুসলিম যুবকদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অধিকারের পর পিতা-মাতার অধিকার নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তারা যদি তোমাদেরকে ইসলাম কবুল করতে বাধা দেয় ও শিরক্-এর দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে, তাহলে তাদের এ কথা কিছুতেই মানবে না। সূরা আন্‌কাবুত-এও এ কথা বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ দুটো সূরা একই কালে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু উভয়ের সামগ্রিক ও সমষ্টিগত বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু চিন্তা-বিবেচনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরা লোকমান প্রথমে নাযিল হয়েছে। কেননা তার পটভূমিতে কোন কঠিন বিরুদ্ধতার লক্ষণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সূরা আন্‌কাবুত পাঠ করার সময় স্পষ্ট মনে হয় যে, তার নাযিল হওয়াকালে মুসলমানদের ওপর কঠোর যুলুম ও অত্যাচার চালানো হচ্ছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

শিরক্ যে একটা অর্থহীন, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন ব্যাপার এবং তওহীদই যে একমাত্র সত্য মত ও যুক্তিসম্মত আদর্শ এ সূরায় সে কথাটিই লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর তাদেরকে দা'ওআত দেয়া হয়েছে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ পরিত্যাগ কর, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে আদর্শ-শিক্ষা আল্লাহর তরফ হতে পেশ করছেন, তা উন্মুক্ত মনে চিন্তা ও বিবেচনা কর এবং চারিদিকের বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে অবস্থিত এবং স্বয়ং নিজেদের আত্ম-সত্তায় নিহিত কত সুস্পষ্ট নিদর্শনই যে এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা খোলা চোখে লক্ষ্য করে দেখ। এ প্রসংগে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এ দা'ওয়াত এমন কোন নতুন আওয়াজ নয় যা আজ দুনিয়ায় বা আরব জগতে এই প্রথমবারাই বুলন্দ করা হয়েছে এবং লোকেরা এটা পূর্বে কোন দিনই শুনেনি, এ এমন ব্যাপার আদৌ নয়। বস্তুত পূর্বের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন লোকেরাও এ কথাই বলতেন যা আজ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলছেন। তোমাদের নিজেদেরই দেশে লোকমান নামে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন অতীত যুগে। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্মত কথাবার্তা তোমাদের সমাজেই গল্পের মত সকলের মুখে প্রচলিত। তোমরা নিজেদের কথা-বার্তায় তাঁর বিজ্ঞান সম্মত কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিন-রাত উল্লেখ করে থাকো। তাঁর কথা তোমাদের কবি ও বক্তাদের মুখে মুখে সদা উচ্চারিত। তিনি কোন্ সব আকীদা ও কোন্ সব নৈতিক শিক্ষা প্রচার করতেন তা তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখ।

رُكُوْعَاتُهَا ٤ — চার তার রুকূ (সংখ্যা)

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ (٣١) — মক্কী লোকমান সূরা (৩১)

اٰيَاتُهَا ٣٤ — চৌত্রিশতার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

الٓمّٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝٢ هُدًى وَّ

আলিফ ল্যাম - মীম, এই, আয়াত গুলো, কিতাবের, (যা) জ্ঞানগর্ভ, হেদায়াত (পথনির্দেশনা), ও

رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝٣ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

রহমত (দয়া স্বরূপ), সৎকর্মশীলদের জন্যে, যারা, কায়েম করে, নামাজ

وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

ও, দেয়, যাকাত, এবং, তারা, আখেরাতেরউপর, তারাই, দৃঢ়বিশ্বাসকরে

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ

ঐ সব (লোকই), উপর (প্রতিষ্ঠিত), হেদায়াতের, তরফ থেকে, তাদের রবের, এবং, ঐসব (লোক), তারাই

الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

সফলকাম

রুকু-১

১. আলিফ-ল্যাম-মীম।

২. ইহা বিজ্ঞান-সম্মত কিতাবের আয়াত-সমূহ[১]।

৩. এ সেই সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত বিশেষ,

৪. যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষন করে।

৫. এই লোকেরাই তাদের রবের তরফ হতে সঠিক হোদায়াতের পথে রয়েছে এবং এরাই কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

১. অর্থাৎ এরূপ কিতাবের আয়াত যা জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

وَ	مِنَ	النَّاسِ	مَنۡ	يَّشۡتَرِىۡ	لَهۡوَ
এবং	মধ্যথেকে	লোকদের (এমন ও আছে)	যে	ক্রয়করে	মন ভুলানো

الۡحَدِيۡثِ	لِيُضِلَّ	عَنۡ	سَبِيۡلِ	اللّٰهِ	بِغَيۡرِ	عِلۡمٍ ۖ
কথা	বিভ্রান্ত করার জন্যে	থেকে	পথ	আল্লাহর	ব্যতীত	কোন জ্ঞান

وَّيَتَّخِذَهَا	هُزُوًا ؕ	اُولٰٓـئِكَ	لَهُمۡ	عَذَابٌ	مُّهِيۡنٌ ۝٦
তা গ্রহণকরে এবং	বিদ্রূপরূপে	ঐসব (লোক)	তাদেরজন্যে (রয়েছে)	শাস্তি	অপমানকর

وَ	اِذَا	تُتۡلٰى	عَلَيۡهِ	اٰيٰتُنَا	وَلّٰى	مُسۡتَكۡبِرًا	كَاَنۡ	لَّمۡ
এবং	যখন	আবৃত্তিকরাহয়	তার নিকট	আমাদের আয়াত সমূহ	সে মুখ ফিরায়	দম্ভভরে	যেন	নাই

يَسۡمَعۡهَا	كَاَنَّ	فِىۡۤ	اُذُنَيۡهِ	وَقۡرًا ۚ	فَبَشِّرۡهُ	بِعَذَابٍ
তা শুনতেপায়	যেন	মধ্যে (আছে)	তারদু'কানের	বধিরতা	তাকে অতএব সুসংবাদ দাও	শাস্তির

اَلِيۡمٍ ۝٧
বড় কষ্ট কর

৬. লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মন ভুলানো কথা খরিদ করে আনে[২] যেন লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে এবং এই পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে পারে। এ ধরণের লোকদের জন্যে কঠিন ও অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে।

৭. তাকে যখন আমাদের আয়াত শুনানো হয় তখন সে বড় অহংকার সহকারে এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় যেন সে তা শুনতেই পায়নি। যেন তার কান বধির, ঠিক আছে, তাকে এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

২ মূল শব্দ হচ্ছে لهو الحديث অর্থাৎ এরূপ কথা যা মানুষকে তার মধ্যে মগ্ন রেখে অন্য সকল প্রকার জিনিস থেকে গাফেল করে দেয়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে নবী করীম (সঃ)-এর নবূয়াতের তবলীগের প্রভাব ও প্রসারতা যখন কোরাইশদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোধ করা গেল না তখন তারা ইরাণ থেকে রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ারের কাহিনী সংগ্রহ করে এনে গল্প-গানের চর্চা শুরু করে দিল ও গায়িকা দাস দাসীদের নিয়ে গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা করলো যাতে লোকে এই সব জিনিসে মশগুল থেকে নবী করীমের কথায় কর্ণপাত না করে।

إِنَّ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	لَهُمْ
নিশ্চয়ই	যারা	ঈমানএনেছে	ও	কাজ করেছে	নেকী সমূহের	তাদেরজন্যে রয়েছে

جَنّٰتُ	النَّعِيْمِ ۝٨	خٰلِدِيْنَ	فِيْهَا ط	وَعْدَ	اللّٰهِ	حَقًّا ط
জান্নাতসমূহ	নেয়ামতপূর্ণ	চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে	তারমধ্যে	ওয়াদা	আল্লাহ	সত্য

وَ	هُوَ	الْعَزِيْزُ	الْحَكِيْمُ ۝٩	خَلَقَ	السَّمٰوٰتِ	بِغَيْرِ	عَمَدٍ
এবং	তিনিই	পরাক্রমশালী	প্রজ্ঞাময়	তিনি সৃষ্টিকরেছেন	আসমানসমূহ	ব্যতীত	কোন স্তম্ভ

تَرَوْنَهَا	وَ	اَلْقٰى	فِي	الْاَرْضِ	رَوَاسِيَ	اَنْ	تَمِيْدَ	بِكُمْ
তা তোমরা দেখছো	এবং	স্থাপন করেছেন	মধ্যে	পৃথিবীর	পর্বতমালা	(এমন না হয়) যে	ঢলেযায়	তোমরাসহ

وَ	بَثَّ	فِيْهَا	مِنْ	كُلِّ	دَآبَّةٍ ط	وَ	اَنْزَلْنَا	مِنَ	السَّمَآءِ
এবং	ছড়িয়ে দিয়েছেন	তারমধ্যে	প্রকার	প্রত্যেক	জীবজন্তু	এবং	আমরাবর্ষনকরেছি	থেকে	আকাশ

مَآءً	فَاَنْۢبَتْنَا	فِيْهَا	مِنْ	كُلِّ	زَوْجٍ	كَرِيْمٍ ۝١٠	هٰذَا	خَلْقُ
পানি	আমরা অতঃপর উদগতকরি	তার মধ্যে	প্রকার	প্রত্যেক	জোড়াজোড়া (উদ্ভিদ)	উত্তম কল্যাণকর	এটা	সৃষ্টি

اللّٰهِ	فَاَرُوْنِيْ	مَاذَا	خَلَقَ	الَّذِيْنَ	مِنْ دُوْنِهٖ ط
আল্লাহর	আমাকেতাহলে দেখাও	কি	সৃষ্টিকরেছে	(তারা) যারা (আছে)	তিনি ছাড়া

৮. অবশ্য যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে নে'আমতে পূর্ণ জান্নাত-সমূহ নির্দিষ্ট রয়েছে।

৯. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা, আর তিনি মহাশক্তিশালী ও সুবিজ্ঞ।

১০. তিনি আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেছেন কোনরূপ স্তম্ভ ব্যতীতই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি যমীনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না যায়। তিনি সব রকমের জীব-জন্তু যমীনের বুকে বিস্তার করে দিয়েছেন, আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন। এবং যমীনের বুকে রকমারী উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করেছেন।

১১. এই হল আল্লাহর সৃষ্টি । এখন দেখাও দেখি, তিনি ছাড়া অন্যেরা কি জিনিস সৃষ্টি করেছে–

بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ⑪ وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ

বরং | যালেমরা | মধ্যে (লিপ্ত) | বিভ্রান্তির | সুস্পষ্ট | এবং | নিশ্চয়ই | আমরা দিয়ে ছিলাম | লোকমানকে

الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَ مَنْ یَّشْكُرْ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ

বিজ্ঞতা | যেন | কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে | আল্লাহরই | এবং | যে | (আল্লাহর)কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে | তখন মূলতঃ | সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ ⑫ وَ اِذْ

তার নিজেরজন্যে | এবং | যে | অকৃতজ্ঞহয় | তবে নিশ্চয়ই | আল্লাহ | মুখাপেক্ষীহীন | প্রশংসিত | এবং (স্মরণকর) | যখন

قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ

বলেছিল | লোকমান | তারপুত্রকে | এবং | সেতখন | তাকেউপদেশ দিচ্ছিল | হে আমারপুত্র | না | শরীককরো | আল্লাহরসাথে (কাউকে)

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ⑬ وَ وَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ

নিশ্চয়ই | শিরককরা | অবশ্যই যুলম | অতিবড় | এবং | আমরা তাকিদ করেছি | মানুষকে

بِوَالِدَیْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ

তারমাতা-পিতার সাথে (সাদচার ও হক বুঝার জন্যে) | তাকে (পেটে) বহনকরেছে | তার মা | কষ্টের | উপর | কষ্ট (করে) | এবং | তার দুধছাড়ান

فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیْكَ ؕ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ ⑭

মধ্যে | দুবছরের | যেন | শোকরকর | আমার | এবং | তোমার মা-বাপেরও (শুকর করে) | আমারই দিকে | (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন

আসল কথা হল, এই যালেম লোকেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

রুকু-২

১২. আমরা লোকমানকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম এই উপদেশ দিয়ে যে, আল্লাহর শোকর আদায়কারী হও। যে কেউ (আল্লাহর) শোকর করবে, তার শোকর তার নিজের জন্যেই কল্যাণকর। আর যে কুফরী করে- প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন এবং স্বতঃই প্রশংসিত।

১৩. স্মরণ কর, লোকমান যখন নিজের পুত্রকে উপদেশ দান করছিল , তখন সে বলল, "পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। প্রকৃত কথা এই যে, শেরক অতি বড় যুলমের কাজ"।

১৪. আরো সত্য কথা এই যে, আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার (হক বুঝার) জন্যে নিজ হতেই তাকিদ করেছি! তার মা দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজ পেটে বহন করেছে। আর দুটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে! (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর কর এবং নিজের পিতা-মাতার শোকর আদায় কর। আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।
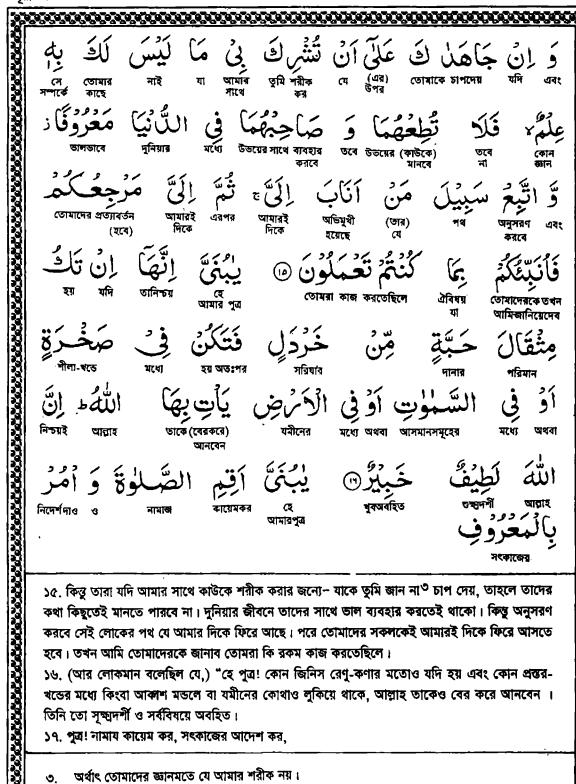
১৫. কিন্তু তারা যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্যে– যাকে তুমি জান না[৩] চাপ দেয়, তাহলে তাদের কথা কিছুতেই মানতে পারবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেই থাকো। কিন্তু অনুসরণ করবে সেই লোকের পথ যে আমার দিকে ফিরে আছে। পরে তোমাদের সকলকেই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব তোমরা কি রকম কাজ করতেছিলে।

১৬. (আর লোকমান বলেছিল যে,) "হে পুত্র! কোন জিনিস রেণু-কণার মতোও যদি হয় এবং কোন প্রস্তর-খন্ডের মধ্যে কিংবা আকাশ মন্ডলে বা যমীনের কোথাও লুকিয়ে থাকে, আল্লাহ তাকেও বের করে আনবেন । তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

১৭. পুত্র! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর,

৩. অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞানমতে যে আমার শরীক নয়।

وَ اَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا
এবং নিষেধকর থেকে অসৎকাজ এবং সবরকর (ঐ বিষয়ের) উপর যা

اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝١٧ وَ لَا تُصَعِّرْ
তোমার উপর আপতিত হবে নিশ্চয়ই এটা অর্ন্তভুক্ত দৃঢ়সংকল্পের (সাহসের) কাজসমূহের এবং না ফিরাও

خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ط
তোমারমুখ* লোকদের থেকে আর না চলো উপর যমীনের অহংকার বশত

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝١٨ وَ اقْصِدْ
নিশ্চয়ই আল্লাহ না পছন্দ করেন কোন উদ্ধত অহংকারীকে এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর

فِيْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ
ক্ষেত্রে তোমার চলার এবং নীচুকর তোমার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই অধিক অপ্রীতিকর

الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝١٩
স্বরসমূহের মধ্যে অবশ্যই স্বর গাধার

খারাব কাজ হতে নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন, ধৈর্য ধারণ কর। এ কথাগুলো এমন, যে বিষয়ে খুব তাকিদ করা হয়েছে[৪]।

১৮. লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলোনা, না যমীনের উপর অহংকার সহকারে চলাফেরা করবে। আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।

১৯. নিজের চাল চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের কণ্ঠস্বর কিছুটা খাটো রাখ। সব আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজই হচ্ছে সব চেয়ে কর্কশ"

৪. দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে- এ বড় সাহসের কাজ।

* صعر خد একটি আরবী বাগধারা, এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফিরান, এটা কাউকে অবজ্ঞা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

أَلَمْ (নাই কি) تَرَوْا (তোমরা দেখ) أَنَّ (যে) اللّٰهَ (আল্লাহ) سَخَّرَ لَكُمْ (তোমাদের জন্যে অধীন করে দিয়েছেন) مَّا (যা)

فِي (মধ্যে আছে) السَّمٰوٰتِ (আকাশমণ্ডলীর) وَ (ও) مَا (যা) فِي (মধ্যে আছে) الْأَرْضِ (পৃথিবীর) وَ (এবং)

أَسْبَغَ (সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন) عَلَيْكُمْ (তোমাদের উপর) نِعَمَهُ (তার অনুগ্রহসমূহ) ظَاهِرَةً (প্রকাশ্য) وَّ (ও) بَاطِنَةً ط (অপ্রকাশ্য) وَ (এবং) مِنَ (মধ্যে)

النَّاسِ (লোকদের) مَنْ (কেউ কেউ (এমনও আছে)) يُّجَادِلُ (বাক-বিতণ্ডা করে) فِي (সম্পর্কে) اللّٰهِ (আল্লাহ) بِغَيْرِ (ব্যতিরেকে) عِلْمٍ (কোন জ্ঞান) وَّ (আর) لَا (না) هُدًى (কোন হেদায়াত)

وَّ (আর) لَا (না) كِتٰبٍ (কোন গ্রন্থ) مُّنِيرٍ (দীপ্তমান) ۝٢٠

রুকু-৩

২০. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসই তোমাদের অধীন-নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন[৫] এবং নিজের প্রকাশ্য ও গোপন নে'আমত-সমূহ তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন? তা সত্ত্বেও অবস্থা এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এমন আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করে– কোনরূপ ইলম (জ্ঞান) বা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) ও কোন আলোপ্রদর্শনকারী কিতাব ছাড়াই।

৫. কোন জিনিসকে কারুর জন্য নিয়ন্ত্রিত করা দুই রকম হতে পারে। প্রথম– জিনিসটিকে তার অধীনস্ত করে দেওয়া ও তাকে ক্ষমতা দেওয়া যেন সে যেভাবে চায় নিজের ইচ্ছামত জিনিসটিকে কাজে লাগাতে ও ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয়– জিনিসটিকে এরূপ নিয়মের অনুবর্তী করে দেয়া যার ফলে তা সেই ব্যক্তির জন্য উপকারী ও লাভদায়ক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার স্বার্থের সেবা করতে থাকে। যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসকে আল্লাহতা'আলা মানুষের জন্যে মাত্র এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত করেননি। বরং কতক জিনিস প্রথম অর্থে আমাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত এবং চাঁদ , সূর্য, প্রভৃতি আমাদের জন্য দ্বিতীয় অর্থে নিয়ন্ত্রিত।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
إِذَا	যখন
قِيلَ	বলা হয়
لَهُمُ	তাদেরকে
اتَّبِعُوا	তোমরা অনুসরণ কর
مَا	যা
أَنْزَلَ	নাযিল করেছেন
اللَّهُ	আল্লাহ
قَالُوا	তারা বলে
بَلْ	বরং
نَتَّبِعُ	আমরাঅনুসরণ করব
مَا	যা
وَجَدْنَا	আমরা পেয়েছি
عَلَيْهِ	তারউপর
آبَاءَنَا ط	আমার পিতৃ পুরুষদেরকে
أَوَلَوْ	যদিও কি
كَانَ	
الشَّيْطَانُ	শয়তান (এমন যে)
يَدْعُوهُمْ	তাদেরকে ডেকে আসছে
إِلَىٰ	দিকে
عَذَابِ	শাস্তির
السَّعِيرِ ﴿٢١﴾	জলন্ত আগুনের (তবুও অনুসরণ করবেই)
وَ	এবং
مَنْ	যে
يُسْلِمْ	সোপর্দকরে
وَجْهَهُ	তার নিজেকে
إِلَى	কাছে
اللَّهِ	আল্লাহর
وَ	এবং
هُوَ	সে
مُحْسِنٌ	সৎকর্মপরায়ণ
فَقَدِ	তবে নিশ্চয়ই
اسْتَمْسَكَ	সেশক্ত করে ধরেছে
بِالْعُرْوَةِ	হাতলকে (অর্থাৎ আশ্রয়কে)
الْوُثْقَىٰ ط	মজবুত
وَإِلَى	দিকে এবং
اللَّهِ	আল্লাহরই
عَاقِبَةُ	পরিণাম
الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾	সব ব্যাপারের
وَ	এবং
مَنْ	যে
كَفَرَ	কুফরী করল
فَلَا	অতঃপর না যেন
يَحْزُنْكَ	তোমাকে চিন্তিত করে
كُفْرُهُ ط	তার কুফরী
إِلَيْنَا	আমাদেরই দিকে
مَرْجِعُهُمْ	তাদের প্রত্যাবর্তন (হবে)
فَنُنَبِّئُهُمْ	তাদের তখন আমরা জানিয়ে দেব
بِمَا	ঐ বিষয়ে যা
عَمِلُوا ط	তারাকরছে
إِنَّ	নিশ্চয়ই
اللَّهَ	আল্লাহ
عَلِيمٌ	খুবঅবহিত
بِذَاتِ	অবস্থাসম্পর্কে
الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾	অন্তরসমূহের

২১. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, অনুসরণ করে চল সেই জিনিসের যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে আমরা তো মেনে চলব সেই জিনিস যার উপর আমাদের বাপদাদাদের আমরা পেয়েছি। তারা কি সেই জিনিসেরই অনুসরণ করবে, শয়তান তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকলেও?

২২. যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং কার্যত সৎকর্মশীল হয় সে বাস্তবিকই ভরসার যোগ্য একটি আশ্রয় শক্ত করে ধরল। আর সব ব্যাপারেই চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ।

২৩. অতঃপর যে কুফরী করে তার কুফরী যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে। তাদেরকে তো আমাদের নিকটই ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তাদেরকে বলে দেব তারা কি সব করে এসেছে! নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্তরে লুক্কায়িত গোপন তত্ত্ব পর্যন্ত জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ	قَلِيْلًا	ثُمَّ	نَضْطَرُّهُمْ	اِلٰى	عَذَابٍ
তাদেরকে আমরা ভোগ করতেদিব	কিছু (কাল)	এরপর	তাদেরকে আমরা বাধ্য করব	দিকে	শাস্তির

غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾	وَ	لَئِنْ	سَاَلْتَهُمْ	مَّنْ	خَلَقَ
কঠিন	এবং	অবশ্যই যদি	তাদের তুমিপ্রশ্নকর	কে	সৃষ্টি করেছেন

السَّمٰوٰتِ	وَ	الْاَرْضَ	لَيَقُوْلُنَّ	اللّٰهُ ط	قُلِ	الْحَمْدُ	لِلّٰهِ ط
আকাশ মন্ডলী	ও	পৃথিবী	তারা অবশ্যই বলবে	আল্লাহ	বল	সবপ্রশংসা	আল্লাহরই জন্যে

بَلْ	اَكْثَرُهُمْ	لَا	يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾	لِلّٰهِ	مَا	فِي	السَّمٰوٰتِ	وَ
কিন্তু	তাদের অধিকাংশ (লোক)	না	তারা জানে	আল্লাহরই	যা কিছু আছে	মধ্যে	আকাশমন্ডলীর	ও

الْاَرْضِ ط	اِنَّ	اللّٰهَ	هُوَ	الْغَنِيُّ	الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾	وَ	لَوْ اَنَّ	مَا
পৃথিবীর	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	তিনিই	অভাবমুক্ত	প্রশংসিত	এবং	যদিহয়	যাকিছু আছে

فِي	الْاَرْضِ	مِنْ	شَجَرَةٍ	اَقْلَامٌ	وَّ	الْبَحْرُ	يَمُدُّهٗ	مِنْ
উপর	পৃথিবীর	অর্থাৎ	বৃক্ষাদি	কলমসমূহ	এবং	সমুদ্র (দোয়াত হয়)	তাকে বৃদ্ধিকরে	

بَعْدِهٖ	سَبْعَةُ	اَبْحُرٍ	مَّا	نَفِدَتْ	كَلِمٰتُ	اللّٰهِ ط
তার পরেও	সাত	সমুদ্র	(তবুও) না (এবং রবের কথা লেখা হয়)	শেষহবে	কথাগুলো (লেখা)	আল্লাহর

২৪. আমরা কিছুকাল তাদেরকে দুনিয়ার মজা লুটবার সুযোগ দিচ্ছি। পরে তাদেরকে অসহায় করে এক কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাব।

২৫. তোমরা যদি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, যমীন ও আসমান-সমূহ কে সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ! বল, সব প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে। কিন্তু এদের অনেক লোকই জানেনা।

২৬. আসমান-সমূহে ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, তা সব আল্লাহরই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন এবং নিজে নিজেই প্রংশসিত।

২৭. যমীনে যত গাছ আছে, তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হত)-তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করত, তাহলেও আল্লাহর কথাগুলি (লেখা) শেষ হবে না[৬]।

৬. এ বিষয় কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় সূরা কাহাফের ১০৯ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্যে এই ধারণা দেওয়া -যে আল্লাহ এতবড় বিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছেন তাঁর শক্তি-মহিমার কোন সীমা নেই। তাঁর উলূহিয়াতে কোন সৃষ্টজিনিস কেমন করে অংশীদার হতে পারে?

নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী।

২৮. তোমাদের সব মানুষকে পয়দা করা এবং পুনরায় জীবন্ত করে তোলা তো ঠিক (তাঁর পক্ষে) তেমনই যেমন একটি প্রাণীকে (পয়দা ও পুনরুজ্জীবিত করা) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

২৯. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে দাখিল করে নিয়ে আসেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। সবকিছুই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলছে[৭]। আর (তোমরা কি জান না যে,) তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খুবই অবহিত।

৩০. এ সবকিছু এজন্যে যে, আল্লাহই হলেন হক। আর তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যে সব জিনিসকে তারা ডাকে, সবই বাতিল

৭. অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের জন্যে যে জীবন-কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া, সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে। কোন জিনিসই না অনাদি না চিরস্থায়ী।

وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ
এবং (এও সত্য) যে আল্লাহ তিনিই সমুন্নত শ্রেষ্ঠতম সুমহান তুমিদেখ নাই কি যে জলযান

تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ
চলে মধ্যে সমুদ্রের অনুগ্রহে আল্লাহর তোমাদেরদেখান যেন কিছু তাঁর নিদর্শনাবলী

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾ وَ اِذَا
নিশ্চয়ই মধ্যে (আছে) এর অবশ্যই নিদর্শনাবলী জন্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীলের কৃতজ্ঞের এবং যখন

غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ
তাদের ঢেকে ফেলে ঢেউ চন্দ্রাতপের মত তারাডাকে আল্লাহকে বিশুদ্ধ করে

لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
তাঁরজন্যে আনুগত্যকে অতঃপর যখন তাদেরকেতিনিই উদ্ধারকরেন দিকে স্থলের তখন তাদের মধ্যে (কেউ কেউ) মধ্যম নীতি গ্রহণ করে

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾
এবং না অস্বীকারকরে (আর কেউ) আমাদেরনিদর্শনগুলোকে এব্যতীত প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ

এবং (এ কারণে যে,) আল্লাহই উচ্চ, মহান ও শ্রেষ্ঠতর।

রুকু-৪

৩১. তুমি কি দেখ না যে, সমুদ্রে জলযান আল্লাহর অনুগ্রহে চলছে, যেন তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেন। আসলে এতে বহু সংখ্যক নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে সবরকারী ও শোকরকারী।

৩২. আর (নদী-সমুদ্রে) যখন চন্দ্রাতপের মতো কোন ঢেউ তাদেরকে ঢেকে ফেলে তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে সম্পূর্ণরূপে কেবল তাঁর জন্যে বিশুদ্ধ করে দিয়ে। পরে যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে কূলের দিকে পৌঁছে দেন তখন তাদের মধ্যে কেউ মধ্য-নীতি গ্রহণ করে বসে[৮]। আর আমাদের নিদর্শনাদি অস্বীকার করে কেবল প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি।

৮. এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। এর অর্থ যদি সত্য পরায়নতা গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে- তাদের মধ্যে কেউ কেউ সে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তৌহিদের উপর কায়েম থাকে। এবং যদি এর অর্থ মধ্যমভাব' ও 'ভারসাম্য' গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে; কতক লোক নিজেদের শেরক ও নাস্তিকতার বিশ্বাস-ধারণায় পূর্ববত দৃঢ় থাকে না। অথবা কতক লোকদের মধ্যে সেই অবস্থায় সৃষ্ট এখলাসের প্রকৃতির মধ্যে শিথিলতা আসে।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا

হে | লোক সকল | তোমরা ভয় কর | তোমাদের রবকে | এবং | ভয়কর | সেই দিনকে (যখন) | না

يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ

বদলা দিবে | কোন পিতা | পক্ষহতে | তার সন্তানের | আর | না | সন্তান | কোন | সে | বদলা দাতা হবে

عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

পক্ষহতে | পিতার | তার | কিছুমাত্র | নিশ্চয়ই | ওয়াদা | আল্লাহর | সত্য | সুতরাং না (যেন) | তোমাদেরকে ধোকায় ফেলে

الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

জীবন | দুনিয়ার | আর | না | তোমাদেরকে ধোকায় ফেলে | আল্লাহর ব্যাপারে | কোন ধোকাবাজ (জ্বিন,শয়তান বা মানুষ)*

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

নিশ্চয়ই | আল্লাহ (এমন সত্বা) | তাঁরইকাছে (আছে) | জ্ঞান | কিয়ামতের | এবং | তিনিই বর্ষণ করেন | বৃষ্টি

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا

এবং | তিনিইজানেন | যা কিছু | মধ্যে (আছে) | মাতৃগর্ভ সমূহের | এবং | না | জানে | কোনপ্রাণীই | কি

تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

সে অর্জন করবে | আগামীকাল | এবং | না | জানে | কোনপ্রাণীই | কোন | যমীনে

تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

সে মরবে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | সবকিছু জানেন | সব বিষয়ে অবহিত

৩৩. হে লোকেরা! তোমাদের রবের গযব হতে দূরে সরে থাকো এবং ভয় কর সেই দিনটিকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের তরফ হতে বদলা দিবেনা, না কোন পুত্র-সন্তানই কোনরূপ বদলাদাতা হবে তার পিতার তরফ হতে। বাস্তবিকই আল্লাহর ওয়াদা সাচ্চা[৯]। অতএব এই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, না কোন ধোঁকাবাজ তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে পারে।

৩৪. নিশ্চয়ই সে সময় অর্থাৎ কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন মা'দের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোন প্রাণীই জানেনা আগামী কাল সে কি কামাই করবে, না কেউ জানে যে, তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে। আল্লাহই সবকিছু জানেন, সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল।

৯. অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি। * অর্থাৎ মানুষ বা জ্বিন শয়তানের যে কেউ।

সূরা আস্ সাজদা

নামকরণ

১৫ নম্বর আয়াতে 'সাজদা' সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তাকেই সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

বর্ণনাভঙ্গী হতে প্রতীয়মান হয়, মক্কী-জীবনের মাঝামাঝি সময়- এবং সেই মাঝামাঝি সময়েরও প্রাথমিক কালে- এ সূরা নাযিল হয়েছিল। কেননা এ সূরাটির পটভূমিতে অত্যাচার, যুলম ও নির্যাতনের তীব্রতা ও কঠোরতা দেখা যায় না- এর পরবর্তী সূরা গুলির পটভূমিতে যেমন দেখা যায়।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

সূরাটির বিষয়বস্তু হল তওহীদ, পরকাল ও রেসালাত সম্পর্কে লোকদের মনে যে সন্দেহ-সংশয় ছিল তা দূর করা এবং এ তিনটি মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনার দাওআ'ত দেয়া। মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে পরস্পর চর্চা করতো- বলাবলি করতো, এ ব্যক্তিতো বড়ই আশ্চর্যজনক কথাবার্তা রচনা করে প্রচার করছে, কখনো মৃত্যুর পরের সময়ের খবরা-খবর দিচ্ছে, আর বলছে- মাটির সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত ও পুনরুজ্জীবিত করা হবে, হিসাব-নিকাশ হবে ,জান্নাত-জাহান্নাম হবে। কখনো বলে, এ দেব-দেবী ও বুজর্গ লোক বলতে কিছুই নেই- কেবল এক আল্লাহই আছেন, তিনি একাই মা'বুদ। আবার কখনো বলে, আমি আল্লাহর রসূল, আসমান হতে আমার প্রতি অহী নাযিল হয়। আর এই যে কালাম আমি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি, এ আমার কথা নয় -এ সব আল্লাহর কালাম। এ ব্যক্তি যে সব কথা আমাদেরকে শুনাচ্ছে, এতো বড়ই আশ্চর্যজনক কিসসা-কাহিনী পর্যায়ের কথাবার্তা! -এ সব কাথার জবাব দেয়া হয়েছে এই সূরায় এবং এই এর মূল বক্তব্য।

এর জবাবে কাফেরদের বলা হয়েছে যে, এ কোন সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই আল্লাহর কালাম এবং নবুয়্যতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত ও গাফিলতিতে নিমজ্জিত একটি জাতিকে জাগ্রত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। একে তোমরা 'মনগড়া' বল কেমন করে, যখন তা আল্লাহর নিকট হতে নাযিল হবার ব্যাপারটি সর্বতোভাবে স্পষ্ট?

পরে তাদেরকে বলা হয়েছে, এ কুরআন তোমাদের নিকট যেসব মহাসত্যসমূহ পেশ করে, একটু বুদ্ধিসুদ্ধি খরচ করে চিন্তা করে দেখ, তাতে আশ্চর্যের জিনিস কি আছে? আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনাটাই দেখ না!

তোমাদের নিজেদের জন্ম ও দেহ সংগঠনটাই লক্ষ্য করে দেখ না! তা কি এই নবীর মুখে প্রচারিত কুরআনের শিক্ষার সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না? এ বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যবস্থা হতে তওহীদ প্রমাণিত হয়, না শিরক্? আর এই সমগ্র ব্যবস্থা দেখেও নিজেদের জন্মের ব্যাপারটি চোখের সামনে রেখে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কি এই সাক্ষ্যই দেয় যে, যিনি এখন তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তিনি আবার তোমাদেরকে পয়দা করতে পারবেন না?

এর পর পরকালের একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এবং ঈমানের সুফল ও কুফরের পরিনাম বর্ণনা করে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা যেন খারাব পরিণতি সামনে আসার পূর্বেই কুফরী ত্যাগ করে এবং কুরআনের এ শিক্ষাকে কবুল করে নেয়, যা মেনে নিলে তাদের নিজেদের পরিণামই ভাল হবে।

অতঃপর তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহতা'আলা মানুষের অপরাধের ব্যাপারে সহসা ও চূড়ান্ত আযাব দিয়ে তাকে পাকড়াও করেন না বরং তার পূর্বে ছোট ছোট কষ্ট ও বিপদ মুসীবত, ক্ষতি ও দুঃখ মানুষের উপর এনে দেন, খুব হালকা মত আঘাত দিতে থাকেন যাতে মানুষ সাবধান হয়ে যেতে পারে এবং তার চোখ খুলে যায়। এ আল্লাহতা'আলার একটি অতি বড় নেআ'মত। বস্তুতঃ মানুষ যদি এ প্রাথমিক ঘা খেয়েই সতর্ক হয়ে যায়, তবে তা তাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণ কর হবে।

এর পর বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর নিকট হতে কিতাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারটি এ দুনিয়ায় কোন নতুন ও অভিনব ঘটনা নয়। এর পূর্বে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিও তো আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়েছিল, সে কথা তোমরা সকলেই জান। আর এ ব্যাপারটাই বা এমন কি, যে জন্যে তোমরা সকলে কান খাড়া করে বসেছ! এ কথা নিশ্চয়ই জেনো এ কিতাব আল্লাহর তরফ হতেই এসেছে। এখনও ঠিক সে সব ঘটানাই ঘটবে, যা তখন ঘটেছিল। এখন যারা আল্লাহর এ কিতাবকে মেনে নেবে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কেবল তারাই লাভ করবে। আর তাকে যারা অমান্য করবে, ব্যর্থতা ও অসাফল্য তাদের ভাগ্যলপি হয়েই আছে।

মক্কার কাফেরদেরকে এ সূরায় বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশ সফরকালে পুরাতন ধ্বংস-প্রাপ্ত যে সব জাতির জনপদ দেখতে পাও, তাদের এ পরিণতির কথাা তোমাদের অবশ্যই চিন্তা করবে। তোমরা কি তোমাদের নিজেদের জন্য সে রকম পরিণতিই পছন্দ কর? কেবল বাইরের অবস্থা দেখে তোমারা ধোঁকায় পড়ে যেও না। এখন তোমরা দেখছ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথা কতিপয় ছেলে-ছোকরা, গোলাম-ক্রীতদাস ও গরিব-নিস্ব ধরনের লোক ছাড়া আর কেউই শুনছে না, গ্রহণ করছে না; আর চারিদিক হতে তাঁর ওপর কেবল গালাগালি, ভর্ৎসনা, বিদ্রুপ ও ঠাট্টা ব্যাঙ্গোক্তিরই বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। এ দেখে তোমরা মনে করে বসেছ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কথা বুঝি চলবে না– বা কয়েকদিন চলে শেষ হয়ে ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে এ তোমাদের দৃষ্টিভ্রম ও অমূলক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের নিজেদের দিনরাতের অভিজ্ঞতা কি এই নয় যে, এখন হয়তো কোন যমীন শস্য ও গাছ-পালা শুণ্য হয়ে পড়ে আছে, তার গর্ভে যে উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা লুকিয়ে আছে, তা বাহ্যত আদৌ মনে হয় না। কিন্তু একবার বৃষ্টি বর্ষিত হলেই তা এমন ভাবে ফুলে ওঠে যে, তার ওপরে উর্বরতার অপূর্ব সমারোহ জেগে উঠতে শুরু করে।

শেষ দিকে নবী করীম (সঃ)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, এ লোকেরা তোমার কথাবার্তা শুনে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে, জিজ্ঞাসা করে, "জনাব, সেই চূড়ান্ত বিজয়টা আপনি কবে লাভ করবেন, তারিখটাই একটু বলুন না?" তাদেরকে বল, "তোমাদের ও আমাদের চূড়ান্ত ফয়সালার দিন যখন এসে পড়বে, তখন ঈমান আনায় কোন ফায়দা হবে না। মেনে নেবার হলে এখনি মেনে নাও। আর যদি চূড়ান্ত ফয়সালারই অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে বসে বসে অপেক্ষা কর।"

رُكُوْعَاتُهَا ٣ سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ (٣٢) اٰيَاتُهَا ٣٠

তিন তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী আস সাজদাহ সূরা (৩২) ত্রিশ তারআয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

رَّبِّ	مِنْ	فِيْهِ	رَيْبَ	لَا	الْكِتٰبِ	تَنْزِيْلُ	الٓمّٓ ①
রবের	পক্ষ হতে	তারমধ্যে	সন্দেহ	নাই	(এই) কিতাবের	অবতরণ (হয়েছে)	আলিফ ল্যাম, মীম

مِنْ	الْحَقُّ	هُوَ	بَلْ	افْتَرٰىهُ ۚ	يَقُوْلُوْنَ	اَمْ	الْعٰلَمِيْنَ ②
পক্ষ হতে	সত্য	তা	বরং	তা সে মিথ্যা রচনাকরেছে	তারাবলছে	কি	বিশ্বজাহানের

مِّنْ قَبْلِكَ	نَّذِيْرٍ	مِّنْ	اَتٰىهُمْ	مَّا	قَوْمًا	لِتُنْذِرَ	رَّبِّكَ
তোমার পূর্বে	সর্তককারী	কোন	তাদেরকাছে এসেছে	না	(এমন) একজাতিকে	তুমি যেন সর্তককর	তোমার রবের

السَّمٰوٰتِ	خَلَقَ	الَّذِيْ	اَللّٰهُ	يَهْتَدُوْنَ ③	لَعَلَّهُمْ
আকাশসমূহকে	সৃষ্টিকরেছেন	যিনি	(তিনিই) আল্লাহ	সঠিকপথে চলবে	তারা সম্ভবত

اسْتَوٰى	ثُمَّ	اَيَّامٍ	سِتَّةِ	فِيْ	بَيْنَهُمَا	مَا	وَ	الْاَرْضَ	وَ
সমাসীন হন	এরপর	দিনের	ছয়	মধ্যে	তাদের উভয়ের মাঝে (আছে)	যা কিছু	এবং	পৃথিবীকে	ও

الْعَرْشِ ط	عَلَى
আরশের	উপর

রুকু-১

১. আলিফ ল্যাম-মীম।

২. এই কিতাব নিঃসন্দেহে রব্বুল আ'লামীনের তরফ হতেই নাযিল হয়েছে।

৩. এই লোকেরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি তা নিজেই রচনা করে নিয়েছে? না, এ তোমার রবের তরফ হতে প্রকৃত সত্য যেন তুমি এমন একটি জাতিকে সতর্ক করতে পার, যার নিকট তোমার পূর্বে অপর কোন সতর্ককারী আসেনি; সম্ভবত তারা হেদায়াত লাভ করতে পারবে!

৪. তিনি আল্লাহই; যিনি আকাশমন্ডলী ও যমীন এবং এই দুয়ের মধ্যে যত জিনিসই আছে, ছয় দিনের মধ্যে পয়দা করেছেন এবং তার পর আরশের উপর আসীন হয়েছেন।

مَا	لَكُمْ	مِّنْ دُوْنِهٖ	مِنْ	وَّلِيٍّ	وَّ	لَا
নাই	তোমাদের জন্যে	তাঁর ছাড়া	কোন	অভিভাবক	আর	না

شَفِيْعٍ	اَفَلَا	تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤	يُدَبِّرُ	الْاَمْرَ	مِنَ
সুপারিশকারী	তবে কি না	তোমরা উপদেশ গ্রহণকরবে	তিনি ব্যবস্থাপনা করেন	সবকাজের	থেকে

السَّمَآءِ	اِلَى	الْاَرْضِ	ثُمَّ	يَعْرُجُ	اِلَيْهِ	فِيْ	يَوْمٍ	كَانَ
আসমান	পর্যন্ত	যমীন	এরপর	পুনরুত্থিত হবে	তাঁরইদিকে	মধ্যে	একদিনের	হবে

مِقْدَارُهٗٓ	اَلْفَ	سَنَةٍ	مِّمَّا	تَعُدُّوْنَ ۝٥	ذٰلِكَ
যার পরিমান (তোমাদের কাছে)	একহাজার	বছর	সেই (হিসেব) অনুযায়ী যা	তোমরা গণনাকর	তিনিই

عٰلِمُ	الْغَيْبِ	وَ	الشَّهَادَةِ	الْعَزِيْزُ	الرَّحِيْمُ ۝٦	الَّذِيْٓ
জ্ঞানী	অদৃশ্যের	ও	দৃশ্যের	পরাক্রমশালী	মেহেরবান	যিনি

اَحْسَنَ	كُلَّ	شَيْءٍ	خَلَقَهٗ	وَ	بَدَاَ	خَلْقَ	الْاِنْسَانِ
অতি উত্তম করেছেন	প্রত্যেক	জিনিষকে	তা তিনি সৃষ্টি করেছেন	এবং	সূচনা করেছেন	সৃষ্টি	মানুষের

مِنْ	طِيْنٍ ۝٧
থেকে	কাদামাটি

তিনি ছাড়া তোমাদের না কেউ সাহায্যকারী ও সমর্থক আছে, আর না আছে কেউ তার নিকট সুপারিশকারী। তবুও কি তোমাদের হুশ হবে না?

৫. তিনিই আসমান হতে যমীন পর্যন্ত সব কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন এবং এই ব্যবস্থাপনার বিবরণ উর্দ্ধে তার সমীপে এমন একদিনে উপস্থিত হয় যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর[১]।

৬. তিনিই সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত ও অতীব দয়াবান।

৭. তিনি যা কিছুই বানিয়েছেন তা খুবই সুন্দর করে বানিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি হতে।

১. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা হাজার বছরের ইতিহাস, আল্লাহতা'আলার কাছে তা যেন এক দিনের কাজ- যার স্কীম আজ ভাগ্য ও নিয়তির কর্মচারীদের কাছে সোপর্দ করা হলে কাল তার কার্য-বিবরণী তাঁরা (ফেরেশতারা) তাঁর (আল্লাহর) সমীপে পেশ করেন, যেন দ্বিতীয় দিনের (অর্থাৎ তোমাদের হিসাব মতে এক হাজার বছরের) কাজ তাঁদের সোপর্দ করা যায়।

ثُمَّ — এরপর
جَعَلَ — উৎপন্ন করেছেন
نَسْلَهٗ — তার বংশ
مِنْ — থেকে
سُلٰلَةٍ — নির্যাস
مِّنْ مَّآءٍ — পানির

مَّهِيْنٍ ⑧ — নিকৃষ্ট
ثُمَّ — এরপর
سَوّٰىهُ — তাকে সুঠাম করেছেন
وَ — ও
نَفَخَ — ফুকে দিয়েছেন
فِيْهِ — তার মধ্যে
مِنْ — থেকে
رُّوْحِهٖ — তার রূহ
وَ — এবং
جَعَلَ — দিয়েছেন

لَكُمُ — তোমাদের জন্যে
السَّمْعَ — শ্রবণশক্তি সমূহ
وَ — ও
الْاَبْصَارَ — দর্শনশক্তিসমূহ
وَ — ও
الْاَفْـِٕدَةَ — অন্তরসমূহ
قَلِيْلًا — কমই
مَّا — যা
تَشْكُرُوْنَ ⑨ — তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর

وَ — এবং
قَالُوْٓا — তারাবলে
ءَاِذَا — কি যখন
ضَلَلْنَا — আমরা মিলেমিশে যাব
فِي — মধ্যে
الْاَرْضِ — যমীনের
ءَ — কি
اِنَّا — আমরা নিশ্চয় (হব)
لَفِيْ — অবশ্যই মধ্যে
خَلْقٍ — সৃষ্টি

جَدِيْدٍ ؕ — নতুন
بَلْ — বরং
هُمْ — তারা
بِلِقَآئِ — সাক্ষাত সম্পর্কে
رَبِّهِمْ — তাদেররবের
كٰفِرُوْنَ ⑩ — অস্বীকারকারী
قُلْ — বল

يَتَوَفّٰىكُمْ — তোমাদের প্রাণ হরণকরবে
مَّلَكُ — ফেরেশতা
الْمَوْتِ — মৃত্যুর
الَّذِيْ — যাকে
وُكِّلَ — নিয়োগকরা হয়েছে
بِكُمْ — তোমাদের উপর
ثُمَّ — এরপর

اِلٰى — দিকে
رَبِّكُمْ — তোমাদের রবের
تُرْجَعُوْنَ ⑪ — তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

৮. পরে তার বংশধারা এমন এক বস্তু হতে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই।

৯. পরে তার নাক-কান ঠিক-ঠাক করে দিয়েছেন এবং তাতে তার রূহ ফুকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন, চক্ষু দিয়েছেন ও দিল দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই শোকর গুজার হয়ে থাকো।

১০.আর এই লোকেরা বলে, "আমরা যখন মাটিতে মিলে মিশে নিঃশেষ হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় নতুন করে পয়দা করা হবে?" আসল কথা হল, এই লোকেরা তাদের রবের সাথে সাক্ষাত হওয়াটাই অবিশ্বাসী।

১১. তাদেরকে বল,"মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরাপুরি নিজের মুঠির মধ্যে ধারণ করে নিবে। পরে তোমাদেরকে তোমাদের রবের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।"

وَ	لَوْ	تَرٰى	اِذِ	الْمُجْرِمُوْنَ	نَاكِسُوْا
এবং	যদি	তুমি দেখতে	যখন	অপরাধীরা	অবনত করে দাঁড়াবে

رُءُوْسِهِمْ	عِنْدَ	رَبِّهِمْ ط	رَبَّنَآ	اَبْصَرْنَا	وَ
তাদের মস্তকসমূহ	কাছে	তাদেররবের	(বলবে) হে আমাদেররব	আমরা দেখেছি	ও

سَمِعْنَا	فَارْجِعْنَا	نَعْمَلْ	صَالِحًا	اِنَّا	مُوْقِنُوْنَ ⑫	وَ	لَوْ
আমরা শুনেছি	আমাদের এখন ফেরত পাঠান	আমরা কাজকরব	নেকীর	নিশ্চয়ই আমরা	দৃঢ়বিশ্বাসী	এবং	যদি

شِئْنَا	لَاٰتَيْنَا	كُلَّ	نَفْسٍ	هُدٰىهَا	وَلٰكِنْ	حَقَّ
আমরা চাইতাম	অবশ্যই আমরাদিতাম	প্রত্যেক	ব্যক্তিকে	তার হেদায়াত	কিন্তু	আপতিত হয়েছে

الْقَوْلُ	مِنِّىْ	لَاَمْلَئَنَّ	جَهَنَّمَ	مِنَ	الْجِنَّةِ	وَ	النَّاسِ
(শাস্তির) বাণী	আমার পক্ষহতে	আমি অবশ্যই (যে) পূর্ণকরব	জাহান্নামকে	দিয়ে	জ্বিনদের	ও	মানুষদের

اَجْمَعِيْنَ ⑬	فَذُوْقُوْا	بِمَا	نَسِيْتُمْ	لِقَآءَ	يَوْمِكُمْ	هٰذَا ج
একসাথে	সুতারাং স্বাদ নাও	একারণে যা	তোমরা ভুলে গিয়েছিলে	সাক্ষাৎ	তোমাদের দিনের	এই

اِنَّا	نَسِيْنٰكُمْ	وَ	ذُوْقُوْا	عَذَابَ	الْخُلْدِ	بِمَا	كُنْتُمْ
নিশ্চয়ই আমরাও	তোমাদের আমরা ভুলে গিয়েছি	এবং	তোমরাস্বাদ গ্রহনকর	আযাবের	চিরকালীন	বিনিময়ে যা	ছিলে

تَعْمَلُوْنَ ⑭
তোমরাকাজকরতে

রুকু-২

১২.তোমরা যদি দেখতে সেই সময়, যখন এই পাপীরা মাথা নত করে নিজেদের রবের সমীপে দাড়াবে। (তখন তারা বলতে থাকবে), "হে আমাদের রব! আমরা খুব ভালকরে দেখে-শুনে নিয়েছি, এখন আমাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। যেন আমরা সৎকাজ করতে পারি। এখন আমাদের মনে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মেছে"।

১৩. (জবাবে বলা হবে) "আমরা চাইলে পূর্বেই প্রত্যেক প্রাণীকে এর হেদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার সেই কথা পূর্ণ হয়ে গেছে যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম ভরে দিব।

১৪. অতএব এখন তোমরা তোমাদের এই কাজের স্বাদ গ্রহণ কর যে, তোমরা এই দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে। আমরাও এখন তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি। চিরকালীন আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর নিজেদের কৃতকর্মের বিনিময়ে"।

إِنَّمَا	يُؤْمِنُ	بِآيَاتِنَا	الَّذِينَ	إِذَا	ذُكِّرُوا
মূলত	ঈমানআনে	আমাদের নিদর্শনাবলীতে	(তারাই) যারা	যখন	উপদেশ দেওয়াহয়

بِهَا	خَرُّوا	سُجَّدًا	وَّ	سَبَّحُوا	بِحَمْدِ	رَبِّهِمْ	وَ	هُمْ	لَا
এ দ্বারা	লুটেপড়ে	সিজদায়	ও	তসবীহকরে	প্রশংসাসহ	তাদেররবের	এবং	তারা	না

يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ⑮	تَتَجَافَى	جُنُوبُهُمْ	عَنِ	الْمَضَاجِعِ
অহংকারকরে	আলাদা থাকে	তাদের পিঠগুলো	থেকে	শয্যাগুলো

يَدْعُونَ	رَبَّهُمْ	خَوْفًا	وَّ	طَمَعًا	وَّ	مِمَّا	رَزَقْنٰهُمْ	يُنْفِقُونَ ⑯
তারাডাকে	তাদেররবকে	ভীতি	ও	আশা(সহ)	এবং	তা হতে যা	তাদেরকে আমরা রিযকদিয়েছি	তারা খরচকরে

فَلَا	تَعْلَمُ	نَفْسٌ	مَّا	أُخْفِيَ	لَهُمْ	مِّنْ	قُرَّةِ	أَعْيُنٍ
অতঃপর না	জানে	কোনব্যক্তিই	যা	গোপনরাখা হয়েছে	তাদেরজন্যে		শীতলকারী (জিনিষ সমূহ)	চক্ষুসমূহের

جَزَاءً	بِمَا	كَانُوا	يَعْمَلُونَ ⑰	أَفَمَنْ	كَانَ	مُؤْمِنًا
প্রতিদান হিসাবে	বিনিময়ে যা	তারা কাজ করতেছিল		তবে কি যে	হবে	ঈমানদার

كَمَنْ	كَانَ	فَاسِقًا	لَا	يَسْتَوُونَ ⑱
(সে কি তার) মত যে	হয়	ফাসেক (দুষ্কৃতিকারী)	না	তারা সমান হতে পারে

১৫. আমাদের আয়াত-সমূহের প্রতি তো সেই লোকেরা ঈমান আনে যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হয়; "তারা সিজদা অবনত হয় ও নিজেদের রবের হামদ সহকারে তাঁর তসবীহ করে এবং অহংকার করে না।" (সিজদা)

১৬. তাদের পিঠ বিছানা হতে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের রবকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। আর যা কিছু রেযেক আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা হতে খরচ করতে থাকে।

১৭. তা ছাড়া তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ তাদের জন্যে চক্ষু শীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নেই।

১৮. এ কি কখনো হতে পরে যে, যে ব্যক্তি মু'মেন সে ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যাবে, যে ফাসেক দুষ্কৃতিকারী? এই দু'জন সমান হতে পারে না।

أَمَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ
(আর তাদের) ব্যাপার	যারা	ঈমান এনেছে	ও	কাজকরেছে	নেকীসমূহের

فَلَهُمْ	جَنّٰتُ	الْمَاْوٰى	نُزُلًا	بِمَا
অতঃপর তাদেরজন্যে	(রয়েছে) জান্নাত সমূহ	বসবাসের	আপ্যায়ন হিসেবে	বিনিময়ে যা

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾	وَ	أَمَّا	الَّذِيْنَ	فَسَقُوْا	فَمَاْوٰهُمُ
তারা কাজ করতেছিলে	আর	(তাদের) ক্ষেত্রে	যারা	ফাসেকীকরেছে	অতঃপর তাদেরবাসস্থানহবে

النَّارُ	كُلَّمَآ	أَرَادُوْآ	أَنْ	يَّخْرُجُوْا	مِنْهَآ	أُعِيْدُوْا	فِيْهَا
দোজখ	যখনই	তারা ইচ্ছে করবে	যে	তারা বেরহবে	তাথেকে	ফিরিয়ে দেওয়াহবে	তারমধ্যে

وَ	قِيْلَ	لَهُمْ	ذُوْقُوْا	عَذَابَ	النَّارِ	الَّذِيْ	كُنْتُمْ	بِهٖ
এবং	বলাহবে	তাদেরকে	তোমরাস্বাদ নাও	শাস্তির	দোজখের	যা	তোমরাছিলে	সেসম্বন্ধে

تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾	وَ	لَنُذِيْقَنَّهُمْ	مِّنَ	الْعَذَابِ	الْأَدْنٰى
মিথ্যারোপকরতে	এবং	তাদের অবশ্যই আস্বাদন করাবই আমরা	কিছু	আযাব (দ্বারা)	দুনিয়ার

دُوْنَ	الْعَذَابِ	الْأَكْبَرِ	لَعَلَّهُمْ	يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾
ছাড়াও	আযাব (আখেরাতের)	বড়	তারা সম্ভবত	ফিরে আসবে

১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে,তাদের কর্মের বদলারূপে তাদের জন্যে তো জান্নাত-সমূহে বসবাসের স্থান রয়েছে মেহমান হিসেবে ।

২০. আর যারা ফাসেকী (দুষ্কৃতির) নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের ঠিকানা হল দোযখ। যখনি তারা তা হতে বের হতে চাইবে, তখন তাতে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এখন এই আগুনের আযাবের স্বাদই গ্রহণ কর যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে।

২১. সেই বড় আযাবের আগে আমরা তাদেরকে এ দুনিয়ায়ই (কোন-না কোন ছোট) আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকব, সম্ভবত এরা (নিজেদের বিদ্রোহী আচরণ হতে) ফিরে আসবে।

২২. তার চেয়ে বড় যালেম কে হবে যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দান করা হয় এবং তা সত্ত্বেও সে তা হতে মুখ ফিরায়ে থাকে? এইসব পাপীদের উপর তো আমরা প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ব।

রুকু-৩

২৩. এর পূর্বে আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি অতএব তা লাভ করা সম্পর্কে তোমাদের মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এ কিতাবকে আমরা বনী-ইসরাঈলের জন্যে হেদায়াতের বিধান বানিয়েছিলাম।

২৪. আর তারা যখন সবর করে এবং আমাদের আয়াত-সমূহের প্রতি ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) আনতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে আমরা এমন সব অগ্রনেতা পয়দা করলাম, যারা আমাদেরই নির্দেশ মত(লোকদের) পথ দেখাত।

اِنَّ	رَبَّكَ	هُوَ	يَفْصِلُ	بَيْنَهُمْ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ
নিশ্চয়ই	তোমাররব	তিনিই	ফয়সালা করেদেবেন	তাদেরমাঝে	দিনে	কিয়ামতের

فِيْمَا	كَانُوْا	فِيْهِ	يَخْتَلِفُوْنَ ۝٢٥	اَوَ لَمْ	يَهْدِ	لَهُمْ	كَمْ
ঐ বিষয়ে যা	তারাছিল	সেবিষয়ে	তারামত-বিরোধ করত	(এটাও) কি	পথপ্রদর্শনকরে নাই	তাদেরকে	কতই (না)

اَهْلَكْنَا	مِنْ	قَبْلِهِمْ	مِّنَ	الْقُرُوْنِ	يَمْشُوْنَ	فِيْ
আমরা ধ্বংস করেছি		তাদেরপূর্বে	মধ্যহতে	মানব জাতীর	তারা বিচরণ করে	মধ্যদিয়ে

مَسٰكِنِهِمْ ؕ	اِنَّ	فِيْ	ذٰلِكَ	لَاٰيٰتٍ ؕ	اَفَلَا	يَسْمَعُوْنَ ۝٢٦
তাদেরআবাসভূমিসমূহের	নিশ্চয়ই	মধ্যে রয়েছে	এর	অবশ্যই নির্দনাবলী	তবুও কি না	তারাশুনবে

اَوَ	لَمْ	يَرَوْا	اَنَّا	نَسُوْقُ	الْمَآءَ	اِلَى	الْاَرْضِ	الْجُرُزِ
কি	নাই	তারাদেখে	যে আমরা	প্রবাহিতকরি	পানি	দিকে	ভূমির	তৃণ পানি বিহীন উষর

فَنُخْرِجُ	بِهٖ	زَرْعًا	تَاْكُلُ	مِنْهُ	اَنْعَامُهُمْ	وَ	اَنْفُسُهُمْ ؕ
আমরাএরপর বের করি	তাদিয়ে	শস্য ফসল	খায়	তাথেকে	তাদের জন্তু-জানোয়ার	এবং	তারা নিজেরাও

اَفَلَا	يُبْصِرُوْنَ ۝٢٧
তবুও কি না	তারা লক্ষ্য করবে (বা বুঝবে)

২৫. নিঃসন্দেহে তোমার রবই কেয়ামতের দিন সেই সব কথারই ফয়সালা করে দিবেন, যেসব বিষয়ে (বনী-ইসরাঈল) পরস্পরে মতবিরোধ করতেছিল।

২৬. এই লোকেরা কি (ইতিহাসের এসব ঘটনায়) কোন হেদায়াত পেল না যে, তাদের পূর্বে কত জাতিকেই না আমরা ধ্বংস করেছি যাদের বসবাসের স্থান-সমূহের উপর দিয়ে এখন তারা চলাফেরা করছে? মূলত এতে তো অনেক বড় নিদর্শন রয়েছে। –এরা কি শুনতে পায় না।

২৭. –তারা কি এই দৃশ্য কখনো দেখেনি যে, আমরা এক তৃণ-পানি বিহীন যমীনের দিকে পানি প্রবাহিত করি এবং পরে সেই যমীনেই এমন ফসল ফলাই যা হতে তাদের জন্তু-জানোয়াররাও খাদ্য লাভ করে, আর তারা নিজেরাও খাবার পেয়ে থাকে? তাহলে তারা কি কিছুই বুঝতে পারেনা?

وَ	يَقُوْلُوْنَ	مَتٰى	هٰذَا	الْفَتْحُ	اِنْ
এবং	তারাবলে	কখন (আসবে)	সেই	ফয়সালা	যদি

كُنْتُمْ	صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾	قُلْ	يَوْمَ	الْفَتْحِ	لَا	يَنْفَعُ	الَّذِيْنَ
তোমরাহও	সত্যবাদী	বল	দিন	ফয়সালার	না	উপকার দেবে	(তাদের) যারা

كَفَرُوْٓا	اِيْمَانُهُمْ	وَ	لَا	هُمْ	يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾	فَاَعْرِضْ
কুফরীকরেছে	তাদেরঈমানআনা	আর	না	তাদের	অবকাশ দেওয়াহবে	ছেড়ে দাও সুতরাং (এ অবস্থায়)

عَنْهُمْ	وَ	انْتَظِرْ	اِنَّهُمْ	مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾
তাদেরকে	ও	অপেক্ষাকর	নিশ্চয়ই তারাও	অপেক্ষাকারী

২৮. এই লোকেরা বলে,"এই ফয়সালাটা কখন হবে- যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো?"
২৯. তাদেরকে বল যারা কুফরী করেছে, "ফয়সালার দিনটিতে ঈমান আনা সেই লোকদের জন্যে কিছু মাত্র কল্যাণকর হবে না আর তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না?"
৩০. যাই হোক, এদেরকে এদের অবস্থায়ই ছেড়ে দাও, আর অপেক্ষা কর, এরাও অপেক্ষমানই রয়েছে।

সূরা আল-আহযাব

নামকরণ

এ সূরার ২০ নং আয়াতের ... يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ... "এই এরা মনে করে যে, আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায় নাই" অংশে উল্লেখিত 'আহযাব' (দল) শব্দকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হল- ৫ম হিজরীর শওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত আহযাব যুদ্ধ,- ৫ম হিজরীর জিলক্বাদ মাসে অনুষ্ঠিত বনু কুরাইযার যুদ্ধ এবং ৫ম হিজরীর জিলক্বদ মাসে অনুষ্ঠিত হযরত যয়নবের (রাঃ) সাথে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ। এ ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের ভিত্তিতে এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

৩য় হিজরীর শওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহুদ যুদ্ধে নবী করীম (সঃ) কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে ইসলামী মুজাহিদদের যে পরাজয় সূচিত হয়েছিল, তার ফলে আরবের মোশরেক, ইহুদী ও মুনাফেকদের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের মনে এ আশা জাগ্রত হয়েছিল যে, ইসলাম ও মুসলমানদের খতম করে দিতে তারা সফলকাম হবে। ওহুদ যুদ্ধের পরে প্রথম বছরই যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা হতেই তাদের বৃদ্ধি পাওয়া দুরন্ত সাহসের প্রমাণ পাওয়া যায়। ওহুদ যুদ্ধের পর দুমাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত না হতেই নজদের বনী আসাদ গোত্র মদীনা শরীফের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। নবী করীম(সঃ) তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'আবু-সালমা বাহিনী' পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ নামক গোত্র নবী করীম (সঃ)-এর নিকট তাদের এলাকায় গিয়ে ইসলামের প্রচার ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন লোক পাঠাবার জন্য দাবী পেশ করে। নবী করীম(সঃ) তাদের দাবী অনুসারে ছ'জন সাহাবীকে তাদের সঙ্গে পাঠিয় দেন। কিন্তু (জেদ্দা ও রাবেগ -এর মধ্যবর্তী) রাজী নামক স্থানে পৌছিলে হুযাইল গোত্রের কাফেরদের দ্বারা এই নিরস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের উপর আক্রমণ চালান হয়। তাদের মধ্যে চারজনকে শহীদ করা হয় এবং হযরত যুবাইর ইবনে আদি ও হযরত জায়েদ ইবনে দাসেন্না এই দুজনকে মক্কাশরীফে নিয়ে গিয়ে দুশমনদের হাতে বিক্রী করে দেয়। এই সফর মাসে বনী আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদন ক্রমে নবী করীম (সঃ) চল্লিশ বা মতান্তরে সত্তরজন আনসার সমন্বয়ে গঠিত এক ইসলাম প্রচারক বাহিনী নজদ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের সঙ্গেও চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং বনী সুলাইম-এর উসাইয়া, রিয়াল ও যাকওয়ান গোত্রসমূহ 'বিরে মায়ূনা' নামক স্থানে অকস্মাৎ আক্রমণ করে সকলকেই শহীদ করে। এ সময়ই মদীনার ইহুদী বনী নযীর গোত্র অসীম সাহসী হয়ে ক্রমাগত কয়েকটি ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমন কি ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবীকরীম (সঃ)-কে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে ফেলে। এর পর ৪র্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাতফানের বনু সা'লাবা ও বনু মুহারিব গোত্রদ্বয় মদীনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। তাদের এ ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন করার জন্য স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-কেই অগ্রসর

হতে হয়। এভাবে ওহুদ যুদ্ধে পরাজয় হওয়ার ফলে মুসলমানদের যে শক্তি হ্রাস পেয়েছিল, পরবর্তী সাত আট মাস পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে তার জের চলতে থাকে।

কিন্তু কেবলমাত্র নবীকরীম (সঃ)-এর দৃঢ় বিশ্বাস এবং সাহাবা-এ-কেরামের আত্মদানের গভীর ভাবধারার কারণেই অল্পসময়ের মধ্যে অবস্থার গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কটের কারণে মদীনাবাসীদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে পড়েছিল। চার পাশের সকল মোশরেক কবীলা আক্রমণমূখী হয়ে উঠেছিল। মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদী ও মুনাফেকরা কোঁচের সাপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সত্য-প্রাণ মু'মেন রসূলে করীম(সঃ)-এর নেতৃত্বে পরপর এমন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার ফলে আরব দেশে ইসলামের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবল বহালই হ'ল না, পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণ বৃদ্ধিও পেয়ে গেল।

আহযাব যুদ্ধের পূর্ববর্তী যুদ্ধসমূহ

সর্বপ্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ওহুদ যুদ্ধের পরে পরেই। যুদ্ধের পর ঠিক দ্বিতীয় দিনে –যখন অসংখ্য মুসলমান আহত অবস্থায় পড়েছিলেন, অনেক ঘরে নিকটাত্মীয়ের শহীদ হবার কারণে ক্রন্দনের রোল পড়ে গিয়েছিল, নবী করীম(সঃ) নিজেও ছিলেন আহত আর হযরত হামযা (রাঃ)-র শাহাদতের কারণে দুঃখ-ভারাক্রান্ত তখন –নবী করীম (সঃ) ইসলামের জন্যে প্রাণ–উৎসর্গকারী লোকদেরকে আহবান জানালেন কাফের সৈনিকদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য অগ্রসর হতে হবে, যেন তারা পথের মাঝখান হতেই ফিরে এসে মদীনার উপর আক্রমণ করে না বসে। রসূলে করীম (সঃ)-এর এই অনুমান ঠিকই ছিল যে কাফের কুরাইশরা উহুদ যুদ্ধে অর্জিত সাফল্য হতে কোন ফায়দা লাভ না করে ফিরে চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু পথে তারা যখন এক স্থানে পৌছে অবস্থান করবে তখন তাদের এ নির্বুদ্ধিতার কারণে তাদের নিজেদেরই লজ্জিত হতে হবে এবং আবার এসে তারা মদীনার উপর আক্রমণ করে বসবে।এ কারণে নবী করীম (সঃ) তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অনতিবিলম্বে ৬৩০ জন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মুসলমান তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। মক্কার পথে 'হামরাউল' আসাদ নামক স্থানে পৌছে তিনি তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন। তখন এক সহানুভূতিসম্পন্ন অমুসলিম ব্যক্তির মারফতে রসূলে করীম (সঃ) জানতে পারলেন যে, আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮ জন সৈনিক সংগে নিয়ে মদীনা হতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত 'আর-রাওহা' নামক স্থানে অবস্থান করছে। তারা বস্তুতই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিল; কিন্তু নবী করীম (সঃ) এক বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে আসছেন শুনতে পেয়ে তারা নিরুদ্যম হয়ে পড়ে। এর ফলে কেবল মাত্র কুরাইশের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাহস-হিম্মত বিলুপ্ত হয়নি, চতুষ্পার্শের সব শত্রুগণও জানতে পারে যে, একজন অপরিসীম সজাগ ও সাহসী ব্যক্তি মুসলমানদের নেতৃত্ব করছেন এবং মুসলমানগণ তার অংগুলি সংকেতে প্রাণ কোরবান করতেও সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। (সূরা আলে-ইমরাণ এর ভূমিকায় ও ১২২ নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)

অতঃপর বনী আসাদ গোত্র মদীনার উপর যখনই অতর্কিত আক্রমণ করার প্রস্তুতি শুরু করলো, নবী করীম (সঃ)-এর নিয়োজিত সংবাদ সরবরাহকারিগণ সংগে সংগেই তাদের এ প্রস্তুতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন তাদের আক্রমণের পূর্বেই নবী করীম (সঃ) হযরত আবু সালমার (উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড় শত লোকের এক বাহিনী তাদের মস্তক চূর্ণ করার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। এ সৈন্য বাহিনী অতর্কিত ভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালায়, তাঁরা দিশেহারা হয়ে নিজেদের সবকিছু যথাস্থানে ফেলে রেখে পলায়ন করে এবং তাদের সব ধন-মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়।

অতঃপর বনী-নযীরের পালা। যে দিন তারা নবী করীম (সঃ)-কে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, সেই দিনই নবী করীম (সঃ) তাদেরকে দশদিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ পাঠান এবং ঘোষনা করেন যে, তার পর তাদের যাকেই এখানে পাওয়া যাবে, তাকেই হত্যা করা হবে। মদীনার মুনাফেকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে উস্কানি দিল যে, তোমরা শক্ত হয়ে বস এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার কর। দু'হাজার লোক দিয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করবো। তা ছাড়া বনী কুরাইযা গোত্র তোমাদের সহায়তা করবে, নজদের বনী-গাতফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এসব কথায় পড়ে তারা নবী করীম (সঃ)-কে বলে পাঠালো যে, তারা নিজেদের স্থান ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, তিনি যা করতে পারেন তাই যেন করেন। নবী করীম (সঃ) প্রদত্ত মীয়াদ খতম হওয়ার সংগে সংগেই তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেললেন। তখন তাদের সমর্থকদের মধ্যে কেউই তাদের সাহায্য দানে এগিয়ে আসায় সাহসী হল না। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে আত্মসমর্পণ করে যে, তাদের প্রত্যেক তিনজন লোক একটা উটের উপরে যা কিছু মাল বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারে,তা নিয়ে যাবে; অবশিষ্ট ধন-মাল সব মদীনায় রেখে যাবে। এর ফলে মদীনার উপকন্ঠের পূর্ণ এলাকা যেখানে বনী-নযীর অবস্থান করছিল, তাদের বাগ-বাগিচা জিনিস-পত্র সবকিছু মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং এই বিশ্বাসঘাতক গোত্রের লোকেরা খায়বার, ওয়াদিউল কুরা ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর নবী করীম (সঃ) বনু গাতফান-এর দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন এরাও মদীনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তিনি চারশ লোকের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা হতে বের হন এবং "যাতুর রকা" নামক স্থানে পৌছে তাদের উপর আক্রমণ চালান। এই আকস্মিক আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং কোন প্রকার যুদ্ধ না করেই তারা ঘর-বাড়ী ও মাল-সম্পদ ফেলে রেখে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়।

৪র্থ হিজরীর শাবান মাসে নবী করীম (সঃ) আবু সুফিয়ানের ওহুদ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রদত্ত চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছিলঃ ان موعد كم بدر للعلم المقبل "আগামী বছর বদর নামক স্থানে তোমাদের সাথে আমাদের আবার যুদ্ধ হবে।" নবীকরীম (সঃ)-এর জবাবে একজন সাহাবীর দ্বারা ঘোষণা করে দিলেনঃ .... نعم هى بيننا وبينك موعده
"আচ্ছা, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একথা ঠিক হয়ে রইল"। এই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নবী করীম (সঃ) ১৫শ সাহাবী নিয়ে বদর নামক স্থানে উপনীত হন। ওদিক হতে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন কিন্তু মাররুলযাহরান (বর্তমান ওয়াদিয়ে ফাতেমা) হতে সামনের দিকে অগ্রসর হবার সাহস পেল না। নবী করীম (সঃ) বদর-এ আটদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এ অবসরে মুসলমানগণ ব্যবসা করে দ্বিগুণ মুনাফা লাভ করেন। এর ফলে ওহুদ যুদ্ধে বিলুপ্ত প্রভাব পুনরুদ্ধার হয় ও প্রবলভাবে জমে বসে। সমগ্র আরব দেশে এ কথা দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যে, এখন একাকী কোরাইশের পক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুকাবেলা করা সম্ভব নয়। (এ আলোচনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফহীমুল কুরআন, সূরা আলে-ইমরানের ১২৪ টীকায় উল্লেখিত হয়েছে)
মুসলমানদের প্রভাব পতিপত্তি বৃদ্ধির আরো একটি কারণ ছিল। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে 'দওমাতুলজান্দাল' (বর্তমান জাওফ) একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ইরাক, মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে ব্যবসায়ী কাফেলা এ স্থান হতেই আসা যাওয়া করতো। এ স্থানের লোকেরা ব্যবসায়ী কাফেলার লোকদের নানা ভাবে কষ্ট দিত, প্রায়ই লূঠ-তরাজ করতো। নবী করীম (সঃ) ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের উচিত

শিক্ষা দানের জন্যে নিজেই অগ্রসর হলেন। তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস পেল না, ফলে পূর্ণ এলাকা ছেড়ে পলায়ন করলো।এতে সমগ্র উত্তর আরবের উপর ইসলামের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হল। সমস্ত গোত্র বুঝতে পারলো যে, মদীনায় যে বিরাট শক্তির সমাবেশ হয়েছে, তার সঙ্গে মুকাবেলা করা একটা দুটো গোত্রের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

আহ্যাব যুদ্ধ

ঠিক এ অবস্থার মধ্যেই আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আসলে এ ছিল আরবের অসংখ্য গোত্রের এক সম্মিলিত আক্রমণ। তারা মদীনার এ উত্থানমূখী শক্তিকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এ আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। বনী নযীর গোত্রের যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মদীনা হতে বিতাড়িত হয়ে আরবে অবস্থান করছিল. এ আক্রমণের প্রস্তাব ও প্রস্তুতি তারাই চালিয়েছিল। তারা চারিদিকে ঘোরাফেরা করে কুরাইশ, গাতফান, হুযাইল ও অন্য অসংখ্য গোত্রের লোকদেরকে মদীনার উপর এক সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। তাদেরই চেষ্টার ফলে ৫ম হিজরীর শওয়াল মাসে সমগ্র আরব গোত্রের এক বিরাট সম্মিলিত শক্তি মদীনার ক্ষুদ্র বস্তির উপর আক্রমণ করে। এত বড় শক্তি ইতিপূর্বে কোন দিনই সম্মিলিত হতে পারেনি। এতে উত্তর এলাকা হতে বনী নযীর ও বনী কায়নুকার সেইসব ইহুদীও অগ্রসর হয়ে এল, যারা ইতিপূর্বে মদীনা হতে বহিস্কৃত হয়ে খায়বার ও ওয়াদিউল কুরায় বসবাস শুরু করেছিল। পূর্বদিক হতে গাতফান-এর গোত্রসমূহ-বনু সুলাইম, ফাযারাহ, মুররাহ, আশজা ও আসাদ প্রভৃতি -অগ্রসর হয়। এবং দক্ষিণ দিক হতে কুরাইশগণ নিজেদের সমর্থক গোত্র সমূহ সমন্বয়ে এক দুরন্ত শক্তি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। এতে তাদের মোট জনশক্তি হয় বারো হাজার।

এ আক্রমণ যদি সহসা এবং আকস্মিকভাবে পরিচালিত হত তবে তা মদীনার পক্ষে বড়ই মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। কিন্তু নবী করীম (সঃ)মদীনায় বেখবর হয়ে বসেছিলেন না, বরং তার নিয়োজিত সংবাদ দাতা এবং ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল লোকেরা-যারা সব গোত্রেই বর্তমান ছিল- শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে তাকে সব সময়ই অবহিত করেছিল।*

এ বিরাট বাহিনী মদীনায় উপনীত হওয়ার পূর্বেই রসূলে করীম (সঃ) ছয় দিনের মধ্যে মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে একটি 'খন্দক' (পরিখা) খনন করিয়ে নেন এবং সালআ পর্বত পশ্চাৎ দিকে রেখে তিন সহস্র সৈনিক সংগে নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়ান। মদীনার দক্ষিণ দিকে বিপুল বাগিচা ছিল (এখনো বর্তমান আছে), এ কারণে এ দিক দিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা,তার উপর দিয়ে কোন ব্যাপক সৈন্য পরিচালনা সহজ ছিল না। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের অবস্থাও এইরূপ ছিল। এ কারণে কেবলমাত্র ওহুদ এর পূর্ব ও পশ্চিম কোণ হতেই আক্রমণ হতে পারতো। নবী করীম (সঃ) এ দিকে পরিখা খনন করিয়ে শহরকে সুরক্ষিত করে নিলেন। মদীনার বাইরে এরূপ একটা পরিখার সম্মুখীন হতে হবে তা কাফেরদের সামরিক পরিকল্পনার মধ্যে আদৌ ছিল না। কেননা এরূপ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

* জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুকাবেলায় একটা আদর্শবাদী আন্দোলন এ কারণেই শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠি কেবল স্বীয় জাতীয় লোকদের সমর্থন ও সহায়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কিন্তু একটা আদর্শবাদী আন্দোলন স্বীয় আদর্শমূলক দাওআতের কারণে সর্বদিকে ও সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং স্বয়ং জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে হতেও তার সমর্থনকারী বের করে নেয়।

সম্পর্কে আরবের লোক সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল। ফলে তাদেরকে নিরুপায় হয়ে শীতের মৌসুমে এক দীর্ঘ অবরোধ সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হতে হল, যদিও সে জন্য তারা নিজেদের ঘর হতে মোটেই প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে নি।

অতঃপর কাফেরদের জন্যে একটা মাত্র উপায়ই অবশিষ্ট থেকে যায়। আর তা হচ্ছে বনী কুরাইযার ইহুদী গোত্রসমূহকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য উস্কানি দেয়া। এরা মদীনার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বসবাস করছিল। এদের সঙ্গে মুসলমানদের রীতিমত মিত্রতার চুক্তি ছিল। এ চুক্তির দৃষ্টিতে মদীনার ওপর কোন দিক দিয়ে আক্রমণ হলে মুসলমানদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে তারা বাধ্য ছিল। এ কারণে মুসলমানগণ তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে নিজেদের পুত্র-পরিজনকে বনী কুরাইযাদের অঞ্চলে অবস্থিত রক্ষাকেন্দ্রসমূহে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকে প্রকৃত পক্ষে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিলনা। কাফেররা মুসলমানদের রক্ষা ব্যবস্থার এ দুর্বলতার দিকটি ভাল করে লক্ষ্য করতে পেরেছিল। তাদের পক্ষ হতে বনী নযীর -এর ইহুদী সরদার হাই ইবনে আখতারকে বনী কুরাইযার নিকট পাঠানো হল এবং তাদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভংগ করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করা হল। প্রথমত তারা এ করতে অস্বীকার করলো এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগই সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু হাই ইবনে আখতার যখন তাদেরকে বললো "দেখ আরবের মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির (হযরত মুহাম্মদ (সঃ)) উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত করে এনেছি, এখনই হচ্ছে এ ব্যক্তিকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তোমরা যদি এ সময়কে অযথা অতিবাহিত করে দাও তবে এরূপ উপযুক্ত সময় আর কখনো পাবে না" তখন ইহুদী মানসিকতার ইসলাম দুশমনী নৈতিক বোধ মানবিক ভাবধারার উপর জয়লাভ করলো এবং বনী কুরাইযা গোত্র চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত হল।

নবী করীম (সঃ) এই ব্যাপার সম্পর্কে একেবারে গাফেল ছিলেন না। তিনি সঠিক সময়ে এর খবর পেয়েছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে আনসারদের সরদার সা'আদ ইব্‌নে উবাদাহ্‌, সা'আদ ইবনে মুয়ায, আবাদুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহ ও খাওয়াত ইবনে জুবাইরকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে পাঠালেন। রওনা হওয়ার সময় তিনি তাদেরকে এ হেদায়াত দিলেন যে, বনী কুরাইযা যদি চুক্তি রক্ষা করে চলতে রাজী হয় তবে ফিরে এসে এ কথা সকল সৈনিকের সম্মুখেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবে। আর তারা যদি চুক্তিভংগ করতেই চায়,তবে ইংগিতে কেবল আমাকেই তা জানিয়ে দিবে, যেন সাধারণ মুসলমান সৈনিক তা শুনে সাহস হারা হয়ে না পড়ে। এ নেতৃবৃন্দ সেখানে পৌছে বনী কুরাইযাকে অত্যন্ত নীচ কাজে উদ্বুদ্ধ ও নিযুক্ত দেখতে পেলেন। তারা এদেরকে প্রকাশ্য ভাবে বলে দিলঃ... لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد ... "আমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যে কোন প্রকার চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি নেই।"

এ কথা শুনে তারা মুসলিম বাহিনীর নিকট ফিরে এলেন এবং ইংগিতে নবী করীম (সঃ) কে বললেনঃ "আদাল ও কারাহ গোত্র 'রাজী' নামক স্থানে ইসলাম প্রচারকদের সঙ্গে ইতিপূর্বে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বনী কুরাইযার লোকেরা এখন ঠিক তাই করতে শুরু করেছে।"

এ দুঃসংবাদ তীব্র গতিতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের মনে এর ফলে অত্যধিক বেদনা ও কাতরতার উদয় হল। কেননা, এখন তারা উভয় দিক দিয়েই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। শহরের যে অঞ্চলে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, আর সকলের সন্তান-সন্ততিও সেখানে অবস্থিত ছিল, সে অঞ্চলই

কঠিন বিপদে পড়ে গিয়েছিল। উপরন্তু মুনাফেকদের তৎপরতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল; তারা ঈমানদার লোকদের নৈতিক ও মানসিক বল নষ্ট করার জন্যে নানা প্রকার মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল। কেউ বললো, আমাদের নিকট কাইজার ও কিসরার দেশ দখল হওয়ার ওয়াদা করা হয়েছিল, অথচ দেখছি, আমরা সাধারণ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরণার্থেও বের হতে পারছি না। কেউ আবার নিজেদের ঘর-বাড়ী বিপন্ন হওয়া এবং তা রক্ষার দোহাই দিয়ে পরিখা ফ্রন্ট হতেই বিদায় গ্রহণ করলো। কেউ কেউ আক্রমণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে নিজেদের বিষয় ঠিকঠাক করে নেবার ও মুহাম্মদ (সঃ)কে তাদের হাতে সোপর্দ করার কথা গোপন প্রপাগান্ডার সাহায্যে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল। বস্তুতঃ এ কঠিন পরীক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই গোপন অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়লো। যার মনে একবিন্দু মুনাফেকীও বর্তমান ছিল, সেও লোকসমক্ষে ধরা পড়ে গেল। এ কঠিন সময় কেবল সত্য ও একনিষ্ঠ দিলের লোকেরাই আত্মোৎসর্গকারী ও অচল-অটল প্রত্যয়-সম্পন্ন প্রমাণিত হলেন।

এ কঠিন মুহূর্তে নবী করীম (সঃ) বনী গাতফানের সংগে সন্ধির কাথাবার্তা বলতে শুরু করলেন এবং মদীনার উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করতে চাইলেন। কিন্তু সা'আদ ইবনে উবাদাহ, সা'আদ ইবনে মুয়ায প্রমুখ আনসার সরদারগণের সঙ্গে নবীকরীম (সঃ) যখন এই শর্ত সম্পর্কে পরামর্শ করলেন, তখন তারা বললেন : "হে আল্লাহর রসূল, এরূপ করা কি আপনার ইচ্ছা, না আল্লাহর হুকুম? ....আল্লাহর হুকুম হলে আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য। কিংবা আপনি কেবল আমাদের রক্ষার্থে এ প্রস্তাব করছেন?" উত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন "আমি কেবল তোমাদের হেফাজতের উদ্দেশ্যেই এরূপ করছি । কেননা, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সমগ্র আরব সম্মিলিত হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, আমি তাদের পরস্পরকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই"। এ শুনে উভয় সরদারই এক বাক্যে বললেন "আপনি যদি আমাদের খাতিরে এ চুক্তি করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তবে আপনি তা খতম করুন, আমরা যখন মোশরেক ছিলাম তখনকার সময়ও এ সব গোত্র আমাদের নিকট হতে একটা দানাও খাজনা বাবদ আদায় করতে পারেনি। আর এখন তো আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, এখন কি এরা আমাদের খাজনা নিতে পারবে? এখন তাদের ও আমাদের মধ্যে কেবল মাত্র তরবারিই সিদ্ধান্তকারী হবে যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দেন"। এ কথা বলে তারা চুক্তিনামার এ অস্বাক্ষরিত পাণ্ডুলিপি ছিড়ে ফেললেন।

এ সময়ই গাতফান গোত্রের শাখা আশজা গোত্রের ন'ঈম ইবনে মসউদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে রসূলে করীম (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আমার ইসলাম কবুল করার কথা এখনো কেউ জানতে পারেনি, এখন আপনি আমার দ্বারা যে কাজই করাতে চান, আমি তা সম্পন্ন করতে পারি। নবী করীম (সঃ) বললেন "তুমি ফিরে গিয়ে শত্রু বাহিনীর মধ্যে ভাংগন সৃষ্টি করার কোন উপায় উদ্ভাবন কর*।" এ নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রথমে বনী কুরাইযার নিকট উপস্থিত হলেন। এদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব হতেই যথেষ্ট মেলা-মেশা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন যে, কুরাইশ ও গাতফান কবীলার লোক অবরোধের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চাদাপসারণও করতে পারে, তাতে তাদের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সংগে এখানেই থাকতে হবে। তারা চলে গেলে তোমাদের কি অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না,যতক্ষণ না এ বহিরাগত কবীলা সমূহের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে বন্ধক স্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবে। বনী কুরাইযার লোকদের মনে একথা বদ্ধমূল হয়ে বসলো এবং তারা মিলিত ফ্রন্টের গোত্র সমূহের নিকট বন্ধক দাবী করার সিদ্ধান্ত করলো। অতঃপর ন'ঈম ইবনে

*এ সময় নবী করীম (সঃ) বলেছিলেনঃ. الحرب خدعة— "যুদ্ধে ধোঁকা দেয়া সম্পূর্ণ বিধিসংগত।"

মসউদ কুরাইশ ও গাতফান সরদারদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাদের নিকট বললেন যে, বনী কুরাইযার লোকেরা কিছুটা দুর্বলতা দেখাতে শুরু করেছে বলে মনে হয়। তারা হয়তো তোমাদের নিকট বন্ধক স্বরূপ কয়েক ব্যক্তির দাবী পেশ করবে এবং তাদেরকে মুহাম্মদের নিকট আটক রেখে তার সঙ্গে সন্ধি করে নেবে এবং এ অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই তাদের সঙ্গে খুবই সতর্কতার সাথে কথাবার্তা বলা উচিত। ফলে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বনী কুরাইযা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযা সরদারদের নিকট সংবাদ পাঠালো যে, এ দীর্ঘ অবরোধ ব্যবস্থায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এখন এক চূড়ান্ত যুদ্ধ হওয়া একান্তই আবশ্যক। আগামী কাল তোমরা ঐদিক হতে আক্রমণ কর আর এদিক হতে আমরা মুসলমানদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করবো। বনী কুরাইযা এর জবাবে বলে পাঠালো যে, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে আমাদের নিকট বন্ধক স্বরূপ না রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারি না। এ জবাব শুনে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে ন'ঈমের কথা সত্য। তারা বন্ধক দিতে অস্বীকার করলো। এর দরুন বনী কুরাইযার লোকেরা বুঝতে পারলো যে, নঈম আমাদেরকে খুব ভাল পরামর্শই দিয়েছিলেন। ফলে এ সামরিক চাল সর্বতোভাবে সাফল্যমন্ডিত হল এবং এ দুশমনদের শিবিরে ভাংগন সৃষ্টি করলো।

এভাবে অবরোধ ২৫ দিন হতেও দীর্ঘ মীয়াদী হয়ে গেল। এটা ছিল শীতকাল। এতবড় সৈন্যবাহিনীর জন্যে পানি, খাদ্য ও জন্তু-জানোয়ারের রসদ সংগ্রহ করা কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল। পরস্পরের মধ্যে ভাংগন ধরার দরুণ অবরোধকারীদের সাহস-উদ্যমেও ভাটা পড়তে লাগলো। এ অবস্থায় সহসা এক রাতে প্রচন্ড ঝড় আসলো; এতে শীতের প্রকোপ, বিদ্যুৎ-চমক ও বজ্রের গর্জন ছিল। চারিদিক এমন কঠিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেললো যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা গেল না। ঝড়ের তান্ডবে শত্রু বাহিনীর তাবু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, তাদের মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি হল। তারা আল্লাহর কুদরতের এ কঠিন আঘাত সহ্য করতে পারলো না। রাত থাকতে থাকতেই সকলে পলায়নপর হয়ে নিজ নিজ ঘরের দিকে চলে গেল। সকাল বেলা মুসলমানগণ যখন জাগ্রত হলেন, তখন ময়দানে একজন শত্রুও বর্তমান ছিল না। নবী করীম (সঃ) এ দেখে সংগে সংগে বলে উঠলেনঃ। لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم অতঃপর কোরাইশের লোকেরা কখনো তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না, তোমারাই তাদের উপর চড়াও হবে।"

এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম (সঃ)-এর অনুমান ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেবল কোরাইশ নয়, সমগ্র দুশমন কবীলা সম্মিলিতভাবে ইসলামের উপর শেষ আক্রমণ চালিয়েছিলে। তাতে পরাজিত হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে মদীনার উপর অতঃপর কোন আক্রমণ চালাবার বিন্দুমাত্র সাহস অবশিষ্ট রইল না। এখন আক্রমণ করার (**OFFENSIVE**) শক্তি দুশমনেদের নিকট হতে বিচ্যুত হয়ে মুসলমানদের হস্তগত হয়ে গেল।

বনী কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে নবী করীম (সঃ) যখন নিজ ঘরে পৌছিলেন, তখন যোহরের সময় হযরত জিবরাইল (আঃ) এসে হুকুম শুনালেনঃ "এখনি হাতিয়ার পরিত্যাগ করা ঠিক নয়, বনী কুরাইযার ব্যাপারটা এখনো বাকী রয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারটাও এখনই চুকিয়ে নেয়া আবশ্যক"। এ নিদের্শ পেয়েই নবী করীম (সঃ) অনতিবিলম্বে ঘোষনা করলেনঃ "যারাই আনুগত্যশীল আছ, তারা যেন বনী কুরাইযার অঞ্চলে না পৌছে আসরের নামায না পড়ে"। এ ঘোষণা প্রচারের সংগে সংগেই নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে এক বাহিনী সহকারে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে বনী কুরাইযার অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন সেখানে পৌছিলেন, তখন ইহুদী লোকেরা গৃহের ছাদে উঠে নবী করীম (সঃ) এবং মুসলমানদের উপর গালাগালের বৃষ্টি

বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তারা যে মূল লড়াইয়ের সময় চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদীনার সমগ্র জনতাকে কঠিন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল, এ মারাত্মক অপরাধের শাস্তি হতে তারা কি করে বাঁচতে পারে! হযরত আলী (রাঃ)-র বাহিনী দেখে তারা মনে করছিল যে, তাদেরকে শুধু ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে। কিন্তু একটু পরেই রসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বে যখন সমগ্র ইসলামী বাহিনী তথায় উপনীত হল এবং গোটা এলাকাকে পরিবেষ্টন করে নিল, তখন তাদের প্রাণ উড়ে গেল। অবরোধের তীব্রতা তারা দু'তিন সপ্তাহের অধিক কাল সহ্য করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত তারা নিম্নোক্ত শর্তে নিজেদেরকে রসূলে করীম (সঃ)-এর হাতে অর্পন করলঃ "আওস গোত্রের সরদার হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) তাদের সম্পর্কে যে ফয়সালাই করে দিবেন, তা উভয় পক্ষ মেনে নেবে।"

হযরত সা'আদ (রাঃ)-কে তারা সালিস মেনেছিল এ আশায় যে, জাহেলীয়াতের যুগে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও মিত্রতার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই সে কথা মনে রাখবেন এবং সেদিকে খেয়াল রেখেই কথা বলবেন। আর ইতিপূর্বে বনু কায়নুকা ও বনী নযীর গোত্রদ্বয়কে যে ভাবে মদীনা হতে চলে যেতে দেয়া হয়েছিল, অনুরূপভাবে তাদেরকেও যেতে দেয়া হবে। আওস গোত্রের লোকেরাও হযরত সা'আদের নিকট মিত্র গোত্রের প্রতি উদার নীতি গ্রহণের জন্যে দাবী জানাচ্ছিল, কিন্তু হযরত সা'আদ একটু পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, মদীনা হতে যে দুটো গোত্রকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল, তারা কিভাবে চতুর্দিকের সমগ্র গোত্র-কবীলাকে উত্তেজিত করে দশ-বারো হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল। উপরন্তু এই শেষ পর্যায়ের ইহুদী কবীলা বহিরাক্রমণের কঠিণ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল, হযরত সা'আদ তাও ভুলতে পারেননি। এসব কারণেই তিনি ফয়সালা করে দিলেন যে, বনী কুরাইযার সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে দাস করে নেয়া হবে এবং তাদের যাবতীয় ধন সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এ ফয়সালাকে কার্যকর করা হল। মুসলমানগণ যখন বনী কুরাইযার মূল ভুখণ্ডে প্রবেশ করলেন তখন জানা গেল যে, বিগত পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে এ বিশ্বাস ঘাতকরা ১৫শ তরবারি, তিনশ বর্ম, দু'হাজার বল্লম এবং ১৫শ ঢাল সংগ্রহ করে নিয়েছিল। আল্লাহ যদি মুসলমানদের সহায়তা না করতেন, তাহলে যে সময় মোশরেকেরা চূড়ান্তভাবে পরিখা অতিক্রম করে বসতো, ঠিক সে মুহূর্তে পিছন দিক হতে আক্রমণ করার জন্য এসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হত। এ কথা জেনে নেবার পর বনী কুরাইযা সম্পর্কে হযরত সা'আদের ফয়সালার যথার্থতায় এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকতে পরে না।

সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলী

ওহুদ ও আহযাব এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে দু'বছরের ব্যবধান ছিল। এ মধ্যবর্তী সময় ছিল অত্যন্ত হাংগামার সময়। এ জন্যে নবী করীম (সঃ) এবং সাহাবা-এ-কেরাম এ সময় একদিনের জন্যেও শান্তি, নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু এ গোটা সময়েও নবতর মুসলিম সমাজ সংগঠন এবং সঠিক ভাবে জীবনকে সংশোধন করার কাজ নিরন্তর চলছিল। এ সময়ই মুসলমানদের বিবাহ-তালাক সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রায় সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে। মীরাসী আইন প্রণয়ন করা হয় , শরাব ও জুয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়, জীবন ও জীবিকার অন্যতর ক্ষেত্রের বহুবিধ নতুন বিধান প্রণয়ন এবং কার্যকর করা হয়।

এ পর্যায়ে সবচেয়ে বড় সংশোধনযোগ্য সমস্যা ছিল পালক পুত্র বানাবার ব্যাপার। আরবের কোন লোক যাকে পালক পুত্র বানিয়ে নিত, তাকে সে একেবারে আপন ঔরসজাত সন্তান মনে করতো। তাকে মীরাসের অংশ দেয়া হত, মুখ-ডাকা মা ও মুখ-ডাকা বোন আপন সন্তান ও ভায়ের মতই সম্পর্ক রাখতো। মুখ-ডাকা পিতার কন্যার এবং এ পিতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর বিবাহ তার সঙ্গে তেমনি হারাম মনে করা হত, যেমন আপন মা ও বোনের সংগে বিবাহ হারাম। মুখ-ডাকা পুত্র মরে গেলে কিংবা সে তার স্ত্রীকে তালাক দিলেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। মুখ-ডাকা পিতার পক্ষে সেই স্ত্রী আপন পুত্রবধুর মতই নিষিদ্ধ হত। ফলে এ সব রসম-রেওয়াজের সঙ্গে প্রতি পদে পদে নিকাহ-তালাক ও মীরাস সংক্রান্ত যে সব আইনের সংঘর্ষ বেধে যেত, তা আল্লাহতা'আলা সূরা আল বাকারা ও সূরা নিসায় পূর্বেই নির্ধারিত করেছেন। আইনের দৃষ্টিতে প্রকৃত পক্ষে যারা মীরাসের উত্তরাধিকারী হত, এ রসম তাদেরকে বঞ্চিত করে এমন ব্যক্তিকে অংশ দান করতো, যারা আদৌ কোন মীরাসের অধিকারী ছিল না। যে সব নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন হালাল ছিল, এ রসম তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হারাম করে দিত। আর সর্বোপরি ইসলামী আইনে যে সব নৈতিক চরিত্রহীনতাকে বন্ধ করতে চাইত, এ রসম তাদের ব্যাপক বিস্তারলাভে সাহায্য করতো। কেননা, রসম হিসাবে মুখ-ডাকা আত্মীয়তার যতই পবিত্রতার ভাব-ধারায় সৃষ্টি করা হোক না কেন মুখ-ডাকা মা-বোন ও কন্যা প্রকৃত মা-বোন ও কন্যার মতো কিছুতেই হতে পারে না! এ কৃত্রিম আত্মীয়তার রসমী পবিত্রতার উপর নির্ভর করে নর-নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়দের ন্যায় অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ দেয়া হয়, তখন তারা নানাবিধ মারাত্মক পরিণাম সৃষ্টি না করে পারে না। এ সব কারণে ইসলামের বিবাহ-তালাক ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন এবং জ্বেনা হারাম হওয়া, আইনের দৃষ্টিতে পালকপুত্রকে প্রকৃত সন্তানের মত মনে করার ভ্রান্তি চিরতরে দূর করে দেয়া একান্ত আবশ্যক ছিল।

কিন্তু মুখ-ডাকা আত্মীয়তা কোন প্রকৃত আত্মীয়তা নয়- আইনগত হুকুম হিসেবে কেবল এতটুকু কথা বলে দিলেই এতবড় একটা ভ্রান্তি কিছুতেই দূরীভূত হয়ে যেত না। শতাব্দীকালের পুঞ্জীভূত সংস্কার নিছক একটা কথা দ্বারা বদলে দেয়া যায় না। একটা আইন হিসেবে লোকেরা এ মেনে নিলেও মুখ-ডাকা মা ও পুত্রের মধ্যে মুখ-ডাকা ভাই ও ভগ্নির মধ্যে, মুখ-ডাকা পিতা ও কন্যার মধ্যে, মুখ-ডাকা শ্বশুর ও পুত্রবধুর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে লোকেরা ঘৃণার চক্ষেই দেখতো। অথচ তাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশার কিছু না কিছু নিয়ম অবশিষ্ট থেকেই যেত। এ কারণে কার্যত বদ-রসম ভংগ করা একান্ত আবশ্যক ছিল। আবশ্যক ছিল যে, স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-ই কার্যতঃ এই বদ-রসমকে ভেঙে চূর্ণ করে দেবেন। কেন না, যে কাজ স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ) করবেন, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ীই করবেন, সে কাজ সম্পর্কে কোন মুসলমানের মনেই একবিন্দু ঘৃণাবোধ বর্তমান থাকতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহযাব যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে নবী করীম (সঃ) কে স্বীয় মুখ-ডাকা পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করার নির্দেশ আল্লাহর তরফ হতে দেয়া হয়। তিনি এ হুকুম পালন করেন বনী কুরাইযা অবরোধের সময় (সম্ভবত তার ইদ্দৎ শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা এবং সামরিক ব্যস্ততার কারণে এ কাজে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল)।

যয়নব(রাঃ) এর বিবাহ সম্পর্কে অপপ্রচারের প্লাবণ

এ বিবাহ সম্পন্ন হবার পর পরই রসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচার-প্রোপাগান্ডার এক আকস্মিক প্লাবণ সৃষ্টি হয়। মোশরেক, মুনাফেক ও ইহুদী সকলেই রসূল (সঃ)-এর উর্পযুপরি সাফল্যের কারণে ক্রোধ ও আক্রোশের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছিল। ওহুদের পর আহযাব ও বনী কুরাইযা পর্যন্ত দু'বছরের মধ্যে তারা

যেভাবে আঘাতের পর আঘাত খাচ্ছিল, তার ফলে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল। প্রকাশ্য ময়দানে লড়াই করে রসূল (সঃ)-কে পরাজিত করতে পারবে, এমন কোন আশা-ভরসা তাদের ছিল না। তারা এ হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তারা রসূলে করীম (সঃ)-এর এ বিবাহের ব্যাপারটিকে নিজেদের জন্যে আল্লাহ-প্রদত্ত একটা সুযোগ মনে করলো এবং মনে করলো যে, তারা হযরতের প্রতিপত্তি ও সাফল্য লাভের মূল উৎস যে নৈতিক প্রাধান্য তা এখন খতম করে দিতে পারবে। তাই তারা কল্পিত কাহিনী প্রচার করতে লাগলো যে, মুহাম্মদ (সঃ) (নাউযুবিল্লাহ) পুত্র-বধুকে দেখে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। পুত্র এ প্রণয় ও আসক্তির কথা জানতে পেরে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিল এবং পিতা তার বধুকে বিবাহ করে নিল। অথচ এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। হযরত যয়নব নবী করীম (সঃ)-এর ফুফাতো ভগ্নি ছিলেন। শৈশব হতে যৌবনকাল পর্যন্ত তার সমস্ত জীবন রসূলে করীম (সঃ)-এর সম্মুখে অতিবাহিত হয়েছে। কোন এক সময় তাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তা ছাড়া রসূল (সঃ) স্বয়ং বার বার বলে কয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সঙ্গে তার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন।

কুরাইশ বংশের অভিজাত ঘরের একজন মেয়েকে এক মুক্ত গোলামের সঙ্গে বিবাহ দিতে সমগ্র পরিবারটিই সম্পূর্ণ নারাজ ছিল। হযরত যয়নব নিজেও এই বিবাহে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশে সকলেই রাজী হতে বাধ্য হলেন। অতঃপর হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন করে সমগ্র আরবে এ দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন যে, ইসলাম একজন মুক্ত গোলামকে উপরে তুলে মনিবদের সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। নবী করীম (সঃ)-এর কোন আকর্ষণ যদি হযরত যয়নবের প্রতি বাস্তবিকই থাকতো, তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসের সঙ্গে তাকে বিবাহ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলনা। তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। কিন্তু নির্লজ্জ বিরুদ্ধবাদী লোকেরা এসব বাস্তব সত্যকে অগ্রাহ্য করে প্রেমের একটা কল্পিত কাহিনী রচনা করে তার সঙ্গে নুন-ঝাল মিশিয়ে চতুর্দিকে প্রচার করে দিল। এ মিথ্যা প্রচারণার শিংগা এত প্রবল ও ব্যাপকভাবে ফুকলো যে, মুসলমানদের মধ্যেও তাদের এ মনগড়া কল্পিত কাহিনী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো।

পর্দার প্রাথমিক বিধান

শত্রুদের মনগড়া প্রেমকাহিনী মুসলমানদের মুখেও প্রচারিত হওয়ায় এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হচ্ছিল যে, সমাজের মধ্যে যৌন উত্তেজনা, লালসা ও কলুষপূর্ণ ভাবধারা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেশী হয়ে উঠেছে। অন্যথায় রসূল (সঃ)-এর ন্যায় পবিত্র ও মহান ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারার ভিত্তিহীণ ও অশ্লীল মনগড়া কাহিনীর প্রতি সমাজের কোন লোকের পক্ষে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করাও সম্ভব হতনা, মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের কথা। ঠিক এটাই ছিল পর্দা সংক্রান্ত সংশোধন মূলক আইন-বিধানকে ইসলামী সমাজে প্রাথমিক ভাবে জারী করার উপযুক্ত সময়। আর এ সূরা দ্বারাই এ বিধান জারী করার সূচনা করা হয়। এবং এর এক বছর পর সূরা 'নূর' নাযিল করে এর পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। আর এ ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ)-র উপর মিথ্যা দোষারোপের এক বিরাট ফেতনার সময় (সূরা নূর-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

রসূলে করীম (সঃ)-এর পারিবারিক জীবন

এ সময় আরো দুটো বিষয় মীমাংসার অপেক্ষায় ছিল। যদিও বাহ্যত তার সম্পর্ক ছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে । কিন্তু যে মহান সত্তার জান-প্রাণ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় একান্তভাবে নিয়োজিত নিরন্তর সেই চেষ্টায়ই মশগুল তাঁর পারিবারিক জীবণে শান্তি ও স্বস্তি স্থাপন, তাঁকে সকল প্রকার

অশান্তি ও তিক্ততা হতে মুক্ত রাখা এবং লোকদের সন্দেহ-সংশয় হতেও তাকে রক্ষা করা যেন দ্বীন ইসলামেরই একটি জরুরী ব্যাপার ছিল। এ কারণে আল্লাহতা'আলা সরাসরিভাবে এই দুটো বিষয়কে নিজ ব্যবস্থাধীন করে নেন।

প্রথম সমস্যা ছিল এই যে, এ সময় রসূলে করীম (সঃ) অত্যন্ত আর্থিক অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রাথমিক চার বছর পর্যন্ত তো তার জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যাবস্থাই ছিল না। ৪র্থ হিজরী সনে বনী নযীর গোত্রকে বহিষ্কার করণের পর তাদের পরিত্যক্ত জমি-ক্ষেতের একটা অংশ আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেকই তার প্রয়োজন পুরণার্থে নির্দিষ্ট করে দেয়া হল। কিন্তু তা তার সংসারের প্রয়োজন পুরণে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। এদিকে নবুয়্যতের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য এত বিরাট ও ব্যাপক ছিল যে, তা তাঁর দেহ, মন ও মগজের সমগ্র শক্তি এবং তাঁর প্রতিমুহূর্ত সময় সম্পূর্ণ শুষে নিচ্ছিল। ফলে তিনি স্বীয় জীবিকার জন্যে একমুহূর্ত চিন্তা বা চেষ্টা করার অবকাশ পেতেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ অর্থাভাবের দরুন তার মনের সান্ত্বনায় ব্যাঘাত ঘটাতেন, তখন তার মনের উপর দ্বিগুণ দুর্বহ বোঝা চেপে বসতো।

আর দ্বিতীয় সমস্যা এই ছিল যে, হযরত যয়নবের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে রসূলে করীম (সঃ)-এর চারজন স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। তারা হচ্ছেন হযরত সাওদা, হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা ও হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। উম্মুল মু'মেনীন হযরত যয়নব ছিলেন রসূলে করীম (সঃ)-এর পঞ্চম স্ত্রী। এ অবস্থায় বিরোধী দল এক কঠিন প্রশ্ন উথাপন করে এবং মুসলমান জন সাধারণের মনেও তার দরুন নানাবিধ সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক হতে থাকে। তা এই যে, অপরের জন্যে তো এক সময় চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে,কিন্তু রসূল (সঃ) নিজে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলেন এ কিরূপে সম্ভব হল?

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

সূরা আহযাব নাযিল হওয়ার সময় ঠিক এ সব সমস্যাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং এ সূরায় এসব বিষয়েরই কথা বলা হয়েছে।

সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু ও পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রাখলে পরিষ্কার মনে হয় যে, এ সম্পূর্ণ সূরাটা একটা মাত্র ভাষণ নয় এবং একই সময় সম্পূর্ণ নাযিল হওয়া সূরাও এ নয়। বরং এ বহুবিধ আইন-বিধান, ফরমান ও ভাষনের সমন্বয়, যা সেকালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক নাযিল হয়েছিল এবং পরে সব কিছু একত্রিত করে একটা পূর্ণ সূরার রূপ দান করা হয়েছে।

একঃ এ সূরার প্রথম রূকূ' আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক পটভূমি সম্মুখে রেখে বিচার করলে এ রুকু' পাঠের সময় সুস্পষ্ট মনে হয় যে, এ অংশটুকু নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত যায়েদ হযরত যয়নবকে তালাক দিয়েছিলেন। নবী করীম (সঃ) পালকপুত্র সম্পর্কিত জাহেলিয়াতের পুঞ্জিভূত অমূলক ধারণা ও বদ-রসম খতম করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। তিনি স্পষ্ট মনে করছিলেন যে, মুখ-ডাকা আত্মীয়দের সম্পর্কে লোকেরা নিছক আবেগ ও উচ্ছাস বশত যে ধরনের নাজুক ও গভীর ধারণা পোষণ করে, যতক্ষণ তিনি নিজে অগ্রসর হয়ে এ বদ-রসমকে খতম করে না দেবেন, ততক্ষণ তা দূর হতে পারে না। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন, অগ্রসর হতেও দ্বিধা-সংকোচ করছিলেন। স্পষ্ট মনে করছিলেন যে, তিনি নিজেই যদি এখন যায়েদের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তবে

মূনাফেক, ইহুদী ও মোশরেক লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট অপ্রপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে। তারাতো পূর্ব হতেই এজন্যে ওৎপেতে বসে আছে। এর দ্বারা তাদের নিকট একটা হাতিয়ার তুলে দেয়া হবে। ঠিক এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম রুকু'র আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে।

দুইঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকু'তে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এ রূকু'দ্বয় উক্ত যুদ্ধদ্বয়ের পরে নাযিল হয়েছে।

তিন ঃ চতুর্থ রুকু'র শুরু হতে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত দুটো বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। প্রথমাংশে নবী করীম (সঃ)-এর স্ত্রীগণকে –যারা অভাব-অনটনের সময় প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন– আল্লাহতা'আলা সতর্ক করে দিয়ে, বলেছেন যে, দুনিয়ার আনন্দ-স্ফূর্তি ,সৌন্দর্য, চাকচিক্য আল্লাহ, রসূল ও পরকালীন সুখ-শান্তি এই দুটোর যে কোন একটিকে বাছাই করে নাও। প্রথম প্রকারের জিনিস পেতে চাইলে পরিষ্কার বলে দাও, একদিনের জন্যেও তোমাদেরকে এ অভাব অনটনে নিমজ্জিত রাখা হবে না; বরং খুশীর সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের জিনিস চাইলে ধৈর্যসহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথী হতে হবে।

দ্বিতীয় অংশে সমাজ সংশোধনের সে সব দিকে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, ইসলামের ভাবধারা পরিপূর্ণ মন-মগজ নিজ হতেই যার প্রয়োজন বোধ করছিল। এ প্রসংগে সংশোধনের প্রচেষ্টা স্বয়ং রসূলে করিম (সঃ)-এর ঘর হতে শুরু করা হয়েছে এবং মহান স্ত্রীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগের যাবতীয় অশ্লীলতা পরিহার কর, সম্মান, মর্যাদা ও গাম্ভীর্যসহকারে নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে থাকো, ভিন্ পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর। বস্তুতঃ এই ছিল পর্দা ব্যবস্থার সূচনা।

চারঃ ৩৬ আয়াত হতে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সঙ্গে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিবাহ সম্পর্কে বিরোধীদের পক্ষেহতে যে সব প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, এখানে তার সর্বপ্রকার জবাব দেয়া হয়েছে। অপর দিকে মুসলমানদের মনে যে সব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছিল, তা সবই বিদূরিত করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ)-এর মর্যাদা, স্থান ও সম্মান সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে অবহিত করা হয়েছে এবং স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-কে কাফের ও মুনাফেকদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও অমূলক অপপ্রচারের মুকাবেলায় পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

পাঁচঃ ৪৯ আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আইনের একটা ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এ একটা একক আয়াত, পূর্বের ঘটনাবলীর প্রসংগে এ কোন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে।

ছয়ঃ ৫০-৫২ আয়াতে নবী করীম (সঃ)-এর জন্যে বিবাহের বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, বিবাহের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের উপর আরোপিত বহুসংখ্যক বিধি-নিষেধ হতে নবী করীম (সঃ) মুক্ত এবং তিনি তার উর্দ্ধে।

সাতঃ ৫৩-৫৫ আয়াতে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধানের উল্লোখ করা হয়েছেঃ

নবী করীম (সঃ)-এর ঘরে ভিন্ পুরুষের আনা-গোনা প্রসংগে বিধি-নিষেধ, সাক্ষাত, দাওয়াত ও আতিথেয়তার নিয়ম-প্রণালী। নবী করীম (সঃ)-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে এ আইন করা হয় যে, তাঁদের ঘরের মধ্যে কেবল তাঁদের

নিকটাত্মীয়রাই যাতায়াত করতে পারবে। ভিন্ পুরুষদের কোন কথা বলার প্রয়োজন হলে কিংবা কোন জিনিস চাইতে হলে পর্দার আড়ালে থেকেই তা বলবে বা চাইবে। নবীর স্ত্রীদের জন্যে এ হুকুমও তখন নাযিল হয় যে, তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের মায়ের মতো, মুসলামানদের জন্যে তারা চিরদিনের জন্য হারাম এবং নবীর ইন্তেকালের পরও তাঁদের কারো সঙ্গে কোন মুসলমানের বিবাহ হতে পারবে না।

আটঃ ৫৬-৫৭ আয়াতে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ ও তার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে উত্থাপিত নানা কথার প্রতিবাদ এবং সে সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে ও ঈমানদার লোকদেরকে শত্রুদের এ দোষ প্রচার হতে নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে এবং নবীর প্রতি দরুদ পাঠাতে আদেশ করা হয়েছে। এ সংগে এ কথাও বলা হয়েছে যে, নবী তো দূরের কথা , সাধারণ মুসলমানদের উপর অপবাদ লাগানো- মিথ্যা দোষারোপ করা হতেও ঈমানদার লোকদের দূরে সরে থাকা আবশ্যক।

নয়ঃ ৫৯ আয়াতে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে তৃতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এতে সকল মুসলমান নারীকে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা ঘরের বাইরে গেলে যেন চাদর দ্বারা নিজেকে পূর্ণমাত্রায় আবৃত ও আচ্ছাদিত করে এবং ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে বের হয়।

এর পর সূরার শেষ পর্যন্ত মুনাফেক, নীচ ও হীনমনা লোকদের শুরু করা গোপন প্রচার অভিযান (whispering campaign) সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ ও শাসনবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

اٰيَاتُهَا ٧٣ (٣٣) سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ (٩٠) رُكُوْعَاتُهَا ٩

তিহাত্তর তার আয়াত (সংখ্যা) — (৩৩) সূরা আল আহযাব মাদানী — নয় তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(শুরুকরছি) নামে আল্লাহর অশেষদয়াবান অতীবমেহেরবান

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ

হে নবী ভয়কর আল্লাহকে এবং না আনুগত্যকরো কাফেরদের মুনাফেকদেরকে আর (না)

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝١ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় এবং অনুসরণকর যা ওহী করা হয়েছে তোমার প্রতি

مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝٢

পক্ষ হতে তোমার রবের নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজকর খুব অবহিত

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٣ مَا جَعَلَ

এবং ভরষা কর উপর আল্লাহর এবং যথেষ্ট আল্লাহই (দায়িত্বশীল বা) কার্যনির্বাহীরূপে না রেখেছেন

اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ وَمَا جَعَلَ

আল্লাহ কোনব্যক্তির জন্যে দুটি অন্তর মধ্যে তার বক্ষ-পিঞ্জরের এবং না বানিয়াছেন

اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ

তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাদেরকে তোমরা যেহারকর তাদের মধ্যে হতে তোমাদের মা

রুকু-১

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করোনা, প্রকৃত পক্ষে সকল জ্ঞান ও বুদ্ধির মালিক তো আল্লাহতা'আলাই।

২. তুমি সে কথা মেনে চল, যার ইশারা তোমার রবের নিকট হতে তোমাকে করা হচ্ছে। তোমরা যা কিছু কর, সে সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহতা'আলা পূর্ণ খবর রাখেন।

৩. আল্লাহর উপর ভরসা কর, দায়িত্বশীল হওয়ার জন্যে আল্লাহতা'আলাই যথেষ্ট।

৪. আল্লাহ কোন ব্যক্তির বক্ষ পিঞ্জরে দুটি দিল রাখেননি। তিনি তোমাদের সেই স্ত্রীদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি, যাদের সাথে তোমরা 'যেহার'[১] কর।

১. 'যেহার' এর অর্থ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা।

وَ مَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ط ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

আর | না | (আল্লাহ) বানিয়েছে | তোমাদের মুখডাকা পুত্রদেরকে | তোমাদের (প্রকৃত) পুত্র | এটা | তোমাদের (মুখে বলা) কথা

بِاَفْوَاهِكُمْ ط وَ اللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿٤﴾

তোমাদের মুখ দিয়ে (বলা) | এবং | আল্লাহই | বলেন | ন্যায় | এবং | তিনিই | পরিচালনা করেন | (সৎ) পথে

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ج فَاِنْ

তাদেরকে ডাক | তাদের পিতাদের(সম্পর্কে) সূত্রে | তাই | অধিক ন্যায় সংগত | কাছে | আল্লাহর | অতঃপর যদি

لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ ط

না | তোমরা জান | তাদের পিতাদের (পরিচয়) | তোমাদের ভ্রাতা তবে | ভিত্তিতে | দ্বীনের | ও | তোমাদের বন্ধু বা সাথী

وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَ لٰكِنْ

এবং | নাই | তোমাদের উপর | কোন গুনাহ | (এসব বিষয়ে) যা | তোমরা ভুল করে ফেল | সে সম্পর্কে | কিন্তু

مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ط وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا

যা | ইচ্ছাকৃত ভাবে করে | তোমাদের অন্তর | এবং | হলেন | আল্লাহ | ক্ষমাশীল

رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

মেহেরবান

তোমাদের মুখ-ডাকা পুত্রদেরকেও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এ তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র; কিন্তু আল্লাহ সে কথাই বলেন, যা প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং তিনিই সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন।
৫. মুখ-ডাকা পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক-সূত্রে ডাক, ইহা আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফের কথা। আর তাদের পিতা কে তা যদি তোমরা না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই এবং সাথী। না জেনে তোমরা যে কথা বল, সে জন্যে তোমাদের কোন অপরাধ ধর্তব্য নয়; কিন্তু সে কথা নিশ্চয় ধর্তব্য যার ইচ্ছা তোমরা অন্তরে পোষণ কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

اَلنَّبِیُّ	اَوْلٰی	بِالْمُؤْمِنِیْنَ	مِنْ	اَنْفُسِهِمْ
নবীই	অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য	মু'মিনদের কাছে	অপেক্ষা	তাদের নিজেদের

وَ	اَزْوَاجُهٗۤ	اُمَّهٰتُهُمْ ؕ	وَ	اُولُوا	الْاَرْحَامِ	بَعْضُهُمْ	اَوْلٰی
এবং	তারস্ত্রীগণ	তাদেরমাতা	এবং		নিকট আত্মীয় স্বজনরা (মু'মিন) হলে	তাদের পরস্পরে	অধিক হকদার

بِبَعْضٍ	فِیْ	كِتٰبِ	اللّٰهِ	مِنَ	الْمُؤْمِنِیْنَ	وَ	الْمُهٰجِرِیْنَ
পরস্পরের সাথে	অনুসারে	বিধান	আল্লাহর	চেয়ে	(সাধারণ) মু'মেনদের	ও	মুহাজেরদের

اِلَّاۤ	اَنْ	تَفْعَلُوْۤا	اِلٰۤی	اَوْلِیٰٓئِكُمْ	مَّعْرُوْفًا ؕ	كَانَ	ذٰلِكَ
তবে	(এটা) যে	(চাও যদি) তোমরা করতে	সাথে	তোমাদের (এসব) বন্ধুদের	উত্তম কিছু (করতে পার)	আছে	এটা

فِی	الْكِتٰبِ	مَسْطُوْرًا ۝٦
মধ্যে	কিতাবের	লিখিত

৬. নিশ্চয়ই নবী তো ঈমানদার লোকদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। এবং নবীর স্ত্রীরা তাদের মা; এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী, আত্মীয়-স্বজন(মু'মিন হলে) সাধারণ ঈমানদার ও মুহাজিদদের অপেক্ষা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার। অবশ্য তোমরা তোমাদের বন্ধু ও সাথীদের সাথে কোন ভাল ব্যবহার (করতে চাইলে তা) করতে পার; এই হুকুম আল্লাহর কিতাবে লিখিত রয়েছে।

وَ	اِذۡ	اَخَذۡنَا	مِنَ	النَّبِيّٖنَ	مِيۡثَاقَهُمۡ
এবং	(স্মরণকর) যখন	আমরা নিয়েছিলাম	থেকে	নবীদের	তাদের প্রতিশ্রুতি

وَ	مِنۡكَ	وَ	مِنۡ	نُّوۡحٍ	وَّ	اِبۡرٰهِيۡمَ	وَ	مُوۡسٰى
এবং	তোমার থেকেও	এবং	থেকে	নূহ	এবং	ইবরাহীম	এবং	মূসা

وَ	عِيۡسَى	ابۡنِ	مَرۡيَمَ	وَ	اَخَذۡنَا	مِنۡهُمۡ	مِّيۡثَاقًا	غَلِيۡظًا ۙ﴿۷﴾
ও	ঈসা	তনয়	মারয়াম' (থেকেও)	এবং	আমরা নিয়ে ছিলাম	তাদের থেকে	প্রতিশ্রুতি	দৃঢ়

لِّيَسۡـَٔلَ	الصّٰدِقِيۡنَ	عَنۡ	صِدۡقِهِمۡ	وَ	اَعَدَّ	لِلۡكٰفِرِيۡنَ
জিজ্ঞাসা করার জন্যে	সত্যবাদীদেরকে	সম্বন্ধে	তাদের সত্যবাদীতা	এবং	তিনি প্রস্তুতকরে রেখেছেন	কাফেরদের জন্যে

عَذَابًا	اَلِيۡمًا ﴿۸﴾
শাস্তি	বড়কষ্টদায়ক

৭. এবং (হে নবী!) স্মরণ রেখো সেই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি যা আমরা সকল নবীর নিকট হতেই গ্রহণ করেছি– তোমার নিকট হতেও; নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার নিকট হতেও। এদের সকলের নিকট হতেই আমরা খুব পাকা প্রতিশ্রুতি[২] গ্রহণ করেছি।

৮. যেন সৎ লোকদের নিকট তাদের সততা সম্পর্কে (তাদের রব) জিজ্ঞাসা করেন এবং কাফেরদের জন্যে তো তিনি অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

২ এই আয়াতে আল্লাহতা'আলা নবী করীমকে (সঃ) এই কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমস্ত নবীদের (আঃ) মতো তাঁর কাছ থেকেও আল্লাহতা'আলা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যা কঠোর ভাবে পালন করা তাঁর কর্তব্য। উপর থেকে ক্রমাগত চলে আসা বাক্যধারা অনুধাবন করলে পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় এর অর্থ এই প্রতিশ্রুতি যে, পয়গম্বর আল্লাহতা'আলার প্রতিটি হুকুম নিজে পালন করবেন ও অন্যদের দ্বারা পালন করাবেন। আল্লাহর কথা কিছুমাত্র কম-বেশী না করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন ও সে কথাগুলো কার্যে রূপায়িত করার ব্যাপারে চেষ্টা-সংগ্রামে কোন ত্রুটি ও দ্বিধা করবেন না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এই প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– সূরা বাকারা আয়াত ৮৩, আলে-ইমরাণ আয়াত ১৮৭, মায়েদা আয়াত ৭, আল-আরাফ আয়াত ১৭১, ১৭৯, শু'আরা আয়াত ১৩।

يَاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اذْكُرُوْا	نِعْمَةَ	اللّٰهِ
ওহে	যারা	ঈমানএনেছ	তোমরা স্মরণ কর	নিয়ামতের	আল্লাহর

عَلَيْكُمْ	اِذْ	جَآءَتْكُمْ	جُنُوْدٌ	فَاَرْسَلْنَا	عَلَيْهِمْ	رِيْحًا
তোমাদেরপ্রতি	যখন	তোমাদের(উপর) এসেছিল	(শত্রু) সৈন্যবাহিনী	আমরা তখন প্রেরণ করেছিলাম	তাদেরউপর	প্রবলঝড়

وَّ	جُنُوْدًا	لَّمْ	تَرَوْهَا	وَ	كَانَ	اللّٰهُ	بِمَا تَعْمَلُوْنَ	بَصِيْرًا ⑨
ও	সৈন্যবাহিনী		তা তোমরা দেখ নাই	এবং	হলেন	আল্লাহ	তোমরা কর ঐ বিষয়ে যা	খুবদৃষ্টিমান

اِذْ	جَآءُوْكُمْ	مِّنْ	فَوْقِكُمْ	وَ	مِنْ	اَسْفَلَ	مِنْكُمْ	وَ	اِذْ
যখন	তোমাদের বিরুদ্ধে তারা এসেছিল	হতে	তোমাদের উচ্চ (অঞ্চল)	ও	হতে	নিম্ন (অঞ্চল)	তোমাদের হতে	এবং	যখন

زَاغَتِ	الْاَبْصَارُ	وَ	بَلَغَتِ	الْقُلُوْبُ	الْحَنَاجِرَ	وَ	تَظُنُّوْنَ
ভ্রমহয়ে গিয়েছিল	দৃষ্টিশক্তিসমূহ	ও	পৌছে	প্রাণসমূহ	কণ্ঠসমূহে	এবং	তোমরা মনে করতে

بِاللّٰهِ	الظُّنُوْنَا ⑩	هُنَالِكَ	ابْتُلِيَ	الْمُؤْمِنُوْنَ	وَ	زُلْزِلُوْا
আল্লাহ সম্পর্কে	নানাবিধ ধারণা	তখনই	পরীক্ষা করা হয়েছিল	মু'মিনদেরকে	এবং	প্রকম্পিত করাহয়েছিল

زِلْزَالًا	شَدِيْدًا ⑪
প্রকম্পণ	তীব্রভাবে

রুকু-২

৯. হে ঈমানদাররা[৩], স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি (এইমাত্র) তোমাদের প্রতি দেখিয়েছেন, যখন শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হয়ে এসেছিল। তখন আমরা তাদের উপর এক প্রবল ঝটিকা পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলাম যা তোমাদের গোচরীভূত হতনা[৪]। আল্লাহ সবকিছুই দেখছিলেন যা তোমরা তখন করছিলে।

১০. যখন শত্রুরা উপর হতে ও নীচ হতে তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসল, যখন ভয়ের কারণে চক্ষু পাথর হয়ে গেল, কলিজা উপড়ে মুখে আসল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকারের ধারণা করতে শুরু করলে,

১১. তখন ঈমানদার লোকদেরকে যথেষ্ট রকম পরীক্ষা করা হল এবং সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হল।

৩. এখান থেকে ২৭ আয়াত পর্যন্ত 'আহযাব' এর যুদ্ধ ও 'বনী কুরাইযা' যুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ ফেরেশতাদের সেনাদল।

وَ	اِذْ	يَقُوْلُ	الْمُنٰفِقُوْنَ	وَ	الَّذِيْنَ
এবং	যখন	বলেছিল	মুনাফিকরা	ও	যাদের

فِيْ	قُلُوْبِهِمْ	مَّرَضٌ	مَّا	وَعَدَنَا	اللّٰهُ	وَ	رَسُوْلُهٗ
মধ্যে	তাদের অন্তরসমূহের	রোগ (ছিল)	না	আমাদের ওয়াদা দিয়েছেন	আল্লাহ	ও	তাঁর রসূল

اِلَّا	غُرُوْرًا ⑫	وَ	اِذْ	قَالَتْ	طَّآئِفَةٌ	مِّنْهُمْ	يٰٓاَهْلَ
ব্যতীত	প্রতারণা	এবং	যখন	বলেছিল	একদল	তাদের মধ্যে হতে	হে অধিবাসী

يَثْرِبَ	لَا	مُقَامَ	لَكُمْ	فَارْجِعُوْا	وَ	يَسْتَاْذِنُ	فَرِيْقٌ
য়াসরিবের (অর্থাৎ মদীনার)	নাই	দাঁড়াবার স্থান	তোমাদের জন্যে	সুতরাং তোমরা ফিরে চল	এবং	অব্যাহতি নিতে চায়	একদল

مِّنْهُمُ	النَّبِيَّ	يَقُوْلُوْنَ	اِنَّ	بُيُوْتَنَا	عَوْرَةٌ	وَ	مَا	هِيَ
তাদের মধ্যে হতে	নবী (থেকে)	তারা বলে	নিশ্চয়ই	আমাদের গৃহসমূহ	অরক্ষিত	অথচ	না	তা (ছিল)

بِعَوْرَةٍ	اِنْ	يُّرِيْدُوْنَ	اِلَّا	فِرَارًا ⑬	وَ	لَوْ	دُخِلَتْ
অরক্ষিত অবস্থায়	না	তারা চায়	এ ব্যতীত	পলায়ন	এবং	যদি	প্রবেশ করত

عَلَيْهِمْ	مِّنْ	اَقْطَارِهَا	ثُمَّ	سُئِلُوا	الْفِتْنَةَ	لَاٰتَوْهَا
তাদের উপর	হতে	তার চার দিক	এরপর	আহবান করা হত	বিদ্রোহের	তাতে অবশ্যই এসে পড়ত

وَ	مَا	تَلَبَّثُوْا	بِهَآ	اِلَّا	يَسِيْرًا ⑭
আর	না	তারা বিলম্ব করত	তার জন্যে	কিন্তু	সামান্য

১২. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মুনাফেক এবং সে সব লোক যাদের দিলে রোগ ছিল, পরিষ্কার ভাবে বলছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের নিকট যে ওয়াদা করেছিলেন তা ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছু না।

১৩. তাদের একদল যখন বলল,"হে ইয়াসরেববাসী, এখন তোমাদের দাড়িয়ে থাকবার কোন অবসর নাই, ফিরে চল; তাদের একদল যখন এই কথা বলে নবীর নিকট হতে বিদায় নিতে চেয়েছিল যে, আমাদের ঘর-বাড়ী বিপদের মধ্যে রয়েছে, অথচ তা বিপদ পরিবেষ্টিত ছিল না, আসলে তারা (যুদ্ধের ফ্রন্ট হতে) পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল।

১৪. শহরের চারিদিক হতে যদি শত্রু এসে প্রবেশ করত এবং তখন এদেরকে ফেতনার দিকে আহ্বান করা হতো তা হলে তারা তার মধ্যে যেয়ে পড়ত এবং ফেতনায় শরীক হতে খুব সামান্যই কুণ্ঠাবোধ করত।

وَ	لَقَدْ	كَانُوا عَاهَدُوا	اللّٰهَ	مِنْ قَبْلُ	لَا
এবং	নিশ্চয়ই	তারা ওয়াদা করেছিল	আল্লাহর (কাছে)	ইতিপূর্বে (যে)	না

يُوَلُّوْنَ	الْاَدْبَارَ ط	وَ	كَانَ	عَهْدُ	اللّٰهِ	مَسْئُوْلًا ⑮
তারা ফিরাবে	পৃষ্ঠসমূহ	এবং	হবে	ওয়াদা	আল্লাহর (সাথে কৃত)	জিজ্ঞাসিত

قُلْ	لَّنْ	يَّنْفَعَكُمُ	الْفِرَارُ	اِنْ	فَرَرْتُمْ	مِّنَ
বল	কক্ষণো না	তোমাদের উপকার দেবে	পলায়ন	যদিও	তোমরা পালাও	হতে

الْمَوْتِ	اَوِ	الْقَتْلِ	وَ	اِذًا	لَّا	تُمَتَّعُوْنَ	اِلَّا	قَلِيْلًا ⑯
মৃত্যু	অথবা	হত্যা (হতে)	এবং	তখন	না	তোমাদের ভোগ করতে দেয়া হবে	কিন্তু	অতিসামান্য

قُلْ	مَنْ	ذَا الَّذِيْ	يَعْصِمُكُمْ	مِّنَ	اللّٰهِ	اِنْ	اَرَادَ	بِكُمْ
বল	কে	(এমন আছে) যে	তোমাদেরকে রক্ষা করবে	হতে	আল্লাহ	যদি	ইচ্ছা করেন	তোমাদের সাথে

سُوْٓءًا	اَوْ	اَرَادَ	بِكُمْ	رَحْمَةً ط	وَ	لَا	يَجِدُوْنَ	لَهُمْ
অমঙ্গলের	অথবা (যদি)	ইচ্ছে করেন	তোমাদের সাথে	অনুগ্রহের (তবে কে বন্ধ করতে পারে)	এবং	না	তারা পাবে	তাদের জন্যে

مِّنْ	دُوْنِ	اللّٰهِ	وَلِيًّا	وَّ	لَا	نَصِيْرًا ⑰
	ছাড়া	আল্লাহ	কোন অভিভাবক	আর	না	কোন সাহায্যকারী

১৫. এরা ইতিপূর্বে আল্লাহর নিকট ওয়াদা করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; আর আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যা হতে পালিয়ে যেয়ে বাঁচতে চাও, তাহলে এই পলায়ন তোমাদের জন্যে কিছুমাত্র উপকারী হবে না। তার পর জীবনে মজা লুটবার জন্যে খুব অল্প সুযোগই তোমরা পাবে।

১৭. তাদেরকে বল, তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করতে পারে এমন কে আছে, যদি তিনিই তোমদের ক্ষতি করতে চান? আর কে তার রহমতকে রোধ করতে পারে, যদি তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান? আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী তারা পেতে পারে না।

১৮. আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সেই লোকদেরকে খুব ভাল ভাবেই জানেন যারা (যুদ্ধকাজে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে; যারা নিজেদের ভাইদের বলে,"আমাদের নিকট এস", যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে থাকলেও তা করে শুধু নাম গণনা করাবার উদ্দেশ্যে।

১৯. তারা তোমাদের সংগী হতে খুব বেশী কার্পণ্যকারী। বিপদের সময় উপস্থিত হলে চক্ষু মেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদের প্রতি এমন ভাবে তাকায়, যেন কোন মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির উপর বেহুশী চেপে বসছে। কিন্তু যখন বিপদ কেটে যায় তখন এই লোকেরাই স্বার্থ-সুযোগের লোভী হয়ে কাচির মত চলমান মুখ নিয়ে তোমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে আসে। এই লোকেরা কক্ষণোই ঈমান আনেনা, এই কারণে আল্লাহ তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট করে দিয়েছেন। আর এমনটা করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

২০. এরা মনে করে যে, আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায়নি।

তারা যদি আবার আক্রমণ করে বসে, তখন তাদের ইচ্ছা হয় যে, তখন তারা মরুভূমির বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়বে, আর সেখান হতেই তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। এতদসত্ত্বেও তারা যদি তোমাদের মধ্যে থেকেও যায়, তবে তারা যুদ্ধে খুব কমই অংশ গ্রহণ করবে।

রুকু-৩

২১.প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান রয়েছে[৫] এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে।

২২. আর সত্যিকার মু'মেনদের (অবস্থা তখন এই ছিল যে,) যখন তারা আক্রমণকারী সৈনিকদের দেখতে পেল তখন চীৎকার করে বলে উঠল, "এতো সেই জিনিসই, যার ওয়াদা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের নিকট করেছিলেন। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিল।" এই ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পনের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি করে দিল।

৫. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে, উত্তম নমুনা আছে।

مَا	صَدَقُوْا	رِجَالٌ	الْمُؤْمِنِيْنَ	مِنَ
যা	সত্যপ্রমাণ করেছে	(কতক) লোক	ঈমানদারদের	মধ্য হতে

وَ مِنْهُمْ	نَحْبَهٗ	قَضٰى	مَّنْ	فَمِنْهُمْ	عَلَيْهِ ۚ	اللّٰهَ	عَاهَدُوا
তাদের মধ্যে আবার হতে	তারব্রত	পূর্ণকরেছে	কেউ	তাদের মধ্যকার অতঃপর	তারউপর	আল্লাহকে	তারা ওয়াদা করেছিল

اللّٰهُ	لِّيَجْزِىَ	تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾	بَدَّلُوْا	مَا	وَ	يَّنْتَظِرُ	مَّنْ
আল্লাহ	পুরস্কারদেন যেন	কোনপরিবর্তন	তারা পরিবর্তন করেছে	না	এবং	অপেক্ষায় আছে	কেউ

شَآءَ	اِنْ	الْمُنٰفِقِيْنَ	يُعَذِّبَ	وَ	بِصِدْقِهِمْ	الصّٰدِقِيْنَ
ইচ্ছেকরেন	যদি	মুনাফিকদেরকে	শাস্তি দিবেন	এবং	তাদের সত্যবাদীতার কারণে	সত্যবাদীদেরকে

رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾	غَفُوْرًا	كَانَ	اللّٰهَ	اِنَّ	عَلَيْهِمْ ۗ	يَتُوْبَ	اَوْ
মেহেরবান	ক্ষমাশীল	হলেন	আল্লাহ	নিশ্চয়ই	তাদেরকে	মাফকরে দিবেন	অথবা

وَ	خَيْرًا ۗ	لَمْ يَنَالُوْا	بِغَيْظِهِمْ	كَفَرُوْا	الَّذِيْنَ	اللّٰهُ	رَدَّ	وَ
এবং	কল্যাণ	তারা হাতেপায় নাই	তাদেরমনের জ্বালাসহ	কুফরীকরেছে	(তাদেরকে) যারা	আল্লাহ	ফিরিয়ে দিলেন	এবং

عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾	قَوِيًّا	اللّٰهُ	كَانَ	وَ	الْقِتَالَ ۗ	الْمُؤْمِنِيْنَ	اللّٰهُ	كَفَى
পরাক্রমশালী	শক্তিমান	আল্লাহ	হলেন	এবং	যুদ্ধ (করার জন্যে)	ঈমানদারদের জন্যে	আল্লাহই	যথেষ্ট

২৩. ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে; তারা নিজেদের আচরণে কোন পরিবর্তন সূচিত করেনি।

২৪. (এসব হয়েছে এ কারণে) যেন আল্লাহ সত্যবাদী লোকদেরকে তাদের সত্যতার পুরস্কার দেন, আর মুনাফেকদের ইচ্ছাহলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা হলে তাদের তওবা কবুল করে নিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২৫. আল্লাহতা'আলা কাফেরদের মুখ ফিরায়ে দিলেন, তারা কোন স্বার্থ লাভ না করেই মনের জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে গেল, আর মু'মেনদের তরফ হতে লড়াই করবার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট হলেন; আল্লাহ বড়ই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।
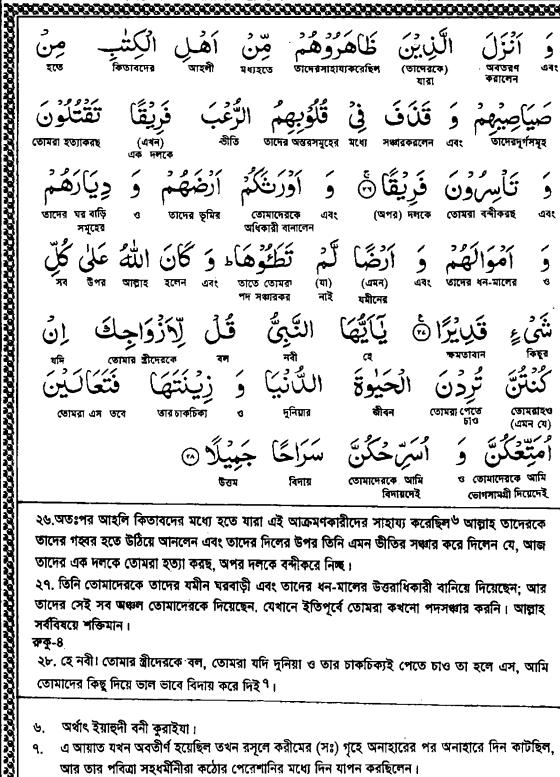
২৬.অতঃপর আহ্‌লি কিতাবদের মধ্যে হতে যারা এই আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিল[৬] আল্লাহ তাদেরকে তাদের গহ্বর হতে উঠিয়ে আনলেন এবং তাদের দিলের উপর তিনি এমন ভীতির সঞ্চার করে দিলেন যে, আজ তাদের এক দলকে তোমরা হত্যা করছ, অপর দলকে বন্দীকরে নিচ্ছ।

২৭. তিনি তোমাদেরকে তাদের যমীন ঘরবাড়ী এবং তাদের ধন-মালের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন; আর তাদের সেই সব অঞ্চল তোমাদেরকে দিয়েছেন, যেখানে ইতিপূর্বে তোমরা কখনো পদসঞ্চার করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

রুকু-৪

২৮. হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যই পেতে চাও তা হলে এস, আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভাল ভাবে বিদায় করে দিই[৭]।

৬. অর্থাৎ ইয়াহুদী বনী কুরাইযা।

৭. এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন রসূলে করীমের (সঃ) গৃহে অনাহারের পর অনাহারে দিন কাটছিল, আর তার পবিত্রা সহধর্মীনীরা কঠোর পেরেশানির মধ্যে দিন যাপন করছিলেন।
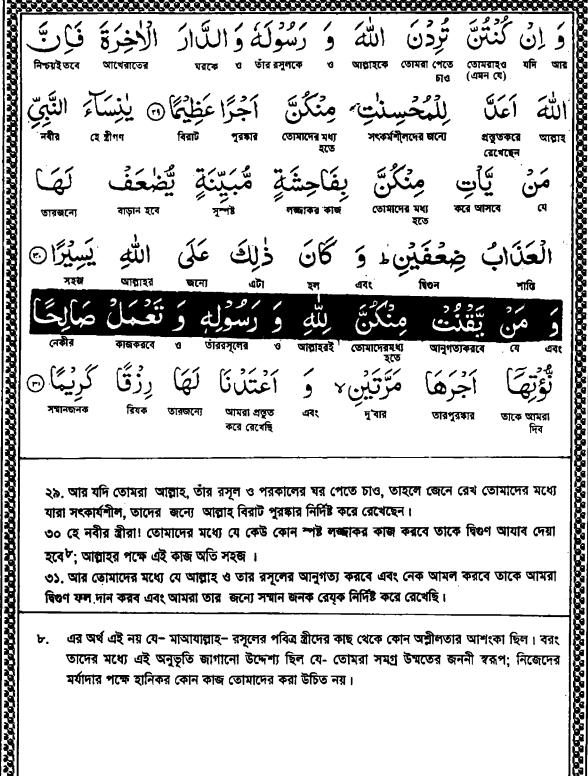
২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালের ঘর পেতে চাও, তাহলে জেনে রেখ তোমাদের মধ্যে যারা সৎকার্যশীল, তাদের জন্যে আল্লাহ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৩০ হে নবীর স্ত্রীরা! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন স্পষ্ট লজ্জাকর কাজ করবে তাকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে[৮]; আল্লাহর পক্ষে এই কাজ অতি সহজ ।

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমল করবে তাকে আমরা দ্বিগুণ ফল দান করব এবং আমরা তার জন্যে সম্মান জনক রেযক নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

৮. এর অর্থ এই নয় যে– মাআযাল্লাহ্– রসূলের পবিত্র স্ত্রীদের কাছ থেকে কোন অশ্লীলতার আশংকা ছিল। বরং তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগানো উদ্দেশ্য ছিল যে- তোমরা সমগ্র উম্মতের জননী স্বরূপ; নিজেদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর কোন কাজ তোমাদের করা উচিত নয়।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

হে স্ত্রীগণ | নবীর | তোমরা নও | মত | অন্যকোন | নারীদের | যদি | তোমরা ভয়কর

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ

তবে না | কোমলকরো | (অন্যপুরুষদের সাথে) কথাকে | ফলে লালসা করতেপারে | (সে) যার | আছে | তার অন্তরে

مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۳۲﴾ وَ قَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ

রোগ | বরং | তোমরাবল | কথা | সঙ্গত ভাবে | এবং | তোমরা অবস্থানকর | মধ্যে | তোমাদের ঘরগুলোর

وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ

এবং | না | তোমরা প্রদর্শন করো | প্রদর্শনী | অজ্ঞযুগের | পূর্বতন | এবং | তোমরা প্রতিষ্ঠিতকর | নামাজ

وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ

ও | তোমরা আদায়কর | যাকাত | এবং | তোমরা অনুগত্যকর | আল্লাহর | ও | তাঁররসূলের | মূলত | চান

اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ

আল্লাহ্ | দূরকরে দিতে | তোমাদেব হতে | অপবিত্রতা | (অর্থাৎ হতে) লোকদের | (নবীর) ঘরের | এবং | তোমাদেরকে পবিত্র করবেন

تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾ وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ

সম্পূর্ণপবিত্র | এবং | তোমরা স্মরণকর | যা | পাঠ করাহয় | মধ্যে | তোমাদের ঘরগুলোর

اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿۳۴﴾

আয়াতসমূহ | আল্লাহর | ও | জ্ঞানের কথা | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | সূক্ষদর্শী | খুবঅবহিত

ع

৩২. হে নবীর পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না– যাতে দুষ্টমনের কোন ব্যক্তি লালসা করতে পারে, বরং সোজা সোজা ও স্পষ্ট বল।

৩৩. নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখিয়ে বেড়িয়ো না। নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ এই চান যে, তোমাদের-নবীর ঘরের লোকদের –হতে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দিবেন।

৩৪. স্মরণ রেখো আল্লাহর আয়াত ও হেকমতপূর্ণ সে সব কথা যা তোমাদের ঘরে শুনানো হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী[৯] ও অভিজ্ঞ।

৯. অর্থাৎ গুপ্ত থেকে গুপ্ততর কথাও তিনি জানেন।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ
নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষগণ ও মুসলমান নারীগণ এবং মু'মিন পুরুষগণ ও মু'মিনা নারীগণ

وَ الْقٰنِتِينَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِينَ وَ الصّٰدِقٰتِ
এবং অনুগত পুরুষগণ ও অনুগত্যা নারীগণ এবং সত্যবাদী পুরুষগণ ও সত্যবাদিনী নারীগণ

وَ الصّٰبِرِينَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِينَ وَ الْخٰشِعٰتِ
এবং ধৈর্যশীল পুরুষগণ ও ধৈর্যশীলা নারীগণ এবং বিনীত পুরুষগণ ও বিনীতা নারীগণ

وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِينَ وَ الصّٰئِمٰتِ
এবং দানশীলপুরুষগণ ও দানশীলানারীগণ এবং রোজাপালনকারী পুরুষগণ ও রোজাপালন কারিনী নারীগণ

وَ الْحٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا
এবং পুরুষ হেফাজতকারীগণ তাদেরলজ্জা স্থান গুলোর ও হেফাজত কারিনীগণ এবং স্মরণকারীগণ আল্লাহকে অধিকমাত্রায়

وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾
ও স্মরণকারিনীগণ (আল্লাহকে) নির্দিষ্টকরে রেখেছেন আল্লাহ তাদেরজন্যে ক্ষমা ও পুরস্কার বিরাট

রুকূ-৫

৩৫. নিশ্চয়ই যে সব পুরুষ ও যে সব স্ত্রী লোক মুসলমান মু'মেন, আল্লাহর অনুগত, সত্যপথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সম্মুখে অবনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহর স্মরণকারী– আল্লাহ তাদের জন্যে ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

وَ	مَا	كَانَ	لِمُؤْمِنٍ	وَّ	لَا	مُؤْمِنَةٍ	إِذَا	قَضَى	اللّٰهُ	وَ	رَسُولُهٗ
এবং	নেই	অধিকার	কোনঈমানদার পুরুষেরজন্যে	আর	না	ঈমানদারনারীর (জন্যে)	যখন	সিদ্ধান্তদেন	আল্লাহ	ও	তাঁররসূল

أَمْرًا	أَنْ	يَّكُونَ	لَهُمُ	الْخِيَرَةُ	مِنْ	أَمْرِهِمْ ؕ	وَ	مَنْ	يَّعْصِ
কোন বিষয়ের	যে	থাকবে	তাদেরজন্যে	এখতিয়ার	কোন	তাদের (সে) বিষয়ের	এবং	যে	অমান্য করবে

اللّٰهَ	وَ	رَسُولَهٗ	فَقَدْ	ضَلَّ	ضَلٰلًا	مُّبِينًا ؕ	وَ	إِذْ
আল্লাহকে	ও	তাঁর রসূলকে	তবে নিশ্চয়ই	সে পথ ভ্রষ্টহবে	পথ ভ্রষ্টতা	সুস্পষ্ট	এবং (স্মরণকর)	যখন

تَقُولُ	لِلَّذِيٓ	أَنْعَمَ	اللّٰهُ	عَلَيْهِ	وَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِ	أَمْسِكْ
বলেছিলে	সেই(ব্যক্তিকে)	অনুগ্রহ করেছেন (যাকে)	আল্লাহ	তারউপর	ও	তুমি অনুগ্রহ করেছ	তারউপর	(বিবাহাধীনে) রাখ

عَلَيْكَ	زَوْجَكَ	وَ	اتَّقِ	اللّٰهَ	وَ	تُخْفِي	فِي	نَفْسِكَ	مَا	اللّٰهُ
তোমারসাথে	তোমারস্ত্রীকে	এবং	ভয়কর	আল্লাহকে	আর	গোপন রেখেছিলে	মধ্যে	তোমার মনের	যা	আল্লাহ

مُبْدِيهِ	وَ	تَخْشَى	النَّاسَ ۚ	وَ	اللّٰهُ	أَحَقُّ	أَنْ	تَخْشٰهُ ؕ
প্রকাশকারী তা	এবং	ভয় করতেছিলে	লোকদেরকে	অথচ	আল্লাহ	অধিকসংগত	যে	তাকে ভয়কর তুমি

৩৬. কোন মু'মেন পুরুষ ও কোন মু'মেনা স্ত্রীলোকের এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখে। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হল।

৩৭. হে নবী! সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে যার প্রতি আল্লাহ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে, বলেছিলে যে "তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর[১০]।" তখন তুমি নিজের মনে সে কথা লুকিয়েছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহর অধিকার সব চাইতে বেশী যে, তুমি তাকেই ভয় করবে[১১]।

১০. সেই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত যায়েদ-বিন হারেস। যিনি রসূলুল্লাহর আযাদ করা গোলাম ও তাঁর পালিত পুত্র ছিলেন। এবং তার স্ত্রী অর্থাৎ হযরত যয়নব (রাঃ) যিনি রসূল (সঃ) এর ফুফাতো বোন ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত যায়েদের সংগে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের বনিবনাও হচ্ছিল না এবং হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১১. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার ইচ্ছা ছিল হযরত যায়েদ হযরত যয়নবকে তালাক দিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে তাঁকে বিবাহ করে আরবের সেই প্রাচীন প্রথা ভংগ করবেন যে প্রথা মতে পালিত-পুত্রকে প্রকৃত পুত্র মনে করা হত। কিন্তু হুযুর (সঃ) আরববাসীদের কঠিন সমালোচনা ও নিন্দাবাদের আশংকায় এই পরীক্ষা থেকে বাঁচতে চাচ্ছিলেন। এই জন্যেই তিনি চেষ্টা করছিলেন যায়েদ যাতে তালাক না দেয়।

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ
অতঃপর যখন | পূর্ণকরল | যায়েদ | তার থেকে | (তালাক দেয়ার) প্রয়োজন | তাকে তোমারসাথে আমরা বিবাহদিলাম | যেন | না | হয়

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا
উপর | ঈমানদারদের | কোন সংকীর্ণতা | (বিবাহের) ব্যাপারে | স্ত্রীদের | তাদের পোষ্য-পুত্রদের | যখন | তারা পূর্ণকরে

مِنْهُنَّ وَطَرًاؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى
তাদেরথেকে | (তালাক দেয়ার) প্রয়োজন | এবং | হয়েই | আদেশ | আল্লাহর | কার্যকর | নাই | উপর

النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗؕ سُنَّةَ اللّٰهِ
নবীর | কোন | বাধা | ঐ বিষয়ে যা | নির্ধারিত করেছেন | আল্লাহ | তারজন্যে | নীতি (ছিল) | আল্লাহর

فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا
(তাদের) ক্ষেত্রে ও | যারা | অতীতহয়েছে | পূর্বে | এবং | হয়েথাকে | বিধান | আল্লাহর | (নির্ধারণ বা) লিখন

مَّقْدُوْرَا ﴿٣٨﴾
(নির্ধারিত) চূড়ান্ত

পরে যায়েদ যখন তার নিকট হতে

নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল[১২] তখন আমরা তাকে (তালাক প্রাপ্ত মহিলাকে) তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, যেন নিজেদের মুখ-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মেন লোকদের কোন অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের নিকট হতে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ তো পালিত হওয়া উচিতই ছিল।

৩৮. নবীর এমন কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যা আল্লাহ্‌ তার জন্যে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যে সব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর এই সুন্নত চলে এসেছে আর আল্লাহর হুকুম একটা অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে থাকে।

১২. অর্থাৎ তালাক দেয়ার তার যে বাসনা ছিল তিনি তা পূর্ণ করেন, এবং নিজের তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর সংগে তার কোন সম্পর্ক বাকী থাকল না।
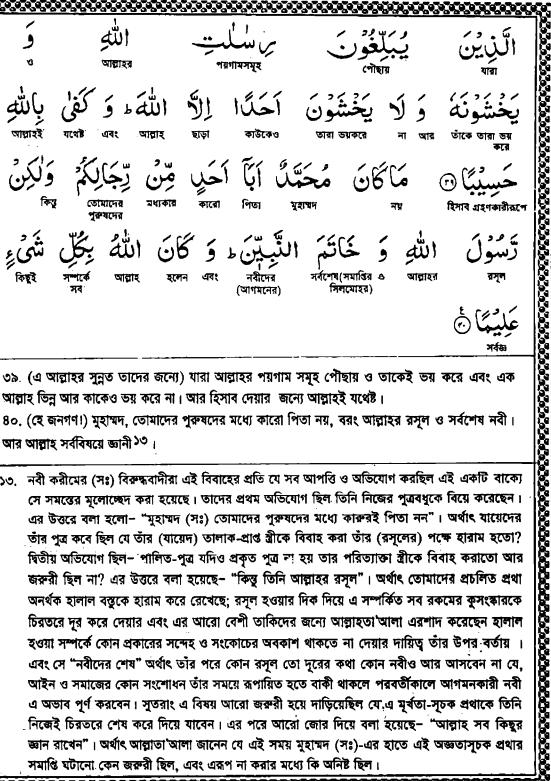
৩৯. (এ আল্লাহর সুন্নত তাদের জন্যে) যারা আল্লাহর পয়গাম সমূহ পৌছায় ও তাকেই ভয় করে এবং এক আল্লাহ ভিন্ন আর কাকেও ভয় করে না। আর হিসাব দেয়ার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪০. (হে জনগণ!) মুহাম্মদ, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী[১৩]।

১৩. নবী করীমের (সঃ) বিরুদ্ধবাদীরা এই বিবাহের প্রতি যে সব আপত্তি ও অভিযোগ করছিল এই একটি বাক্যে সে সমস্তের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল তিনি নিজের পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। এর উত্তরে বলা হলো– "মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারুরই পিতা নন"। অর্থাৎ যায়েদের তাঁর পুত্র কবে ছিল যে তাঁর (যায়েদ) তালাক-প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা তাঁর (রসূলের) পক্ষে হারাম হতো? দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল– পালিত-পুত্র যদিও প্রকৃত পুত্র না হয় তার পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করাতো আর জরুরী ছিল না? এর উত্তরে বলা হয়েছে– "কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল"। অর্থাৎ তোমাদের প্রচলিত প্রথা অনর্থক হালাল বস্তুকে হারাম করে রেখেছে; রসূল হওয়ার দিক দিয়ে এ সম্পর্কিত সব রকমের কুসংস্কারকে চিরতরে দূর করে দেয়ার এবং এর আরো বেশী তাকিদের জন্যে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেন হালাল হওয়া সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহ ও সংকোচের অবকাশ থাকতে না দেয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। এবং সে "নবীদের শেষ" অর্থাৎ তাঁর পরে কোন রসূল তো দূরের কথা কোন নবীও আর আসবেন না যে, আইন ও সমাজের কোন সংশোধন তাঁর সময়ে রূপায়িত হতে বাকী থাকলে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবী এ অভাব পূর্ণ করবেন। সুতরাং এ বিষয় আরো জরুরী হয়ে দাড়িয়েছিল যে এ মূর্খতা-সূচক প্রথাকে তিনি নিজেই চিরতরে শেষ করে দিয়ে যাবেন। এর পরে আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে– "আল্লাহ সব কিছুর জ্ঞান রাখেন"। অর্থাৎ আল্লাতা'আলা জানেন যে এই সময় মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে এই অজ্ঞতাসূচক প্রথার সমাপ্তি ঘটানো কেন জরুরী ছিল, এবং এরূপ না করার মধ্যে কি অনিষ্ট ছিল।

يَاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اذْكُرُوا	اللّٰهَ	ذِكْرًا
ওহে	যারা	ঈমানএনেছ	তোমরা স্মরণ কর	আল্লাহর	স্মরণ

كَثِيْرًا ﴿٤١﴾	وَّ	سَبِّحُوْهُ	بُكْرَةً	وَّ	اَصِيْلًا ﴿٤٢﴾	هُوَ	الَّذِيْ
অধিক	এবং	তাঁর তসবীহকর	সকালে	ও	সন্ধ্যায়	তিনিই	যিনি

يُصَلِّيْ	عَلَيْكُمْ	وَ	مَلٰٓئِكَتُهٗ	لِيُخْرِجَكُمْ	مِّنَ	الظُّلُمٰتِ
রহমত বর্ষণকরেন	তোমাদেরউপর	ও	তাঁর ফেরেশতাগণ (দোয়া করে)	তোমাদেরকে বের করেনযেন	হতে	অন্ধকারসমূহ

اِلَى	النُّوْرِ	وَ	كَانَ	بِالْمُؤْمِنِيْنَ	رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾	تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ
দিকে	আলোর	এবং	তিনি হলেন	ঈমানদারদের সাথে	বড়অনুগ্রহশীল	যেদিনতাদের অভ্যর্থনা (হবে)

يَلْقَوْنَهٗ	سَلٰمٌ	وَ	اَعَدَّ	لَهُمْ	اَجْرًا	كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾	يَاَيُّهَا
তাঁকে তারা সাক্ষাৎকরবে	সালাম (দিয়ে)	এবং	নির্দিষ্ট করে রেখেছেন	তাদেরজন্যে	কর্মফল	সম্মানজনক	হে

النَّبِيُّ	اِنَّآ	اَرْسَلْنٰكَ	شَاهِدًا	وَّ	مُبَشِّرًا	وَّ	نَذِيْرًا ﴿٤٥﴾	وَّ
নবী	নিশ্চয়ই আমরা	তোমাকে আমরা প্রেরণকরেছি	সাক্ষীরূপে	এবং	সুসংবাদদাতা	ও	সতর্ককারী হিসেবে	এবং

دَاعِيًا	اِلَى	اللّٰهِ	بِاِذْنِهٖ	وَ	سِرَاجًا	مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾	وَ	بَشِّرِ
আহবানকারী রূপে	দিকে	আল্লাহর	তাঁর অনুমতিক্রমে	ও	প্রদীপস্বরূপ	উজ্জ্বল	এবং	সুসংবাদ দাও

الْمُؤْمِنِيْنَ	بِاَنَّ	لَهُمْ	مِّنَ	اللّٰهِ	فَضْلًا	كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾
ঈমানদারদেরকে	যে	তাদের জন্যে আছে	পক্ষথেকে	আল্লাহর	অনুগ্রহ	বিরাট

রুকূ-৬

৪১. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে খুব বেশী করে স্মরণ কর।

৪২. এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তসবীহ করতে থাক;

৪৩. তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, তার ফেরেশতারা তোমাদের জন্যে রহমতের দোয়া করে, যেন তিনি তোমাদেরকে জমাট বাঁধা অন্ধকার হতে বের করেন। তিনি মু'মেনদের জন্যে বড়ই অনুগ্রহশীল।

৪৪. যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, সালাম দ্বারাই তাদের অভ্যর্থনা করা হবে এবং আল্লাহ তাদের জন্যে বড়ই সম্মানজনক কর্মফল নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৪৫. হে নবী, আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে

৪৬. এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।

৪৭. (তোমার প্রতি) ঈমান গ্রহণকারী লোকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহর তরফ হতে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে।

وَ	لَا	تُطِعِ	الْكٰفِرِيْنَ	وَ	الْمُنٰفِقِيْنَ	وَ	دَعْ	اَذٰىهُمْ	وَ	تَوَكَّلْ
এবং	না	আনুগত্যকর	কাফেরদের	ও	মুনাফিকদের	এবং	উপেক্ষা কর	তাদের নির্যাতনকে	এবং	ভরসাকর

عَلَى	اللّٰهِ ؕ	وَ	كَفٰى	بِاللّٰهِ	وَكِيْلًا ﴿۴۸﴾	يٰۤاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْۤا
উপর	আল্লাহর	এবং	যথেষ্ট	আল্লাহই	কর্মবিধায়ক হিসাবে	ওহে	যারা	ঈমান এনেছ

اِذَا	نَكَحْتُمُ	الْمُؤْمِنٰتِ	ثُمَّ	طَلَّقْتُمُوْهُنَّ	مِنْ	قَبْلِ	اَنْ
যখন	তোমরা বিবাহ করবে	মু'মিনাদেরকে	এরপর	তাদেরকেতালাকদিবে	(এর)	পূর্বেই	যে

تَمَسُّوْهُنَّ	فَمَا	لَكُمْ	عَلَيْهِنَّ	مِنْ	عِدَّةٍ	تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ
তাদেরকে তোমরা স্পর্শকরেছ	তখন নাই	তোমাদের জন্যে	তাদের উপর	কোন	ইদ্দতপালন	যা তোমরা গণনাকরে থাক

فَمَتِّعُوْ	هُنَّ	وَ	سَرِّحُوْهُنَّ	سَرَاحًا	جَمِيْلًا ﴿۴۹﴾
তোমরা সুতরাং সামগ্রীদাও (কিছু)	তাদেরকে	এবং	তাদের বিদায় দাও	বিদায়	সুন্দরভাবে

৪৮. এবং কাফের ও মুনাফেকদের সম্মুখে আদৌ দমে যেও না, তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না[১৪], আল্লাহর উপর ভরসা কর, আল্লাহই যথেষ্ট যে, মানুষ সমস্ত ব্যাপার তাঁরই উপর সোপর্দ করে দিক।

৪৯. হে ঈমানদাররা তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদেরকে বিবাহ করবে এবং তার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে তালাক দিবে তখন তোমাদের দিক হতে তাদের কোন ইদ্দত পালন করার আবশ্যক হবে না– যা পূর্ণ হওয়ার জন্যে তোমরা (অন্যদের ক্ষেত্রে) গণনা করে থাক। কাজেই তাদেরকে কিছু সম্পদ দাও এবং ভালভাবে তাদেরকে বিদায় কর।

১৪. অর্থাৎ এই বিবাহ সম্পর্কে তারা যে সব নিন্দবাদ ও দোষারোপ করছিল।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَ مَا
হে নবী নিশ্চয়ই আমরা তোমারজন্যে বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে যাদের তুমিদিয়েছে তাদের মোহরানা গুলো এবং যা

مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ بَنٰتِ عَمِّكَ وَ بَنٰتِ
মালিক হয়েছে তোমার ডানহাত (অর্থাৎ দাসী) মধ্য হতে যা (তাদের) গণীমতকরে দিয়েছেন আল্লাহ তোমারকাছে এবং বোনদেরকে তোমারচাচাত ও বোনদের

عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز
তোমারফুফাতো ও বোনদের তোমারমামাত ও বোনদেরকে তোমারখালাত যারা হিজরত করেছে তোমারসাথে

وَ امْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ
এবং (সেই) নারী মু'মিনা যদি নিবেদন করে তার নিজেকে নবীরজন্যে (আর) যদি চায় নবী

اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط
যে সে তাকে বিবাহ করবে (এটা) বিশেষভাবে তোমার জন্যে নয় (অন্য) মু'মিনদের

৫০. হে নবী, আমরা তোমার জন্যে হালাল করে দিয়েছি তোমার সেই স্ত্রীদেরকে, যাদের মোহরানা তুমি আদায় করে দিয়েছ[১৫], সেই মহিলাদেরকেও (হালাল করেছি,) যারা আল্লাহর দেয়া দাসীদের মধ্যে হতে তোমার মলিকানাভুক্ত হয়েছে, তোমার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ও খালাতো ভগ্নিদেরকেও (হালাল করেছি), যারা তোমার সাথে হিজরত করে এসেছে। সেই মুমেন নারীও যে নিজে নিজেকে নবীর জন্যে হেবা করেছে– যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়[১৬]। এই সুবিধা দান খালেস ভাবে তোমারই জন্যে; অন্য ঈমানদার লোকদের জন্যে এ নয়।

১৫. এ আসলে সেই লোকদের অভিযোগের জবাব যারা বলতো মুহাম্মদ(সঃ) তো অন্য লোকদের জন্যে এক সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু নিজে তিনি এই পঞ্চম স্ত্রী কেমন করে বিবাহ করলেন? এ কথা জানা দরকার যে সে সময়ে হুযুরের ঘরে তাঁর চার বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত সাওদা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্তমান ছিলেন।

১৬. অর্থাৎ এই পাঁচ বিবি ছাড়া এই আয়াতে উল্লেখিত প্রকারের মহিলাদেরকেও নিজের স্ত্রীত্বে গ্রহণ করার অনুমতি অতিরিক্তভাবে হুযুরকে দেয়া হয়েছে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ

নিশ্চয়ই আমরা জানি যা আমরা নির্ধারিত করেছি তাদেরউপর ব্যাপারে তাদের স্ত্রীদের এবং যা মালিকহয়েছে

اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا

তাদের ডান হাত (অর্থাৎ দাসী) যেন না হয় তোমারউপর সংকীর্ণতা আর হলেন আল্লাহ ক্ষমাশীল

رَّحِيْمًا ۞ تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ

মেহেরবান দূরে রাখতে পার যাকে তুমিচাও তাদের(অর্থাৎ স্ত্রীদের) মধ্যহতে এবং স্থানদিতেপার তোমার কাছে যাকে

تَشَآءُ ط وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ط

তুমিচাও এবং যাকে তুমিকামনাকর তাদের মধ্য যাকে তুমি দূরে রেখেছিলে এক্ষেত্রে নাই গুনাহ তোমারউপর

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَ لَا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ

এটা বেশী সম্ভাবনা যে শীতল হবে তাদেরচক্ষুগুলো আর না দুঃখিতহবে এবং সন্তুষ্ট থাকবে

بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ط وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط

ঐ বিষয়ে যা তাদেরকে তুমি দিয়েছ তাদের সকলে এবং আল্লাহ জানেন যা মধ্যে (আছে) তোমাদের অন্তরসমূহের

وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۞

এবং হলেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ সহনশীল

আমরা জানি, সাধারণ মু'মেন লোকদের জন্যে তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে কি সব বিধিনিষেধ আরোপ করে দিয়েছি। (তোমাকে এই বিধি নিষেধ হতে আমরা এজন্যে উর্দ্ধে রেখেছি) যেন তোমার পক্ষে কোন সংকীর্ণতার অসুবিধা না থাকে; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৫১. তোমাকে এই ইখতিয়ার দেয়া যাচ্ছে যে, তোমার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখ, যাকে চাও নিজের সংগে রাখ আর যাকে ইচ্ছে দূরে সরিয়ে রাখার পর নিজের নিকটে এনে রাখ এই ব্যাপারে তোমার কোনই দোষ নেই। এভাবে অধিকতর আশা করা যায় যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না। আর যা কিছু তুমি তাদেরকে দিবে তাতেই তারা সকলে সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের দিলের মধ্যে রয়েছে আর আল্লাহ জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল।

لَا	يَحِلُّ	لَكَ	النِّسَآءُ	مِنۢ	بَعْدُ	وَ	لَآ
নয়	বৈধ	তোমার জন্যে	(অন্য) মহিলারা		এরপরে	আর	না (এটাও)

اَنْ	تَبَدَّلَ	بِهِنَّ	مِنْ	اَزْوَاجٍ	وَّ	لَوْ	اَعْجَبَكَ
যে	বদলাবে তুমি	তাদের দিয়ে (কাউকে)	মধ্যহতে	(তোমার) স্ত্রীদের	এবং	যদি	তোমার মন মতো (বা পছন্দ হয়)

حُسْنُهُنَّ	اِلَّا	مَا	مَلَكَتْ	يَمِيْنُكَ	وَ	كَانَ	اللّٰهُ	عَلٰى	كُلِّ
তাদের সৌন্দর্য	(তবে) ব্যতিক্রম	যা	মালিক হয়েছে	তোমার ডানহাত (অর্থাৎ দাসী)	এবং	হলেন	আল্লাহ	উপরে	সব

شَيْءٍ	رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾	يٰۤاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	لَا	تَدْخُلُوْا	بُيُوْتَ
কিছুর	দৃষ্টিবান	ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	না	তোমরা প্রবেশকরো	ঘরগুলোতে

النَّبِيِّ	اِلَّآ	اَنْ	يُّؤْذَنَ	لَكُمْ	اِلٰى	طَعَامٍ	غَيْرَ	نٰظِرِيْنَ
নবীর	কিন্তু	যদি	অনুমতি দেওয়াহয়	তোমাদেরকে	প্রতি	খাওয়ার (দাওয়াতে)	(তবে এসোনা) ব্যতীত	অপেক্ষাকরা

اِنٰىهُ
তা প্রস্তুতির

৫২. এদের পরে তোমার জন্যে অপর মহিলারা হালাল নয়, আর এদের স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি নেই;– তাদের রূপ-সৌন্দর্য তোমার যতই মনমতো হোক না কেন[১৭]! অবশ্য দাসীদের অনুমতি তোমার জন্যে রয়েছে[১৮]। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পাহারাদার।

রুকু-৭

৫৩. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নবীর ঘরের মধ্যে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়ো না, না এসে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকো ।

১৭. এই নির্দেশের দু'টি অর্থ– প্রথম উপরোক্ত ৫০তম আয়াতে যে সব স্ত্রীলোককে হুযুরের জন্য হালাল করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোক এখন আর তাঁর জন্য হালাল নয়। দ্বিতীয় তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ যখন এ কথায় সম্মত হয়েছেন যে, অভাব ও কাঠিণ্যের মধ্যে তাঁর সংগে থাকবেন, পরকালের জন্য দুনিয়া বর্জন করবেন এবং তিনি তাদের সংগে যে ব্যবহার করবেন তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন, তখন তাদের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর স্থলে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করা আর তাঁর (রসূলের) জন্য হালাল হবে না।

১৮. এ আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছে যে বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া মালিকানাভুক্ত স্ত্রীলোকদের সংগে সহবাসের অনুমতি আছে এবং এ ছাড়া এ বিষয়ে সংখ্যার কোন শর্ত নেই। সূরা নিসার ৩নং আয়াতে, সূরা মু'মেনুনের ৬নং আয়াতে এবং সূরা মা'আরিজ এর ৩০ নং আয়াতেও এ বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে।

وَلٰكِنْ	اِذَا	دُعِيْتُمْ	فَادْخُلُوْا	فَاِذَا	طَعِمْتُمْ
কিন্তু	যখন	তোমাদের ডাকা হয়	তোমরা তখন প্রবেশকর	অতঃপর যখন	তোমরা খাওয়া শেষ কর

فَانْتَشِرُوْا	وَ	لَا	مُسْتَاْنِسِيْنَ	لِحَدِيْثٍ ط	اِنَّ	ذٰلِكُمْ	كَانَ
তোমরা তখন চলে যাও	এবং	না	তোমরা মশগুলহয়ো	কথা বার্তার মধ্যে	নিশ্চয়ই	সেটা	হল (এমন যে)

يُؤْذِى	النَّبِىَّ	فَيَسْتَحْيٖ	مِنْكُمْ ز	وَ اللّٰهُ	لَا	يَسْتَحْيٖ	مِنَ
কষ্টদেয়	নবীকে	সে কিন্তু লজ্জা পায়(বলতে)	তোমাদের হতে	অথচ আল্লাহ	না	সংকোচ করেন	হতে

الْحَقِّ ط	وَ	اِذَا	سَاَلْتُمُوْهُنَّ	مَتَاعًا	فَسْئَلُوْهُنَّ	مِنْ	وَّرَآءِ
সত্য (বলা)	এবং	যখন	তাদের (অর্থাৎ নবী স্ত্রীদের) হতে তোমরা চাও	কোনসামগ্রী	তবে তাদের কাছেচাও	হতে	পিছন

حِجَابٍ ط	ذٰلِكُمْ	اَطْهَرُ	لِقُلُوْبِكُمْ	وَ	قُلُوْبِهِنَّ ط	وَ	مَا	كَانَ
পর্দার	সেটাই	পবিত্রতর	তোমাদের অন্তর সমূহের জন্যে	এবং	তাদের অন্তর সমূহের (জন্যেও)	এবং	না	(সংগত)

لَكُمْ	اَنْ	تُؤْذُوْا	رَسُوْلَ	اللّٰهِ	وَ	لَآ	اَنْ	تَنْكِحُوْٓا	اَزْوَاجَهٗ
তোমাদের জন্যে	যে	তোমরা কষ্টদেবে	রসূলকে	আল্লাহর	আর	না	(সংগত) যে	তোমরা বিবাহ করবে	তাঁর স্ত্রীদেরকে

مِنْۢ	بَعْدِهٖٓ	اَبَدًا ط	اِنَّ	ذٰلِكُمْ	كَانَ	عِنْدَ	اللّٰهِ	عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾
তার পরে		কখনো ও	নিশ্চয়ই	সেটা	হল	কাছে	আল্লাহর	গুরুতর (অপরাধ)

তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওআত দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও। কথায় মশগুল হয়ে বসো না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ্ সত্যকথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের নিকট হতে তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার আড়াল হতেই চেয়ে পাঠাও। তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে ইহাই উত্তম পন্থা। তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দিবে, তা তোমাদের পক্ষে কিছুতেই জায়েয হতে পারে না, না তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে যায়েয হতে পারে। বস্তুতঃ এ আল্লাহর নিকট অতি বড় গুনাহ।
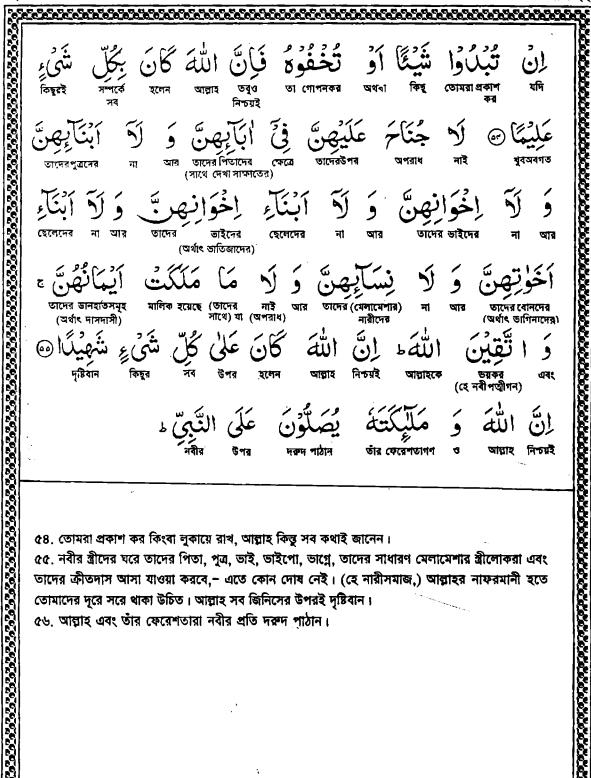
৫৪. তোমরা প্রকাশ কর কিংবা লুকায়ে রাখ, আল্লাহ কিন্তু সব কথাই জানেন।

৫৫. নবীর স্ত্রীদের ঘরে তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নে, তাদের সাধারণ মেলামেশার স্ত্রীলোকরা এবং তাদের ক্রীতদাস আসা যাওয়া করবে,- এতে কোন দোষ নেই। (হে নারীসমাজ,) আল্লাহর নাফরমানী হতে তোমাদের দূরে সরে থাকা উচিত। আল্লাহ সব জিনিসের উপরই দৃষ্টিবান।

৫৬. আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরূদ পাঠান।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝٥٦ اِنَّ

ওহে | যারা | ঈমানএনেছ | দরুদ পাঠাও | তার উপর | ও | তোমরা সালাম জানাও | (অতি উত্তম) সালাম | নিশ্চয়ই

الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا

যারা | কষ্টদেয় | আল্লাহকে | ও | তাঁর রসূলকে | তাদেরকে লা'নত দেন | আল্লাহ | মধ্যে | দুনিয়ার

وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝٥٧ وَ الَّذِيْنَ

ও | আখেরাতে | এবং | প্রস্তুত করে রেখেছেন | তাদের জন্যে | শাস্তি | অপমানকর | এবং | যারা

يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا

কষ্টদেয় | মু'মিনদেরকে | ও | মু'মিনাদেরকে | এ ব্যতীত | যে | তারা অপরাধ করেছে

فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝٥٨

তাহলে নিশ্চয়ই | তারা বহন করবে | অপবাদ | ও | গুনাহ | সুস্পষ্ট

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরাও তার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠাও[১৯]।

৫৭. যে সব লোক আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের উপর আল্লাহতা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্যে অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

৫৮ আর যে সব লোক মু'মেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয় তারা একটা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে।

১৯. আল্লাহর পক্ষথেকে নিজ নবীর উপর 'সালাত' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রতি অসীম মেহেরবান; তিনি তাঁর তারিফ করেন, তাঁর কাজে বরকত দান করেন, তাঁর নাম উন্নীত করেন এবং তারা প্রতি নিজের রহমতের ধারা বর্ষণ করেন। ফেরেশতাদের পক্ষথেকে তাঁর প্রতি 'সালাতে'র অর্থ হচ্ছে তাঁরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত মহব্বত রাখেন এবং তাঁর অনুকূলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন– যেন আল্লাহতা'আলা তাকে অধিক থেকে অধিকতর উন্নত মর্যাদা দান করেন। মু'মিনদের পক্ষথেকে তাঁর প্রতি 'সালাতে'র অর্থ– তাঁরাও তাঁর জন্য যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, "আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রতি নিজের রহমত ধারা অবতীর্ণ করুন"।

يَآيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ

হে নবী বল তোমার স্ত্রীদেরকে ও তোমাদের কণ্যাদেরকে ও নারীদের মু'মিনদের (যেন) তারা টেনেদেয়

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط

উপর তাদের কিছু অংশ (অর্থাৎ আঁচল) তাদের চাদরের এটা নিকটতর যে তাদের চেনা যাবে তখন না তাদের উত্যক্ত করাহবে

وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ

এবং হলেন আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান অবশ্যই যদি না বিরত থাকে মুনাফেকরা ও

الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ

যাদের মধ্যে আছে তাদেরঅন্তর সমূহের রোগ এবং গুজব রচনাকারীরা মধ্যে মদিনা (শহরের)

لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾

তোমাকে আমরা অবশ্যই প্রস্তুত করব তাদের বিরুদ্ধে এরপর না তোমার প্রতিবেশীহয়ে তারা থাকবে তার মধ্যে কিন্তু স্বল্প (সময়)

مَّلْعُوْنِيْنَ ۛ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَ قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾

তারা অভিশপ্তহবে যেখানে তাদের পাওয়া যাবে তাদের ধরাহবে ও তাদের হত্যা করা হবে (নিদয় ভাবে) হত্যা

রুকু-৮

৫৯. হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়[২০] এ অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাদের উত্যক্ত করা না হয়[২১]। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৬০. মুনাফেক লোকেরা এবং যাদের মনে দোষ রয়েছে, আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, তারা যদি নিজেদের এ কাজ হতে বিরত না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে আমরা তোমাকে প্রস্তুত করব। পরে এই শহরে তোমার সাথে তাদের বসবাস কঠিনই হবে।

৬১. তাদের উপর চারদিকে হতে লানত বর্ষিত হবে। যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে ও নির্মমভাবে হত্যা হবে।

২০. অর্থাৎ চাদর দিয়ে উপর থেকে ঢেকে নেন। অন্য কথায় –মুখমন্ডল অনাবৃত রেখে না চেলা ফেরা করেন।

২১. "যেন তাদেরকে চিনিতে পারা যায়" –এর মর্ম হচ্ছে তাদেরকে এই সরল ও শালীন পোশাক পরিহিত দেখে প্রত্যেকে এ কথা বুঝে নেবেন যে, তাঁরা সম্ভ্রমশীলা সতী মহিলা, তাঁরা উৎশৃঙ্খল ও খেলাড়ি স্ত্রীলোক নয় যে কোন দুরাচার মানুষ নিজের অন্তরের বাসনা তাঁদের দ্বারা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। "তাঁদেরকে উত্যক্ত করা না হয়" -এর মর্ম হচ্ছে– তারা যেন অত্যাচারিত না হয়।

৬২. এ আল্লাহর স্থায়ী রীতি, পূর্ব হতেই এ ধরনের লোকদের সাথে তাঁর এই ব্যবহার চলে এসেছে। আর তোমরা আল্লাহর সুন্নতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

৬৩. লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কখন আসবে? বল, তার জ্ঞান তো আল্লাহর নিকটই রয়েছে; তুমি কি করে জানবে। সম্ভবত তা খুব নিকটেই উপস্থিত হয়ে গেছে।

৬৪. সে যাই হোক, এ নিশ্চিত যে, আল্লাহ কাফেরদের উপর অভিশাপ করেছেন। এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন,

৬৫. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তারা কোন সাহায্যকারী বন্ধু পেতে পারবে না।

৬৬. যেদিন তাদের মুখমন্ডল আগুনের উপর উল্টানো-পাল্টানো হবে, তখন তারা বলবে, "হায়, আমরা যদি আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করতাম!"

وَ	قَالُوْا	رَبَّنَآ	اِنَّآ	اَطَعْنَا	سَادَتَنَا
এবং	তারাবলবে	হে আমাদের রব	নিশ্চয়ই আমরা	আমরা আনুগত্য করেছি	আমাদের নেতাদের

وَ	كُبَرَآءَنَا	فَاَضَلُّوْنَا	السَّبِيْلَا ⑥٧	رَبَّنَآ	اٰتِهِمْ	ضِعْفَيْنِ
ও	আমাদের বড়দের	আমাদেরকে অতঃপর তারাভ্রষ্টকরেছে	পথ	হে আমাদের রব	তাদের দিন	দ্বিগুণ

مِنَ	الْعَذَابِ	وَ	الْعَنْهُمْ	لَعْنًا	كَبِيْرًا ⑥٨	يٰٓاَيُّهَا	الَّذِيْنَ
	শাস্তি	এবং	তাদেরকে অভিশপ্ত করুন	অভিশাপে	বড়	ওহে	যারা

اٰمَنُوْا	لَا	تَكُوْنُوْا	كَالَّذِيْنَ	اٰذَوْا	مُوْسٰى	فَبَرَّاَهُ	اللّٰهُ
ঈমানএনেছ	না	তোমরা হয়ো	(তাদের)মত যারা	কষ্ট দিয়েছিল	মূসাকে	তাকে অতঃপর নির্দোষ প্রমাণিতকরলেন	আল্লাহ

مِمَّا	قَالُوْا	وَ	كَانَ	عِنْدَ	اللّٰهِ	وَجِيْهًا ⑥٩	يٰٓاَيُّهَا
ঐ বিষয় হতে যা	তারাবলেছিল	এবং	সেছিল	কাছে	আল্লাহর	মর্যাদাবান	ওহে

الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	قُوْلُوْا	قَوْلًا	سَدِيْدًا ⑦٠
যারা	ঈমানএনেছ	তোমরা ভয়কর	আল্লাহকে	এবং	তোমরাবল	কথা	সঠিক

يُّصْلِحْ	لَكُمْ	اَعْمَالَكُمْ	وَ	يَغْفِرْ	لَكُمْ	ذُنُوْبَكُمْ
সংশোধন করবেন	তোমাদের জন্যে	তোমাদের কর্মসমূহকে	এবং	মাফ করে দেবেন	তোমাদের জন্যে	তোমাদের পাপগুলোকে

وَ	مَنْ	يُّطِعِ	اللّٰهَ	وَ	رَسُوْلَهٗ	فَقَدْ	فَازَ	فَوْزًا	عَظِيْمًا ⑦١
এবং	যে	আনুগত্যকরল	আল্লাহর	ও	তাররসূলের	তাহলে নিশ্চয়ই	সে সফল হল	সাফল্য	বিরাট

৬৭. আরো বলবে "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদার ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছি, আর তারা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ হতে গোমরাহ করে রেখেছে।

৬৮. হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের উপর শক্ত অভিশাপ বর্ষণ কর"।

রুকু-৯

৬৯. হে ঈমানদার লোকেরা! সেই লোকদের মতো হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদের বানানো কথাবার্তা হতে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করলেন এবং সে আল্লাহর নিকট সম্মানার্হ ছিল।

৭০. হে ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় কর এবং ঠিক কথা বল।

৭১. আল্লাহ তোমাদের আমলকে সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের অপরাধ-সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য লাভ করল।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ

নিশ্চয়ই আমরা | আমরা পেশ করেছিলাম | আমানত | উপর | আকাশসমূহের | ও | পৃথিবীর | ও

الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ

পর্বতমালার | তারা অতঃপর অস্বীকারকরল | যে | তা তারা বহনকরবে | আর | তারা ভয়পেল | তাথেকে | এবং

حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ؕ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

তা বহনকরল | মানুষ | নিশ্চয়ই সে | হল | বড়যালেম | বড়অজ্ঞ

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِينَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِينَ

(এর পরিনাম হল এই যে) শাস্তিদেবেন | আল্লাহ | মুনাফিকপুরুষদেরকে | ও | মুনাফিক নারীদেরকে | এবং | মুশরিক পুরুষদেরকে

وَ الْمُشْرِكٰتِ وَ يَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ

ও | মুশরিকনারীদেরকে | এবং | ক্ষমাকরবেন | আল্লাহ | উপর | মু'মিন পুরুষদের | ও | মু'মিনা নারীদেরকে

وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

এবং | হলেন | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

৭২. আমরা এই আমানতকে ২২ আকাশমন্ডলী, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম ।কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলনা, তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তাকে নিজের কাধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় যালেম ও মূর্খ জাহেল তাতে সন্দেহ নেই২৩।

৭৩. (আমানতের এই বোঝা গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণাম হল) যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং মোশরেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের শাস্তি দিবেন এবং মু'মেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের তওবা কবুল করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২২. "আমানত" এর অর্থ সেই দায়িত্বভার যা আল্লাহতা'আলা মানুষকে তাঁর পৃথিবীতে ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে অর্পণ করেছেন।

২৩. অর্থাৎ এই দায়িত্বভারের ধারক ও বাহক হয়েও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এবং আমানতের দায়িত্ব ভংগ করে নিজের উপর নিজে অত্যাচার করে।

সূরা সাবা

নামকরণ

১৫ নং আয়াতের .... لقد كان لسبا فى مسكنهم اية .... বাক্য হতে নাম গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা, যাতে 'সাবা'র উল্লেখ রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি নাযিল হওয়ার সঠিক সময়-কাল যে কি, কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস হতে তা জানা যায় না। তবে এর বর্ণনাভংগি হতে জানা যায় যে, তা মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময় অথবা প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়ে থাকলে তা সম্ভবত সেই সময় ছিল যখন কাফেরদের পক্ষ হতে যুলম নিপীড়ন তীব্রভাবে শুরু হয়নি। তখনো শুধু হাসি, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, গুজবের যুদ্ধ, মিথ্যা অভিযোগ ও সন্দেহ সৃষ্টি দ্বারাই ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

বিষয়-বস্তু ও মূল বক্তব্য

নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদ ও আখেরাতকে বিশ্বাস এবং তাঁর নবুয়্যতের প্রতি ঈমান আনার দাওআ'তের উপর ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও অর্থহীন অভিযোগ আকারে কাফেররা যেসব আপত্তি প্রকাশ করতো এ সূরায় তারই জবাব দেয়া হয়েছে। কোথাও সে সব আপত্তির কথা উল্লেখ করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে কোথাও ভাষণ বিশ্লেষণ হতেই এ কোন ধরনের আপত্তির জবাব তা আপনা-আপনি বুঝতে পারা যায়। জবাব সমূহের বেশীর ভাগ দেয়া হয়েছে ওয়াজ-নসীহত ও যুক্তি-প্রমাণ রূপে যেন প্রকৃত ব্যাপারটি সহজে অনুধাবন করা যায়। কোথাও কোথাও কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতার মারাত্মক পরিণতির কথা বলে ভয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) এবং 'সাবা' জাতির কাহিনীও পেশকরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, লোকদের সামনে ইতিহাসের এ দুটো উজ্জল নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এক দিকে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) রয়েছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে বড় শক্তি ও প্রতাপ প্রতিপত্তি দান করেছিলেন যা ইতিপূর্বে খুব কম লোককেই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছু লাভ করে তাঁরা অহংকার ও আত্মগৌরবে নিমজ্জিত হননি। তাঁরা নিজেদের আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পরিবর্তে তার শোকর-গুযার বান্দা হিসেবে জীবন-যাপন করেছেন। আর অপর দিকে 'সাবা' জাতি রয়েছে। আল্লাহ যখন তাদেরকে নিজের নেআ'মত দানকরলেন তখন তারা অহংকারে স্ফীত হয়ে উঠলো এবং শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল যে, তাদের কাহিনীই শুধু দুনিয়ায় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এ দুটি দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখ, তওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাস এবং নে'আমতের শোকর এর ভাবধারায় যে জীবন গড়ে-ওঠে তা উত্তম, না কুফরী-শিরক, পরকাল অবিশ্বাস ও দুনিয়া-পূঁজার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে তা উত্তম?

رُكُوْعَاتُهَا ٦ سُوْرَةُ سَبَاٍ مَّكِّيَّةٌ (٣٤) اٰيَاتُهَا ٥٤

ছয় তার রুকূ (সংখ্যা) মক্কী সাবা সূরা (৩৪) চুয়ান্ন তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি (এমন সত্ত্বা) জন্যে তারই (মালিকানায়) যা কিছু মধ্যে (আছে) আকাশমন্ডলির আর যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর এবং তারই জন্যে

الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلِجُ

সকল প্রশংসা মধ্যে পরকালের এবং তিনিই প্রজ্ঞাময় খুবঅবহিত তিনিজানেন যা কিছু প্রবেশ করে

فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا

মধ্যে পৃথিবীর আর যা কিছু বেরহয় তাথেকে এবং যা কিছু অবতীর্ণহয় থেকে আকাশ আর যা কিছু

يَعْرُجُ فِيْهَا ۭ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ② وَقَالَ الَّذِيْنَ

উত্থিতহয় তারমধ্যে এবং তিনিই মেহেরবান ক্ষমাশীল এবং বলে যারা

كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ

কুফরীকরেছে (কেন) না আমাদের উপর আসছে কিয়ামত বল কেন না নিশ্চয়ই শপথ আমার রবের তোমাদের উপর অবশ্যই আসবেই

রুকু-১

১. প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে, যিনি আকাশ-মন্ডলী ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক। আর পরকালেও তাঁরই জন্যে প্রশংসা। তিনি সুবিজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

২. যা কিছু যমীনের প্রবেশ করে, যা কিছু তা হতে বের হয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়– প্রত্যেকটি জিনিসই তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

৩. অবিশ্বাসীরা বলে, ব্যাপার কি, আমাদের উপর কেয়ামত আসছে না কেন? বল, আমার গায়েব-জানা রবের শপথ, তা তোমাদের উপর অবশ্যই আসবে।

عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ

(আমাররব) পরিজ্ঞাত | অদৃশ্যের (ব্যাপারে) | না | লুকায়িত আছে | তাঁর থেকে | (কিছু) পরিমাণও | কোন অনুর | মধ্যে | আকাশসমূহের

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي

আর | না | মধ্যে | পৃথিবীর | এবং | না | ক্ষুদ্রতর | চেয়ে | সেটার | আর | না | বৃহত্তর | কিন্তু | মধ্যে আছে

كِتٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

(লিখিত) একটি গ্রন্থের | সুস্পষ্ট | (কেয়ামত এজন্য) যেন তিনি পুরস্কার দেন | (তাদেরকে) যারা | ঈমানএনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীসমূহের

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِيٓ

ঐসব(লোক) | তাদেরজন্যে (রয়েছে) | ক্ষমা | ও | রিযক | সম্মানজনক | এবং | যারা | চেষ্টাকরে | ক্ষেত্রে

اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِينَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

আমাদের আয়াতগুলোকে | হীনপ্রমান করতে | ঐসব (লোক) | তাদেরজন্যে (রয়েছে) | শাস্তি | ভয়ংকর | মর্মান্তিক

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ

এবং | জানে | যাদের | দেয়া হয়েছে | জ্ঞান | যা | নাযিলকরা হয়েছে | তোমার প্রতি

مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيٓ إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾

তোমার রবের পক্ষহতে | তা | সত্য | এবং | পথ দেখায় | দিকে | পথের | পরাক্রমশালী (রবের) | (যিনি) প্রশংসিত

এক অনু পরিমাণ জিনিস তাঁর নিকট হতে না আকাশ মন্ডলে লুক্কায়িত রয়েছে, না যমীনে; না তা হতে বড় কোন জিনিস, না তা হতে ক্ষুদ্র। সবকিছু এক স্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে।

৪. আর এই কেয়ামত আসবে এ জন্যে যে, আল্লাহতা'আলা পুরস্কার দান করবেন সেই লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তাদের জন্যে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযক রয়েছে।

৫. আর যারা আমাদের আয়াত-সমূহকে হীন প্রমাণের জন্যে চেষ্টা করেছে তাদের জন্যে জঘন্য পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

৬. হে নবী! জ্ঞানবান লোকেরা ভালভাবেই জানে যে, তোমার রবের তরফ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি হক এবং তা পরাক্রান্ত মহাপ্রশংসিত (রবের) দিকে পথ দেখায়।

وَ	قَالَ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	هَلْ	نَدُلُّكُمْ	عَلٰى
এবং	বলে	যারা	কুফরী করেছে	কি	তোমাদেরকে আমরা সন্ধানদেব	সম্পর্কে

رَجُلٍ	يُّنَبِّئُكُمْ	اِذَا	مُزِّقْتُمْ	كُلَّ	مُمَزَّقٍ	اِنَّكُمْ	لَفِيْ
একব্যক্তির	তোমাদেরকে যে খবরদেবে	যখন	(অনুকনিকায়)তোমাদেরকেছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হবে	প্রত্যেক	খুবছিন্ন-বিছিন্ন	তোমরা নিশ্চয়ই (হবে)	অবশ্যই মধ্যে

خَلْقٍ	جَدِيْدٍ ۝٧	اَفْتَرٰى	عَلَى	اللّٰهِ	كَذِبًا	اَمْ	بِهٖ	جِنَّةٌ ط
সৃষ্টির	নতুন (অর্থাৎ পুনরুত্থিত হবে?)	রচনা করেছে কি	উপর	আল্লাহর	মিথ্যা	অথবা	তারসাথে আছে	জ্বিন

بَلِ	الَّذِيْنَ	لَا	يُؤْمِنُوْنَ	بِالْاٰخِرَةِ	فِي	الْعَذَابِ	وَ	الضَّلٰلِ
বরং	যারা	না	বিশ্বাসকরে	আখেরাতকে	মধ্যে (রয়েছে)	শাস্তির	এবং	বিভ্রান্তির

الْبَعِيْدِ ۝٨	اَفَلَمْ	يَرَوْا	اِلٰى	مَا	بَيْنَ	اَيْدِيْهِمْ	وَ	مَا	خَلْفَهُمْ
সুদূর	তবে কি নাই	তারাদেখে	দিকে	(তার) যা	সামনে (রয়েছে)	তাদের	এবং	যা	তাদেরপিছনে

مِّنَ	السَّمَآءِ	وَ	الْاَرْضِ ط	اِنْ	نَّشَاْ	نَخْسِفْ	بِهِمُ	الْاَرْضَ
হতে	আসমান	এবং	যমীন	যদি	আমরা	আমরা ধসিয়ে	তাদেরসহ	যমীনকে

اَوْ	نُسْقِطْ	عَلَيْهِمْ	كِسَفًا	مِّنَ	السَّمَآءِ ط	اِنَّ	فِيْ	ذٰلِكَ
অথবা	আমরা পতিত করব	তাদেরউপর	(কিছু) খণ্ড	থেকে	আকাশ	নিশ্চয়ই	মধ্যে (রয়েছে)	এর

لَاٰيَةً	لِّكُلِّ	عَبْدٍ	مُّنِيْبٍ ۝٩
অবশ্যই নিদর্শন	জন্যে প্রত্যেক	বান্দার	যে (আল্লাহ) অভিমুখী

৭. অবিশ্বাসীরা লোকদেরকে বলে, "আমরা তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলব, যে খবর দেয়, তোমাদের দেহের প্রতিটি অনুকণিকা যখন ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, তখন তোমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে?

৮. জানিনা, এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করছে কিংবা তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে?" না বরং যারা পরকাল মানে না তারা আযাবে নিমজ্জিত হবে। আর তারাই অতি মারাত্মকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে।

৯. তারা কি সেই আসমান যমীন কখনো দেখেনি, যা তাদেরকে সামনে ও পিছন হতে ঘিরে রয়েছে? আমরা চাইলে এদেরকে যমীনে নিমজ্জিত করে দেব কিংবা আসমানের কিছু টুকরো এদের উপর ফেলে দেব। মূলতঃ এতে একটি নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক বান্দার জন্যে যে আল্লাহর দিকে রুজু করতে প্রস্তুত।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ط

এবং | নিশ্চয়ই | আমরাদিয়েছি | দাউদকে | আমাদের পক্ষথেকে | অনুগ্রহ

يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَ الطَّيْرَ ج وَ اَلَنَّا لَهُ

(এবং বলে ছিলাম) হে পর্বতমালা | আনুকূল্য কর | তারসাথে | এবং | পাখীদেরকেও (হুকুম দিয়েছিলাম) | এবং | আমরা নরম করেদেই | তারজন্যে

الْحَدِيْدَ ۝١٠ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّ قَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَ اعْمَلُوْا

লৌহকে | (এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম)যে | তুমি নির্মাণ কর | (নিখুঁত) বর্ম সমূহের | ও | পরিমান রক্ষা কর | মধ্যে | কড়াগুলোর | এবং | তোমরা কাজকর

صَالِحًا ط اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١ وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ

নেকীর | নিশ্চয়ই আমি | ঐবিষয়ে যা | তোমরা করছ | দৃষ্টিমান | এবং | সোলায়মানেরজন্যে (অধীনকরেদেই) | বাতাসকে

غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّ رَوَاحُهَا شَهْرٌ ج وَ اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ

তারপ্রভাতেচলা | একমাসের | এবং | তারসন্ধাকালীনচলা | একমাসের | এবং | আমরা প্রবাহিত করি | তারজন্যে | প্রস্রবণ

(অর্থাৎ সে একমাসের পথ এক সকাল বা এক সন্ধায় অতিক্রম করত)

الْقِطْرِ ط وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ط

গলিত তামার | এবং | মধ্য হতে | জ্বিনদের | কতক | কাজ করত | সামনে | তার | অনুমতি ক্রমে | তার রবের

রুকূ-২

১০.. আমরা দাউদকে নিজের নিকট হতে বিপুল অনুগ্রহ দান করেছিলাম। (আমরা হুকুম দিলাম যে,) হে পাহাড়, তার সাথে আনুকূল্য কর। (আর এই হুকুম আমরা) পক্ষীকূলকেও দিলাম। আমরা লোহাকে তার জন্যে নরম করে দিলাম।

১১. এই নির্দেশসহ যে, বর্মগুলো বানাও এবং তার আকার পরিমাণ মতো রাখ। (হে দাউদের বংশধর!) নেক্ আমল কর । যা কিছু তোমরা কর তা আমি দেখতে পাচ্ছি।

১২. আর সুলায়মানের জন্যে আমরা বাতাসকে অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছি, সকাল বেলা তার এক মাসের পথ চলা এবং সন্ধাকালে তার এক মাসের পথ চলা[১]। আমরা তার জন্যে গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছি। এবং এমন সব জ্বিন তার অধীন অনুগত করে দিয়েছি যারা তাদের রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করত।

১. অর্থাৎ বায়ুকে হজরত সুলাইমান (আঃ) এর এমন অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে তিনি যখন চাইতেন বায়ুকে তার অনুকূলে দ্রুত প্রবাহিত করিয়ে এক সকাল বা এক সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতে পারতেন।

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝١٢

আর যে অমান্য করত তাদের মধ্যকার হতে আমাদের নির্দেশের তাকে আমরা আস্বাদনকরাতাম শাস্তি জলন্ত আগুনের

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ

তারা তৈরীকরত তার জন্যে যা সে ইচ্ছে করত যেমন উঁচু ইমারত সমূহ ও (প্রাণহীন বস্তুর) প্রতিকৃতিসমূহ ও বড়পাত্রসমূহ

كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ

হাউযসদৃশ এবং বড়ডেগসমূহ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত (আরও বলেছিলাম) তোমরা কাজকর (হে) বংশধররা দাউদের কৃতজ্ঞতাসহকারে

وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۝١٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ

এবং কমই মধ্যে হতে আমারবান্দাদের কৃতজ্ঞ অতঃপর যখন আমরা ফায়সালা করলাম তারউপর

الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ

মৃত্যুর না তাদেরজানাল সম্পর্কে তারমৃত্যু কিন্তু পোকা মাটির (অর্থাৎ ঘুণ) (যা) খাচ্ছিল

مِنْسَاَتَهٗ ۚ

তার লাঠিকে

তাদের মধ্যে যে আমার হুকুম অমান্য করত তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাতাম।

১৩. তারা তার জন্যে তাই বানাতো যা সে চাইত; উঁচু-উঁচু ইমারত, ছবি প্রতিকৃতি[২] বড় বড় হাউজ-থালার মত এবং নিজ স্থানে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগ –হে দাউদের বংশের লোকেরা, শোকর করার নিয়মে[৩] কাজ করতে থাক, আমার বান্দাদের মধ্যে শোকর-গুযার খুবই কম।

১৪. পরে সুলায়মানের জন্যে যখন আমরা মৃত্যুর ফয়সালা জারী করলাম, তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর জানাবার জন্যে 'ঘুণ' ছাড়া আর কোন জিনিসই ছিল না, তা তার যষ্ঠিকে খেয়ে ফেলছিল।

২. চিত্র অর্থে মানুষ বা পশুর চিত্র হওয়া জরুরী নয়। হজরত সোলায়মান (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের অনুসারী ছিলেন এবং হযরত মূসার শরীয়তে কোন জীবের চিত্র তৈরী করা সেরূপ ভাবেই হারাম ছিল যেমন রসূলুল্লাহর শরীয়তে তা হারাম।

৩. অর্থাৎ কৃতজ্ঞ দাসের মতো কাজ করো।

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

অতঃপর যখন | সে পড়ে গেল | পরিষ্কার ভাবে জানতেপারল | জ্বিনরা | যে | যদি | তারাজানত

الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ⑭ لَقَدْ كَانَ

অদৃশ্যবিষয়ে | না | তারাঅবস্থান করত | মধ্যে | শাস্তির | লাঞ্চনাদায়ক | নিশ্চয়ই | ছিল

لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ

'সাবা(জাতির) জন্যে | মধ্যে | তাদের বাসভূমির | একটি নিদর্শন | দুটিবাগান | ডানে | ও | বামে

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ

(বলেছিলাম) তোমরাখাও | থেকে | রিযুক | তোমাদের রবের | ও | তোমরা শোকরকর | তাঁরজন্যে | (এই) দেশ | উত্তম পবিত্র | এবং

رَبٌّ غَفُوْرٌ ⑮ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

রব | ক্ষমাশীল | কিন্তু তারা মুখ ফিরাল | তাই আমরা প্রেরণ করলাম | তাদেরউপর | বন্যা | বাঁধ-ভাঙ্গা

وَ بَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ

এবং | তাদের আমরা পাল্টে দিলাম | তাদের দু'টি বাগানের বিনিময়ে, | দুটিবাগান | সম্পন্ন | ফল-মূল | বিস্বাদ | এবং

اَثْلٍ وَّ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ⑯ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا

ঝাউগাছ | ও | কিছু | কুলগাছ | সামান্য | এটা | তাদের আমরা প্রতিফল দিই | এ কারণ | তারাকুফরী করেছিল

এই ভাবে সুলায়মান যখন পড়ে গেল তখন জ্বিনদের নিকট এই রহস্য উদঘাটিত হল যে, তারা যদি গায়েব জানত তা হলে এই লাঞ্চনার আযাবে তারা নিমজ্জিত হয়ে থাকত না।

১৫. 'সাবার' জন্যে তাদের বসবাসের স্থানেই একটি চিহ্ন বর্তমান ছিল, দু'টি বাগান ডানে ও বামে[৪]। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রেযক খাও এবং তাঁর শোকর-গুযারী কর। (এই) দেশ খুবই উত্তম-পবিত্র এবং পরোয়ারদেগার হলেন ক্ষমাশীল।

১৬. কিন্তু তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের উপর বাঁধ-ভাংগা বন্যা পাঠিয়ে দিলাম এবং তাদের পিছনের দুটি বাগানের পরিবর্তে অপর দুটি বাগান তাদেরকে দিলাম, তাতে তিক্ত-কটুফল ও ঝাউ গাছ ছিল এবং কিছু পরিমাণ কুল গাছও।

১৭. এ ছিল তাদের কুফরীর প্রতিফল –আমরা তাদেরকে দিলাম।

৪. এর অর্থ এই নয় যে সারা দেশে মাত্র দুটি উদ্যান ছিল। বরং এর মর্ম- 'সাবার' সমগ্র ভূমি উদ্যান বনে গিয়েছিল। মানুষ যেখানেই দাঁড়াতো তার ডাইনে বা বামে উদ্যান দেখা যেত।

وَ	هَلْ	نُجْزِىٓ	اِلَّا	الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾	وَ	جَعَلْنَا	بَيْنَهُمْ	وَ	بَيْنَ
এবং	না	আমরা দেই (এমন)প্রতিফল	ব্যতীত	অকৃতজ্ঞকে	এবং	আমরা স্থাপন করেছিলাম	তাদেরমাঝে	ও	মাঝে

الْقُرَى	الَّتِىْ	بٰرَكْنَا	فِيْهَا	قُرًى	ظَاهِرَةً	وَّ	قَدَّرْنَا	فِيْهَا
জনবসতি গুলোর	যাতে	আমরা বরকত দিয়েছিলাম	তারমধ্যে	(বহু)জনপদ	দৃশ্যমান	এবং	আমরাপরিমান মত রেখেছিলাম	তারমধ্যে

السَّيْرَ	سِيْرُوْا فِيْهَا	لَيَالِىَ	وَ	اَيَّامًا	اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾	فَقَالُوْا
সফরের (দূরত্ব)	তারমধ্যে (বলেছিলাম)তোমরা চলাফেরাকর	রাতগুলোতে	ও	দিনগুলোতে	নিরাপত্তা সহকারে	কিন্তু তারা বলেছিল

رَبَّنَا	بٰعِدْ	بَيْنَ	اَسْفَارِنَا	وَ	ظَلَمُوْٓا	اَنْفُسَهُمْ
হেআমাদের রব	দূরত্ব বাড়াও	মাঝে	আমাদের সফর সমূহের	এবং	তারাযুলম করেছিল	তাদের নিজদের (উপর)

আর অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া এমন প্রতিফল আমরা আর কাউকে দিই না।

১৮. আর আমরা তাদের ও তাদের বসতিসমূহের মাঝে– যে গুলোকে আমরা বরকত দান করেছিলাম– প্রকাশ্য বসতি স্থাপন করে দিলাম। এবং তাতে সফরের দূরত্ব একটি পরিমাণ মতো রেখে দিলাম[৫]। চলাফেরা কর এ সব পথে রাত-দিন, পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে।

১৯. কিন্ত তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের সফরের দূরত্ব দীর্ঘ করে দাও[৬]। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করল।

৫. "বরকত–পূর্ণ জনপদ" অর্থাৎ সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের এলাকা। 'প্রকাশ্য বসতি' অর্থাৎ এরূপ জনপদসমূহ যা সাধারণ রাজপথের পাশে অবস্থিত ছিল, যা কোন দূরবর্তী স্থানে নির্জনতায় লুকানো ছিল না। এবং সফরের দূরত্ব সমূহকে পরিমিত রাখার অর্থ ইয়ামান হতে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র সফর ক্রমাগত বসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হতো, যার প্রতিটি মনযিল থেকে পরবর্তী মনযিলের দূরত্ব জানা ও নির্দিষ্ট ছিল।

৬. তারা মুখে এরূপ দোয়া করেছিলেন এরূপ নিশ্চিত নাও হতে পারে। অনেক সময় মানুষ বাস্তবে এরূপ কাজ করে যার দ্বারা মনে হয় যেন সে নিজের স্রষ্টাকে এই বলছে যে– 'যে নে'আমত তুমি আমাকে দান করেছ আমি তার যোগ্য নই'। আয়াতের ভাষা দ্বারা একথা স্পষ্ট-পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, সে কওম নিজেদের জনবসতির আধিক্যকে নিজেদের জন্যে এক আপদ বলে মনে করে কামনা করছিল– যেন বসতি এতটা হ্রাস পায় যাতে সফরের মনযিলগুলো দূরে দূরে অবস্থিত হয়।

فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَ مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

তাদেরকে অতঃপর আমরা পরিণতকরলাম | গল্পসমূহে | এবং | আমরা তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্নকরলাম | প্রত্যেককে | খুবছিন্ন-ভিন্ন | নিশ্চয়ই | মধ্যে (রয়েছে) | এর

لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ

অবশ্যই নিদর্শনাবিলী | জন্যে প্রত্যেক | বড়ধৈর্যশীল | কৃতজ্ঞ ব্যক্তির | এবং | নিশ্চয়ই | সত্যপ্রমাণ করল | তাদেরউপর | ইবলীস

ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَ مَا كَانَ

তার ধারণাকে | তারা অতঃপর তারঅনুসরণকরল | ব্যতীত | একটিদল | অর্থাৎ | মু'মিনরা | এবং | না | ছিল

لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ

তার জন্যে | তাদেরউপর | কোন | আধিপত্য | কিন্তু | আমরা যেন (বাস্তবে) জানি | কে | বিশ্বাসকরে | আখেরাতের উপর

مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۲۱﴾

'তাদের' মধ্যেহতে | কে সে | তা সম্পর্কে | মধ্যে (রয়েছে) | সন্দেহের | এবং | তোমাররব | উপর | সব | কিছুর | সংরক্ষক

শেষ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে 'গল্প' বানিয়ে রাখলাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে অতি বড় ধৈর্যশীল, ও শোকর আদায়কারী।

২০. তাদের ব্যাপারে ইবলীস নিজের ধারণাকে নির্ভুল পেল এবং তারা তারই অনুসরণ করল, –অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া, যারা মু'মেন ছিল।

২১. তাদের উপর ইবলীসের কোন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ছিল না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা এ জন্যে হয়েছে যে, কে পরকাল মানে, এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তা আমরা বাস্তবভাবে দেখতে চাই। তোমার রব সব জিনিসেরই সংরক্ষক।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

আরবি	অর্থ
قُلِ	(হেনবী) বল
ادْعُوا الَّذِينَ	(তাদের) (মোশরেকদেরকে) যাদেরকে তোমরাডেকেদেখ
زَعَمْتُمْ	তোমর (ইলাহ) মনেকরেছ
مِّنْ دُونِ	ছাড়া
اللَّهِ	আল্লাহ
لَا	(প্রকৃতপক্ষে) না
يَمْلِكُونَ	তারামালিক আছে
مِثْقَالَ	পরিমান
ذَرَّةٍ	কোন অনুর
فِي	মধ্যে
السَّمَٰوَٰتِ	আকাশসমূহের
وَ	আর
لَا	না
فِي	মধ্যে
الْأَرْضِ	যমীনের
وَ	এবং
مَا	নাই
لَهُمْ	তাদেরজন্যে
فِيهِمَا	এদুয়ের (মধ্যে আছে)
مِنْ	কোন
شِرْكٍ	অংশ
وَ	আর
مَا	না (আছে)
لَهُ	তাঁর জন্যে
مِنْهُمْ	তাদের মধ্যহতে
مِّنْ	কোন
ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾	সাহায্যকারী
وَ	এবং
لَا	না
تَنْفَعُ	ফলপ্রসূহবে
الشَّفَاعَةُ	কোন সুপারিশ
عِنْدَهُ	তাঁরকাছে
إِلَّا	কিন্তু
لِمَنْ	যাকে
أَذِنَ	তিনি অনুমতিদেবেন
لَهُ	তারজন্যে
حَتَّىٰ	এমন কি
إِذَا	যখন
فُزِّعَ	দূর হয়ে যাবে ভয়
عَنْ	থেকে
قُلُوبِهِمْ	তাদের অন্তরগুলো
قَالُوا	তারা বলবে (সুপারিশকারীদের)
مَاذَا	কি
قَالَ	বলেছেন
رَبُّكُمْ	তোমাদের রব
قَالُوا	তারা বলবে
الْحَقَّ	(যা) সত্য সঠিক
وَ	এবং
هُوَ	তিনি
الْعَلِيُّ	সমুচ্চ
الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾	মহান শ্রেষ্ঠ

রুকু-৩

২২. (হে নবী এই মোশরেকদেরকে) বল, তোমরা তোমাদের সেই মা'বুদদেরকে– যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের মাবুদ মনে করে নিয়েছে– ডেকে দেখ! তারা না আকাশমন্ডলে এক তিল পরিমাণ জিনিসের মালিক, না যমীনে। তারা আসমান ও যমীনের মালিকানায়ও শরীক নয়। তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়।

২৩. আর আল্লাহর সমীপে কোন শাফায়াতও কারো জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না, সে ব্যক্তি ছাড়া যার জন্যে আল্লাহ সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের দিল হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদের) জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গেছে। আর তিনিতো অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط قُلِ

বল | কে | তোমাদের রিযকদেন | হতে | আসমানসমূহ | ও | পৃথিবী (হতে) | বল

اللّٰهُ لا وَ اِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٤

আল্লাহ | নিশ্চয়ই এবং আমাদের | অথবা | তোমাদের (কোনএকপক্ষ) | অবশ্যই উপর | হেদায়াতের | অথবা | মধ্যে (রয়েছে) | গোমরাহীর | সুস্পষ্ট

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝٢٥

বল | না | তোমাদের জিজ্ঞাসা করাহবে | ঐ বিষয়ে যা | আমরা অপরাধ করেছি | আর | না | আমাদের জিজ্ঞাসা করাহবে | ঐ বিষয়ে যা | তোমরা কাজ করছ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَ هُوَ الْفَتَّاحُ

বল | একত্রিত করবেন | আমাদের মাঝে | আমাদের রব | এরপর | তিনি ফয়সালা করে দেবেন | আমাদের মাঝে | সঠিকভাবে | এবং | তিনিই | শ্রেষ্ঠবিচারক

الْعَلِيْمُ ۝٢٦ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ط

সর্বজ্ঞ | বল | আমাকে তোমরাদেখাও | (তাদেরকে) যাদের | তোমরা সংযুক্তকরেছ | তাঁরসাথে | শরীকহিসাবে | কক্ষণনা

بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٧ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً

বরং | তিনিই | আল্লাহ | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময় | এবং | নাই | তোমাকে আমরা প্রেরণকরেছি | এছাড়া | সমগ্র

لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٢٨

মানব জাতির (জন্যে) | সুসংবাদ দাতারূপে | ও | সতর্ককারী রূপে | কিন্তু | অধিকাংশ | লোক | না | জানে

২৪. (হে নবী) এদের নিকট জিজ্ঞাসা করঃ "আসমান ও যমীন হতে কে তোমাদেরকে রেযক দেয়?" বল, "আল্লাহ"। এখন নিঃসন্দেহে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন এক পক্ষই হেদায়াতের পথে কিংবা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে"।

২৫. এদেরকে বল, "আমরা যে অপরাধই করে থাকি সে বিষয়ে তোমাদের নিকট কৈফিয়ত চাওয়া হবে না। আর যা কিছু তোমরা করছ সে জন্যে কোন জবাব আমাদের নিকট চাওয়া হবে না।"

২৬. বল, "আমাদের রব আমাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর আমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে ঠিক ঠিক ফয়সালা দান করবেন। তিনি এতবড় বিচারকর্তা যে, তিনি সবকিছু জানেন"।

২৭. এদেরকে বল "আমাকে একটু দেখাও দেখি, তোমরা কোন্ সব সত্ত্বাকে তাঁর সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছ?" কক্ষণো না, মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ তো কেবল সেই এক আল্লাহই।

২৮.আর (হে নবী!) আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যেই সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু অনেকেই তা জানে না।

وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾

এবং তারাবলে কখন সেই ওয়াদা (পূর্ণ হবে) যদি তোমরাহও সত্যবাদী

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّ لَا

বল তোমাদের জন্যে মীয়াদ (নির্দিষ্ট) দিনে (যা) না তোমরা বিলম্ব করতে পারবে তাথেকে মুহূর্তকাল আর না

تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا

তোমরাত্বরান্বিত করতে পারবে এবং বলবে যারা কুফরী করেছে কক্ষণো না আমরা বিশ্বাস করব উপর এই

الْقُرْاٰنِ وَ لَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ

কুরআনের আর না উপর যা (কিতাব এসেছে) তার পূর্বে এবং যদি তুমিদেখতে (হায়) যখন যালেমদেরকে

مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ

দাড় করানো হবে সমীপে তাররবের (ফিরিয়ে) উত্তরদিবে তাদের একে প্রতি অপরের

الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

কথা (অর্থাৎ (বাদানুবাদ) করবে) বলবে যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল (তাদের)কে যারা অহংকারী ছিল (বড় বনে বসেছিল)

لَوْ لَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

যদি না তোমরা অবশ্যই আমরা হোতাম (থাকতে) মু'মিন

২৯. এই লোকেরা বলে, সেই (কেয়ামতের) ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে- যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?

৩০. বল, "তোমাদের জন্যে এমন এক দিনের মীয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার আসার ব্যাপারে তোমরা না এক মুহূর্তের বিলম্ব করতে পারবে, আর না এক মূহূর্ত আগে তাকে আনতে পারবে।"

রুকু-৪

৩১. এই কাফেররা বলছে, "আমরা কক্ষণো এই কুরআনকে মানব না, এর পূর্বে আসা কিতাবকেও মেনে নেব না"। তুমি যদি এই লোকদের অবস্থা দেখ যখন এই যালেমরা তাদের রবের সমীপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে, তখন তারা পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে থাকবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা যারা বড় হয়ে রয়েছিল, তাদেরকে বলবে, "তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মু'মেন হতাম।"

اسْتُضْعِفُوْٓا	لِلَّذِيْنَ	اسْتَكْبَرُوْا	الَّذِيْنَ	قَالَ
দুর্বল করে রাখা হয়েছিল	(তাদের) কে যাদের	অহংকারী ছিল (বড় বনে বসেছিল)	(তারা) যারা	বলবে

بَعْدَ	الْهُدٰى	عَنِ	صَدَدْنٰكُمْ	اَنَحْنُ
পরে	হেদায়াত	হতে	তোমাদেরকে আমরা বাধাদিয়েছিলাম	আমরা কি

الَّذِيْنَ	وَ قَالَ	مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾	بَلْ كُنْتُمْ	اِذْ جَآءَكُمْ
(তারা) যাদের	বলবে এবং	অপরাধীলোক	তোমরাছিলে বরং	তোমাদের কাছে এসেছিল যখন

وَ النَّهَارِ	الَّيْلِ	بَلْ مَكْرُ	اسْتَكْبَرُوْا	لِلَّذِيْنَ	اسْتُضْعِفُوْا
দিনের ও	রাতের	চক্রান্ত (ছিল) বরং	অহংকারী ছিল (বড় বনে বসেছিল)	(তাদের) কে যারা	দুর্বলকরে রাখাহয়েছিল

وَ	اَنْدَادًا ؕ	لَهٗٓ	نَجْعَلَ	وَ	بِاللّٰهِ	نَّكْفُرَ	اَنْ	تَاْمُرُوْنَنَآ	اِذْ
এবং	সমকক্ষ	তাঁরজন্যে	আমরা বানাই (যেন)	ও	আল্লাহকে	আমরা অস্বীকার করি	যেন	আমাদেরকে তোমরা নির্দেশদিতে	যখন

الْاَغْلٰلَ	جَعَلْنَا	وَ	الْعَذَابَ ؕ	رَاَوُا	لَمَّا	النَّدَامَةَ	اَسَرُّوا
ফাঁসসমূহ	আমরা করে দেব	এবং	শাস্তি	তারা দেখবে	যখন	অনুতাপ	তারা গোপন করবে

كَانُوْا	مَا	اِلَّا ؕ	يُجْزَوْنَ	هَلْ	كَفَرُوْا ؕ	الَّذِيْنَ	اَعْنَاقِ	فِيْٓ
ছিল	যা	এছাড়া	প্রতিফল দেয়া হবে	কি	অবিশ্বাস করেছে	(তাদের) যারা	গলদেশসমূহের	মধ্যে

يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾
তারাকাজকরতো

৩২. সেই বড় হয়ে থাকা লোকেরা দাবিয়ে রাখা লোকদেরকে জবাব দিবে "তোমাদের নিকট যে হেদায়াত এসেছিল আমরা কি তা হতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম?.... না, বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।"

৩৩. সেই দাবিয়ে রাখা লোকেরা এই বড় হয়ে থাকা লোকদেরকে বলবে "না, বরং দিন-রাতের প্রতারণা ছিল, তোমরা আমাদেরকে বলছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং অন্যদেরকে তার সমকক্ষ বানাই "শেষ পর্যন্ত এই লোকেরা যখন আযাব দেখতে পাবে, তখন নিজেদের মনে আফসোস করতে থাকবে। আর আমরা এই অবিশ্বাসীদের গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে দিব। লোকেরা যেমন আমল করছিল প্রতিফল তেমনি পাবে– এ ছাড়া তাদেরকে অপর কোনরূপ বদলা দেয়া যায় কি?

وَ مَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ
এবং না আমরা প্রেরণ করেছি মধ্যে কোন জনবসতির কোন সতর্ককারী এছাড়া বলেছিল

مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَ قَالُوْا نَحْنُ
তারসমৃদ্ধশালীরা নিশ্চয়ই আমরা (ঐ বিষয়ে) যানিয়ে তোমরা প্রেরিতহয়েছ তা সম্পর্কে অস্বীকারকারী এবং তারাবলত আমরা

اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ۙ وَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾ قُلْ اِنَّ
অধিক সম্পদসমূহে ও সন্তানাদিতে এবং না আমরা শাস্তিপ্রাপ্তহব বল নিশ্চয়ই

رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
আমাররব প্রশস্ততা দেন রিযককে যাকে তিনিইচ্ছে করেন পরিমিতও আবার দেন কিন্তু অধিকাংশ লোক

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ مَآ اَمْوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ
না তারাজানে এবং না তোমাদের সম্পদসমূহ আর না তোমাদেরসন্তানাদি ঐসব যা (না)

تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۡ فَاُولٰٓئِكَ
তোমাদেরকে নিকটবর্তীকরবে আমাদেরকাছে নিকটবর্তী কিন্তু যে ঈমানআনবে ও কাজকরবে নেকীর অতঃপর ঐসবলোক

لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾
তাদেরজন্যে (রয়েছে) প্রতিফল দ্বিগুণ একারণে যা তারাকাজ করেছে এবং তারা মধ্যে প্রাসাদ সমূহের নিরাপদে থাকবে

৩৪. এমন কখনো হয়নি যে, কোন জন-বসতিতে আমরা একজন সতর্ককারী পাঠিয়েছি, আর সেই বসতির সুখী- সমৃদ্ধশালী লোকেরা বলেনি, যে পয়গাম তোমরা নিয়ে এসেছো আমরা তা মানছি না।

৩৫. তারা চিরকালই এই বলেছে যে, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী, আর আমরা কিছুতেই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়।

৩৬. হে নবী, এই লোকদেরকে বল, " আমার রব যাকে চান বিপুল রেযক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে দান করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই সত্য জানে না।

রুকু-৫

৩৭. তোমাদের এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে না, তবে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত। এই লোকদের জন্যেই তাদের আমলের দ্বিগুণ প্রতিফল রয়েছে এবং তারা বিরাট আকার সুউচ্চ ইমারত-সমূহে পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে।
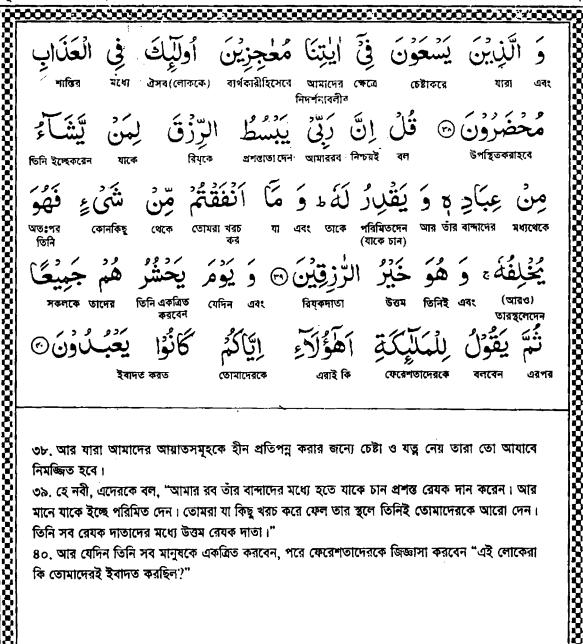
৩৮. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্যে চেষ্টা ও যত্ন নেয় তারা তো আযাবে নিমজ্জিত হবে।

৩৯. হে নবী, এদেরকে বল, "আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে যাকে চান প্রশস্ত রেযক দান করেন। আর মানে যাকে ইচ্ছে পরিমিত দেন। তোমরা যা কিছু খরচ করে ফেল তার স্থলে তিনিই তোমাদেরকে আরো দেন। তিনি সব রেযক দাতাদের মধ্যে উত্তম রেযক দাতা।"

৪০. আর যেদিন তিনি সব মানুষকে একত্রিত করবেন, পরে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন "এই লোকেরা কি তোমাদেরই ইবাদত করছিল'?"

৪১. তখন তারা জবাব দিবে, "পবিত্র মহান আপনার সত্ত্বা, আমাদের সম্পর্কতো আপনার সাথে, তাদের সাথে তো নয়! আসলে এরা আমাদের নয়, জ্বিনদের ইবাদত করছিল। এদের অধিকাংশ লোক তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল[৭]।

৪২. (তখন আমরা বলব,) আজ তোমাদের কেউ অপর কারো না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি । আর যালেম লোকদেরকে আমরা বলব, "এখন আস্বাদন কর এই জাহান্নামের আযাবের স্বাদ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করছিলে"।

৪৩. এই লোকদেরকে যখন আমাদের স্পষ্ট-অকাট্য আয়াত শুনানো হয়, তখন তারা বলে, "এই ব্যক্তিতো শুধু তোমাদেরকে সে সব মা'বুদ হতে বীতশ্রদ্ধ বানিয়ে দিতে চায় যাদের ইবাদত তোমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে"।

৭. যেহেতু আরবের মোশরেকরা ফেরেশতাদেরকে উপাস্য গণ্য করত সে জন্যে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন যখন ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তখন তাঁরা উত্তর দেবে, "আসলে এরা আমাদের বন্দেগী (উপাসনা দাসত্ব) করতো না, বরং আমাদের নাম নিয়ে শয়তানদের বন্দেগী করতো। কারণ শয়তানরাই তাদের এই শিক্ষা দিয়েছিল যে- তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কে অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে কর এবং তাদের সামনে নযর নিয়াহ (উপঢৌকন নৈবদ্য) ও পেশ কর।"
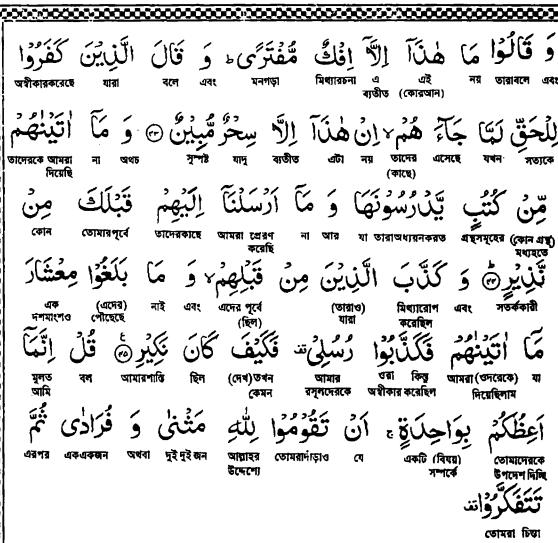
আরো বলে, এ (কুরআন) নিছক একটি মনগড়া মিথ্যা রচনা। এই কাফেরদের সামনে যখন প্রকৃত সত্য আসল তখন তারা বলে ফেলল, "এ তো স্পষ্ট যাদু"।

৪৪. অথচ আমরা ইতিপূর্বে এমন কোন কিতাব দিই নাই যা এরা পাঠ করতো, আর না তোমার পূর্বে এদের প্রতি কোন সাবধানকারী পাঠিয়েছিলাম।

৪৫. এদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা (রসূলদেরকে) অমান্য-অবিশ্বাস করেছে। আমরা যা কিছু ওদেরকে দিয়েছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্তও এদের পৌঁছেনি। কিন্তু ওরা যখন আমার রসূলদেরকে মিথ্যা মনে করেছিল, তখন দেখ, আমার আযাব কত কঠোর ও কঠিন ছিল।

রুকু-৬

৪৬. হে নবী, এদেরকে বল, " আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথার নসীহত করছি। আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা একা একা ও দু দু'জন মিলে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখ
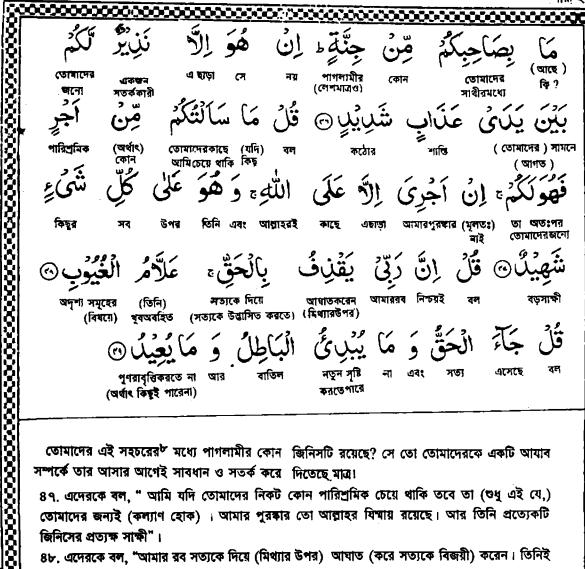
তোমাদের এই সহচরের[৮] মধ্যে পাগলামীর কোন জিনিসটি রয়েছে? সে তো তোমাদেরকে একটি আযাব সম্পর্কে তার আসার আগেই সাবধান ও সতর্ক করে দিতেছে মাত্র।

৪৭. এদেরকে বল, " আমি যদি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকি তবে তা (শুধু এই যে,) তোমাদের জন্যই (কল্যাণ হোক) ; আমার পুরস্কার তো আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। আর তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী" ।

৪৮. এদেরকে বল, "আমার রব সত্যকে দিয়ে (মিথ্যার উপর) আঘাত (করে সত্যকে বিজয়ী) করেন। তিনিই সব গোপন সত্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ?"

৪৯. বল, " সত্য এসেছে, এখন আর বাতিল না কোন কিছু নতুন সৃষ্টি করতে পারে আর না পারে তার পুনরাবৃত্তি (অর্থাৎ কিছুই করতে পারে না) ।"

৮. অর্থাৎ রসূল (সঃ) তাঁর সম্পর্কে 'তাদের সাহেব' (সহচর) এই শব্দ এই কারণে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তিনি তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না, বরং তাদেরই শহরের বাসিন্দা ও তাদেরই স্ব-গোত্রীয় ছিলেন।

৫০. বল, "আমি যদি গোমরাহ হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমার গোমরাহীর খারাব পরিণতি আমাকেই ভোগ করতে হবে। আর আমি যদি হেদায়াতের উপর থাকি, তবে তা সেই অহীর কারনে যা আমার রব আমার উপর নাযিল করেন। তিনি সবকিছুই শুনেন এবং তিনি অতীব নিকটে"!

৫১. তারা যখন ভয় পেয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে এবং রক্ষা পেয়ে কোথাও যেতে পারবে না– বরং নিকট হতেই ধরে নেয়া হবে তখন যদি তুমি তাদেরকে দেখতে!

৫২. তখন তারা বলবে, " আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি"। অথচ দূরে চলে যাওয়া জিনিস এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে!

৫৩. ইতিপূর্বে এরা কুফরী করেছিল এবং দূর থেকে (অনুসন্ধান না করে) অদৃশ্যের বিষয়ে আনুমানিক কথা নিক্ষেপ করত।

৫৪. তখন তারা যে জিনিস পাবার ইচ্ছা করবে, তা হতে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে যেমন করে এদের পূর্ববর্তী (এক মনা) দলগুলোকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। এরা বড় বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়েছিল।

معانی الفاظ
القرآن المجید
المجلد السادس
عربی - بنغالی
المترجم
مطیع الرحمن خان